INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Legislative Building, Agartala, on Friday, the 18th September, 1981, at 11 A. M.

Present :

Mr. Speaker (The Hon'ble Sudhanwa Deb Barma) in the Chair, the Chief Minister, 10 Ministers, the Deputy Speaker and 41 Members.

Questions & Answers

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :—আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন।

আজকের লিষ্টে প্রশ্ন সংখ্যা অনেক বেশী। সেজন্য প্রত্যেক সদস্যকে সমান সুযোগ দেওয়ার জন্য একজন সদস্য তিনটির বেশী সাপ্লিমেণ্টারী প্রশ্ন করতে পারবেন না। আমি আশা করি মাননীয় সদস্যগণ আমার সংঙ্গে সহযোগিতা করবেন।

শ্রী রামকুমার নাথ।

শ্রী রামকুমার নাথ—প্রশ্ন নং ১৭।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ১৭।

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর মহকুমায় তিলথৈ রাস্তা হইতে এ, এ, রোড পর্যন্ত রাস্তায় ভোয়ালাতুগাঁও কাকড়ি নদীর উপর একটি সেমি পারমানেণ্ট ব্রীজ কবে পর্যন্ত তৈরী করা হবে বলে আশা করা যায় ;

২) ইহা কি সত্য যে লোহার বীম জয়েষ্ট করার ম্যাটেরিয়াল্‌স এর অভাব বশতঃ ঐ ব্রীজটি তৈরী করা সম্ভব হচ্ছে না ?

উত্তর

১) ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারী নাগাদ পুলের কাজ শেষ হবে বলে আশা করা যায়।

২) না।

শ্রী রামকুমার নাথ :—এই কাকড়ি নদীর উপর যে ব্রীজটা এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। গত ৭৮ সন থেকে ডিপার্টমেণ্টের তালবাহানা চলছে। তারা শুধু বলছে' হবে হবে। কিন্তু আজকে তিন বৎসর পর্য্যন্ত ব্রীজটা হচ্ছে না। বেশ কয়েকটা গাঁওসভার বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের জন্য এই ব্রীজটা দরকার। এই ব্রীজটা কোন আমলে হয়েছিল। আজকে এটা ভেঙ্গে গেছে। সেজন্য মানুষ খুবই বিপন্ন। তাই আমি অনুরোধ করছি ব্রীজটা যেন তাড়াতাড়ি তৈরী হয়।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার —১৯৭৮-৭৯ সালে জয়েস্টের অভাবে এস, পি, টি, ব্রীজের কাজটা আরম্ভ করা হয় নি। ইতিমধ্যে কাকড়ি নদীর সমান্তরাল রেলওয়ে রাস্তার কাজ আরম্ভ হয়।

তাই এটাকে এখন নূতন করে পরীক্ষা করা আরম্ভ হয় এবং তার দ্বারা আশা করা যাচ্ছে কাজটা ১৯৮১ সনে আরম্ভ করা যেতে পারে এবং ১৯৮২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে শেষ হবে। আর, এস, জয়েন্টের ব্যবস্থা আমরা করেছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :—শ্রী বাদল চৌধুরী।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—প্রশ্ন নং ৪৩।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ৪৩।

প্রশ্ন

১) আগামী আর্থিক বছরে আগরতলা পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কোন প্রস্তাব দিয়েছেন কি?

২) কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যপারে কি উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন রাজ্য সরকার তাহা অবগত আছেন কি?

৩) ইহা কি সত্য যে জমি অধিগ্রহণ বিলম্বিত হওয়ার দরুণ ধর্মনগর-কুমারঘাট রেল লাইনে কাজ ধীরে অগ্রসর হচ্ছে?

উত্তর

১) না,

২) হ্যাঁ।

৩) না, সত্য নহে।

শ্রী বাদল চৌধরী—বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং রেলমন্ত্রীর বিবৃতিতে শুনতে পাচ্ছি যে ত্রিপুরাতে রেল চালু করা লাভজনক হবে না বলে এখানে রেল লাইন হবে না। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আগে বলা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষের দাবী উপস্থাপিত করা হলে কাছাড় থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত রেল সম্প্রসারিত হয়। এখন ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত রেল সম্প্রসারিত করার কাজ চলছে। এখন আমরা দাবী করছি কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণ করতে হবে। সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে তা বিবেচনাধীন আছে। ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যে কোন সময়ে উক্ত জমি বুঝে নিতে পারেন। ধর্মনগর হইতে কুমারঘাট পর্যন্ত কাজ ১৯৭৯ সনের নভেম্বর মাস হইতে আরম্ভ হয়। জঙ্গল এবং মাটি কাটার কাজ রেল লাইন বরাবর বিভিন্ন বিভাগের ঠিকাদার মারফত আরম্ভ করা হইয়াছে এবং তার সাথে রেল লাইন তৈরীর কাজও আরম্ভ করা হইয়াছে। কাজ চলিতেছে মোট ৩৩'৫ কিলোমিটারের মধ্যে ধর্মনগর হইতে ২৫ কিলোমিটারের কাজের জন্য দরপত্র আহ্বানের কাজ শেষ হইয়াছে। কাজ বিলি ব্যবস্থা শীঘ্রই হইবে। আগামী মরশুমে রেল স্টেশন, ষ্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হইবে এবং ইহার শেষার্ধে রেল লাইন বসানোর কাজ আরম্ভ হইবে। উক্ত রেল লাইনের কাজ ১৯৮৪ সনের মধ্যে শেষ হইবে বলে আশা করা যায়।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিষয়টি যেহেতু খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্য আপনার অনুমতি নিয়ে এই সম্পর্কে বলতে চাই এই হাউসের সামনে যে কুমারঘাট থেকে আগরতলা পর্যন্ত রেল যোগাযোগের যে কাজ, সেই কাজ যাতে সাইমুলটেনিয়সলী অর্থাৎ ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট যে কাজ আরম্ভ হবে তার সংগে সংগে যাতে আরম্ভ হয় এই ব্যাপারে আমি কেন্দ্রীয় সরকারের রেল মন্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎ করি এবং চিঠি পত্র দিই। এই জোনের যে রেল কর্তৃপক্ষ তাদের সংগে সাক্ষাৎ করে এই প্রতিশ্রুতি পাই যে ডিসেম্বরের মধ্যে তারা আগরতলা রেলের কাজ শেষ করতে পারবে এবং এই জন্য প্রযোজনীয় অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। এটাও তাঁরা বলেন যে রেল যোগাযোগের জন্য আনুমানিক ৫০ কোটি টাকা খরচ করতে পারে। রেল মন্ত্রীকে আমি বলি যে পাঁচ বছরে যদি ১০ কোটি টাকা করে প্রতি বছর খরচ করেন তাহলে পাঁচ বছরের মধ্যে আগরতলাপযন্ত রেলআসতে পারে। সেজন্য আগামীবাজেটে অর্থ বরাদ্দ করার জন্য অনুরোধ করব। এটা লাভজনক হবে কিনা প্রশ্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আগে দেখা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয মন্ত্রীসভাতে আমরা জানাতে চাই যে যদি লাভজনক হবে কিনা এটা বিচার্য বিষয় হয় তাহলে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলকে রেল থেকে বঞ্চিত করতে হবে। মনিপুরে যদি রেল যায় তাহলে কি লাভ জনক হবে? একথা আমি লিখেছিলাম যে সামরিক কর্তৃপক্ষের সংগে আলোচনার সময়ে তাঁরাও স্বীকার করেছেন যে ত্রিপুরা যেরকম একটা আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে তাতে রেল যোগাযোগ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গত বাংলাদেশের যুদ্ধের সময়ে আমরা অনুভব করেছি যে রেল যোগাযোগ না থাকার জন্য কত অসুবিধা হয়েছিল। এসব কথা আমি কেন্দ্রীয সরকারকে বলেছি এবং প্ল্যানিং কমিশনকে এই কথাটা চিন্তা করতে হবে এবং সারা ত্রিপুরার মানুষ যে তুবার বন্ধ পালন করেছেন সেটাও গণতান্ত্রিক মানুষকে চিন্তা করতে হবে। সেই দিক থেকেও কেন্দ্রীয সরকারের কাছে আমাদের আবেদন থাকবে যাতে আগামী বাজেটে প্রয়োজনীয অর্থ বরাদ্দথাকে। এর আগেও এন, ই, সি, থেকে অর্থ বরাদ্দ ছিল এবং তার থেকে বিভিন্ন রাজ্যে কাজ শুরু করেছে। গত এন, ই, সি মিটিঙ্গে এই প্রস্তাবটা উঠেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ত্রিপুরা রাজ্য ছাড়া আর অন্য কোন রাজ্যে জমি অধিগ্রহণ করা হয নি বা মাটি কাটা হয় নি। ত্রিপুরা রাজ্যে মাটি কাটার কাজ অগ্রসর হয়েছে এবং একটা টানেল কাটা হবে। তাতে সময় লাগবে। তাঁরা আশা করছেন ১৯৮৪ সনের প্রথম দিকে কাজ শেষ করতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার—শ্রী মনিন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী মনিন্দ্র দেববর্মা—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫২

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫২।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য পোয়াঃ বিভাগ অন্তর্গত পঃ রাজনগর, পু: রাজনগর, বাদলবাড়ী, তুইবিং রামবাড়ী এলাকায় আজ অবধি জমিতে জলসেচের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই?

২) যদি সত্য হয় তাহলে তাহার কারণ কি?

উত্তর

১) পশ্চিম রাজনগরে সমরুচড়ার উপর একটি স্কীম চালু আছে। অন্য স্থানগুলিতে কোন স্কীম নাই।

২) সমরুছড়ার উপর পশ্চিম রাজনগরে একটি পাকা বাধেঁর পরিকল্পনা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। অন্যান্য স্থানগুলিতে সেচের ব্যবস্থা করার জন্য প্রাথমিক অনুসন্ধানের কাজ শীঘ্রই হাতে নেওয়া হইবে। সব কৃষিযোগ্য জমিতে একই সাথে স্থায়ী সেচ এর কাজ হাতে নেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রী মনীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই কাজগুলি যাতে অতি সত্বর হতে পারে, তার কোন সম্ভাবনা আছে কি, জানতে পারি কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্যার, আমি বলেছি যে এই কাজগুলি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। কাজেই পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর সেই কাজগুলি হবে কি হবেনা, সেই সম্পর্কে ডিসিশন দেওয়া হবে।

শ্রী মনীন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সমস্ত এলাকার মধ্যে এমন অনেকগুলি ছড়া আছে, যেগুলিতে বার মাসই জল থাকে, এটা আপনার জানা আছে কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—আমার কাছে এক্ষুনি বিস্তারিত তথ্য থাকা সম্ভব নয়। তবে এই এলাকার থেকে যদি কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আসে, তাহলে নিশ্চয় আমরা সেটাকে পরীক্ষা করে দেখব। আর তাছাড়া সব স্থানে একই সংঙ্গে কাজে হাত দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবও নয়, আমরা ক্রমে ক্রমে সেগুলি করার চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার—শ্রী ফইজুর রহমান।

শ্রী ফইজুর রহমান—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৫।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৫, স্যার,

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় কতটি গ্রামে বৈদ্যুতিক লাইন চালু আছে এবং কতটি গ্রামে নাই ? এবং

২। যে সমস্ত গ্রামে এখন পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক লাইন চালু হয় নাই সেই সমস্ত গ্রামগুলিতে কবে নাগাদ লাইন চালু করা হবে ?

উত্তর

১। বিগত ৩১-৩-৮১ইং পর্য্যন্ত ৯৮৬টি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে আরও ৩৭৮৬টি গ্রাম বাকি আছে।

২। রাজ্যের সমস্ত গ্রাম বৈদ্যুতিকরণের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা এখনও গৃহীত হয় নাই।

শ্রী ফইজুর রহমান—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ধর্মনগর মহকুমার তিল-থৈ থেকে কৃত্তি বাজার পর্য্যন্ত ইলেক্ট্রিক লাইন বসানোর কাজ এখন পর্য্যন্ত অসমাপ্ত আছে এবং এই লাইন বসানোর কাজ কবে নাগাদ সমাপ্ত হবে জানতে পারি কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, এই সম্পর্কে আমি অনুসন্ধান করে দেখব, কারণ এক্ষুনি আমি কিছু বলতে পারছি না।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৯৮৬টি গ্রামে এখন পর্যন্ত বৈদ্যুতিকরণ লাইন চালু আছে। কাজেই তার মধ্যে উপজাতি এলাকার গ্রামের সংখ্যা কত বলতে পারেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—স্যার, এই সম্পর্কে আরও একটি প্রশ্ন আছে। কাজেই ঐ প্রশ্নটার উত্তর দিতে গিয়ে আমি এই সম্পর্কে কিছু তথ্য জানাতে পারব।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ৯৮৬টি গ্রাম বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে বলে বল্লেন, তার মোট কনজাম্পসান কত বলতে পারেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—এ্যাক্‌জাক্ট ফিগার বলা এক্ষুনি আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সন্ধ্যা সময়ে বিশেষ করে পিক পয়েন্টে আমাদের প্রায় ১৪ মেগা-ওয়াট বিদ্যুতের দরকার হয়। আর সে জন্য আসাম থেকে আমাদের প্রচুর পাওয়ার আনতে হয়।

মিঃ স্পীকার—শ্রী কেশব মজুমদার।

শ্রী কেশব মজুমদার—স্টাড' কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৯।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা—স্যার, স্টাড' কোয়েশ্চান নাম্বার ৭৯,

প্রশ্ন

১। ১৯৮০-৮১ আর্থিক বছরে রাজ্যে মাংসের চাহিদা কত ছিল ?

২। তার মধ্যে কত অংশ সরকার সরবরাহ করেছেন এবং কি ভাবে করেছেন ?

৩। সরকারী সরবরাহ বাড়াবার জন্য কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে ?

উত্তর

এই বিভাগে এরূপ পরিসংখ্যান সংগৃহীত হয় নাই।

২। উল্লেখিত আর্থিক বৎসের রাজ্যিক মুরগী পালন ও শূকর পালন কেন্দ্র হইতে মোট ৩,০১০টি ডিমপারার মুরগী, ৬টি শূকর ও ৬৫৯ কেজি ৭৭৫ গ্রাম মুরগীর মাংস জনসাধারনের মধ্যে খাবার মাংস হিসাবে বিক্রি করা হইয়াছে।

৩। মুরগী ও শূকরের মাংস সরবরাহ বাড়াবার জন্য মুরগ এবং উন্নত জাতের মাংস প্রদানকারী শূকর প্রতিপালন করিবার ও মাংস সংরক্ষন এবং বাজারজাত করার পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

শ্রী কেশব মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এই রাজ্যে মাংসের চাহিদা কত, তার জন্য কোন পরিসংখ্যান গৃহীত হয় নাই। কাজেই তাই যদি না হয়ে থাকে, তাহলে কিসের ভিত্তিতে জনসাধারণের মধ্যে মাংস বিক্রি করা হচ্ছে, মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অভিরাম দেববর্মা—রাজ্যে মুরগী ও শূকরের মাংসের চাহিদা পূরণ করার জন্য রাজ্যের মধ্যে যাতে আরও বেশী করে মুরগী ও শূকরের প্রতিপালন করা যায়, তার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা সেই ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি।

শ্রী কেশব মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলছেন যে মাংস বিক্রী হচ্ছে কিন্তু সেগুলি কি ভাবে জনসাধারণের নিকট সরবরাহ করা হচ্ছে ?

শ্রী অভিরাম দেব্বর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, মুরগী এবং শূকরের মাংস শুধু আগরতলা সহরে বিজয়া দশমী এবং পয়লা বৈশাখ এই দুই দিনই বিক্রী করা হয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই পোলট্রির ডিম এবং মাংস পাচার হচ্ছে এই খবর জানা আছে কি ?

শ্রী অভিরাম দেব্বর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই খবর সরকারের জানা নাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস—কোয়েশ্চান নং ১০২

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—কোয়েশ্চান নং ১০২

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য আগরতলা শহরের কোন কোন অঞ্চলে ইলেকট্রিক কনজিউমার্সদের প্রতি দুই তিন মাস অন্তর অন্তর ইলেট্রিক বিল দেওয়া হয়?

২। সত্য হইলে দুই/তিন মাস অন্তর অন্তর বিল দিয়া কনজিউমার্সদের আর্থিক অসুবিধায় ফেলার কারণ কি ?

৩। উক্ত অসুবিধা দূরীকরণের জন্য প্রতি মাসে বিল দেওয়ার ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হইবে কি ?

উত্তর

১। কোন কোন ক্ষেত্রে সত্য।

২। প্রয়োজনীয় সংখ্যক মিটার রিডার—এর অভাবেই এই অসুবিধা হচ্ছে।

৩। উক্ত অসুবিধা দূরীকরণের চেষ্টা করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস—কোয়েশ্চান নং ১০৬

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার– কোয়েশ্চান নং ১০৬

প্রশ্ন

১। ধর্মনগরের বন্যাদুর্গত কাকড়ীর পার, টংগীবাড়ী, বটরশি, সাবাজপুর ও কামেশ্বর গ্রামকে রক্ষা করার জন্য কাকড়ী নদীর পূর্ব ও পশ্চিম তীরে বাঁধ নির্মানের জন্য কোন পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছেন কি ?

২। এবং উক্ত বাঁধ নির্মানের জন্য কোন আবেদন সরকারের নিকট জানানো হয়েছে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। হ্যাঁ

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, এই যে ৫টি গ্রামের কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে এই গ্রামগুলিতে প্রতি বছর কাকড়ী নদীর বন্যার জলে প্লাবিত হয় এবং প্রায় ৬০০ একর জমির ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এবং এই নদীতে বাঁধ না থাকার ফলে এই ৬০০ একর জমির জন্য কোন উপযুক্ত জলসেচের পরিকল্পনা নেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না। এই নদীতে বাঁধ দেওয়ার জন্য ফ্লাড ইনভেষ্টি-গেশান দপ্তর থেকে তদন্ত করে গিয়েছেন কিন্তু এখনও এখানে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে না—তাহলে কি আমাদের বুঝতে হবে যে সরকার এই গ্রামগুলির কথা এবং এই এলাকার ফসল রক্ষার কথা সরকার চিন্তা করছেন না ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, শুধু এই গ্রামগুলিই নয় ধর্মনগর এবং এই গ্রামগুলি সহ এই এলাকাকে রক্ষা করার জন্য একটা মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং—কোয়েশ্চান নং ১১৮

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—কোয়েশ্চান নং ১১৮

প্রশ্ন

১। দশদা হইতে সীমানাপুর পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মাণের কাজ ত্বরান্বিত করিবার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

দশদা থেকে সীমানাপুর পর্য্যন্ত কোন পি.ডব্লিও. ডি,র কোন রাস্তা নাই। তবে দশদা থেকে আনন্দবাজার পর্য্যন্ত একটা রাস্তা নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। আনন্দপুরে আরও ৬ কিলোমিটার কাজেই এটা কমপ্লিট না হওয়া পর্য্যন্ত সীমানাপুরের দিকে যেতে পারছি না।

শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, দশদা থেকে আনন্দবাজার রাস্তায় অনেকগুলি ব্রীজ তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এর মধ্যে কতকগুলির কাজ শেষ হয়েছে এবং কতগুলির কাজ এখনো শেষ হয় নাই। সেগুলি শেষ করতে কতদিন সময় লাগবে। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আনন্দবাজার পরিদর্শনের সময় রাস্তাটি ভানডারিমা পর্য্যন্ত নিয়ে যাওয়ার একটা প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি কত দিনের মধ্যে এর কাজ শুরু করা হবে ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রকম কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা দেওয়া সম্ভব নয়। দশদা থেকে সীমানাপুর এবং দশদা থেকে আনন্দপুর এই দুটি রাস্তার জন্য ২.৪৫ লাখ টাকার দুটি এষ্টিমেট মঞ্জুর করা হয়েছে এবং দশদা থেকে আনন্দপুর রাস্তার সলিংয়ের কাজ শুরু করা হয়েছিল কিন্তু ইটের অভাবে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। আগামী ইট পুরানোর মরসুমে এই রাস্তার তখন আবার কাজ শুরু করা হবে এবং এই রাস্তার কাজ শেষ হলে আশা করা যায় যে আগামী আর্থিক বছরে সীমানাপুরের রাস্তার কাজ হাতেই নেওয়া যেতে পারে।

মি: স্পীকার—শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—কোয়েশ্চান নং ১২২

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—কোয়েশ্চান নং ১২২

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া থেকে অম্পি হয়ে অমরপুরের রাস্তাটি মেরামতের জন্য মোট কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল ?

২। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের কি পরিমাণ এ যাবত ব্যয় করা সম্ভব হয়েছে ?

উত্তর

১। শুধু মাত্র মেরামতির জন্য নির্দিষ্ট কোন টাকা বরাদ্দ করা হয় নাই।

২। প্রায় ১.০৫ লক্ষ টাকা বর্তমান আর্থিক বছরের জুলাই মাস পর্য্যন্ত মেইণ্টেনেনস-এর জন্য ব্যয় করা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—এই যে ১.৫ লক্ষ টাকার কাজ দেওয়া হয়েছে, কাকে দেওয়া হয়েছে কোন কোন কনট্রাকটারকে দেওয়া হয়েছিল সেটা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে জানাতে পারব। কারণ মূল প্রশ্নের সংগে এর কোন যোগাযোগ নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেনটারী স্যাব, উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই রাস্তার কনট্রাক-টারকে নানাভাবে অসুবিধায় ফেলে রাখা হচ্ছে যার ফলে কনট্রাকটারের অসুবিধা হচ্ছে এবং কাজ এগুচ্ছে না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার —মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সত্য নয়। তবে যত তাড়াতাড়ি এই রাস্তার কাজ হয় তার চেষ্টা করা হচ্ছে। এখন ইট এবং অন্যান্য জিনিসের অভাব রয়েছে। কাজেই উদ্দেশ্যমূলকভাবে এটার কাজে দেরী করা হচ্ছে এই অভিযোগ সত্য নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা কি সত্য যে এই রাস্তার জন্য বরাদ্দকৃত টাকা থেকে এখানকার একজন সি, পি' এম কর্মীকে ৩ লক্ষ টাকা ঋণ হিসাবে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সর্বজনবিধিত যে টেনডার কল করে কাজ দেওয়া হয় এবং সেখানে যে কেহ কম্পিটিশন করতে পারে। কাজেই ওনার অভিযোগ ভিত্তিহীন।

মিঃ স্পীকার—শ্রীমতিলাল সরকার।

মতিলাল সরকার—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৮১ ফিশারী ডিপার্টমেণ্ট

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ১৮১।

প্রশ্ন

১) সারা রাজ্যে কত হেক্টর সরকারী জলাশয় আছে ?

উত্তর

১) সারা রাজ্যে ৫৯০৭ হে. সরকারী জলাশয় আছে।

প্রশ্ন

২) কিভাবে এই সকল জলাশয়ের তত্ত্বাবধান করা হয় ?

উত্তর

২) এই জলাশয়ের মধ্যে ৪৮৬২ হে. জলাশয় মৎস্য বিভাগের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীবৃন্দ ও মৎস্য সমবায় সমিতি সমূহ তত্ত্বাবধান করেন এবং খাস লুঙ্গা ভূমিতে মৎস্য চাষের জন্য সৃষ্ট উপজাতিদের দখলে ৭৯১টি জলাশয়ে তাহারা নিজেরাই তত্ত্বাবধান করেন। এছাড়া আরও প্রায় ২৫৪ হে. জলাশয় অন্যান্য দপ্তরে তত্ত্বাবধানে মাছের চাষ হয়।

প্রশ্ন

৩) এই সকল জলাশয় থেকে দৈনিক কি পরিমান মাছ খোলা বাজারে আসে এবং তা রাজ্যের প্রয়োজনে কত অংশ?

উত্তর

৩) এই সকল জলাশয় থেকে দৈনিক গড়ে প্রায় ১৫৩০ কে. জি. মাছ বাজার জাত হয় বলিয়া অনুমান করা যায় যাহা রাজ্যে প্রয়োজনের তুলনায় প্রায় ৪ শতাংশ।

প্রশ্ন

৪) অবস্থা উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

৪) অবস্থা উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে প্রধান হইল—

ক) রাজ্য সরকারের সমস্ত খাস পতিত জলাশয় পর্য্যায়ক্রমে সংস্কার করিয়া মৎস্য জীবি সমবায় সমিতির মাধ্যমে নিবিড় মৎস্য চাষের আওতায় আনা।

খ) উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার উপজাতিদের দখলীকৃত খাস লুঙ্গা ভূমিতে মিনি ব্যারেজ তৈরী করে নিবিড় মাছ চাষের উপযোগী জলাশয়ের পরিধি বিস্তার করা।

গ) অন্যান্য দপ্তরের অধিনে প্রায় ২৫৪ হে. জলাশয় মৎস্য জীবি সমবায় সমিতির মাধ্যমে নিবিড় মাছ চাষের আওতায় আনা।

ঘ) সর্বোপরি ক্ষুদ্র মৎস্য চাষী উন্নয়ন সংস্থা ও ত্রিপুরা গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে শতকরা ৫০ শতাংশ ভাগ ভর্তুকী সহ আর্থিক সাহায্যে বেসরকারী মালিকানাধীন পতিত জলাশয় সংস্কার করিয়া বিডি মাছ চাষের আওতায় আনা।

শ্রীমতিলাল সরকার- সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন যে মৎস্য দপ্তর ৪৮৬২ হে. জলাশয় থেকে দৈনিক খোলা বাজারে ১৫৩০ কে. জি. মাছ আসে। এত কম মাছ উঠার কারণ কি?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এত জলাশয়গুলি ১৯৭৮ সালের পর তৈরী করা হয়েছে। কাজেই এই জলাশয়ের মাছগুলি বাজারজাত করার মত এখনও উপযুক্ত হয় নি।

শ্রীনকুল দাস—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি যে ৪৮৬২ হে. জলাশয়ের মধ্যে কত জলাশয় মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে দেওয়া হয়েছে, কত পরিমাণ

জলাশয়ে মাছ চাষ হচ্ছে এবং তাতে কি কি প্রোডাকশন হচ্ছে এই তথ্যগুলি জানাবেন কি?

অভিরাম দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীনকুল দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে গত দুই বৎসরে যে সমস্ত জায়গা রিক্লেমেশন করার জন্য টাকা স্যাংশন করা হয়েছিল তাতে কত পরিমাণ জলাশয় রিক্লেমেশন হয়েছে সেটা জানাবেন কি না?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

মতিলাল সরকার—সাপ্লিমেনটারী স্যার, বিশেষ করে আগরতলা বিশালগড ব্লকে যে সমস্ত জলাশয় আছে মৎস্য দপ্তরের অধীনে এবং অন্যান্য দপ্তরের অধীনে সেখান থেকে কি দৈনিক এক কে. জি. মাছও বাজারে উঠে না?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীনকুল দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে ১০/১২টা জলাশয় দেওয়া হয়েছে। সেগুলিতে অধিক উৎপাদনের জন্য কি কি গাইডেন্স দেওয়া হয়েছে বা কি কি আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী:—স্যার, বিষয়টি যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ সেইহেতু আমি আপনার অনুমতি নিয়ে হাউসকে কিছু বলতে চাই। এই প্রশ্নটি সম্ভবতঃ দুইটি দপ্তরকে এক সংগে করা হয়েছে, সেইজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একটু অসুবিধা হচ্ছে। মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন যে মৎস চাষ সম্পর্কে আমাদের সরকার একটা ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন এবং মাছের চারা এন. ই. সির তত্ত্বাবধানে চাষ হচ্ছে এবং সেই চারা এই রাজ্য থেকে বাইরের রাজ্যগুলিতেও যাচ্ছে। এই যে মাছের চারা বা পিট্যুইনারী গ্ল্যাণ্ড তৈরী করা, এই বৈজ্ঞানিক প্রথাটা এখানে এই প্রথম চালু হল বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। এবং এই কাজটির অনেক অগ্রগতিও ইতিমধ্যে মৎস্য দপ্তর করেছে। কিন্তু কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতিও যে নেই তা নয়। তবে এই ত্রুটিগুলি দূরীকরণ করতে একটু সময় লাগবে। আমি অরুণাচল প্রদেশেও দেখেছি ৬ মাসের মধ্যে এক ধরণের মাছের চারা তারা তৈরী করছেন। আবার অনেক বড় মাছের চারা তৈরী করতেও অনেক সময় লাগে। সেই সব পরীক্ষা নিরীক্ষা মৎস দপ্তর করছে। জলাশয় নির্মাণের ব্যাপারে আমি মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য বলছি যে বিগত এক বৎসর বিভিন্ন দপ্তর কোন কাজই করতে পারে নি দাঙ্গা জনিত কারণে। বিভিন্ন দপ্তরের অনেক নীচের তলার কর্মচারীদিগকেও এই দাঙ্গাকালীন সময়ে এবং দাঙ্গার পরবর্তী সময়ে রিলিফের কাজে ব্যাস্ত থাকতে হয়েছে। যার ফলে উন্নয়ন মূলক কাজ কিছুটা ব্যহত হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ৮০টি মৎস কো-অপারেটিভ গঠন করা হয়েছে এবং তাদের জলাশয় দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং সেই জলাশয় দেওয়ার ব্যাপারে যে সমস্ত প্রসিডিউর আছে সেগুলি আমাদের পালন করতে হবে। মাননীয় সদস্যদের আমি আরেকটি কথা বলতে চাই যে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের অনেকগুলি জলাশয় আছে। বর্ত্তমানে যে ফরেষ্ট আইন কেন্দ্রীয়

সরকার করেছেন, তাতে উক্ত ডিপার্টমেণ্টের জলাশয়গুলি কাউকে দিতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন নিতে হবে। সেই দিকেও কেন্দ্রীয় সরকার একটা বাধার সৃষ্টী করে রেখেছেন। আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা এটা উপলব্ধি করবেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীখগেন দাস ও শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :—কোয়েশ্চান নং ১৬৬ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—কোয়েশ্চান নং ১৬৬ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৭৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট কয়টা গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হযেছিল, এবং

২) ১৯৭৮-৭৯, ১৯৭৯-৮০, ১৯৮০-৮১ সালে মোট কতটা গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হযেছে, তার সংখ্যা ?

উত্তর

১) ৪১০টি গ্রামে।

২) ১৯৭৮-৭৯ সালে ১৫৬টি গ্রামে।
১৯৭৯-৮০ সালে ২০০টি গ্রামে।
১৯৮০-৮১ সালে ২২০টি গ্রামে।

মোট এই তিন বৎসরে ৫৭৬টি গ্রামে বিদ্যুতিকরণ সম্পন্ন করা হয।

শ্রীসমর চৌধুরী—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে সে বিদ্যুৎ জলসেচের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা মাননীয মন্ত্রী মহোদয জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিতে পারব।

শ্রীসমর চৌধুরী—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, রুরাল ইলেকট্রিফিকেশান স্কীমে সরকার গ্রাম গুলিকে বিদ্যুতায়ন করছেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয জানাবেন কি যে আগরতলা শহরের নিকটবর্তী জীরানীযা গ্রামে শতাধিক মাইনর ইরিগেশান স্কীম বিগত দেড বৎসর ধরে বিদ্যুতের অভাবে চলছে না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিতে পারব।

শ্রীকেশব মজুমদার—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে আগে ৪১০টি ভিলেজকে ইলেকট্রিফাইড করা হয়েছিল। আর বামফ্রণ্ট সরকার ৫৭৬টি গ্রামেকে ইলেকট্রিফাইড করেছেন। এই ইলেকট্রিফাইড শব্দের অর্থ কি ? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন ? কোন গ্রামের উপর দিয়ে ইলেকট্রিক লাইন গেলেই এবং সেখানে ইলেকট্রিক লাইট না জ্বললেই কি সেই গ্রামটিকে ইলেকট্রিফাইড বলে ধরে নেওয়া হবে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি যে তথ্য দিয়েছি এখানে, তার বেশীর ভাগ গ্রামেই বিদ্যুৎ গেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে যে লাইন গেছে কিন্তু সেখানে ইলেকট্রিক লাইট জলে নি, তাহলেও সেই গ্রামটিকে ইলেকট্রিফাইড বলে ধরে নেওয়া হবে। কোন একটা গ্রাম হয়তো দুই কি. মি. বা তিন কি. মি. লম্বা এবং তার হয়তো অনেকগুলি রাস্তা আছে। সেই গ্রামটির মেইন রাস্তা দিয়ে যদি বিদ্যুতের তার যায় তাহলে সেই গ্রামটিকে ইলেকট্রিফাইড বলে ধরে নেওয়া হবে। তবে আমরা চেষ্টা করি সমস্ত গ্রামটিকে কভার আপ করার জন্য। সমস্ত গ্রামটিকে কভার আপ করতে হবে। এরকম কোন কণ্ডিশান নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে গ্রামগুলির কথা বলেছেন যে বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে. সেই গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ কনজাম্পশানের বাবদ কত টাকা আদায় করা হয়েছে এবং কত কনজাম্পশানের এগেইনষ্টে এই টাকা আদায় করা হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে আমি উত্তর জানাব।

মিঃ স্পীকার—শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস—কোয়েশ্চান নং ১৬৭ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—কোয়েশ্চান নং ১৬৭ স্যার।

প্রশ্ন

১) চলতি আর্থিক বছরে কোন কোন স্থানে বন্যা নিরোধ কল্পে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব).

২) উদয়পুব মহকুমার পিত্রা জলায বন্যা বিরোধ কল্পে কোন স্লুইজ গেইট নির্মাণ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

৩) না থাকিল তার কারণ ?

প্রশ্ন

১) বন্যা নিরোধ কল্পে পরিকল্পনা গুলি সঙ্গের প্রতিবেদনে দেওয়া হইল।

প্রতিবেদন ঃ—

সদর মহকুমা

১। হাওড়া নদীর ক্ষয় রোধ এবং আগরতলা শহর রক্ষা কল্পে ক্ষয় নিরোধক ব্যবস্থা (Anticrosion).

২। বঙ্কিমনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নিকট ধলাই নদীর দক্ষিন তীররক্ষা কল্পে ক্ষয় নিরোধক ব্যবস্থা।

৩। জিরানিয়া ব্লকের অধীন চাক্রাকিয়নে ঘোড়ামুখ নদীর দক্ষিন তীর রক্ষা কল্পে ক্ষয় নিরোধক ব্যবস্থা।

৪। বিশালগড় ব্লকের অধীন কাঞ্চনমালা বাজারের নিকট খিলাই নদীর দক্ষিন তীর রক্ষা কল্পে ক্ষয় নিরোধক ব্যবস্থা।

৫। বিশালগড ব্লকের অধীন বুড়ীমার ক্ষয় হইতে গোপীনগরকে রক্ষা কল্পে ক্ষয় নিরোধক ব্যবস্থা।

৬। বিশালগড ব্লকের অধীন বুড়ীমার ক্ষয় হইতে গোলা ঘাটিকে রক্ষা কল্পে ক্ষয় নিরোধক ব্যবস্থা।

৭। বিশালগড ব্লকের অধীন গজারিযাতে বন্যা নিরোধক বাঁধ নির্মান।

৮। রাম ঠাকুর পাঠশালা হইতে বাংলাদেশ বর্ডার পর্য্যন্ত হাওড়া নদীর দক্ষিন তীরের বাঁধকে উন্নীত ও শক্তিশালী করা।

৯। বিশালগড হইতে দুর্গানগর পর্য্যন্ত বুড়িমার দক্ষিণ তীরে বাঁধ নির্ম্মান।

১০। বিশালগড ব্লকের অধীন চন্দ্রনগর এলাকাকে বন্যা হইতে রক্ষা করার জন্য বুড়ীমার বাম তীরে বাঁধ নির্মান।

১১। সেকের কোটকে রক্ষা কল্পে খিলাই নদীর উভয় তীরে বাঁধ নির্মান।

১২। চডিলাম রাঙ্গাপানিকে রক্ষা কল্পে বাঁধ নির্মান।

১৩। লঙ্কাচড়াতে বন্যা নিরোধক বাঁধ নির্মান। (মোহনপুর ব্লকের অধীন)

১৪। আসাম আগরতলা রোড হইতে রঞ্জিতনগর পর্য্যন্ত কাটাখাল বাঁধকে চওড়া ও উন্নিত করন।

১৫। আগরতলার ধলেশ্বরে হাওড়া নদীর বাঁধকে বর্দ্ধিত করন।

খোয়াই মহকুমা

১। খোয়াই নদীর ভাঙ্গন হইতে খোয়াই শহরকে রক্ষা কল্পে বিভিন্ন বন্যা নিরোধক ব্যবস্থা।

২। জাম্বুরাতে (খোয়াইর নিকট) লাল ছডাতে ক্ষয় নিবোধক ব্যবস্থা।

৩। লাল ছডা বাঁধকে উচ্চভূমি পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত ও উন্নিত করন।
(খোয়াই শহরকে রক্ষার জন্য)

৪। খোয়াই শহরের বাঁধকে উন্নিত করন।

সোনামুড়া মহকুমা।

১। রাঙ্গামাটিতে গোমতী নদীকে অন্য পথে চালিত করা।

২। মেলাঘর ব্লকের অধীন মেলাঘর সোনামুড়া রাস্তাকে রক্ষা কল্পে গোমতী নদীর উপর ক্ষয় নিরোধক ব্যবস্থা।

৩। নদীর বাম তীরে সোনামুড়া বাঁধকে উন্নিত ও মজবুত করা।

উদয়পুর মহকুমা

১। কাকড়া বনের নিকট ডাকমাজলাতে বন্যা নিরোধক বাঁধ নির্মান।

২। হাদ্রাজলে হাওড এ ভূমি উন্নয়ন প্রকল্প।

৩। সিংলুই ছড়াতে স্লুইজ ও বাঁধ নির্মান।

৪। মাতাবাড়ী ব্লকের অধীন হাতিনাছা ছড়াতে স্লুইজ নির্মান।

৫। উদয়পুর ব্লকের অধীন কানিছড়া ও গোতীর সঙ্গমস্থলে স্লুইজ নির্মান।

৬। হরিজলাতে বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রকল্প।

বিলোনীয়া মহকুমা।

১। বিলোনীয়া সহরকে মহুরী নদীর ক্ষয় হইতে রক্ষার জন্য বিভিন্ন ক্ষয় নিরোধক ব্যবস্থা।

২। মুহুরী নদীর বামতীরে বিলোনীয়া বাঁধকে উন্নতি করন।

৩। রাজনগর ব্লকের অধীন কাটা মুহুরীর বামতীরে আমজাদ নগরে বাঁধ নির্মান।

অমরপুর মহকুমা

১। গোমতী নদীর ক্ষয় হইতে অমরপুর সহরকে রক্ষার জন্য ক্ষয় নিরোধক ব্যবস্থা।

সাব্রুম মহকুমা

১। সাব্রুম ব্লকের অধীন গোবিন্দ মঠে বন্যা নিরোধক বাঁধ।

২। সাতঁচান্দ ব্লকের অধীনে কপাই ছড়িতে বাঁধ নির্মান।

কৈলাসহর মহকুমা।

১। কৈলাশহরে লক্ষীছড়া বাঁধকে বর্দ্ধিত করন।

২। ডলু বাজার হইতে বগুড়া ছড়া পর্য্যন্ত মনুনদীর দক্ষিন তীরের বাঁধকে মজবুত ও উন্নতি করন।

৩। রাঙ্গুটিয়া গোপীনাথপুর বাঁধকে লক্ষীপুর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করন।

৪। সমরুর পার ইত্যাদি গ্রামকে মনুনদীর বন্যা হইতে রক্ষা কল্পে মনুনদীর বাম তীরে বাঁধ নির্মান।

৫। উত্তর কৈলাশহর, গোপীনাথপুর ইত্যাদি গ্রামকে বন্যা হইতে রক্ষার জন্য রাঙ্গুটিয়া গোপীনাথপুর বাঁধকে কৈলাশহর পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করণ।

৬। কুমারঘাট ব্লকের অধীন গৌরনগর হইতে কৈলাশহরকে মনু নদীর বন্যা হইতে রক্ষার জন্য বাঁধ।

৭। কুমারঘাট ব্লকের অধীন সতের মিঞার হাওরে ভূমি উন্নয়ন।

৮। —ঐ— খাওড়া বিলে ভূমি উন্নয়ন।

৯। —ঐ— মনুনদীর বন্যা হইতে কৃষ্ণনগর ও আসাম বস্তিকে রক্ষা করার জন্য বাঁধ নির্মাণ।

১০। —ঐ— লক্ষীছড়ার উভয় তীরে বাঁধ নির্মাণ।

১১।ছড়াকে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ।

১২। কৈলাশহর বাজারকে রক্ষার জন্য মনুনদীতে ক্ষয় নিরোধক ব্যবস্থা।

১৩। কুমারঘাট ব্লকের অধীন পেচারদহ গ্রামকে রক্ষার জন্য মনুনদীতে ক্ষয় নিরোধক ব্যবস্থা।

কমলপুর মহকুমা

১। কমলপুর শহরকে রক্ষার জন্য প্রান্তিক বাঁধ নির্মাণ।

২। সালেমা ব্লকের অধীন চাঁনকলা বাজারের কাছে ধলাই নদীতে ক্ষয় নিরোধক ব্যবস্থা।

৩। —ঐ— খোড়া টিলাতে ক্ষয় নিরোধক ব্যবস্থা।

৪। —ঐ— মোহনপুর ও কালী বাড়ীতে কমলপুর শহরকে রক্ষা কল্পে বিভিন্ন ক্ষয় নিরোধক ব্যবস্থা।

ধর্মনগর মহকুমা

১। ধর্মনগরের ছুড়ুয়াতে বাঁধ নির্মাণ।

২। পানিসাগর ব্লকের সতসঙ্গমে বাঁধ নির্মাণ।

৩। —ঐ— জুরী নদীর বন্যা হইতে ধর্মনগরকে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্ম্মাণ।

৪। —ঐ— পদ্মপুর ছড়াতে স্লুইচ নির্মাণ।

৫। —ঐ— রাধানগরকে ফটিকছড়ার বন্যা হইতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ।

৬। খোলাইছড়িকে রক্ষার জন্য বাঁধ নির্মাণ।

৭। —ঐ— ধর্মনগরে শুকনাছড়া উভয় তীরে বাঁধ নির্মাণ।

৮। পানিসাগর ব্লকের কুর্ত্তীনদীর তীরে বাঁধ নির্মাণ।

৯। দামছড়া বাজারকে রক্ষার জন্য ক্ষয় নিরোধক ব্যবস্থা।

১০। পানিসাগর ব্লকের ইছাইপুরের কাছে জুরী নদীতে ক্ষয় নিরোধক ব্যবস্থা।

১১। —ঐ— প্রত্যেক রায়তে জুরী নদীর দক্ষিণ তীরে ক্ষয় নিরোধক ব্যবস্থা।

উত্তর

২। নাই।

৩। ইহার প্রয়োজনীয়তা এখনও পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় নাই। ভবিষ্যতে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন পিত্রা জলায় বন্যা নিরোধকল্পে স্লুইস গেইট নির্মাণ করার প্রযোজনীয়তা এখনও পরীক্ষা করিযা দেখা হয নাই। কিন্তু এ সম্পর্কে পিত্রা গ্রামের কত শত কৃষক বিভিন্ন সময়ে ডেপুটেশান দিয়েছেন এবং জনসাধারণও দরখাস্ত করেছেন। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর নিকট কোন তথ্য আছে কিনা জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারব। তবে মৌল অসুবিধা হচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গা থেকে দাবী আসছে, সেগুলির সবগুলি এক সঙ্গে ইনভেষ্টীগেশান করে দেখা সম্ভব হয়না। তবে মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্ন তুলেছেন, সেটা আমি ইনভেষ্টীগেশান করে দেখব।

শ্রী গোপাল দাস :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে পিত্রা জেলায় বন্যা নিরোধকল্পে স্লুইস গেইটের জায়গায় একটা কাঠের দরজার মতো করে প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে দেওয়া হয়েছে? ঠিক সময় মতো সরকারের কাছে সাহায্য চেয়েও সেখানে এখন পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি তো বলেছি ইনভেষ্টিগেশান এখনও হয় নি। তবে আমরা তার জন্য চেষ্টা করবো। মনে হয় গ্রামবাসীরা প্রাথমিকভাবে

এটা করেছেন। কিন্তু সে তথ্য আমার কাছে নেই। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অফিসারদের পাঠানো হবে।

শ্রী মতিলাল সরকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিশালগড়ে পুরান রাজনগর এলাকায় প্রায় ৩৭ একর জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একেবারে সম্পূর্ণ ফসল নষ্ট হয়েছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেখানে কোন খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি সরকার ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা তো সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। বন্যা প্লাবিত এলাকা ত্রিপুরায় তো অভাব নেই।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী নিরঞ্জন দেব বর্ম্মা।

শ্রী নিরঞ্জন দেব বর্ম্মা :=মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৮।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৮।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রোড ট্র্যান্সপোর্ট কর্পোরেশান-এ গত ১৯৮০-৮১ এবং ১৯৮১-৮২ সালের ৩১শে জুলাই উপজাতিদের চাকুরীর প্রাপ্য কোটা কতগুলি ছিল তন্মধ্যে কতগুলি পূরন করা হয়েছে ?

উত্তর

১। তপশীলি উপজাতিদের জন্য বাৎসরিক কোন কোটা নাই।

দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীতে ১৯৭৮ সনের পূর্বে সর্ব্বমোট ৮৯৭টি পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং তপশীলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ২৬০টি পদের মধ্যে ১১টি পদে তপশীলি উপজাতিকে নিয়োগ করা হইয়াছে। উক্ত ঐ তিন শ্রেণীতে ১৯৭৮ সনের জানুয়ারী হইতে ১৯৮১ সনের জুলাই পর্যন্ত সর্ব্বমোট ১৪৭টি পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং তপশীলি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ৪২টি পদের মধ্যে ৩৩টি পদে তপশীলি উপজাতিকে নিয়োগ করা হইয়াছে।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্ম্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন-এ যে সব কোটা এখনো ফিলাপ করা হয়নি, সেগুলি ফিলাপ করার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিনা অথবা করবেন কিনা যে, উপজাতিরা যে সমস্ত কারণে সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে না সেটা হলো তাদের কোয়ালিফিকেশ্যানের অভাব। তাই বলছি কোয়ালিফিকেশ্যান সম্পর্কে রিলাক্স দেবার ব্যাপারে সরকার কিছু ভাবছেন কিনা ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের সরকারের যে নিয়ম আছে প্রায় সর্ব্ব ক্ষেত্রেই একটা স্ক্রুটিনি ম্যানটেইন করি কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে যেখানে কারিগরী বিদ্যা বা অন্যান্য ব্যাপার থাকে সেখানে যদি তপশীলি বা এস, টি কেণ্ডিডেট না পাই তাহলে সেটা অন্য কথা। যদি আমরা পরে লোক নেই তাহলে নিশ্চয়ই তাদের সুযোগ্য দেওয়া হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বহু উপজাতি বেকার আছে। কিন্তু ইন্টারভিউ নিলে তাদের চাকুরী দেওয়া হয় না। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে কোটাগুলি পূরন করা হয় নি এই সম্পর্কে মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার :—মিঃ স্পীকার স্যার, যদি উপজাতি প্রার্থী থেকে থাকে তাহলে পরবর্ত্তী ইন্টারভিউর সময় আমরা তাদের ডাকবো যদি তারা উপযুক্ত হয় তাহলে তাদের নেওয়া হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি টি, আর, টি, সিতে একজন তপশীলি ড্রাইভারকে ছাটাই করা হয়েছিল, তাহলে কেন তাকে পুনঃ বহাল করা হচ্ছে না।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—আমরা কাউকে ছাটাই করিনি। যদি পূর্বে কোন ঘটনা ঘটে থাকে তাহলে ছাটাই হতে পারে।

শ্রী নিরঞ্জন দেব বর্মা—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় অবগত আছেন কি টি, আর, টি, সি কর্পোরেশান-এ উপজাতিদের যে কোটা তাহা এখনও ফিলাপ করা হয় নি।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার, গাড়ীর হিসাব অনুযায়ী আমরা লোক নিয়োগ করে থাকি। যদি ভবিষ্যতে লোক নেওয়া হয় তা হলে নিশ্চই কোটা অনুযায়ী সবাই চাকুরী পাবে। আমাদের সরকারের যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম অনুযায়ী আমরা সবাইকে চাকুরী দিয়ে থাকি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রী হরিনাথ দেববর্মা।

শ্রী হরিনাথ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৩।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৩।

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া থেকে অমরপুর রাস্তায় মিনিবাস চালু করার কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কি?

উত্তর

১। খোয়াই রাঙ্গামাটি ভায়া তেলিয়ামুড়া মিনিবাস চালু করার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে। তবে অম্পি হইতে রাঙ্গামাটি ঘাট পর্য্যন্ত রাস্তার প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধিত হইলেই আগরতলা অম্পি টি, আর, টি, সি বাস সার্ভিস রাঙ্গামাটি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হইবে।
২। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, গত জুলাই মাসে অম্পি গ্রামে একটা বাস চালু করার কথা ছিল। সে সম্পর্কে বর্তমানে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার যতদূর মনে হয় সমস্ত রাস্তার উন্নতি হলেই মিনিবাস এবং টি, আর, টি, সি চালু করা সম্ভব হবে।

মিঃ স্পীকার—কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ।

মিঃ স্পীকার—যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেইগুলির লিখিত এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES "A" & 'B")

এখন সভার সামনে বিষয়সূচী হল, "ভারতের প্রাক্তন সংসদ (রাজ্যসভার) সদস্য কমরেড ভূপেশ গুপ্ত, ত্রিপুরার প্রবীণ কমিউনিষ্ট নেতা কমরেড শ্রীসতীশ চক্রবর্ত্তী এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মৃত্যুতে স্মৃতিচারণ।

সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক নেতা ভূপেশ গুপ্তের স্মৃতি তর্পণ

ভারতে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের প্রবীণ সি. পি. আই. নেতা এবং বিশিষ্ট সংসদ সদস্য ভূপেশ গুপ্ত আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। গত ৬ই আগষ্ট মস্কোর সেণ্ট্রাল ক্লিনিকাল হাস-

পাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বৎসর। তিনি ছিলেন অকৃতদার। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিপ্লবী ধারার সঙ্গে মিশে যারা রাজনীতির হাতে খড়ি হয়েছিল তার পরিনতি ঘটেছিল জাতীয় নেতা হয়ে ওঠার এবং বিশ্ব কমিউনিষ্ট আন্দোলনের অন্যতম হোতা হবার। দেশ প্রেম, সামাজিক ন্যায়পরায়ণতা ও গণতন্ত্র একদিকে, অন্য দিকে মানবিকতা, আন্তর্জাতিক ও কমিউনিজম যে অচ্ছেদ্য ভূপেশ গুপ্তের জীবন-যাত্রা ও কার্য্যধারায় ছিল তার মূর্ত্ত প্রকাশ।

কমরেড ভূপেশগুপ্ত ১৯১৪ সালের ২০ শে অক্টোবর বর্ত্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিং জেলার ইটনাতে জন্ম গ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি অন্যতম বিপ্লবী গোষ্ঠী "অনুশীলন" দলের সদস্য হয়ে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শরিক হন। ১৯৩০ সালে কিশোর বয়সেই তিনি প্রথমবার এবং তারপর ১৯৩১ সালে দুবার গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৩ সাল তাঁকে গ্রেপ্তার করে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত অন্তরীণ রাখা হয়। বহরমপুরে বন্দী শিবির থেকে তিনি আই. এ. ও বি. এ. পাশ করেন। কমিউনিষ্ট মতবাদে দীক্ষা বন্দী দশাতেই।

বিপ্লবী আন্দোলন থেকে দূরে রাখার জন্য তাঁকে ইংলণ্ডে পাঠান হয়। সেই সময়ে তিনি গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিষ্ট পার্টির সংস্পর্শে এসে ক্রমে ভারতীয় ছাত্রদের পার্টি গ্রুপে যোগ দেন। ইংলণ্ডে থাকা কালে তিনি মিডলটন টেম্পল থেকে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪১ সালে দেশে ফিরে তিনি কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সর্বক্ষণের কর্মী রূপে নিযুক্ত হন। ভারতে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের উপর কয়েকবার আঘাত আসায় তাঁকে অন্যান্য কমিউনিষ্ট নেতাদের সঙ্গে ১৯৪১ ও ১৯৪৮ সালে দুবার আত্মগোপন করতে হয়। এরপর আবার তাঁর কারাবাস হয় ১৯৫১ সালে। ১৯৫২ সালে তিনি প্রথম রাজ্য সভার সভ্য হন। ঐ বছর থেকেই দলের বাংলা সংবাদপত্র "স্বাধীনতার" সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। গত ২৯ বছর ধরে তিনি ছিলেন রাজ্য সভার সদস্য। এদেশের একজন প্রথম সারির রাজনৈতিক নেতা বা পার্লামেন্টে-রিয়ান শুধু তিনি নন, ভূপেশ গুপ্ত ছিলেন বস্তুত এক প্রতিষ্ঠান স্বরূপ। ক্ষুরধার যুক্তি, তীব্র শ্লেষ, অসাধারণ বাগ্মীতায় তিনি রাজ্য সভার অধিকাংশ বিতর্ককে জীবন্ত করে তুলতেন। ২২ শে জুন ১৯৭৭ সালে রাজ্য সভার শততম অধিবেশন ও পঞ্চবিংশতি বর্ষ পুর্ত্তিতে যে স্মারক অনুষ্ঠান হয় সেখানে তাঁকে বিশেষভাবে সংবর্ধিত করা হয়েছিল। সংবর্ধনার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে জনগণের প্রতি আস্থা এবং তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনাই সাধ্যমত দেশসেবায় তাঁকে প্রেরণা যুগিয়েছে। তিনি আবেদন করেন যে জনগণের আশা আকাঙ্খা প্রতিফলিত করার দর্পণরূপে সংসদ একটি "সরক ও উদ্দীপ্ত প্রতিষ্ঠান" হয়ে উঠুক।

নিষ্ঠাবান কমিউনিষ্ট, সুদক্ষ সংসদবিদ এবং বাগ্মী ছাড়াও তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী লেখক। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও সমকালীন ঘটনা সম্পর্কে তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ এবং পুস্তিকা রচনা করেন।

ভূপেশ বাবুর মৃত্যুতে জাতীয় সংসদ হারিয়েছে এক সুদক্ষ বাগ্মী ও বিশেষজ্ঞকে, দল হারিয়েছে এক নিষ্ঠাবান কর্ম্মীকে আর দেশ হারিয়েছে এক সুসন্তানকে।

ভূপেশ বাবুর আকস্মিক মৃত্যুতে আমরা তাঁর পরিবার ও পরিজনবর্গকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করি।

আমি মাননীয় সদস্য বৃন্দকে ২ মিনিট কাল দণ্ডায়মান অবস্থায় ভুপেশ বাবুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করি।

(সদস্যগণ দাঁড়িয়ে দুই মিনিট নিরবতা পালন করেন।)

মিঃ— স্পীকার, এখন কমরেড সতীশ চক্রবর্তীর স্মৃতি তর্পণ।

প্রবীন কমিউনিষ্ট নেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং আজীবন বিপ্লবী কমরেড অকৃতদার সতীশ চক্রবর্ত্তী গত ৩০শে জুন সকাল ১০ টায় খোয়াই সহরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যু কালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বৎসর। তাঁর আদি নিবাস ছিল বর্ত্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলায়। আজীবন সংগ্রামী সতীশ চক্রবর্ত্তী ছাত্রাবস্থায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে ১৯২১ সালে প্রথম কারাবাস করেন। ৬ মাস পর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাস্থ্যের কারণে তিনি সিলেট জেলার হবিগঞ্জে চলে আসেন এবং সিঙ্গার কোম্পানীতে চাকুরী নেন। কোম্পানীর ম্যানেজারের অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে হবিগঞ্জ রেল ষ্টেশনের নিকট নিজে একটি চায়ের দোকানের উপর নির্ভর করে জীবিকার্জন করতেন। প্রকৃতপক্ষে এই দোকানটি ছিল তৎকালীন স্থানীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের একটি আলোচনা চক্র। কিছুদিন পর তিনি আবার সক্রিয় রাজনীতিতে ফিরে আসেন এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৩১ সালে পর পর দু'বার তাঁকে কারাবাস করতে হয়। জেলে থাকাকালে তৎকালীন কমিউনিষ্ট নেতাদের সাথে তাঁর যোগাযোগ হয় এবং মুক্তি লাভের পর তিনি কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি ত্রিপুরায় চলে আসেন এবং খোয়াই এলাকায় কমিউনিষ্ট পার্টি সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৫২ সালে তিনি খোয়াই থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে তৎকালীন ইলেকটোরাল কলেজের সভ্য নির্ব্বাচিত হন। কমরেড সতীশ চক্রবর্তী ছিলেন পাহাড়ী বাঙ্গালী সহ সকল জাতি উপজাতি মানুষের অকৃত্রিম দরদী বন্ধু ও শ্রদ্ধার পাত্র। শেষ বয়সেও তিনি পার্টির সমস্ত কাজে সক্রিয় ভাবে অংশ গ্রহণ করে গেছেন। এমন কি জরুরী অবস্থার সময়েও তিনি আত্ম গোপন করে দক্ষতার সঙ্গে কাজ পরিচালনা করতেন। তাঁর মৃত্যুতে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি একজন দায়িত্বশীল নেতাকে হারাল আর খোয়াইবাসী হারাল তাদের প্রিয় এক বন্ধুকে।

এই সভা পরলোকগত কমরেড চক্রবর্তীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করছে।

আমি সদস্যগণকে ২ মিনিট দণ্ডায়মান অবস্থায় কমরেড চক্রবর্তীর প্রতি স্মৃতি তর্পণ করতে অনুরোধ করব।

(সদস্যগণ দাঁড়িয়ে দুই মিনিট নিরবতা পালন করেন।)

মিঃ স্পীকার :— ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়ের স্মৃতি তর্পণ।

"বাঙালীর ইতিহাস" শ্রেষ্ঠা ডঃ নীহার রঞ্জন রায় ৩০শে আগষ্ট রবিবার দুপুরে তাঁর দক্ষিণ কলিকাতার বাড়ীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ৭৮ বছরে সমাপ্ত হল একটি বিচিত্র ও বহুমুখী জীবন। ডঃ রায়ের প্রতিভার সীমা পরিসীমা ছিল না। কলা, সাহিত্য, ইতিহাস

প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ! জাতীয়তাবোধ ও সামাজিক ন্যায় বিচারের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ছিল অসাধারণ। তাঁর মৃত্যুতে বঙ্গ সংস্কৃতি তথা ভারত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নেমে এল এক বিরাট শূন্যতা।

৭৮ বছরের সুদীর্ঘ জীবনে ডঃ রায় বহু অবদান রেখে গেছেন। গোড়া থেকে তিনি ছিলেন মেধাবী ছাত্র। পরবর্তী জীবনে সফল অধ্যাপক, ইতিহাস ও সংস্কৃতি গবেষণার ক্ষেত্রে ড: নীহার রঞ্জন নব-দিগন্ত উন্মোচিত করেন "বাঙালীর ইতিহাস" আদিপর্ব তাঁকে দেশ-বিদেশের পণ্ডিত সমাজে অমর করে রাখবে। অধ্যাপক নীহার রঞ্জন রায় ছিলেন বাংলা সংস্কৃতির সব্যসাচী। প্রাচীন ভারতের শিল্পকলা থেকে আধুনিক ভারতের নব জাগরণ, বাংলা ভাষার সন্ধ্যাযুগ থেকে রবীন্দ্র নাথের আধুনিকতম কাব্য-ইতিহাস ও সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছিল তাঁর সাবলীল বিহার। গবেষণার বিষয়ে তাঁর খর সন্ধানী দৃষ্টি আর নানান বিষয়ে প্রশ্ন তোলার অনন্য শক্তি—উত্তরসূরীদের ভাষায় নতুন গবেষণার এক দিগন্ত খুলে দেয়। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের গবেষণায় আধুনিক যুগের সূচনা করেছিলেন তিনি।

নীহার রঞ্জন রায়ের জন্ম ১৯০৩ সালের ১৪ই জানুয়ারী অধুনা বাংলা দেশের ময়মনসিংহ জেলায়। শৈশবে স্কুল জীবন থেকে প্রথম যৌবনে আই, এ, পাশ করা পর্যন্ত তিনি এই জেলাতে পড়াশুনা করেন। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে তাঁর সক্রিয় যোগ।যোগ থাকায় সরকারী নিষেধাজ্ঞায় তিনি ময়মনসিংহ জেলায় ত্যাগ করে শ্রীহট্টের প্রখ্যাত মুরারীচাঁদ কলেজ থেকে ইতিহাসে স্নাতক হন। ১৯২৬ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হন। এরপর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। পরে তিনি লণ্ডনে গিয়ে লাইব্রেরী সায়েন্সে ডিপ্লোমা অর্জন করেন। বিলাতের লাইব্রেরী এসোসিয়েশনের সভ্য হবার পর ড: রায় ইংলণ্ডের লাইডেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি, ফিল, ও ডি, লিট উপাধি পান।

১৯৩৬ সালে দেশে ফিরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক হিসাবে যোগ দেন। এছাড়া তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের প্রভাষকও ছিলেন। ১৯৪৫ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিল্প সংস্কৃতির বাগেশ্বরী অধ্যাপক এর পদে ছিলেন। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৩ সালের মধ্যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পৃথিবীর বহু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অতিথি অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৬ পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন ব্রহ্মদেশ সরকারের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৫ সাল অবধি তিনি ছিলেন রাজ্য সভার মনোনীত সদস্য। ১৯৬৫ সালে তিনি সিমলায় ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট্ অব এ্যাডভ্যাসড্ স্টাডিজ প্রতিষ্ঠাতা অধিকর্ত্তা হিসাবে যোগ দেন। ঐ প্রতিষ্ঠান থেকে অবসর নিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বেতন কমিশনের অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হন। ১৯৮১ সালে তিনি ভারতের ঐতিহাসিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। তিনি বাংলা ও ইংরাজীতে বহু বই রচনা করে গেছেন। "রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা" "বাঙালীর ইতিহাস" এবং 'এ্যান আর্টিষ্ট ইন লাইফ" তাঁর অন্যতম রচনা।

এই সভা ড: নীহার রঞ্জন রায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জ্ঞাপন করছে গভীর সমবেদনা।

আমি মাননীয় সদস্যবর্গকে ২ মিনিট দণ্ডায়মান অবস্থায় ডঃ রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করব।

(সদস্যগণ দাঁড়িয়ে দুই মিনিট নিরবতা পালন করেন।)

মিঃ স্পীকার :— সভার সামনে এখন পরবর্তী কর্য্যসূচী হলো পরলোক গত কম. হেমন্ত দেববর্মার প্রতি তাঁর স্মৃতি তর্পণ করা।

কম. হেমন্ত দেববর্মা ত্রিপুরার কমিউনিষ্ট আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। তিনি কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সাথে নিজকে এক করে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ছিলেন দলের এক পুরোভাগের সৈনিক। কম. হেমন্ত দেববর্মা দীর্ঘ দিন রোগ ভোগের পর স্থানীয় জি, বি, হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর মৃত্যুতে কমিউনিষ্ট পার্টি হারালো এক একনিষ্ঠ কর্মীকে এবং ত্রিপুরা হারালো এক সুসন্তানকে।

এই সভা কম. হেমন্ত দেববর্মার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে এবং তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করে।

কম. হেমন্ত দেববর্মার স্মৃতি তর্পণের জন্য আমি মানানীয় সদস্যগণকে দাঁড়িয়ে দু' মিনিট নিরবতা পালনের জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী দশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ২ মিনিট নিরবতা পালনের আগে আমি কমঃ হেমন্ত দেববর্মা সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

মাননীয় স্পীকার স্যার, কমঃ হেমন্ত দেববর্মা আজ আমাদের মধ্যে নেই। আজকে এই সভায় আমরা তাঁর স্মৃতি তর্পন করবো। এটা ভাবা যায় না যে কমঃ হেমন্ত দেববর্মা এত তাড়াতাড়ি হারিয়ে যাবেন। হাজারীবাগ জেলে যাবার পূর্ব পর্যান্ত তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলেন। জেলে গিয়ে জটিল রোগে আক্রান্ত হন। ফিরে এসে আর সক্রিয় রাজনীতিতে থাকতে পারেনি নি। দীর্ঘদিন রোগভোগের পর অবশেষে তাঁকে চলে যেতে হয়।

কম: হেমন্ত দেববর্মা ত্রিপুরা রাজ্যের গণ আন্দোলনের একজন প্রথম সারির নেতা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ১৯৩৯ সাল থেকেই আমার ব্যক্তিগত ভাবে ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যত গণতান্ত্রিক আন্দোলন হয়েছে প্রতিটি আন্দোলনে কম: হেমন্ত দেববর্মা অত্যন্ত সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করেছিলেন। কাজেই এই ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে তিনি উজ্জল হয়ে আছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের জন-শিক্ষা আন্দোলনেরও তিনি একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন এবং জন শিক্ষা কমিটির সম্পাদক হিসাবে কাজ করে গেছেন। এই জন শিক্ষা কমিটি গঠিত হয় ১৯৪৫ সালে। তারও আগে ত্রিপুরা রাজ্যে যখন ব্রিটিশের বিরুদ্ধে, রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল সেই আন্দোলনেও তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তারপর ১৯৪৮ সালে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলছিল তার উপর আঘাত এল এবং কমিউনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হল তখন ত্রিপুরা রাজ্যে গণশিক্ষা সমিতির কাজকর্মকে বন্ধ করে দেওয়া হ'ল। তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। ত্রিপুরা রাজ্যের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে রক্ষা করার জন্য তখন গঠিত হয় গণমুক্তি সংগ্রাম পরিষদ। যে গণমুক্তি পরিষদ সে সময় আওয়াজ তুলেছিল যে দেওয়ানী শাসন চলছে তা বাতিল কর—জনগণের ভোটে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা ত্রিপুরায় শাসন ব্যবস্থা চালু কর অর্থাৎ বিধানসভার চালু কর এবং বিনা বিচারে গ্রেপ্তার, ওয়ারেণ্ট এর জন্য যে সকল আইন আছে তা বাতিল কর। সেই

গণমুক্তি আন্দোলনের কম: হেমন্ত দেববর্মা ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। আমরা যে তিন চার জন সরকারী গ্রেপ্তারী পরোয়ানা এড়িয়ে এই গণমুক্তি পরিষদের কাজ কর্ম চালিয়ে গিয়েছিলাম কমঃ হেমন্ত তার একজন ছিলেন। এইভাবে কম: দেববর্মা ১৯৩৯ হইতে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ত্রিপুরায় প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদের সম্পাদক হিসেবে সক্রিয়ভাবে কাজ করে গিয়েছেন। ১৯৬৪ সালে বিনা বিচারে তাঁকে হাজারীবাগের জেলে আটক করে রাখা হয়। সসময় তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। এবং নানা রকম রোগের আক্রমণে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। তবু তিনি যতটুকু সম্ভব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সাহায্য করেছেন। আজকে কম: হেমন্ত দেববর্মার স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে বার বার তাঁর কথা মনে পড়ছে। তখন এমন একটি সময় ছিল যখন কম: হেমন্ত দেবর্মাকে বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কথা চিন্তা করা যেত না। কাজেই আজকে আমরা এই বিধান সভায় তাঁর স্মৃতি তর্পণ করছি। আমি এই হাউসের পক্ষ থেকে তাঁর পরিবার পরিজনবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। কমঃ হেমন্ত দেববর্মা ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যে ভূমিকা পালন করে গেছেন ত্রিপুরার মানুষ তা চিরদিন স্মরণ রাখবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

মি: স্পীকার :— এখন কমঃ হেমন্ত দেববর্মার স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমরা দাঁড়িয়ে দু' মিনিট নীরবতা পালন করব।

(সকল সদস্যগণ দাঁড়িয়ে দু মিনিট নিরবতা পালন করেন।)

বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির রিপোর্ট
উত্থাপন ও গ্রহণ।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়—মাননীয় সদস্যবৃন্দ, সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, "বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা"।

বর্ত্তমান অধিবেশনের ১৮ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ১৯৮১ইং (তারিখ) থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত বিধানসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য "বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটি" যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহোদয়—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্ত্তমান অধিবেশনের ১৮ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ১৯৮১ইং (তারিখ) থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার ১৯৮১ইং (তারিখ) পর্য্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যসূচী আলোচনার জন্য "বিজনেস অ্যাডভাইসারি কমিটি" যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট এই সভায় আমি পেশ করছি।

অধ্যক্ষ মহাশয়—এখন রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

উপাধ্যক্ষ মহোদয়—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে "বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটি কর্ত্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।"

অধ্যক্ষ মহাশয়—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি এখন আমি ভোটে

দিচ্ছি। মোশানটি হলো—"বিজনেশ অ্যাডভাইসারি কমিটি প্রস্তাবিত সময় নির্ঘন্টের সহিত এই সভা একমত"।

যারা এই মোশানের পক্ষে আছেন তাঁরা "হ্যাঁ" বলবেন।

(কণ্ঠ—হ্যাঁ)

যারা এই মোশানের বিপক্ষে আছেন তাঁরা 'না" বলবেন।

(কোন কণ্ঠ নেই)

আমি মনে করি যারা ' হ্যাঁ" বলেছেন তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

তাঁরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ তাঁরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ।

অতএব রিপোর্টটি সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হলো।

রেফারেন্স পিরিয়ড

———————

শ্রীতপন চক্রবর্তী—স্যার, আমি দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করতে চাই।

অধ্যক্ষ মহাশয়—মাননীয় সদস্য, আমি একটি নোটিশ পেয়েছি—'dis-appeaiance of Shri Harinath Deb Barma who was under order of arrest from Tripura and whose activities outside the state during that period of under-ground life'! এই বিষয়বস্তুর উপর মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী নোটিশটি দিয়েছেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত জুনের দাঙ্গার পর থেকে মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা এই সভায় আসেন নি এবং যতদূর খবর পাওয়া গেছে উনি নিজেই স্বাধীন ত্রিপুরার ডাক দিয়েছেন এবং নিজেই বুকলেট ছাপিয়েছে বিলি করার ব্যবস্থা করেছেন এবং এই রাজ্যের বাইরে থেকেই এই সমস্ত কার্যকলাপ পরিচালনা করেছেন। আমি এই সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতি দাবী করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী—আমরা খবর পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা অনেকটা সেই কায়দায়, বিদেশে বিপ্লবী পরিষদ তৈরী করে নিজের দেশে মুক্তি যুদ্ধ যেভাবে চালনা করা হয়...

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। এইখানে যিনি রেফারেন্স পিরিওডে নোটিশ দিয়েছেন তিনি চেয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে একটি বিবৃতি। এখন আমরা জানতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই ব্যাপারে কোন বিবৃতি দেবেন কিনা।

শ্রীতপন চক্রবর্তী—আমরা খবর পেয়েছি যে শিলং পাহাড়ের উপর বসে বিচ্ছিন্নতাবাদী-দের এবং উগ্রপন্থীদের বিশেষ করে মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড এবং মিজোরামের বিদ্রোহীদের সংগে তিনি হাত মিলিয়েছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। আমি জানতে চাই এই যে আলোচনা, এটা কি রেফারেন্স পিরিয়ডের আলোচনা, না কি জেনারেল ডিসকাশন চলছে? এখানে তিনি সাপ্লিমেণ্টারী প্রশ্ন আনতে পারেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, ইজ ইট রেফরেন্স পরিয়ড? রেফারেন্স পিরিয়ডে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় উত্তর দেবেন। সেখানে সাপ্লিমেণ্টারী করা যায়। মাননীয় সদস্য বক্তৃতা দেবেন কেন? আমরা কি উনার বক্তব্যের উপর সাপ্লিমেণ্টারী কোয়েশ্চান আনব?

মিঃ স্পীকার—এর উপর যিনি নোটিশ দিয়েছেন তিনি বলার পরে যদি কেউ সাপ্লিমেণ্টারী করতে চান তাহলে তা বলতে দেওয়া হবে। এটা কোন আলোচনা নয়।

শ্রীতপন চক্রবর্তী—স্যার, আমরা দেখেছি মিলিট্যাণ্ট স্কোয়াড থেকে উত্তর পুর্বাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে। উনি তার একজন কর্ণধার ছিলেন এবং সেখান থেকে তিনি বিগত জুনের দাঙ্গা পরিচালনা করেছেন।

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটার আমরা প্রমাণ চাই। প্রমাণ যদি না দিতে পারেন তাহলে তিনি এই বক্তৃতা দিতে পারবেন না। (গণ্ডগোল)

প্রমাণ দিন, প্রমাণ না দিলে এইসমস্ত কথা বলা সঙ্গত নয়।

শ্রী তপন চক্রবর্তী—স্যার, মাননীয় সদস্য বিগত জুনের দাঙ্গায় (গণ্ডগোল)

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং—জুনের দাঙ্গায় কে কি করেছে না করেছে তার বিচার বিভাগীয় তদন্ত হোক। সেটাতে রাজী হননা কেন? লজ্জা করেনা? বিচার বিভাগীয় তদন্ত হবে কে দোষী।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী যে আলোচনাটা এখানে উত্থাপন করতে চেয়েছিলেন এবং মুখ্যমন্ত্রীকে একটি বিবৃতি দিতে অনুরোধ করেছিলেন সেই সম্পর্কে আমাদের সরকারের বক্তব্য হলো যে এক বা একাধিক ষড়যন্ত্র মামলা শ্রী হরিনাথ দেববর্মা এবং আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে চলছে। সেই অবস্থাতে তাঁরা রাজ্যের ভিতরে বা রাজ্যের বাইরে কি করেছেন বা না করেছেন তার উপর আমার পক্ষে কোন বিবৃতি দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি তাঁরা অপেক্ষা করুন সেই ষড়যন্ত্র মামলায় সেটা উদ্‌ঘাটিত হবে। আমি এইটুকু এখন বলতে পারছি।

শ্রী হরিনাথ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার একটা বক্তব্য আছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—স্যার, এই সম্পর্কে যদি আবার আলোচনা শুরু হয়, তাহলে আমি মনে করি যে একটার অসুবিধার সৃষ্টি হবে।

শ্রী হরিনাথ দেব বর্মা—তাহলে, স্যার, যে আলোচনা গিয়েছে, সেটা এ্যাক্সপাঞ্জ করে দেওয়া হউক।

মিঃ স্পীকার—আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মাখন চক্রবর্ত্তীর নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন চক্রবর্তী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"বিগত ১৩।৫।৮১ ইং তারিখে টি, আর, টি সি বাস থামিয়ে তেলিয়ামুড়াতে বিধায়ক কমরেড শ্রী জিতেন্দ্র সরকারকে কতিপয় দুষ্কৃতিকারী কর্তৃক এ্যাসিড বাল্ব মেরে আহত করা ও প্রাণ নাশের চেষ্টা সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী মাখন চক্রবর্তী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। কাজেই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর তার বিবৃতি দেন। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবে। তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৩শে সেপেটম্বর তারিখে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর তাঁর বিবৃতি দিতে সম্মত হয়েছেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, শ্রীসুনীল চৌধুরী পরবর্তী দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির নোটিশ দিয়েছেন। তাঁর নোটিশের বিষয়বস্তু হল—

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশ থেকে উপজাতি অংশের শরণার্থী আসায় উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। তাই আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তাহলে তিনি আবার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন, যে দিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

মি. স্পীকার—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর তার বিবৃতি দিতে সম্মত হয়েছেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, শ্রীমতীলাল সরকার পরবর্তী দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির নোটিশ দিয়েছেন। তার নোটিশের বিষয়বস্তু হল—

বিগত ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ ইং বাত্রে ত্রিপুরা বিধানসভা ভবনে অগ্নিকাণ্ড ও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। তাই আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপরাগ হন, তাহলে তিনি আবার একটি পরবর্তী তারিখ জানাবেন, যে দিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর তার বিবৃতি দিতে সম্মতি হয়েছেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, শ্রীবাদল চৌধুরী পরবর্তী দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির নোটিশ দিয়েছেন। তার নোটিশটির বিষয়বস্তু হয়—

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর জোলাই বাড়ীতে কম গৌরাঙ্গ নম এবং কম অজিত বৈদ্য খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী কর্তৃক আনতে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। তাই আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি

অকেশ'ণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তাহলে তিনি আবার একটি পরবর্তী তারিখ জানাবেন, যে দিন তিনি এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আগামী ২২ শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আগামী ২২ শে সেপ্টেম্বর তারিখে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর তাঁর বিবৃতি দিতে সম্মত হয়েছে।

মি: স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—Laying of Papers on the Table. Laying of the Tridura Security Amendment Ordinance 1281 (Tripura Ordinance No. 1 of 1981) promulgated b the Governor under Article 213 of the Constitution of India. আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি অর্ডিনান্সটি সভার সামনে পেশ করার জন্য

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Speaker, Sir, I beg to lay the Tripura Security Amendment Ordinance, 1981 (Tripura Ordinance No. 1 of 1981) promulgated by the Governor under Article 213 of the Constitution of India.

Mr. Speaker—সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো—Laying of the Sixth Report of the Tripura Public Service Commission for the period from April 1. 1977 to March 31,1978 as required under Clause (2) of Article 323 of the Constitution of India. আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি রিপোর্টটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Speaker, Sir, I beg to lay the Sixth report of Tripura public Service Commission for the period from April 1, 1977 to March 31, 1978 as required under Clause (2) of Article 323 of the Constitution of India.

Mr. Speaker—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল—Laying of the Third Annual Report and Accounts, 1978-79 of the Tripura Forest Development and Plantation Corporation Ltd. as required under Section 619A of the Companies Act, 1956. আমি মাননীয় বন বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিপোর্টটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Shri Araber Rahaman—Mr. Speaker, Sir, I beg to lay the Third Annual Report and Accounts, 1978-79 of the Tripura Forest Development and Plantation Corporation Ltd. as required under Section 619A of the Companies Act, 1956.

Mr. Speaker—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল—Laying of a copy of the Notification F. 10(20-1) DSE/79 dated 1-7-81 issued under Section 3 of the Tripura Educational Institutions (Taking over of Management) Act, 1973 extending the period of vesting to Government in respect of (i) Harachandra H/S School (ii) Katlamara High School alongwith its attached pry, Section (iii) Shrinath Vidyaniketan along with its attached pry. Section, আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিফিকেশানটি সভায় সামনে পেশ করার জন্য।

Shri Dasharath Deb—Mr. Speaker Sir, I beg to lay the Notification No. F. 10(20-1)-DSE/79 dated 1. 7. 1981 issued under Section 3 of the Tripura Educational Institutions (Taking over of Managemant) Act, 1973 extending the period of vesting to Government in respect of (i) Harachranda H. S. School (ii) Katlamara High School alongwith its attached primary Section (iii) Shrinath Vidyaniketan alonwith its attached Primary Section and (iv) Vivekananda H. S. School along with its attached pry. Section·

Mr. Speaker—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল Laying of a copy of the Notification No. F. 2(254)-DHE/79 dated 21. 3. 1981 issued under Section 3 of the Tripura Educational Institutions (Taking over of Management) Act, 1973 extending the period of vesting to Government in respect of Ramthakur Collage, Agartala and R. K. Mahavidyalaya, Kailasahar. আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয়কে নোটিফিকেশানটি সভায় পেশ করতে অনুরোধ করছি।

Shri Dasharath Deb—Mr. Speaker Sir, I beg to lay the Notification No. F. 2(254)-DHE/79 dated 21. 3. 1981 issued under Section 3 of the Tripura Educational Institutions (Taking over of Management) Act, 1973 extending the period of vesting to Government in respect of Ramthakur College, Agartala and R. K. Mahavidyalaya, Kailasahar.

Mr. Speaker—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হল Laying of a copy of the Notification No. F. 2(254)-DHE/79 dated 25. 5. 1981 issued under Section 3 of the Tripura Educational Institutions (Taking over of Management) Act, 1973 extending the period of vesting to Government in respect of Ramthakur College, Agartala and R. K. Mahavidyalaya Kailahashar.

Shri Dasharath Deb—Mr. Speaker Sir, I beg to lay the copy of Notification No. F. 2(254)-DHE/79 da'ed 25. 5. 1981 issued under Section 3 of the Tripura Educational Institations (Taking over of Management) Act, 1973 extending the period of vesting to Government in respect of Ramthakur College Agartala and R. K. Mahavidyalaya, Kailasahar.

Mr. Speaker—এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল laying of the copy of Notification No. F. 2(254) DHE/79 dated 28. 8. 1981 issude under Section 3 of the Tripura Educational Institutions (Taking aver of management Act, 1973 extending the period of vesting to Government in respect of Ramthakur College, Agartala and R. K Mahavidyalaya. Kailsahar. আমি এখন মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহাশয়কে নোটিফিকেশানটি সভায় পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী দশরথ দেব—Mr. Speaker Sir, I beg to lay the Notification No. F. 2(254) -DHE/79 dated 28. 8. 1981 issued under Section 3 of the Tripura Educational Institutions (Taking over of Management) Act, 1973 extending the period of vesting to Government in respect of Ranthakur College, Agartala and R. K. Mahavidyalaya, Kailasahar.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কর্ত্তৃক
কয়েকটি ঘোষণা

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, এই সভার পেশ করা বিভিন্ন 'অর্ডিনান্স', 'রিপোর্ট' এবং 'নোটিফিকেশান' এর প্রতিলিপিগুলি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

হাউসের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে নিম্ন লিখিত ৪ (চারটি) বিলে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় তাঁর সম্মতি দিয়েছেন। বিলগুলির নামের পার্শ্বেই আমি উনাব সম্মতির তারিখ পর্য্যায়ক্রমে জানাচ্ছি।

বিলের নাম	তারিখ
1. The Tripura Appropriation Bill, 1981 (Tripura Bill No. 1 of 1981).	31.3.1981.
2. The Tripura Appropriation (No. 2) Bill, 1987 (Tripura Bill No. 2 of 1981).	31.3.1981.
3. The Tripura Appropriation (No. 3) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 3 of 1981).	31 3.1981.
4. The Tripura Sales Tax (Second Amendment) Bill, 1981 (Tripura Bill No. 4 of 1981).	4.5.1981.

সভার কার্য্য বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল

AFTER RECESS AT 2 P. M.

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কর্মসূচী হল অপোজিশন মেম্বার শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়াকে আমি অনুরোধ করছি উনার রিজোলিউশনটা মোভ করতে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার রিজোলিউশনটা হচ্ছে "এই বিধান সভা প্রস্তাব করিতেছে যে আগামী ত্রিপুরা বিধান সভার উপনির্ব্বাচনের সংগে একই সময়ে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্ব্বাচনও অনুষ্ঠান করা হোক" মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে চাই। আমার এই প্রস্তাব আমার ব্যক্তিগত প্রস্তাব নয় এটা আসলে ত্রিপুরার জনগণের প্রস্তাব এবং আজকে গোটা ত্রিপুরার জনগণের দাবীর বিচারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্ভবতঃ অবগত আছেন। কারণ প্রত্যেকটি জনসভায় এই সম্পর্কে তিনি বক্তব্য রেখেছিলেন এবং জনগণকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে খুব শীঘ্রই স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্ব্বাচন করা হবে। কিন্তু আমরা অবাক হচ্ছি যখন দেখছি যে জেলা পরিষদের নির্ব্বাচন ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে। ত্রিপুরার ৩টি উপনির্ব্বাচন ঘোষণা করা হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা সাধারণ মানুষের দাবী যে উপনির্ব্বাচনের সংগে এই স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্ব্বাচন হোক। কারণ এই বিলটা এই ত্রিপুরায় ১৯৭৯ সালে এই বিধান সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়েছিল। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং এই ক্ষমতাসীন দল জেলা পরিষদের নির্ব্বাচনকে পাশ কাটিয়ে এগোচ্ছেন। স্বশাসিত জেলা-পরিষদ নির্ব্বাচনকে তারা দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করে যাচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার ৩টি উপনির্ব্বাচনের বিরোধিতা আমরা করছি না। যদিও এই উপনির্ব্বাচনের কথা এই বিধান সভায় কারোর মুখে শুনা যায়নি এবং জনগনের পক্ষ থেকেও দাবী উঠেনি। সেই ক্ষেত্রে সেটাকে সামনে রেখে জেলাপরিষদের নির্ব্বাচনকে স্থগিত রাখতে চাইছে। এটা আমরা লক্ষ করছি যে এই জেলা পরিষদের নির্ব্বাচন বার বার পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কারণ ক্ষমতাসীন দল জানে যে জেলা পরিষদের নির্ব্বাচন ঘোষণা করলে তার পাব পাবে না। কারণ সাধারন মানুষ আজকে এই বামফ্রন্টের অগণতান্ত্রিক কার্য্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন। আজকে যারা উপজাতি দরদী সেজে তাদের কথা বলেছেন তাদের ৩০ বৎসরের শাসনে উপজাতীরা আজকে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। উপজাতীর সমাস্যার সমাধান হোক এটা তারা চান না। উপজাতিদের সামাজিক, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য যে ডিষ্ট্রিক কাউন্সিলের নির্বাচন তারা ঘোষণা করেছিলেন আজকে সেই নির্বাচনকে স্থগিত রেখে উপজাতিদেরকে ভাওতা দিচ্ছেন। ১৯৭৯ সালের ১৩ই জুলাই এই বামফ্রন্ট সরকার উপজাতি যুবসমিতির চাপে পড়ে নির্বাচন ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল। এবং তারপরে না না অজুহাতে এই নির্ব্বাচনকে স্থগিত রেখেছে। সেই সময় আমরা দেখেছি এই সমস্ত মানসিকতা থেকে গত জুনের দাংগা ঘটে গেল। তারপর থেকে উপজাতি যুব সমিতির বিরুদ্ধে পুলিশ বাহিনীকে ঠেলে দিয়েছে। জনসাধারণ যখন দাবী করল যে এই দাংগার বিচার বিভাগীয় তদন্ত হোক তখন এই বামফ্রন্ট সরকার সেটাকে নাকচ করে দিয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, জনগণের এই দাবীকে যেভাবে ক্ষমতাসীন দল এই জেলাপরিষদের নির্ব্বাচন ইস্যুটাকে উপেক্ষা করে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছেন সেটা উপজাতি জনগন সহ্য করবে না। একটা বিশেষ ভৌগলিক সীমানায় দুটা সম্প্রদায় পাশা পাশি বাস করছে। কাজেই তাদের মধ্যে ঐক্য ও মিলন একান্ত দরকার। এই মিলন হবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে। দিনের পর দিন যদি একটা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী একটা ক্ষুদ্রতর জনগোষ্ঠীকে দাবিয়ে রাখে তাহলে সেই মিলন দীর্ঘস্থায়ী হবে না।

সেই জন্য এই দাবী উঠেছিল যে এই স্বশাসিত জেলাপরিষদ গঠন করে একটা ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীকে মুক্তি দেওয়া যায়, যাতে তার অর্থ নৈতিক, সামাজিক উন্নয়ন ঘটে। সেই জন্যই এই দবী আমরা তুলেছিলাম। প্রথম থেকে আশা করেছিলাম যে এই সি. পি. এম. দল উপজাতিকে নিয়ে অনেক সংগঠন করেছে অনেক আন্দোলন করেছে তাই তারা তাদের দাবী পূরণ করবে। কিন্তু ১৯৭৮ সালে আমরা যখন ষষ্ঠ তপশীলের দাবী এই বিধান সভায় তুলেছিলাম তখন দেখা গেল তারা সেটাকে সমর্থন করল না। তারপর উপজাতি যুব সমিতি ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলে এবং তার চাপে পড়ে বামফ্রন্ট সরকার এই বিল এই বিধান সভায় পাশ করে। কিন্তু এখন দেখছি এই বামফ্রন্ট সরকার এই নির্ব্বাচন থেকে পিছিয়ে যাচ্ছেন, ভয়ে নির্ব্বাচনের দিকে এগোচ্ছেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ করেছি যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন জনসভায় বক্তব্য রাখছেন যে যুব সমিতি অন্তবর্ত্তী নির্ব্বাচন চায় না। এমন কি তারা এই অভিযোগও এনেছেন যে উপজাতি যুব সমিতি আন্তরিক ভাবে এই নির্ব্বাচন চায় না। কিন্তু এই অভিযোগ যখন সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করতে চাইল না তখন তারা শ্রী মতি ইন্দিরা গান্ধীকে টেনে আনলেন যে শ্রী মতী গান্ধী নাকি এই নির্ব্বাচন চাননা। কিন্তু তাদের এই বক্তব্যটা সম্পূর্ণ কনট্রাডিকটরি। কারন এই নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ ভাবে ষ্টেট ষ্ট্রকচারের মধ্যে। ৭ম তপশীলের মধ্যে রাজ্যসরকারকে সম্পূর্ন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এই অটোনোমাস বডি তৈরী করার জন্য। সেই হিসাবে রাজ্য সরার স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন করতে পারেন। গত বছর যখন এই নির্ব্বাচন নিয়ে আমরা সোচ্চার হয়ে উঠলাম তখন তারা বলেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি দিচ্ছেন না। কিন্তু এবার যখন এই নির্ব্বাচন নিয়ে উপজাতি সমাজ সোচ্চার তখন তারা উপজাতি সমাজকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলছেন শ্রী মতী গান্ধী এই নির্বাচন চাননা। এবার আমরা যখন শ্রী মতী গান্ধীকে প্রশ্ন করলাম যে আপনি নাকি এই নির্বাচনে বিরোধীতা করছেন! এই অভিযোগ কতখানি সত্য। তিনি বললেন আমি কোন বিরোধীতা করিনি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এমন কোন প্রমান দিতে পারবেন না যে আমি বিরোধীতা করেছি। শ্রী মতী গান্ধী বলেছেন যে তিনি ত্রিপুরায় স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ চান। এই খবর যখন আমরা ত্রিপুরাতে প্রচার করলাম, তখন আমরা ভেবেছিলাম যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হয়তো এই খবর শুনে আনন্দিত হবেন। কারন তিনি দীর্ঘদিন ধরে প্রচার করে আসছেন যে শ্রী মতী গান্ধী এই নির্বাচনে বাধা দিচ্ছেন। কিন্তু দেখা গেল যে উনি সঙ্গে সঙ্গে প্রেসকে ডেকে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। কিন্তু এতে কি বোঝা যায়? এটাই প্রমানিত হয় যে তিনি ত্রিপুরাতে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এর নির্ব্বাচন চান না। তানাহলে তিনি প্রেসকে ডেকেক্ষোভ প্রকাশ করতেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের মুখোশ খুলে গেছে। সাধারন মানুষ বুঝতে পেরেছে যে বামফ্রন্ট সরকারে আমলে স-শাসিত জেলা পরিসদ নির্বাচন হবেনা। তারা চান না উপজাতিদের সমস্যার সমাধান হোক। তারা যদি শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত হয় তাহলে তাদের নিয়ে রাজনীতি করা যাবেনা, তাদেরকে দলীয় স্বার্থে ব্যাবহার করা যাবেনা। মিথ্যা কথা বলে, নানারকম আশ্বাস দিয়ে তাদেরকে মিছিলে আনা যাবেনা। এই ভয়েই বামফ্রন্ট সরকার চান উপজাতিদের কোন সমস্যার

যাতে সমাধান না হয়। তারা যাতে পিছিয়ে পড়া জাতি হিসাবেই পরিগনিত হয়। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী দশরথ দেব প্রায় জনসভাই বলে থাকেন যে রাইমা ভ্যালীতে যে উপজাতিরা উচ্ছেদ হয়েছে সেটা ভালই হয়েছে। কারন এতে উপজাতিরা রাস্তায় লেবার দিতে পারছে। এতে কমিউনিষ্ট আন্দোলন আরও তীব্রতর করা যাবে। কাজেই উনার চোখে এটা ভালই হয়েছে। এই হচ্ছে উনাদের দৃষ্টীভঙ্গী। এই দৃষ্টিভংগী নিয়েই উনারা ৩০ বৎসর ধরে রাজনীতি করে আসছেন। আজকে আমাদের সুষ্ঠ নেতৃত্বে ফলেই উপজাতিদের রাজনীতির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আনতে পেরেছে। আমার বিশ্বাস উপজাতি জনসমাজ ঐ বামফ্রন্টের নির্দ্দেশিত পথে আর যেতে চাইবেন না। যারা বিগত ৩০বৎসর ধরে তাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যাবহৃত হয়ে এসেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দীর্ঘদিন ধরে একটা অভিযোগ করে আসছিলেন যে রাইমা ভ্যালীতে নির্বাচন হলে নাকি সুষ্ঠ নির্বাচন হবেনা। কারন ওখানে নাকি উগ্রপন্থী সক্রীয়। এই অভিযোগ উনারা স্ব শাসিত জেলা পরিষদের ক্ষেত্রে ব্যাবহার করে আসছিলেন। কিন্তু আজকে যে বিধান সভার উপনির্ব্বাচনের কথা ঘোষনা করা হল সেখানে কি এই অভিযোগ আসছেনা? তাহলে কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই কথাই বলতে চান যে বিধান সভা উপনির্বাচনে বেলায় এটা কোন ফেকটর না, ফেকটরটা হল স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্ব্বাচনের বেলায়। তাহলে এটাই প্রমানিত হচ্ছে যে বর্ত্তমানে ক্ষমতাসীন দল ক্রমেই তার জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে। যার ফলে ওখানে নির্ব্বাচন করতে তারা ভয় পাচ্ছে। স্যার, অম্পি নগরে রাস্তার কোন ডেভেলাপমেণ্টের কাজ হচ্ছে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে ওখানে ডিষ্টারবেন্স চলছে তাই সেখানে কোন কাজ হবে না। ডেভেলাপমেণ্টের কোন কাজ হবেনা, কেননা সরকারী কর্মচারীরা সেখানে যেতে চাইছে না। এমনকি কনট্রাকটা সেখানে কনট্রাক নিতে ইচ্ছুক তারা আমাকে বলছেন যে আমরা সেখানে যেতে চাই। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের লোকেরা নাকি তাদের কে বাধা দিচ্ছেন যে তোমরা সেখানে যেওনা। ঐ এলাকাই অঞ্চলে, রামচন্দ্র ঘাটে গিয়ে কাজ কর। এই হচ্ছে অবস্থা। এইভাবেই উপজাতি এলাকা সমূহতে উন্নয়ন মূলক কাজকর্ম পিছিয়ে রাখা হচ্ছে। স্যার, আমরা দেখেছি উপজাতি কমপেকট এরিয়া গুলিতে স্কুল চলছেনা। সেখানকার স্কুল গুলিতে কোন মাষ্টার মশাই যাচ্ছেননা। শিক্ষকরা যেতে চাইলেও উনারা যেতে দিচ্ছেনা। কাজেই বামফ্রণ্ট সরকার উপজাতি অঞ্চলে প্রশাসনকে সক্রিয় রাখতে সম্পূর্ন ভাবে ব্যার্থ হয়েছে। বামফ্রণ্ট সরকার উপজাতি ছেলেদেরকে চাকুরী দেবার নাম করে প্রধানদের গ্রামে গ্রামে পাঠাচ্ছেন এবং আর যে সমস্ত উপজাতি বেকার ছেলে উপজাতি যুব সমিতির সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং পুলিশ তাদের উপর নির্যাতন করছে। কেননা পুলিশী নির্ষাতনকে সক্রিয় রাখতে হবে। এই হচ্ছে অবস্থা। উন্নয়ন মূলক কোন কাজ কর্ম তারা উপজাতি অঞ্চলে করতে চাইছেন না। এই অঞ্চলগুলি ডেভেলাপমেণ্টের দিক থেকে সম্পূর্ন পিছিয়ে আছে। সেই অঞ্চল গুলিকে উন্নতির আশার আলো দেখাতে পারে এক মাত্র স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ।

কিন্তু তারা রাজনীতি করার জন্যই এই নির্বাচন অনুষ্ঠান করছেন না। আমার সন্দেহ হচ্ছে হয়তো এই বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে কোন স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্ব্বাচন হবে না

কারন তারা বুঝতে পারছেন যে তারা তাদের জনপ্রিয়তা ক্রমশই হারাচ্ছেন। মিঃ স্পীকার স্যার, যে প্রস্তাব আজকে আমি এই হাউসে এনেছি, সে প্রস্তাব জনগণের প্রস্তাব, জনগণের দাবী। সেই দাবীর প্রতি হাউসের মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ সম্মান প্রদর্শন করবেন এবং সেই দাবীর বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নেবেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী বিমল সিনহা।

শ্রী বিমল সিনহা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া এই হাউসে প্রস্তাব এনেছেন যে আগামী বিধানসভার উপ-নির্ব্বাচনের সাথে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্ব্বাচন করার জন্য। আসল উদ্দেশ্য ঠিক স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা নয় বা নির্বাচন ডাকা নয়। উনি এখানে যে সব কথা বলেছেন সেই সব কথার মধ্যে উনার নিজের কণ্ঠ উচ্চারিত হচ্ছে না বা ত্রিপুরার নিপীড়িত, অবহেলিত বঞ্চিত ট্রাইবেলদের কণ্ঠের ধ্বনিও তার মধ্যে নেই। এই কণ্ঠ দিল্লী থেকে হাওলাত করা সুদূর আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদের পেণ্টাগম থেকে সেই আওয়াজ বহু দূর থেকে এই ত্রিপুরারাজ্যের বিধানসভায় আজকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। আমরা দেখেছি এই ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল ইলেকশানকে কেন্দ্র করে সারা ত্রিপুরারাজ্যে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি জন্ম নেয়, গণমুক্তি পরিষদ জন্ম নেয় আন্দোলনের মধ্যে। সেই ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে শুরু করে সমস্ত ট্রাইবেল অধ্যুষিত অঞ্চলে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির তখনও জন্ম হয় নি। গণমুক্তি পরিষদের আগে জন শিক্ষা কমিটির মাধ্যমে এই আন্দোলন শুরু হয়। আন্দোলনের মূল বক্তব্য কি? আজকেও এই ট্রাইবেল সমাজ মূল সভ্যতার ধারা থেকে, ভারতবর্ষের জীবন ধারনের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন। আজকের সমাজ ব্যবস্থা এমন ধারায় চলছে সেটা হচ্ছে সেখানে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে শাসন ক্ষমতা থাকে, দেশের শাসন যন্ত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে থাকবে, পুজিপতি, ধনীকশ্রেণী এবং জমিদারই হচ্ছে আজকের দিনে দেশের ধারক এবং বাহক। সেখানে অনুন্নত মানব গোষ্ঠী মর্যাদা পায় না এবং গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হয়। দীর্ঘ ৩০ বছরের কংগ্রেস আমল চলে গেছে। ১৮৪ রাজার আমলও চলে গেছে। একটা সামন্ততন্ত্র অবক্ষয়ের মধ্যে সেই কংগ্রেস জমিদার, জোতদার এবং পুজিপতিদের স্বার্থে কংগ্রেস রাজত্ব চালিয়ে আসছেন। এই দীর্ঘ কয়েক শত বছরে ট্রাইবেলদের জন্য ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল কেন ট্রাইবেলদের শায়ত্ব শাসনের অধিকার, ট্রাইবেলদের নিজেদের ভাষা কক্-বরক

ভাষায় উন্নত করা তা থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। ট্রাইবেলদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে। দীর্ঘ বছরের মূল হিসাব যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে কোন সরকারী অফিসে বামফ্রণ্ট সরকার আসার আগে ২ পারসেণ্ট ট্রাইবেলও ছিল না, এমন কি সারা ত্রিপুরা রাজ্য ঘুরলেও ২।৪টি ট্রাইবেল দোকানও দেখা যায়নি। এই দীর্ঘ শতাব্দীর মধ্যেও ট্রাইবেলদের উন্নত করা সম্ভব হয় নি। আগে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটাও ট্রাইবেল কামার ছিল না, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ট্রাইবেল মিস্তরি ছিল না, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে রাজমিস্ত্রি ছিল না। ত্রিপুরার মহারাজ তিনিও তো ট্রাইবেল ছিলেন। ১৮৪ রাজা ত্রিপুরা রাজ্যে শাসন করে গেছেন। তাদের আমলে তো একটা কামারও তৈরী হল না, একটা কুমারও তৈরী

হলো না, একটা পাটকল তৈরী করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। এক কথায় বলতে গেলে পূর্বে ট্রাইবেলদের কোন মঙ্গলই করা হয় নি। রাজা-মহারাজারা জমিদার ছিলেন। তাঁরা তাঁদের সেই সামন্ত তান্ত্রিক কায়দায় জনগণের বিকাশকে স্তব্ধ করতে চেয়েছেন। তাঁদের অব্যবহতি পরেই কংগ্রেস গভর্নমেন্ট আসেন। কংগ্রেস গভর্নমেন্ট ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসার আগে পযন্ত সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কি অবস্থা তৈরী করেছিল? একটা দুর্ভিক্ষ অর্থাৎ সব সময় একটা পার্মানেন্ট দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করেছিল। প্রতিদিন কাগজ পরলেই আমরা দেখতে পেতাম আঠারোমুড়ার মধ্যে আলু খেয়ে অমুক ট্রাইবেল মারা গিয়েছে, তেলিয়ামুড়ায় অমুক ট্রাইবেল মারা গিয়েছে, টাকারজলায় অমুক ট্রাইবেল মারা গিয়াছে, ছৈইলেন্টায় অমুক ট্রাইবেল কচু খেয়ে মারা গিয়েছে খালি মৃত্যুর সংবাদই পাওয়া যেত। সেই মৃত্যুর জন্যই তারা জন্মেছে। এই মৃত্যুর যদি হিসাব নিতে হয় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের পুরানো কাগজপত্র খুঁজলেই তা পাওয়া যাবে। সেই ট্রাইবেল-দের জন্য অটোনমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল তো দূরের কথা সেই সব ট্রাইবেলদের জন্য তো রাস্তাঘাট দীর্ঘ ৩০ বছরের মধ্যে করা হয় নি। ট্রাইবেলরা হাঁটার অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল। ট্রাইবেলদের জন্য একটা প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত খোলা হয় নি. কলেজ খোলা হও নি, ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে একটা ফিশারী অফিস পযন্ত যায় নি, একটা পুকুর পর্যন্ত হয় নি সেই ট্রাইবেল অঞ্চলের মধ্যে কোন দিন ফিসারী ডিপার্টমেন্টের অফিসার পয্যন্ত যায় নি। এই ট্রাইবেলদের জন্য শ্রীমতী গান্ধী কিছুই করেন নি। যে জুলুম ইন্দিরা গান্ধী চালিয়ে যাচ্ছেন তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসেন। ক্ষমতায় আসীন হবার পরই আমাদের প্রথম দাবী ছিল অটোনমাস ডিষ্ট্রিক কাউনসিলের ইলেক্শান দিতে হবে ত্রিপুরা রাজ্যে। ট্রাইবেলদের বিকাশের জন্য এটা দিতে হবে। কিন্তু দীর্ঘ ৩০ বছর কংগ্রেস রাজত্বে তাদের জন্য কিছুই করা হয় নি। আজকে আন্দোলনের পর আন্দোলন চলছে। মিজোরামের মধ্যে আন্দোলন, নাগাল্যাণ্ডের মধ্যে আন্দোলন। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে যদি ট্রাইবেলদের জনসমাজকে যোগ করা যায়, জীবন ধারার মূল চিত্র থেকে যদি বিচ্ছিন্ন করা যায় তাহলে তাদের অবস্থা কি হবে? আজকে ভারতবর্ষে বহু পার্টি আছে। তাদের মতামতও ভিন্ন। কোন খৃষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে আমাদের জেহাদ নয়। বাইবেলের দোহাই দিয়ে তারা ধর্মের নামে কি করছে? মানুষকে সাম্প্রদায়িক উস্কানি দিয়ে কি করে ভেদাভেদ সৃষ্টি করা যায় সেটাই তারা চেষ্টা করছেন এবং কি করে মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামকে দুর্বল করা যায় এটাই হচ্ছে মিশনারীদের কার্যকলাপ। ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য শ্রীমতী গান্ধীর সরকার কিছুই করে নি, তাদের জন্য কোন স্কুল কলেজ দেয় নি। অপরদিকে মিশনারীরা তাদের উস্কানি দিয়েছে তোমর আন্দোলন চালিয়ে যাও। এইভাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করবার জন্য মিশনারীদের চক্রান্ত চলছে। নাগাল্যাণ্ডের সেই মুইবিয়া পার্টি এবং মিজোরামে লালডেঙ্গা পার্টির সৃষ্টি হয়েছে এবং অন্যান্য অঞ্চলের মধ্যেও এই রকম পার্টি সৃষ্টি করার চেষ্টা চলছে। সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষের মধ্যে আজকে সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তের জাল বিস্তার করছে।

তারা আজ ভারতবর্ষকে খণ্ড বিখণ্ড করতে চাইছে। যারা ভারতবর্ষকে খণ্ড খণ্ড করতে চাইছে তার মধ্যে আছে উপজাতি যুব সমিতি, ঐ নাগাল্যাণ্ডের দল, ঐ মিজোরামের দল, ঐ মনিপুরের দল। তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করেছে জনগনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করতে। তারা ট্রাইবেল জনগণের জন্য লড়াই করছেন। কারণ ট্রাইবেল এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে যে ঐক্যবদ্ধ ভাব আছে সেটাকে দূর করবার জন্য। তারা সাম্রাজ্যবাদীদের টাকা খেয়ে তারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে ঐক্য, তাদের যে গণতান্ত্রিক আন্দোলন, পাহাড়ী বাঙ্গালী এবং হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে যে ঐক্যবদ্ধ ভাব আছে সেটাকে দূর করবার জন্য, সেই ঐক্যবদ্ধ মানুষদের কণ্ঠ চেপে ধরবার জন্য লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সেই যে বহু জাতি সংস্থাগুলি, আমেরিকার মহাজনরা আছে সেই মহাজনরা সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে একটা শোষনের রাজত্ব চালিয়ে যাওয়ার জন্য তারা সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের মধ্যে এই অবস্থার মধ্যে আজকে এই সমস্ত ট্রাইবেল অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি জাতীয় কোন ধারার মধ্যে থাকা দরকার বা না দরকার এটাই হচ্ছে মূল প্রশ্ন। তাহলে এটা বলতে গেলে ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকে স্বীকার করতে হবে। গণতন্ত্রকে স্বীকার করতে হলে অবহেলিত ট্রাইবেলদের শিক্ষার কথা ভাবতে হবে, তাদের অর্থ নৈতিক বিকাশের কথা ভাবতে হবে, তাদের উন্মেষের সুযোগ করে দিতে হবে। সেই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা কি আছে। তার সেই ব্যবস্থা একমাত্র উপায় ডিষ্ট্রিক কাউন্সিল। এই ডিষ্ট্রিক কাউন্সিলের মাধ্যমে উপজাতিদের একটা সুযোগ করে দেওয়া যেতে পারে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এই প্রথম আজকে এই প্রশ্নটা এসেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকে ইন্দিরা গান্ধীর দল এর বিরুদ্ধে জেহাদঘোষণা করেছে। তারা আমরা বাঙ্গালী দলে নাম লিখিয়ে এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য মদত যুগিয়ে যাচ্ছে। আজকে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্য, তেলিয়ামুড়া থেকে শুরু করে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বহ্নি শিখা জালিয়ে দেওয়ার জন্য উস্কিয়ে দিচ্ছে। বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে ট্রাইবেলদের, ট্রাইবেলদের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীকে লাগিয়ে দেওয়ার জন্য তাঁরা চেষ্টা করেছে। ভারতবর্ষের গরীব মানুষের ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে চুরমার করে দেওয়ার জন্য তারা যারপরনাই ষড়যন্ত্র করে চলেছে। আজকে তারা ডিষ্ট্রিক কাউন্সিলের ইলেক্শান চায়। এই যে চারজন প্রতিনিধি এখানে বসে আছেন তাদের দাবী তারা কাউন্সিলের ইলেক্শান চায়। তাদের দাবী কিন্তু অন্যরকম। একটা গল্প আছে। একটা বাচ্চা ছেলে কাঁদছে, তারা গার্জিয়ান আছে। সে তার বাবার কাছে একটি বাশের চুঙ চায়, তাকে বাশের চুঙ দেওয়া হল, তবুও সে কাঁদছে, তাকে একটি হাতী দিতে হবে। তখন তাকে হাতী দেওয়া হল। তার বাবা হাতীটাকে বাশের চুঙের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। এই রকম তারা চায়। তারা চায় ষষ্ঠ তপশিলীর মাধ্যমে ডিষ্ট্রিকট কাউনসিলের ইলেক্শান। খুব ভাল কথা। কিন্তু পার্লামেন্টে যে ৫০০ জন সদস্য আছেন তাদের মধ্যে কয়জন এই ইলেক্শানকে সমর্থন করবে? ঐ নাগাল্যাণ্ডের যে কংগ্রেস মেম্বার আছেন, ঐ মনিপুরের ট্রাইবেল মেম্বার যারা আছেন তারা এই ডিষ্ট্রিক কাউন্সিলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। তখন তাদের মুখে কোন কথা নাই। আজকে যখন ডিষ্ট্রিক কাউন্সিলের ইলেকশান সবকিছু ঠিকঠাক, সব ঠিক-থেকে যখন সবকিছু, তৈরী তখন তারা তৈদু সম্মেলন। তৈদু সম্মেলনটা কি? সম্মেলনের আগে আজকে একটা নতুন জিনিষ বলার আছে। তৈদু সম্মেলনের অর্থ হল উত্তর পূর্ব্ব ভারতকে ভাগ করে দেওয়ার একটা ষড়যন্ত্র। আমাদের যে বর্ত্তমানে এম. এল. এ. হোষ্টেল

আছে, সেই এম. এল. এ. হোষ্টেলের দরজা দিয়ে ঢোকার পর বামদিকে যে রুমটা আছে সেই রুমটাতে মাননীয় সদস্য হরিনাথ বাবু থাকেন, সেখানে মাঝে মাঝে দ্রাউ বাবু ও আসতেন। সেই জুন মাসের ৩ মাস আগে হঠাৎ দেখা গেছে কিছু অপরিচিত লোকের আনাগোনা। তারা কারা? আমার কাছে প্রমান আছে। যদি প্রমান চান তাহলে আমি প্রমান দিতে পারি। হরিনাথ বাবুর নিজের হাতে লেখা দলিল, সেখানে গোপনে মিটিং হয়েছে। সেখানে কারা ছিল? সেখানে ছিল মিজুরামের কিছু লোক, সেখানে ছিল কাকচীনের কিছু লোক। কাক্চীন বলতে বর্মাদেশ নাগাল্যাণ্ড এবং ভারতবর্ষ এবং বার্মার সীমান্ত, অর্থাৎ এটা একটা বাফার ষ্টেইট। তারা সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করেছিল কি ভাবে ভারতবর্ষের মধ্যে বহ্নিশিখা জ্বালিয়ে দেওয়া যায়, কিভাবে ভারতবর্ষকে খণ্ড খণ্ড করা যায়। সেই তৈদু সম্মেলনে একটা ডিমাণ্ড প্লেইস করা হয়েছিল। সেখানে ডিষ্ট্রিক কাউন্সিলের কোন কথা নাই কিছু নেই। তৈদু সম্মেলন হওয়ারপর, আসামে যখন হঠাৎ করে ঘোষণা করা হল বিদেশী হটাও, এখানেও কোন নোটিশ নেই কিছু নেই, বিদেশী হটাও বলে ১তারিখ থেকে একটা আন্দোলন শুরু হয়ে গেল সারা ত্রিপুরা রাজ্যে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া:—পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় সদস্য বলেছেন এম. এল, এ, হোষ্টেলের কোন এক কোঠায় সেখানে গোপনে মিটিং হয়েছিল। এটা অত্যন্ত অসত্য এবং উদ্দেশ্যমুলক। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার উনার যে বক্তব্য সেটা হাউসের প্রসিডিংগস্ থেকে এক্সপান্স করা হোক।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী:—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এদের লোক আছে, এটা নিয়ে তর্ক করার কিছু নাই এবং এটা নিয়ে কোন পয়েন্ট অব অর্ডার হতে পারে না।

ডেপুটি স্পীকার:—মাননীয় সদস্য আপনি যখন এই সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন তখন আপনি আপনার রিপ্লাই দেবেন।

শ্রী বিমল সিন্হা:—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তারা ডিষ্ট্রিক্ট্ কাউন্সিলের দাবী তুলেছেন ভাল কথা ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের নির্ব্বাচনের কথা আজকে উঠেছে কেন? এতদিন ত তারা একথা বলেনি। তারা স্বাধীন ত্রিপুরা চায়। ভারতবর্ষের অ্যাবসেডর থাকবে ত্রিপুরাতে আর ত্রিপুরার অ্যামসেডর হয়ে দিল্লীতে যাবেন নগেন্দ্র বাবু। কারণ স্বাধীন ত্রিপুরার রাষ্ট্রদূত উনি। আজকে ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলে হয়ে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার বলেছে। যদি ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল হয় তাহলে কোন জায়গায় হবে? ডিষ্ট্রিক্ট কাউন সিল হবার জায়গা তো নাই। ত্রিপুরাতে ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের ইলেক্শান কিছুতেই হতে পারে না। কাজেই কেন হবে?

কেন হবে না কারণ ইন্দিরা গান্ধি ফরমান চালু করেছেন। ত্রিপুরার পচাত্তর ভাগ জমির মালিক ইন্দিরা গান্ধি, ত্রিপুরায় তাঁর উপনিবেশ নূতন ফরেস্ট অর্ডিন্যান্স চালু করেছেন। যে সমস্ত জায়গায় ত্রিপুরার ট্রাইবেলরা তারা থাকে, কাজেই প্রাণ-সংগ্রাম করতে হবে দিল্লীর অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে। কিন্তু আজকের তাঁর বিরুদ্ধে তো কোনও কথা বলছেন না। ফরেস্ট এ্যাক্ট মানে ট্রাইবেলদের কণ্ঠরোধ করা। তাদেরকে জুম থেকে বিতাড়িত করে তাদের বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত দিল্লীতে হয়েছে, তার বিরুদ্ধে কিন্তু এই প্রতিনিধিরা দিল্লীতে গিয়ে কোনও কথা বলেনি, উনারা শুধু মাত্র অনুরোধ করেছেন ইন্দিরা

গান্ধীর কাছে যে আমরা কংগ্রেসে আসতে চাই। কারণ বর্তমানে আমাদের একটা অসুবিধা হয়েছে যে জনগণ আমাদেরকে সমর্থন করছে না। কাজেই ব্রাউ বাবুরা আজকে নূতন করে কাজে নেমেছেন, আজকে তারা গঙ্গানগর লাইনে মিটিং করতে শুরু করছেন। কয়েকটা মিটিং-এ তারা বলেছেন যে সি, পি, এম-এর সঙ্গেই নাকি তাদের যত শত্রুতা, কিন্তু কংগ্রেস বা আমরা বাঙ্গালীর সঙ্গেই নাকি তাদের কোনও শত্রুতামি নেই, আদের মতে যত অমিল শুধু সি, পি, এম-এ সঙ্গে, কংগ্রেস বা আমরা বাংগালী সঙ্গে নয়। কারণ মার্কসবাদী কমি-উনিষ্ট পার্টি শুধু ট্রাইব্যালদের উন্নতির কথাই চিন্তা করে। তারা ট্রাইব্যালদের হয়ে কথা বলার ভান করে কাইব্যাল সমাজটাকে ভারতবর্ষের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের ক্রীতদাস বানিয়ে রাখার পক্ষপাতী নয়। এই ক্রীতদাস করার কলটা তৈরী করার জন্য আজকে এই বিধানসফার চারজন সদস্য খুব ব্যস্ত ভাবে কাজ করছেন।

আজকে আপনারা জানেন; মাননীয় স্পীকার স্যার, যে কয়েকদিন আগে ভারতবর্ষের পাশ্ববর্ত্তী পুঁজিপতী দেশ, বাংলা দেশ, সেখানে থেকে চাকমারা উদ্বাস্তু হয়ে ত্রিপুরাতে এসেছে, ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ভরণ পোষণ দিয়ে রেখেছেন। তারা এখানে কেন উদ্বাস্তু হয়ে এসে-ছেন? উপজাতি যুবসমিতির সদস্য বিশেষ করে শ্রীহরিনাথ দেববর্মা সেখানে গিয়ে তাদেরপাড়াতে কিছু দিন ছিলেন। কারণ ঐখানের বি, ডি, আর এর সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল, মানে জীযাউর রহমানের সঙ্গে তাদের চুক্তি হয়েছিল। চুক্তিট কি? চুক্তিটা হল, বাংলাদেশের মধ্যে যে সমস্ত চাকমা উপজাতিরা অটোনমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিলের দাবী করেছিলেন, তাদেরকে সেখান থেকে বিতারিত করতে হবে। কাজেই জিযাউর রহমান আপনি শুধু ত্রিপুরা থেকে আগত উপজাতি যুব সমিতির ছেলেমেয়েদেরকে অস্ত্র ট্রেনিং দেবেন, পরিবর্ত্তে আমরা তার ঋণ হিসাবে শোধ করব তাদেরকে অত্যাচার করে, তাদের নারীদের উপর অত্যাচার করে বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দিযে আমরা ঋণ শোধ করব এটাই এগ্রিমেণ্ট হয়েছিল।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েণ্ট অব্ অরডার স্যার মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি বলেছেন যে বি, ডি, আর, এর সঙ্গে হরিনাথ বাবুর চুক্তি হয়েছিল, এই ধরণের কোনও বক্তব্য তিনি এখানে রাখতে পারেন না। কারণ আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি যে এটা মিথ্যা কথা।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এইটা পয়েণ্ট অব্ অর্ডার হয় না। আপনি পরে আপনার বক্তৃতার মাধ্যমে এর উত্তর দিতে পারেন।

শ্রী বিমল সিন্হা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বাংলাদেশের "ইত্তেফাক" "বাংলার গণকণ্ঠ" ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রিকায় এইসব সম্পর্কে বিশদ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, যে ত্রিপুরার যুব সমিতির নেতারা কেন এখানে এসেছিলেন, তাদের কাজটা কি?

মি : স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি আর মাত্র পাচ মিনিট পাবেন।

শ্রী বিমল সিন্হা :— মাননী স্পীকার স্যার, এই যে চাকমা তাদেরকে তারা উদ্বাস্তু করলেন। ট্রাইব্যাল মুইয়া চানই, চাকুই চানাই জিন্দাবাদ বলে। কিন্তু ত্রিপুরার মধ্যে

লুইয়া চানই, চাকুই নাই তিনি যদি গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করেন তাহলে তিনি লুইয়া চানাই নন। তার প্রমাণ আছে, কয়েক দিন আগে বিজয় রাংকলকে তাদের নেতা মুক্তি জয় রাংখল মাডার করেছেন। তাঁর দুই বেণ্ডের রেডিও এখনও বিজয় রাংখলের এক আত্মিয়ের কাছে আছে। তারপর সেই লোকটার বোউ যখন থানাতে কেইচ দিতে গিয়ে ছিল তখন বিজয় রাংখ-লের দল নগেন্দ্র জমাতিয়ার দলের লোকেরা তাকে মানে ঐ বিধাবাকে বন্দুক দেখিয়ে বলেছেন যে, যদি তুমি থানাতে ডায়েরী কর তাহলে আমরা তোমার বাড়ীর ঘর পুড়িয়ে দেব।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিজয় রাংখল এখন হাউসে নাই কাজেই তার সম্পর্কে এখানে আলোচনা হতে পারে কিনা এই ব্যাপারে আমরা আপনার রুলিং চাই।

মি: স্পীকার :— যেহেতু এইটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয় না, সেহেতু এইটা রুলিং হতে পারে না।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— আমি স্পীকার সাহেবকে সাহায্য করছি। বিজয় রাংখল কোন এম, পি, বা এম, এল এ নন। কাজেই সে যদি কোন দোষ করে থাকে তার সম্পর্কে আলোচনা হতে পারে।

শ্রী বিমল সিন্হা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া একটা সত্য কথা বলেছেন, তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে দোষ দিয়ে বলছেন যে. অম্পি নগরে রাস্তাঘাট কিছুই হয় নি। তিনি আরও বলেছেন, সেখানে গেলে বিপদ হতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি আর মাত্র তিন মিনিট সময় পাবেন।

শ্রী বিমল সিন্হা : মাননীয় স্পীকার স্যার, কমল পুরের সিঙ্গিপাড়া গাও সভাতে কমল ছড়া বলে একটা বাগান আছে। সেখানে কুপ খনন করতে তিন জন বাংগালী গিয়ে-ছিলেন তারা যখন সেখানে কুপ খনন করার জন্য যায় তখন উপজাতি যুবসমিতির কয়েক জন লোক গিয়ে তাদেরকে ধরে তাদের হাত পা বেঁধে তাদেরকে একটা জুমের মধ্যে নিয়ে যায়। এবং সেখানে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করে হাত পা বাঁধা অবস্থায়। কিন্তু তাদের অপরাধটা কি? তাদের অপরাধ তারা কংগ্রেসী রাজত্বে ৩১ বছর ধরে বঞ্চিত ট্রাইবেলদের জন্য একটু জলের ব্যাবস্থা করতে গিয়েছিল। তারপর শচীন্দ্র দেব নামে একজন দিন মজুর তাকে কোথায় খুন করেছে তা কেউ জানতে পারেনি। মাত্র কয়েক দিন আগে তার কংকালটা পাওয়া গেছে।

১৫।২০ হাত দূর বালুর নিচে একটি দেহ পাওয়া গেছে। একটি ছেলেকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তার কাছে বোমা বন্দুক ইত্যাদি ছিল। সেই ছেলের কাছ থেকে জানা গেছে কারা এ সকল ঘটনার পিছনে আছে। গ্রাম পাহাড অঞ্চল থেকে ঐ নগেন্দ্রবাবুরা চাঁদা তুলেছেন নগেন্দ্রবাবুদের সন্ত্রাস মূলক কাজ করর্ম চালিয়ে যাবার জন্যে। হরিনাথবাবু বিদেশ ভ্রমণের জন্য যে খরচ হবে তার জন্য। এই হরিনাথবাবু গোপনে বাংলাদেশে গিয়ে মার্কিন দূতাবাসে গোপনে গোপনে সলাপরারশ করে এসেছেন। এরা তাদের এই গোপন কার্য্য কলাপের দ্বারা ত্রিপুরারাজ্যে এক সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে এবং ত্রিপুরার জনগণের প্রভূত ক্ষতি করছে। এদের বিরুদ্ধে সমস্ত ত্রিপুরার মানুষকে রুখে দাঁড়াতে হবে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই নগেন্দ্রবাবুরা ত্রিপুরার জনগণকে বিপদে ফেলতে চাইছেন। এরা ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের নির্ব্বাচন নির্ব্বাচন করে চেঁচাচ্ছেন আবার অন্য দিকে ত্রিপুরার মানুষ যাতে নির্ব্বাচন আসতে না পারেন তার জন্য সন্ত্রাসমূলক কাজ করছে। তাই তারা মিদেশ দিয়েছে পুড়িয়ে ফেল এহ বাজার ফরেষ্ট অফিস। এই গত তিন দিন আগে জনু বাজারে ফরেষ্ট অফিসটি পুড়িয়ে দিয়েছে। এই সকল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এখানে ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের যে ইলেকসান হতে যাচ্ছে সেটা শুধু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে নয় সারা ভারতবর্ষের ঐক্যের ক্ষেত্রে, সংহতির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। অথচ এই উপজাতির সমর্থকরা এবং কংগ্রেস আই এর লোকেরা এটাকে বানচাল করার জন্যে প্রানপনে চেষ্টা করে যাচ্ছে। ত্রিপুরার জন সাধারণকে এই সকল সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :—আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াংকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ত্রিপুরায় আগামী উপনির্ব্বাচনের সময় একই সঙ্গে ত্রিপুরার উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্ব্বাচনও অনুষ্ঠান কবার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তা সমর্থন করছি। সঙ্গে আমি আশা করছি যে বামফ্রন্ট সরকার তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করবেন।

এই বিধান সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে যে প্রস্তাব পেশ হয়েছে তা হল জনগণের রায়। সেইরায়কে কার্যকর কবার জন্য বিধানসভার উপনির্বাচন হবার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রাইবেল ডিষ্ট্রিক কাউন্সিললের নির্ব্বাচনও করা হোক। কিন্তু মাননীয় স্পীকার স্যার এখানে মাননীয় সদস্য শ্রী বিমল সিংহ যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে এটা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে তারা সহজে ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের নির্ব্বাচন চান না। বরং এটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে তারা এই উপনির্ব্বাচন যাতে না হয় তার জন্য তারা চেষ্টা করছেন কারন এখন এই ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের নির্ব্বাচন হলে বামফ্রন্ট একেবারে শূন্য পাবেন তারা এখন রসগোল্লা খাবেন। সুতরাং চেষ্টা কর যাতে এই কাউন্সিলের নির্ব্বাচন বাতিল করা যায়।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি এই বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় এলেন তখন তারা অনেক বড় বড় কথা বলেছিলেন যে তাদের ক্ষমতা অসীম। তারা ত্রিপুরার জনগণের জন্য ত্রিপুরার উপজাতিদের জন্য অনেক কিছুই করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যেই এই উপজাতি স্বশাসিত জেলা বিলটি গৃহীত হয়। কই তখন তো তারা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দোহাই দেন নি। এখন তারা বলছেন যে ইন্দিরা গান্ধীর সাহায্য না পেলে তারা কিছুই করতে পারছেন না। আগে মিষ্টী মিষ্টী কথা বলে ত্রিপুরার উপজাতিদের তারা ধোকা দিয়েছেন কিন্তু এখন আর তারা পারবেন না। স্বাধীনতা লাভের পর উপজাতিরা কিছুটা লেখা পড়া শিখেছেন। তারা বুঝতে পারছেন বামফ্রন্ট সরকার কিভাবে তাদের ধোকা দিচ্ছেন। তারা এখন খুব সতর্ক হয়ে গেছেন। সুতরাং মিষ্টী কথায় আর তারা ভুলবেন না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ৬ষ্ঠ তপশিলের ধারানুযায়ী উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের দাবী কেউ বলছেন ১৯৩৬, কেউ বা ১৯৪৮ ৪৯, ৫০, ৫১ সনে করা হয়েছিল কিন্তু আমি বলব এটা আগে করা হয়নি। এটা প্রথম করেছে উপজাতি যুব সমিতি ১৯৬৭ সালে। আর তার আগে থেকেই এই দাবী করে আসছেন বলে বামফ্রন্ট সরকার জনগণের কাছ থেকে বাহবা কুড়াতে চাইছেন।

সুতরাং এত তালবাহানা করে জনগণের রায়কে মেনে নেওয়া উচিত এবং ত্রিপুরাকে, ত্রিপুরা পাহাড়ী বাঙ্গালী সম্প্রীতিকর সৌহার্দ্যপূর্ণ করে তুলবার জন্য জনগণের রায়কে, এই বিধানসভার রায়কে বাস্তবে রূপ দেবার জন্য বামফ্রন্ট সরকার এগিয়ে আসবেন এবং মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন তা সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া।

কক-বরক

শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া; মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,—তিনি Autonomns District Council উপ-নির্বাচন বাই বাগদা খীলাইদি হীনমান আবন' আঙ গছিই নাই মানয়া। আর গত ১৯৮০ সালনি জুলাই মাস' অংগীয় থাংনানি কক। চিনি বামফ্রন্ট সরকার Candidate উপজাতি যুব সমিতি সঙলে Candidate চঙই পাইখা। আবতাই খেই উপজাতি যুব সমিতিরগ প্রত্যোগ ভাগা চংখা। বরগনি ৪টা দাবী পূরন আংগা এবং চিনি বামফ্রন্ট সরকার চংখা জুলাইনি ১৩ তারিখ' স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন খীলাইনা রীনানি। তবে উপজাতি যুব সমিতি সং তাবুক কানছে হীনাই ত'খ যে উপজাতি রগনি বাগীই তাবুক কানছে কোন কাহাম খীলাই য়াথু হীনাই তংগ এবং বামফ্রন্ট সরকার চিনি বাগীই কোন কাহাম নাইয়া উপজাতি যুব সমিতি সং যখন স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন আঙতাই আঙতাই-অ বাজার বন্ধ খীলাই অই সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্য-অ দাঙ্গা খীলাইতই রীখা। তামভগাই দাঙ্গা কীনাঙ? তাবুক বরগ তাম হীনখা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন খীলাইনা রীযা হীনাই তংগ, তাই ছাসে উপজাতি রগনি স্বার্থ ধ্বংস খীলাইখা হীনাই তংগ।

একেবারে উপজাতি রগন শেষ খীলাই রীখা এবং জাতি গোষ্ঠী শেষ খীলাই রীখা, নক, হুগ পর্য্যন্ত শেষ খীলাইওই রীবাইখা। ৩১শে ডিসেম্বর সমস্ত বন্ধ হীনলাইখা এবং ৪ (চার) দফা দাবী মানিয়খে আন্দোলন খীলাইনাই হীনলাইখা। হীনখে সমীর বর্মননি নগ থাংওই মিটিং খীলাই লাইখা এবং মিটিংঅ ছালাইকা উপজাতি যুব সমিতি সঙরগ হীনখেবা গাদা বন্দুক ছীলামখা, কংগ্রেস (আই), আমরা "বাঙালী" রগ হীনখে বা রামদা ছীনামদি হীনখা। কংগ্রেস (আই), "আমরা বাঙালী" রগ হীনখেই বা হীনখা চীঙ তাবুকফান প্রস্তুত আঙগাই মানয়া-খ। তাবুকফান রামদা তৈরী খীলাই বাইরাখ। আহাই হীনাই সমীর বর্মননি নগ সিদ্ধান্ত নালাইয়া যে আচুক লাইমানি ফলে ২৩শে জানুয়ারী ষরযন্ত্র, লড়াই খীলাই কিনাই। তবে চীঙ স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ বিল তুবুগা ১৫ই জানুয়ারী হীনখে তাম' আঙখা হীনমালে বরগ তাইদু' মিটিং খীলাইখা বিদেশী বিতাড়ন ১৯৪৮ সালনি উল যারা ত্রিপুরা রাজ্য তংনাই বরগ ত্রিপুরা রাজ্যনি মা থাংনাই। আর যারা পরে ফাইনাই বরগ ১৫ই আগষ্ট নি-অ ওয়ানসা-ন রীখানাই রহর নাই

তিনি যে, মাননীয় সদস্য হরিনাথ দেববর্মা আহাই হনোইনাই মিটিং খীলাইকা এবং মাননীয় সদস্য ছাকা তাম' হীনাই—'অ তাংকরগ বুখচবগ চাউ তাবুক অ স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ তা নাইখুদি; ও বিদেশী বিতাড়ন যে রাখালাই বচব গীবাদি, তাব পরেসে চিনি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ আঁউনাই।" আচাই হানাইসে ও মাননীয় সদস্য হরিনাথ দেববর্মা মিটিং খীলাই হুডগাই-অ। তাবুক বরগ ওয়ানসা বীথালাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্যন' স্বাধীন খীলাইনানি কিসমিছা লেখাপড়া ছ বা খা, 'তাম গাই বা ও মাজো, নাগান' বা তুকযা দা, তব বৎসর লড়াই খীলাই নাইখা। জা খা কাত ই আঁংখা, যে দেশন' স্বাধীন খীলাইনা নাইমানি আব' আঁওগাই মানয়া। মিজো, নাগা বরগ আমেরিকানি কক বাংসে অ কক ছাঅই তংগ। নগেন্দ্র নানা রকম কক ছাঅই তংগ। তবে স্বাধীন খালাই মানগীলাক। কোন দিন' মানগীলাক। আপনে চিন্তা দা খীলাই যে, মীজোঅ সংগ্রাম অ ডগা আপনে ছং চিন্তা দা খীলাই? তাবুক নাছিকও ই নাইদি মিজোরাম ছং তাম' অীডগা। 'তাবুক চ ড গাম আংখা'। তবে নগেন্দ্র জমাতিয়া ছংরগ তাই ওয়াইছা চিন্তা খীলাইনা বান্তা।

উপজাতি যুব সমিতি ছং একদিন বাই দেশ' দাঙ্গা তুবুযা বহুদিন ষড়যন্ত্র খীলাইওই-ন' সারা ত্রিপুরা রাজ্যঅ দাঙ্গা খীলাইওই রীখা। তাবুক ব তাম' মন্ত্র ছা গতবার' যে গত ১৭ই আগষ্ট মাস' নগেন্দ্র জমাতিয়া নি নগ' কক চংলাইখা। মোহনলাল জমাতিয়া ন ওয়ানসা রগবাই থানসা তংগ' হীনাই দাঙ্গা খীলাই অ হীনাই মাই এই সে গাত আগষ্টনি ১৭ তারিখ' ব-ন তানছুই পাইছিনিই হীনাই কক্ চংলাইখা। ব খীনাওই কিরিজাকতই হরখে চিনি পাড়া গানা-অ শান্তি বাজার' ব আর' থাংকা। আর' চিনি কমরেড রগ মিছিল খীলাইওই নগেন্দ্র জমাতিয়ানি পাড়াঅ থাংগাই নাই বুঝুকওইখা। তবে মোহন লাল জমাতিয়া ছাংছুংয়া, ত্রিপুরা রাজ্য অ ওয়ানছারগবাই ছিমিয়া ত্রিপুরা রাজ্য ২০ লক্ষ বরগ। বরগবাই চাও যওবাই-ন থানছা মা তংলাই নাই। পার্লামেণ্টনি ভোটনি সময়'-অ নগেন্দ্র জমাতিয়া কংগ্রেস (আই) নেতারগবাই আলাপ খীলাইওই চিনি কমরেড রগনি মুণ্ডতাই থানাঅ থাংগাই কেইস রীই-অ। তবে কংগ্রেস (আই), "আমরা বাঙালীরগলে" তাবুক ফানছে থাই রীনা হীনাই তংগ। তব স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন খীলাইনা রীয়া, গণ্ড-গোল পাতিরীই রীনা হীনাই তংগ। তিনি যদিন' নগেন বাবু-ছং এবং দ্রাউ বাবু ছং স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নাইমা তংমা তীলাই আহাইকে গণ্ডগোল আংগাই মানয়া। বরগ তাবুক ফান ৪ দফা দাবী তীরীইনাই জনসভারগ ছাওই তংগমে বামফ্রন্ট সরকার তাবুক ফান' চিনি ১টা দাবী ফান' মানিয়া-খ হীনাই ছাঅই-তংগ। এই মে, ত্রিশ বৎসর কংগ্রেসনি আমল' কতগুলি উপজাতি রগনি কিছারনিসা কেইস তংমানি আবন' কংগ্রেস থাইছা ফান' দা ছাকা?

স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া :—তবে উপজাতি যুব সমিতি নি নেতারগ কংগ্রেসনি পালিত পুষ্য পুত্র। গত ১০ তারিখ' মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং কলসী থাংগাই মিটিং খীলাই অ। তবে দ্রাউ বাবু ছাকা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি Conclude করুন।

: বঙ্গানুবাদ :

শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে উপনির্ব্বাচনের সাথে সাথেই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান করবার জন্য বিরোধী পক্ষ থেকে এই হাউসে যে প্রস্তাব এসেছে আমি তাকে সমর্থন করতে পারছিনা। গত ১৯৮০ সালের ১৩ই জুলাই তারিখে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্ব্বাচন হওয়ার কথা ছিল। সেই নির্বাচন সাপেক্ষে আমাদের বামফ্রন্টের প্রার্থী মনোনয়ন না করার আগেঃ উপজাতি যুব সমিতি প্রার্থী মনোনয়ন করেছিল। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার তাদের ৪ দফা দাবী পূরন করেছে এবং স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন ও ১৩ জুলাই ১৯৮০ ইং তারিখে অনুষ্ঠানের জন্য ধার্য্য হয়েছিল। এই ভাবে আমরা তাদের ৪ দফা দাবী পূরন করে দিয়েছি। তবুও উপজাতি যুব সমিতির মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ বলছেন যে, বামফ্রন্টি সরকার, উপজাতিদের জন্য কোন উন্নয়ন মূলক কাজ করছেনই না এমন কি উপজাতিদের কি করে উন্নত করা যায়, তাদের সমস্যাবলী কি করে সমাধান করা যায় সে সম্পর্কে কোন চিন্তাও করছেন না। এই ধরনের বক্তব্য উনারা বলছেন। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের প্রাককালে উপজাতি যুব-সমিতি বাজার বন্ধের ডাক দিয়ে সারা ত্রিপুরায় দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়েছিল। আর এখন তারা বলছেন যে বামফ্রন্ট স্ব শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন না করে উপজাতিদের স্বার্থকে আরো ধ্বংস করেছে। তারা উপজাতিদের সম্পূর্ণ ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছে এমন কি তাদের ঘর-বাড়ী পর্যন্ত শেষ করে দিয়েছে। তাদের ৪ দফা দাবী না মানলে ৩১ শে ডিসেম্বর থেকে ধর্মঘট, হরতাল করবেন বলে তারা হুমকি দিয়েছিল। সমীর বর্মনের বাস ভবনে গিয়ে উপজাতি যুব সমিতির নেতারা এক ঘরোয়া মিটিং করেন এবং সেই মিটিং-এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে উপজাতি যুব সমিতি সমর্থকরা গাদা বন্দুক তৈরী করবে, কংগ্রেস (আই) "আমরা বাঙ্গালী" তারা রামদা তৈরী করবে। কংগ্রেস (আই) "আমরা বাঙ্গালীর" সমর্থকরা বলছেন আমরা এখনো প্রস্তুত হতে পারিনি, একটু অপেক্ষা করুন। সমীর বর্মনের বাস ভবনে এই আলোচনার পরই ২৩শে জানুয়ারী তারা ষড়যন্ত্র ও লড়াই এর দিন ধার্য্য করেন। আমরা স্ব শাসিত জেলা পরিষদ বিল এনেছিলাম ১১ই জানুয়ারী তারিখে তারপর উপজাতি যুব সমিতির নেতারা তৈইদুতে এক মিটিং করেছিলেন। সেই মিটিং-এ তারা সিদ্ধান্ত নেন। যারা ১৯৪৮ সালের পর ত্রিপুরায় এসেছেন তাদেরকে এ রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে। মাননীয় সদস্য শ্রী হরিনাথ দেব বর্মা ও সেই মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি সেখানে বলছেন-"বন্ধুগন. আপনারা এখন স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্ব্বাচন চাইবেন না। আগে বিদেশী বিতাড়ন হোক তারপরে হবে আমাদের স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্ব্বাচন। "এভাবেই শ্রী দেব বর্মা মিটিং করে থাকেন। এখন তারা মন্ত্রনা দিচ্ছেন, আগে বিদেশী বিতাড়ন করতে হবে পরে আমরা স্বাধীন ত্রিপুরা গঠন করব। তারা কিছু লেখা পড়া শিখেছেন, তারা দেখতে পারছেন না, ৩০ বছর যাবত লড়াই করে নাগা, মিজোরা কি পেয়েছে? তাদের খেয়াল খুসীমত কোন কিছু হবে না। যে রাজ্যকে তারা স্বাধীন করতে চেয়েছেন তা কোনো দিন হতে পারে না। মীজো, নাগা তারা আমেরিকার উস্কানীতে এই সব কথা বলছেন। এবং এই সব করছে। নগেন্দ্র বাবুরাও এই সব কথা বলছেন। তবে কোন দিন স্বাধীন ত্রিপুরা করতে পারবে না। তবে সেইসব জায়গায় ইন্দিরা গান্ধী স্বাধীন মিজোরাম, স্বাধীন নাগার জন্য সর্ব্বশক্তি

প্রয়োগ করবেই। মীজোরামে কি হয়েছে আপনারা চিন্তা করে দেখেছেন এবং মীজোরাম এখন কি হয়েছে? এখন আমাদের কি হয়েছে? তাই মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া আপনারা একবার ভেবে দেখুন। ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থকরা এক দিনে দাঙ্গা বাধায় নি, অনেক দিন যাবত ষড়যন্ত্র করেই তারা এই দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়েছিল। গত ১৭ই আগষ্ট ১৯৮১ইং এ মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়ার বাড়ীতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, মোহনলাল জমাতিয়া বাঙালীদের সঙ্গে এক সাথে থাকে এবং বাঙালীদের সঙ্গে দাঙ্গা করছে. কাজেই তাকে হত্যা করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত উনারা সেই ঘরোয়া মিটিং এ নেন। তাদেরই সেই সাঙ্গাতিক সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে মোহন বাবু রাত্রি বেলায় ওনার গ্রাম ছেড়ে শান্তির বাজারে আশ্রয় নেন। আমাদের কমরেডরা তা শুনে মিছিল করে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়ার গ্রামে গিয়ে তাদের বুঝানো হয় যে ত্রিপুরা রাজ্যে বাস করতে হলে কি পাহাড়ী, কি বাঙালী সবাইকেই মিলে মিশে বাস করতে হবে। পার্লামেন্টের নির্ব্বাচনের সময় মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া কংগ্রেস (আই) নেতাদের সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ করে আমাদের সি, পি, আই (এম) সমর্থক কর্মীদের নামে থানাতে ডায়েরী করিয়েছে। কংগ্রেস (আই) এবং "আমরা বাঙালী", দল এখনও বলছেন যে, রক্ত দেব তবু ত্রিপুরা রাজ্যে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ হতে দেবনা। নগেন্দ্র বাবুরা যদি ত্রিপুরা-স্বশাসিত জেলা পরিষদ চাইতেন তাহলে ওনারা ত্রিপুরা রাজ্যে এ ভাবে গণ্ডগোল করতেন না। চার দফা দাবী সম্পর্কে তারা এখনও বিভিন্ন সভায় প্রায়ই বলেন যে, আমাদের উপজাতিদের উন্নতির জন্য আমরা যে চার দফা দাবী করেছিলাম বামফ্রন্ট সরকার তার এক দফা দাবীও মেনে নেননি। বিগত তিন দশক ধরে কংগ্রেসী আমলে উপজাতিদের নামে অনেক মামলা দায়ের করা হয়েছিল, উপজাতি যুব সমিতি কি সে সম্পর্কে একটা কথাও বলেছেন?

মিঃ স্পীকারঃ— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রী ব্রজমোহ জমাতিয়াঃ—কারন উপজাতি যুব সমিতির নেতারা কংগ্রেসের পালিত পুত্র। গত ১০ তারিখে মাননীয় সদস্য দ্রাউকুমার রিয়াং কলসীতে গিয়ে এক জনসভা করেন। সেই জনসভাতে উনি বলেছেন ....

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি Conclude করুন।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া।

—কক্-বরক—

শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া :—শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া কর্ত্তৃক যে রিজলিশান আনা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করি।

মানণীনাং স্পীকার স্যার, আং মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়ানি প্রস্তাব-ন' সমর্থন খীলাই-অ যেটা ব ছামানি যে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত উপজাতি জেলা পরিষদ নি নির্ব্বাচন অং থাং হীনাই। কারন. চাং Sure অ নির্বাচননি লগে লগে য খরচ আব' একই খরচ। কাজেই এই যে নির্ব্বাচন খরচ, অপর দিকে দীর্ঘ দিন চাং যে দাবী খীলাই ফাইমানি, পাহাড়ী নি যে দাবী অ দাবী

ব মিচি ই থাংগ। কাজেই আং আশা খৗলাই অ বাসকাং মি নির্ব্বাচন নি লগে লগে জেলা পরিষদ নি নির্বাচন ব আং থাং হৗনাই। আর এই উপনির্বাচন এবং জেলা পরিষদ নির্বাচন ন উদ্দেশ্য খৗলাই বিমল বাবু যে অভিযোগ তুবুমানি আম তাতাল। বিজয় রাংখল নি বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আব মিথ্যা। বাহাই হৗনমালে ব নিজে মকল বাইদে নকুয়া কিন্তু প্রমান কি? আহাইখে উপজাতি যুব সমিতি নি প্রাত্তৗটি নেতা প্রতিৗটি কর্মী এমনিতে শুধু শুধু বিনা দোষে বলংগ খারৗই থাতংগ। হাহাইখে চৗং অপদস্ত আং কাইথা। আবৗন বাগৗই নির্ব্বাচন নরক ফিরিঅ। নরক নি তংমুং হাই ন। কাজেই তাবক নির্ব্বাচন ফিরিই থা তংগ। মাননীয় স্পীকার স্যার, আং হৗননা নাই অ, "অ." যে ভাবে বিমল বাবু চৗংন হৗন নানি বাগৗই অভিযোগ তুবুমানি যে অরনি এম. এল. এ. হোষ্টেল' বাইরে নি বরক, নাগাল্যাণ্ড নি বরক, ফাই তংফাইমানি কক্ চপলাই মানি আব সম্পূর্ণ দালা। অর হাইখে ১৫ জন তংগৗই মানয়া। বরকনি Member, বামফ্রন্ট নি সদস্য অর' হাইকে অভিযোগ তুবুখানি আব' চায়া। চৗং খা কামনি বাই এমহাই গন্যমান্য বরক, বিধান সভানি সদস্য আমহাই তানাল ছানাই আ হৗনাই। কিনতু বরক তিনি Power অ তংগৗই Communist Party খৗলাইয়ৗই তাতাল ছায়াকে শাস্তি কৗরৗই। বরক ন দোষ মা রৗয়া হৗনখেলাই বরকনি মাই অক পুংয়া। আবনি বাগৗই ন অমহাই ভূরি ভূরি দালা ছাই তংগ। আমহাইখে জনসাধারণ বিভ্রান্ত খৗলাই তংগ। কাজেই ন মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আবনি বাং আং হৗন না নাই অ যাতে চিনি ত্রিপুরা অ জাতি উপজাতি পাহাড়ী বাঙালী নি সম্প্রীতি যাতে রক্ষা আংনা জাত, যেখানে দীর্ঘদিন যাবৎ চিনি যে দাবী অ দাবী ন মিচিনা বাগৗই যত্ন নাদি হৗনাই আং অনুরোধ খৗলাই অ। কারণ, অম' ন চিন্তা খৗলাই ন গত ১৩ই জুলাই ১৯৮০ নির্বাচন আংনা কক্, অ বিধান সভা অ ন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অরন' ঘোষণা খৗলাই অ। অর তাই কোন কক্ কৗরৗই। তিনি অর' বরক সীদ্ধান্ত নানা কেন্দ্রনি থানি বেরৗই, কেন্দ্রন দোষ চাপগৗই, কেন্দ্রন সমস্ত দোষ গৗই বরক উংকলকতৗই খারনানি নাই অ উংকলক তৗই খারনানি নাই অ এই কারনে যে যকি বাসকাংগ নির্ব্বাচন তাবুক উপনির্বাচন নি লগে লগে জেলা পরিষদ নি নির্ব্বাচন আংখা হৗনৗখে তাম অংনাই, যে ২৮ জন নির্ব্বাচন অংনাই অ ২৮ জন নি বিছিংগ একজন ফান' দরক মানয়া। হাইনি বাংন' বরক মন' রৗয়া। চেষ্টা সারা ত্রিপুরা অ না অ দালা ছাই বেড়াই অ জেলা পরিষদ পুইলা খৗলাইলিযা। ত্রিপুরা নি জনসাধারণ নি দাবী খৗলাই অ উপনির্ব্বাচন, বিধান সভা নি উপনির্ব্বাচন। সেই গত ১৯৮০ লোক সভা নির্ব্বাচন আং থাংকনি পরে অ বিধান সভা অ কোন সদস্য নির্ব্বাচন নি বাগৗই কক্ দে ছাকা? ত্রিপুরা নি জনসাধারণ ছায়া যে উপনির্ব্বাচন রৗদি হৗনাই। অমব বরক তাম খৗলাইয়া অ জেলা পরিষদ নির্ব্বাচন খৗলাই খে চৗং উপনির্ব্বাচন চৗং পাইগৗলাক, যেহেতু ঐ জেলা পরিষদ চৗং চেনাই থাংগ উপনির্ব্বাচন' ব চৗং পাইনাই অমহাই বরক নি কৗরৗই। কাজেই মান গৗনাও স্পীকার স্যার, আং হৗননা নাই অ তিনি নরক তাই ওয়াই সা ওয়ানসক দি, নরকনি বমতম কুলগসক য়াথ্, রৗংছগ য়াথ্। তাই ছায়াকাদি, ওয়ানছগ কিদি, ত্রিপুরানি জনসাধারণ মৗথাঁয়খা হৗনান লাই যেহেতু নরক শাসন ক্ষমতা অ তংগ নরক রাই থান নরক অর' থা কিছু খৗলাই মান। তিনি নরক প্রমাণ রৗকিদি ত্রিপুরানি শাসননি বাগৗই. ত্রিপুরানি হাজার হাজার জনসাধারণ নি বাগৗই বরক কৗবৗ নি বাগৗই চৗং অ বিধান সভাঅ প্রমান নানাই রিয়াহু উপনির্ব্বাচন নি লগে লগে জেলাপরিষদ

নি নির্বাচন খীলাই নাই। হায়নি বাং Dicession নাদি। কিন্তু বরকনি সাহস কীরীই। সাহস বাহাই যে তং মানাই ? মরকনি তংখুর আংখা বইন দালা ছাঅই রানদি অই শ শ রকম খীলাই তাতাল নাই নানা রকম গুরি রীঅই Policy নারীক তংগ।

Mr. Speaker :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ।

শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া :—আর এক মিনিট স্যার।

Mr. Speaker :—এক মিনিট।

শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া :—হাইনি বাং আং হীননা নাই অ যে ভাবে নাচিমা কীরীই খীলাই যুব সমিতি নি উপর নরক যে অভিযোগ তুবুমানি। দাঙ্গা ন তাইব হাইন যুব সমিতি ন বাথায় না বাগাই যে ষড়যন্ত্র খীলাইমানি। নরক যে চক্রান্ত খীলাইমানি আব ব্যর্থ আং থাংখা। হুকথা নরক দাঙ্গা সাব' খীলাই খীলাই যা বন যাচাই খীলাইয়া অই এক তরকা ভাবে নরক যুব সমিতি নি উপর যে ব্যবস্থা নামানি চক্রান্ত খীলাই মানি বন' নিরাপত্তা নি বানংগ। কারণ, এই যুব সমিতি নি কর্মী নেতা বরক নি উপর যে শাস্তি খীলাই মানি, জেল চীই তমমানি নানা রকমে হোস্তা খীলাইমানি ও ব্যবস্থা চীং নাই তংগ। আব বীসিদি। কাজেই বামফ্রন্ট নি সময় অ নির্বাচন অংন' দে অংখা, ত্রিপুরানি হাজার হাজার বরকনি দাবী-ন নরক আটকক তংনাহা। শুধু ম ছিমিয়া জেলা পরিষদ নির্বাচন ব রীমা। কাজেই নরক ন কয়জা অ ত্রিপুরা নি বীসারগ। বন' কীতালনি গীনামনা বাগীই নিনি ছেলা পরিষদ নি নির্বাচন ময় নাদি হীনীই কবগীই আনি কক অর' ন পাই রীখা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়াঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া উত্থাপিত প্রস্তাবটি সমর্থন করছি যেটা তিনি বলেছেন যে ত্রিপুরা স্ব-শাসিত উপজাতি জেলা পরিষদের নির্ব্বাচন অনুষ্ঠীত হোক। কারণ, আমরা জানি এই নির্বাচনের সঙ্গে জেলা পরিষদের নির্বাচনের একই খরচ। কাজেই, এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের খরচ এবং সবার দিকে আমরা যে দীর্ঘদিন ধরে দাবী করে আছিসলাম, পাহাড়ীদের যে দাবী, সে দাবী মিটে যায়। কাজেই আমি আশা করবো আসন্ন উপ-নির্বাচনের সঙ্গে সঙ্গেই যেন জেলা পরিষদের নির্বাচনও অনুষ্ঠীত হয়। আর এই উপ নির্বাচন এবং জেলাপরিষদ নির্বাচনকে উদ্দেশ্য করে মাননীয় সদস্য বিমল বাবু যে অভিযোগ গুলি এখানে এনেছেন সে গুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিজয় রাংখল এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এনেছেন সগুলো মিথ্যে। কেন না. তিনি নিজের চোখে সবকিছু দেখেন নি, তার প্রমাণ কি ? অপরদিকে উপজাতি যুব সমিতির প্রতিটি নেতা, প্রতিটি কর্মী এমনিতে শুধু শুধু বিনা দোষে বনে বনে পালিয়ে থাকতে বাধ্য হচ্ছে, কেমন করে আমাদের নানাভাবে অপদস্ত হতে হয়েছে—এই কারনেই এই নির্বাচনকে আপনারা ভয় পান। আপিনাদের স্বভাব তাই। কাজেই, নির্বাচনকে আপনাদেব ভয় পেতে হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই এখানে আমাদের অপদস্ত করার জন্য বিমলবাবু যে অভিযোগ এনেছেন এখানকার এম, এল, এ হোষ্টেলে বাইরের লোক, নগাল্যাণ্ড-এর মানুষ আমাদের সঙ্গে যোগা যোগ করেছে, গোপনে ষরযন্ত্র করেছে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এখানে এভাবে ১৫ জন থাকতে পারে না। তাদের বামফ্রন্টের সদস্য এখানে এভাবে অভিযোগ এনেছেন এটা মিথ্যা কথা।

আমরা ভেবেছিলাম, এমন গন্য মান্য ব্যক্তি বিধান সভার সদস্যের পক্ষে এ ধরণের মিথ্যা কথা বলা অসম্ভব। কিন্তু power এ থেকে, communist party করে মিথ্যা কথা না বলতে পারলে শান্তি নেই তাদের। অন্যদের দোষ দিতে না পারলে তাদের পেটের ভাত হজম হয় না। এর জন্যই এধরণের ভূরি ভূরি মিথ্যা কথা বলছেন। এভাবে জনসধারণকে বিভ্রান্তি করছেন। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এ কারনেই আমি বলতে চাই যাতে আমাদের এই ত্রিপুরায় জাতি উপজাতি পাহাড়ী বাঙালীর মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষিত হয় সেদিকে নজর দিতে হবে এবং আমাদের দীর্ঘদিনের যে দাবী সে দাবী মিটিয়ে ফেলার জন্য যত্ন নিতে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। কারণ, এই সমস্ত চিন্তা করেই গত ১৩ই জুলাই ১৯৮০ এখানে নির্বাচন হবার কথা ছিলো, এই বিধান সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেটা ঘোষণা করেছিলেন। এখানে আর অন্য কোন কথা থাকতে পারেনা। আজকে এখানে ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সমস্ত দোষ দিয়ে নিজেরা অন্য পথে পালাবার চেষ্টা করছে। পেছনের দরজা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করছে এই কারণে যদি আসন্ন যে নির্বাচন এবং উপ নির্ব্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে জেলা পরিষদের নির্বাচন হলে এই ২৮ জনের মধ্যে তাদের একজনও পাশ করতে পারবেন না। এই কারনেই ওরা এই নির্বাচন দিচ্ছে না। সারা ত্রিপুরায় ওরা মিথ্যা কথা বলে বেড়াচ্ছেন নানা ভাবে। জেলা পরিষদের নির্বাচন প্রথমে দেয়া হবে না। কারণ, ত্রিপুরার জণ সাধারণ দাবী করছে উপ-নির্বাচন। কিন্তু সেই ১৯৮০ সালে লোকসভার নির্বাচন হয়ে যাবার পরে এখনো পর্য্যন্ত ওদের কোন সদস্য কি এই বিধান সভায় উপ নির্ব্বাচনের দাবী করেছেন? ত্রিপুরার জনসাধারণ কোন দিনই উপনির্ব্বাচনের জন্য দাবী করেন নি। অথচ ওরা কি করেছে, জেলা পরিষদের নির্ব্বাচন আগে দিলে আমরা উপনির্ব্বাচনে জিততে পারবো না এ ভয়ে এটাকে আটকে রেখেছে। জেলা পরিষদে হেরে গেলেও উপনির্ব্বাচনে জিততে পারার আশা করার মতো সাহসও ওদের নেই। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার আমি বলতে চাই আপনারা আর একবার চিন্তা করে দেখুন। আপনাদের মগজের ঘিলুতে এখনো ব্যপারটা ভালো করে ঢুকছে না, ভাবতে এখনো শিখেন নি। আবার চিন্তা করুন, ত্রিপুরার জন সাধারণকে বাঁচাতে হলে যেহেতু আপনাদের হাতে শাসন ক্ষমতা রয়েছে। আপনারা দিতে পারেন? সব কিছু করতে পারেন। আজকে আপনারা প্রমাণ করুন ত্রিপুরার শাসনের জন্য ত্রিপুরার হাজার হাজার জনসাধারণের জন্য, দরিদ্র মানুষের জন্য, আমরা এই বিধান সভায় আবার প্রমাণ তুলে ধরার জন্য উপনির্ব্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে জেলা পরিষদের নির্বাচনও করবো। এর জন্য সীদ্ধান্ত নিতে হাব। কিন্তু আপনাদের সে সাহস নেই। সাহস থাকবে কি করে? আপনাদের স্বভাব হলো মিথ্যা কথা বলে, ঠকিয়ে, নানা রকমের বুদ্ধিতে মিথ্যা কথা বলে ঘুরিয়ে প্যাঁচিয়ে policy তৈরী করা।

Mr. Speaker—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :—এক মিনিট স্যার।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া :—এই কারনেই আমি বলতে চাই যে ভাবে লজ্জাহীন ভাবে যুব সমিতির উপর যে সব অভিযোগ আনা হায়েছে, দাঙ্গাকে নিয়েও যুব সমিতিকে নিশ্চহ্ন করার জন্য যে সরযন্ত্র অপনারা করেছেন আপনারা যে সব চক্রান্ত সেটাকে বলা হয়ে গেছে।

দাঙ্গা কে করেছে না করেছে সেটা যাচাই না করেই একতরফাভাবে আপনারা যুব সমিতির উপর যে ব্যবস্থা নিয়েছেন, যে চক্রান্ত করেছেন তার জন্য আমাদের নিরাপত্তার দরকার। কারণ এই যুব সমিতির কর্মী নেতা তাদের উপর যে শাস্তি দেয়া হয়েছে নানা রকমে হেনস্তা করা হয়েছে তার জন্য আমরা এ দাবী করছি। সেটা আপনাদের দিতে হবে। কাজেই বামফ্রন্টের সময়ে নির্বাচন হবে কি না সন্দেহ। তবে ত্রিপুরার হাজার হাজার মানুষের দাবীকে আপনারা আটকে রেখেছেন, জেলা পরিষদের নির্ব্বাচন হতে দিচ্ছেন না। কাজেই আপনাদের অনুরোধ করছি ত্রিপুরার হাজার হাজার মানুষ ত্রিপুরাকে নতুন করে সাজানোর জন্য আজকে জেলা পরিষদের নির্ব্বাচন স্বীকার করে নিন। এ আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী ব্রজগোপাল রায়ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া এই হাউসের সামনে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্ব্বাচন নিয়ে যে প্রস্তাব রেখেছেন আমি জানি না যে উপজাতিদের প্রতি দরদ বোধের প্রেরনায় এই প্রস্তাবটা তিনি এখানে রেখেছেন কিনা তবে এর ভিতর একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এখন উপজাতি জেলা পরিষদের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবং নানা ভাবে জল ঘোলা করার চেষ্টা করছেন। অথচ এটাই ছিল বামফ্রন্টের নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতির অন্যতম। আমরা চেয়েছিলাম যে নির্ব্বাচনে জয়ী হযে ত্রিপুরার উপজাতিদের হাতে কিছু কিছু শাসন ক্ষমতা তুলে দেওয়া যায় কি না। আজকে মাননীয় সদস্য শ্রী জমাতিয়া হাউসের সামনে যে প্রস্তাব রেখেছেন কিন্তু আমরা যদি তাঁদের কাজ কর্মের খতিয়ান খুঁজে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে এটা মাযে চোযের মাসীর দরদের সামিল। তাদের অতীতের কার্য্যকলাপে এটাই দেখা যায় যে কি ভাবে পাহাড়ী এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যায় এটাই ছিল তাদের প্রচেষ্টা আমরা দেখেছিলাম যে তৈদু সম্মেলনে তারা ত্রিপুরার বাজার বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং সেই বয়কটের নামে তাঁরা কি ভাবে মানুষের উপর অত্যাচার করার জন্য জঘন্য চক্রান্ত করেছিলেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে তাঁরা উপজাতি জেলা পরিষদের নির্ব্বাচন চাইছেন তাদের ৪ দফা দাবী পূরণের জন্য। কিন্তু সেই ৪ দফা দাবীতো বামফ্রন্ট সরকার পূরণ করেছেন। আজকে তাদের আর ঐ উপজাতিদের সমর্থনে দাঁড়িয়ে কোন কথা বলার সুযোগ নাই। তাঁরা আজকে বুঝেছে যে নির্ব্বাচন তাঁদের ভরাডুবি হবে সেজন্য তাঁরা আজকে বিচ্ছিন্ন ভাবে চক্রান্ত করছে। গত জুন মাসে ত্রিপুরার বুকে যা ঘটেছে তা ত্রিপুরার মানুষ কোন দিন কল্পনাও করতে পারে নাই। ত্রিপুরায় উপজাতি এবং বাঙ্গালীরা দীর্ঘ দিন যাবত পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। যাই হউক আমি আমি এর বিস্তৃত তথ্য দিতে চাই না এর বিচার আদালতে হবে আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই যে এর ফলে ত্রিপুরার সুদীর্ঘ কালের শান্তি বিঘ্নিত হয়েছে এর ফলে ত্রিপুরার প্রায় ৪ লক্ষমানুষ আশ্রয় শিবিরে ছিলেন। কই, সেইদিন তো তাদের কেউই আসেন নি। এই সব দুর্গত পরিবারের লোকদের থাকা খাওয়ার জন্য কি ব্যবস্থা হল সেই সব দেখবার বা খোঁজ করার জন্য সেইদিনতো তাদের থেকে কেউই আসেনি। আজকে তারা বলবার চেষ্টা করছেন যে এই বামফ্রন্ট সরকার উপজাতি জেলা পরিষদের নির্ব্বাচন দিতে চাইছেন না। অথচ

এই নির্বাচন আমরা চেয়ে আসছি, আমরা চাইছি যে নির্বাচনের জন্য একটা বাতাবরণ সৃষ্টি হউক। মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন যে ত্রিপুরার অবস্থা যাতে শান্ত হয়—ত্রিপুরার অবস্থা যদি শান্ত হয় তাহলে উপজাতি জেলা পরিষদের নির্বাচন করা হবে। এটা বার বার ঘোষণা করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে ত্রিপুরার বুকে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করার পরিবর্ত্তে আজকে আমরা কি দেখছি—আজকে আমরা দেখছি যে ত্রিপুরার ফরেষ্ট বীট অফিসে আগুন লাগান হচ্ছে অর্থাৎ চেষ্টা করা হচ্ছে যে, যে কোন ভাবেই হউক ত্রিপুরার পরিবেশ যাতে শান্ত না হয়। যাতে উপজাতি জেলা পরিষদের নির্ব্বাচনের কথা ঘোষণা করা না যায় হ্যাঁ, উপজাতি জেলা পরিষদের নির্বাচন আমরা করব আপনারা আপনাদের সংগোপাংগোদের বুঝান তাদের শান্ত করুন আপনারা যদি সত্যি সত্যি ত্রিপুরার উপজাতিদের দুঃখ দুর্দশা দূর করবার জন্য আপনাদের সদিচ্ছা থাকে তাহলে ত্রিপুরার বুকে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করুন ত্রিপুরার মানুষের জন্য কাজ করুন উপজাতি জেলা পরিষদের নির্ব্বাচন করবই। কাজেই আজকে যে প্রস্তাব এখানে হাউসের সামনে পেশ করা হয়েছে এটা উদ্দেশ্যপ্রনোদিত। ত্রিপুরার বুকে যখন শান্তির পরিবেশ ফিরে আসবে শুধু তখনই এই নির্বাচনের কথা ঘোষণা করা হবে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিধায়ক নগেন্দ্র জমাতিয়া যে রিজোলিউশান এই হাউসে এনেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি দুই একটি কথা বলছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৭৯ ইং সালের ২৮শে মার্চ তারিখে যখন এই হাউসে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে বিনা বাধায় একটা ঐতিহাসিক বিল পাশ হয়েছিল তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে বলেছিলেন যে এই বিল দ্বারা ত্রিপুরার উপজাতিদের রক্ষার একটা ব্যবস্থা হবে। আমরা এটাও জানি যে এই উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন হলে এক শ্রেণীর লোকের অসুবিধা হবে এবং এক শ্রেণীর লোকের সুবিধা হবে এটা ওপেন সিক্রেট। তবে এটা ঠিক যে ত্রিপুরার উপজাতিরা অনগ্রসর এবং ত্রিপুরার যে ভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে উপজাতির লোকেরা সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছে। এতে ত্রিপুরার উপজাতির লোকেরা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি সেদিনের সেই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী না হয় যদি সেদিনের সেই সিদ্ধান্ত শুধু বিল পাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে উপজাতিদের দুঃখ দুর্দশা দূর হবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বলেছেন যে আপনারা আন্দোলন বন্ধ করুন আমরা রাজী হয়েছিলাম। যাই হউক এখানে একটা কথা বার বার বলা হচ্ছে যে জেলা পরিষদের নির্বাচনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার রাজী হচ্ছেন না। কিন্তু আমরা এটা বুঝতে পারছি না—জনতা সরকারের আমলে যিনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন তিনিই আজ শ্রীমতীর গান্ধীর আমলে রাষ্ট্রপতি আছেন। কাজেই এর বিরোধীতা করার কোন প্রশ্নই থাকিতে পারে না। এটা আমরা বিশ্বাস করি না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে বামফ্রন্ট সরকার বলছেন যে এই সময়ে নির্বাচন করা সম্ভব নয়। (ইন্টারাপশান) মাননীয় সদস্য বিমল সিংহ বলেছেন যে গত জুন মাসের দাঙ্গার পর আমি নাকি নাগাল্যাণ্ড, চীন প্রভৃতি জায়গা ঘুরে এসেছি এবং সেই সব জায়গার গোপন মিটিং করে এসেছি। আমি উনাকে চেলেঞ্জ দিয়ে বলছি যে তিনি সেই সব মিটিংয়ের প্রমাণ দাখিল করুন। (ইন্টারাপশান) চীন থেকে আমেরিকা থেকে এসে কোন গোপন তথ্য পেশ করেছেন (ইন্টারাপশান)

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :— কাজেই উনি যে বলছেন যে বাংলাদেশে জিয়াউর রহমানকে যেভাবে ধ্বংস করা করা হয়েছে সেইভাবে ত্রিপুরাকেও ধ্বংস করার জন্য ত্রিপুরাকে আক্রমণ করার জন্য এই সমস্ত কাজ কাজ চলেছে। মাননীয় বিধায়ক উনি কি ঢাকা ছিলেন? আমার মনে হয় উনি উপস্থিত ছিলেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমস্ত কথা বলে হাউসকে বিভ্রান্ত করাব চেষ্টা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখন আমাদের কথা হল এই সমস্ত কার্য্যকলাপের দ্বারা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় না। মাননীয় সদস্য ব্রজ মোহন জমাতিয়া যে বললেন বাজার বন্ধ আন্দোলন করার জন্যই স্বশাসিত পরিষদের নির্ব্বাচন হয় নাই। এটা ঠিক নয়। উপজাতী যুব সমিতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন চায়। নির্বাচনে আমরা অংশ গ্রহণ করব। কাজেই উপজাতি যুব সমিতি স্বশাসিনত জেলা পরিষদ নির্বাচন বানচাল করবে না। বাজার বন্ধ এটা সামান্য ঘটনা। স্বশাশিত জেলাপরিষদের নির্বাচনের জন্য আমরা ক্যামপাস করছি। জুনের দাংগার সঙ্গে আমাদের এই আন্দোলনের কোন যোগযোগ নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, গত জুনের দাঙ্গায় ফলে প্রায় এক বছর ছয় মাস ত্রিপুরা অশান্ত ছিল কিন্তু স্বাভাবিক অব্যস্থা ফিরে এসেছে। ওখানে জঙ্গলে ডাকাতি হয়েছে, ওখানে একটা খুন হয়েছে এই সব অজুহাতে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। এই নির্বাচনের ব্যাপারে আমরা সরকারকে সাহয্য করব। এই সমস্ত ঘটনা আগেও ত্রিপুরাতে ছিল। কেউ অস্বীকার করবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন যত দেরী হবে ততই জনগণের অসন্তোষ বাড়াবে। বামফ্রন্ট সরকার যদি এই নির্বাচনকে এরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পাবে। এই জেলা পরিষদের উপজাতিদের অর্থনৈতিক শিক্ষাদীক্ষার বিকাশ সাধন হবে এবং এই জেলাপরিষদ উপজাতিদের একটা রক্ষা কবচের ব্যবস্থা হইবে সেটা অস্বীকার করার উপায় নাই। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের এই অবহেলিত উপজাতিদের সার্বিক উন্নতির দিক বিচার করে এই নির্বাচন তাড়াতাড়ি করা উচিত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পিকার ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যে প্রস্তাব এনেছেন আমি এই প্রস্তাবকে বিন্দুমাত্রও সমর্থন না করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এটা হাউসের জন্য নয় যতখানি বাহিরের জন্য, ওদের পত্রপত্রিকার জন্য। ওরা ইতিহাসটা দেখুন যে আমরা সবাই ১৯৭৮ সালে এখানে এসেছি তার আগে এই সব সংগ্রামের চেহারা ছিল না। আমরা আসার পরই ওরা হুংকার দিল যে ষষ্ঠ তপশীলের মোতাবেক স্বশাসিত জেলাপরিষদ না করলে এবং অমুক তারিখের মধ্যে স্বীকার করে না নিলে আমরা সরকারকে অচল করে দেব। তারপর এই নোটিশের তুয়াক্কা না করে আমরা এই আইন এই বিধান সভায় পাশ করে নিলাম। ওরা তখন বাহিরে প্রচার করল যে দেখ আমরা নিয়ে এলাম। আমরা যখন নাকি নির্বচন করব তখন তৈদুতে ওরা সম্মেলন করে ঘোষণা করল যে নির্বাচন নয় অউপজাতিদেরকে তাড়িয়ে দিতে হবে। বাজার বয়কট আন্দোলন তারা আরম্ভ করল। বাজার বন্ধ করে গলা কাটা আন্দোলন করে, এটা কি

রকমের নির্বাচনী প্রচার বুঝতে পারি নি তারপর কি হয়েছে সেটাতে যাচ্ছি না। সেই ভয়াভয় জুনের দাঙ্গা সেটাতে যাচ্ছি না ওরা বলল যে এইবার বিধানসভা বয়কট করবে। গণ আন্দোলন করবে কিন্তু জনগণ সেটা শুনল না। তরপার ওরা ছুটলেন শ্রীমতী গান্ধীর কাছে। সেখান থেকে তারা কি আনলেন? দীনেশ সিং কমিটির লাড্ডু। আমরা যখন দাঙ্গার পরিস্থিতির উন্নতি করে শান্তির সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনলাম, বিভিন্ন জায়গায় ঘোষণা করলাম যে স্বশাসিত জেলাপরিষদের নিবাচন করব তখন ওদের কাপুনীর সৃষ্টি হল। তখন ওরা দিল্লীতে ছুটে গেলেন শ্রীমতী গান্ধীর কাছে দরবার করার জন্য ত্রিপুরাতে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করবেন না? শ্রীমতা গান্ধী বললেন, হয়ে কিসেসে হোগা।

শ্রীমতী গান্ধী যিনি জরুরী অবস্থার মধ্যে এমন কোন কাজ নাই করেন নি, তিনিও এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করতে একটু খানি ইতস্তত: করছেন। ওদের এখন বুদ্ধি হল যে এবার ৬ষ্ঠ তপশীলের কথা না বলে সরাসরি নিবাচনের কথা বলছেন এবং এই নির্বাচনে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিকে বধ করতে হবে। কাজেই তার একমাত্র মার্কসবাদী পার্টি ছাড়া আর সব দলের সংগে হাত মেলাচ্ছেন। সাবাস, বীরপুরুষ। ওরা এখানে বলছেন যে আমরা সব সীটে হেরে যাব বলেই নাকি নিবাচন অনুষ্ঠান করছি না। আর ওরা সব সীটে জিতবেন বলে ঐ আর. এস. এস.-এর সংগে হাত মেলাচ্ছেন। ওদের প্রেস থেকে তারা কাগজ বের করছেন, ওদের টাকা পয়সায় ওরা মামলার খরচ যোগাচ্ছে। ওদের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছ থেকে নির্দেশ এসেছে যে উপজাতি যুব সমিতিকে সাহায্য করার জন্য। কারণ আর. এস.-এর নেতা লিখেছেন যে শ্রীমতী গান্ধী এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির হাতে ছেড়ে দিয়েছেন, সুতরাং এই এলাকাকে মার্কসবাদীদের হাত থেকে উদ্ধার করতে হলে টি. ইউ. জে. এস এর সাহায্য না নিয়ে পারা যাবে না। কাজেই ঐ আর. এস. এসের পক্ষ থেকে এই বীর পুরুষরা এখন তৈরী হচ্ছেন। অস্বীকার করতে পারবেন? পারবেন না। তাদের সেই সর্বাত্মক ফ্রণ্টের মধ্যে আমরা বাঙ্গালীও আছেন। আর কারা কারা আছেন তারা বলতে পারেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, চিনি কক্ পত্রিকা লিখেছে—স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ কংগ্রেস (আই) বরাবরই সমর্থন করে আসছে। কিন্তু একমাত্র অশোকবাবুই তার বিরোধী। সেই অশোক বাবুকে সরাবার জন্য অন্যান্য গ্রুপ টাকা পয়সা খরচ করে তাকে দিল্লীতে নিয়ে যায়। কারণ অশোকবাবু নাকি গত লোক সভার নির্বাচনের সময় বলেছিলেন যে—তিনি যদি নির্ব্বাচনে বিজয়ী হন তাহলে ত্রিপুরায় কি করে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন হয় আমি দেখব। কাজেই ওর ছাতার তলে যেতে তাদের একটু লজ্জা করছে। আরেকটা ছাতার তলায় যেতে হবে এবং সেটা সমীর বাবুরই হোক বা সুখময়বাবুরই হোক বা মনসুর আলী সাহেবেরই হোক। কেন? কেন ওরা কংগ্রেস (আই) তে যাচ্ছেন? সেটা আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করছি। আস্তুলে সাহেবের ছোট ভাই হওয়ার জন্য? আস্তুলে সাহেবের ছোট ভাই হওযার জায়গা ত্রিপুরাতে নেই। যারা ছিলেন তারা নর্দ্দমার জলে ভেসে গেছেন, আর ত্রিপুরায় ফিরতে হবে না। আস্তুলে সাহেবের ছোট ভাই হওয়ার জন্য জায়গা অন্য রাজ্যে আছে। তাদেরও এখন কাপুনি উঠেছে। দেখেছেন তো পত্রিকায় কাঠগড়ার সামনে খর্গ। এমন অনেক খর্গ তৈরী হচ্ছে আস্তুলে সাহেবের ছোট ভাইদের জন্য। উনারা জেনে রাখুন যে এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের জন্য আমরা অনেক রক্ত দিয়েছি। এই

জুলাইবাড়ীতে ধনঞ্জয় ত্রিপুরাকে রক্ত দিতে হয়েছিল তাদের হাতে যারা এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের বিরোধী ছিল। সেই জুলাইবাড়ীতে এখনও রক্ত ঝড়ছে সেই একই শত্রুর হাতে। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ কারোর দয়ায় আসেনি। এখনকার মানুষের সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই এটা জন্ম লাভ করেছে। উনারা এখানে বলেছেন যে, আমি নাকি শ্রীমতী গান্ধীর কাছে যাচ্ছি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্ব্বাচন উনি চান কি চান না সেটা জানবার জন্য। একমাত্র আইন সম্পর্কে যারা মুর্খ তারাই এই কথা বলতে পারে। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন সম্পূর্ণ ষ্টেট লিষ্টের ব্যাপার। নির্ব্বাচন কমিশনও আমাদের এখানে। সুতরাং এটার জন্য শ্রীমতী গান্ধীর পারমিশানের প্রয়োজন পড়ে না। আর শ্রীমতী গান্ধী যে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্ব্বাচন চান সেটা নগেন্দ্র বাবুর মাধ্যমে আমার জানার দরকার নেই। কোন উপমন্ত্রী উনাদের কানে কানে কি বলেছেন সেটাও আমাদের শোনার দরকার নেই। শত শত বক্তৃতাতো দিন-রাত্রি শ্রীমতী গান্ধীর বেরুচ্ছে রেডিওতে। আর স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্ব্বাচন যে উনি চা'ন তার জন্য একটা শব্দওতো রেডিওতে বেরুতে পারে—যে আমি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্ব্বাচন চাই। কাজেই এই সব কথার আমার দরকার নাই। কে চায় না চায় তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না. স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্ব্বাচন আমরা করব। তবে আমাদেরকে খুব সতর্ক থাকতে হবে। যারা বেশী চায়, তারাই সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই লোক দেখানো চাওয়ার মধ্যে আমরা নাই। আমরা দেখেছি যারা দাঙ্গাবাজী করেছে তাদের সংগে উনারা একত্রিত হযেছেন। দাঙ্গাবাজ-দাঙ্গাবাজরা একত্রিত হয়েছে। উনারা বলছেন কোন উদ্বেগের কারণ নেই। এখনও যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ আছে। মাননীয় বিধায়করা বলছেন একজন গাঁও প্রধানকে হত্যা কবা হয়েছে এতো সামান্য ঘটনা। এরকম আরও ২।৪টি ঘটনা হোক না তাতে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের কিছু হবে না। শ্রীনগর, জুলাইবাড়ী, তুলামুড়া, পুরান আগরতলা, কমলপুরের হালাহালিতে ওরা এমন অবস্থার সৃষ্টি করছেন যে সেখানকার মানুষদের সবসময় আতংকগ্রস্থা থাকতে হচ্ছে। ১০/১৫ জন গাদা বন্দুক নিয়ে এসে হামলা করছে যে চাঁদা দিতে হবে। তা নাহলে হত্যা করা হবে। জাতির জন্য চাঁদা। আমার কাছে একটা চিঠি আছে, তাতে তাদের সম্পাদক পর্য্যন্ত বলেছে যে এত চাঁদা চেও না, জিনিষটা খুন খারাপ হচ্ছে। রাবার বাগান গুলিকে পুরানো হচ্ছে। রাবার বাগান পুরাতে এসে চিঠি রেখে যাচ্ছে যে, মনুতে বাঁধ দিয়ে জল সেচের ব্যবস্থা করতে পারবে না। আমরা আবার একমাস পরে আসব। যদি জলসেচের ব্যবস্থা মনুতে করা হয় তাহলে উচিৎ শিক্ষা দেব। সাংঘাতিক কথা। জলসেচের ব্যবস্থা হতে পারবে না, রাবার বাগান হতে পারবে না, চা বাগান হতে পারবে না. ত্রিপুরায় অগ্রগতির কোন কাজই হতে পারবে না। কয়েকটা ছেলেকে উনারা তৈরী করেছেন ওরা জংগলে জংগলে ঘুরবে আর গলা কাটার হুমকি দেবে। কিন্তু উনাদের দুর্ভাগ্য যে যাদের ওরা বাংলা দেশে নিয়ে গিয়ে অস্ত্রের ট্রেনিং দিয়ে তৈরী করেছিলেন, দেশদ্রোহী হওয়ার জন্য তৈরী করেছিলেন তাদের মনে এখন আতংক। কেননা যারা ধরা পড়ছে তারা সব গড গড় করে পুলিশের কাছে বলে দিচ্ছে যে—আমি অমুক বিধায়কের আত্মীয়কে খুন করেছি, ওখানে লুঠতরাজ করেছি, ইত্যাদি। শুধু পুলিশের কাছেই নয় ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছেও তারা স্বীকারোক্তি করেছে। আমরা জনসভায় বলেছি এখানেও বলছি যে সবাই স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে অপরাধ করেনি, কিছু লোক বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন।

আমরা আগেও বিধান সভায় বলেছি, এখনও বলছি অনেক বিভ্রান্ত হয়েছে। যারা অপরাধ করেছেন ওদের কোন ক্ষমা নেই। ওদের জন্য আদালত আছে। আদালতের সামনে ওদের দাঁড়াতে হবে। যারা এই কলঙ্ক করেছেন তারা মুক্তি পাবেন না। যারা খুন করেছেন. যারা দাঙ্গাবাজী করেছেন, যারা লুটতরাজ করেছেন তারা এখন আসামীর কাঠ গড়ায় দাড়িয়ে কাঁদছেন। কিন্তু যারা বিভ্রান্ত হয়েছেন তারা ফিরে আসুন, স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুন, ওদের কোন কলঙ্কের কারন নেই। ত্রিপুরায় অনেক মানুষের বাস, লক্ষ লক্ষ ট্রাইবেল ত্রিপুরায় বাস করছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য আমাদের সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন কিন্তু শ্রী মতি গান্ধীর কলমের এক খোচাতেই সব ভেসে যাচ্ছে। সেই সমস্যার মোকাবিলা কি করতে হয় সেটা ত্রিপুরারাজ্যের মানুষ জানেন। সেটা গত বন্ধের দিনে ত্রিপুরাবাসী দেখিয়েছেন। আজকে ত্রিপুরার কথাও সবাইকে শুনতে হবে। ত্রিপুরার মানুষ আজকে এই যে অসহায় দারিদ্রের মধ্যে আছেন এবং অসহনীয় বেকার সমস্যার মধ্যে আছেন, ওদের কাছে সেই সব সমস্যার কোন দাম নেই। শ্রী মতি গান্ধীর যারা লেজুর ধরে আছেন তাঁরা দিল্লীতে একটা কথাও বলেন না ত্রিপুরার মানুষ সম্পর্কে। কেন খারাপ চাউল এখানে আসে, কেন এখানে রেল আসে না, কেন এখানে কাগজ কল হয় না, কেন এখানে নিত্য প্রযোজনীয় জিনিষ আসে না এ সম্পর্কে কোন কথাই বলতে চান না? ওরা জানে কি করে দাঙ্গাবাজদের সঙ্গে একত্রে হতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ওদের জিজ্ঞাসা করুন কি অপরাধ করছে ওরা? গত ৩০ বছর ধরে উনারা কি করছেন? ওদের উপদেশ দিয়ে লাভ নেই, কারণ কমিউনিজমের বিরুদ্ধে, সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের চীফ জাষ্টিস বিচার করেছেন। কিন্তু একবার কি তাঁরা বলেছেন যে "এই এসমো" ভাল নয়? সুপ্রিম কোর্টে চীফ জাষ্টিস যিনি রাজনীতি করেন না, তিনিও তো কিছু বলেছেন। এই আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদকে যারা খুশী করতে চায়, তারা সমস্ত প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে হাত মিলাচ্ছে, গনতন্ত্রকে ধ্বংশ করার হাতিয়ারের সঙ্গে হাত মিলাচ্ছে তাদের কোন দোষ নেই এই কথা কি বলতে হবে? কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, ওদের মুখোস তো এর মধ্যেই প্রমানিত হয়ে গেছে। এটা কি করে হলো আগে উপনির্বাচন, তারপর স্বশাসিত জেলা পরিষদ। সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে? এটা ঠিক বুঝানো যায় না। কেন এত ভয়? এত বড বীর পুরুষ? প্রতিটি এডিটরিয়েল সি. পি. এম-এর নাম নস্যাৎ করে দিয়েছেন। ম্যালেরিয়ার জ্বর উঠেছে? যতগুলি ইলেকশান হয়েছে আপনারা নিশ্চয় বুজেছেন। শ্রী মতি ইন্দিরা গান্ধী গভর্ণর সাহেব আপনারাও দেখবেন এত কালে মেঘ উত্তর আকাশে, এখন ইলেকশান বন্ধ করুন। এত সর্ব্বনাশ হয়ে যাচ্ছে বামফ্রন্ট পঞ্চায়েত নিয়েছে, মিউনিসিপ্যালিটি নিয়েছে, বিধানসভা সভা নিয়েছে এখন যদি এটা নেয় তাহলে আগমার্কা সংবাদিক আমরা যাব কোথায়? শুধু দাঙ্গা লাগিয়ে তো আর কাগজ বিক্রি করা যায় না? কাজেই এই জিনিষটা বুঝতে হবে যে, অশুভ শক্তি তারা ইলেকশান যাতে স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ অবস্থায় না হতে পারে তার জন্য তারা অনেক রকম উস্কানি দেবেন। আমরা আশা করবো আমাদের যে কর্মসূচী আমরা আমরা অনুসরন করে চলবো। ত্রিপুরার মানুষ এক দিনের দাঙ্গা থেকেই অনেক শিক্ষা নিয়েছেন। তার জন্য আমরা যেটা ঠিক করছি সেটা হচ্ছে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন আমরা প্রস্তাব করেছি এবং তার জন্য আবার অফিস পূর্ণগঠন করেছি। আমরা ইলেকশান

কমিশান যেটা নির্বাচন করেছেন তাদের দায়িত্ব দিয়েছি নির্ব্বাচনের জন্য প্রস্তুতি হচ্ছে ইলেকটট্রেল রুল তৈরী হচ্ছে, এটা শেষ হবার পর কনষ্টিটিউন্সী ওয়াইজ ভাগ করা হবে। তারপর পোলিং সেটার গঠণ করার জন্য দায়িত্ব দিয়েছি। ইলেকশানের সমস্ত কাজ ঠীক করা হবে। আপনারা নিজেরাও জানেন এবং আমিও বলেছি একটা নির্বাচন করতে হলে ইলেকটট্রেল রুল আমাদের সংশোধন করতে হবে। এই দাঙ্গায় অনেক রোড নষ্ট হয়েছে এবং অনেক লোক এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে গেছেন। সেগুলি সমস্তই ঠিক করতে হবে এবং সুন্দরভাবে নুতন করে আমাদের এইগুলি করতে হবে। তার জন্য আমাদেয় মনে হচ্ছে খুব বেশী সময় একটা লাগবে না। আমরা আশা করছি শীঘ্রই সঠিক তারিখ ঘোষনা করতে পারবো এবং সব লোকের সহায়তা এই কাজে আমরা পাব নির্বাচন হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আশা করছি স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন তার সঙ্গে আমরা ঘোষনা করতে পারবো। আমাদের এই কথা মনে রাখতে হবে ত্রিপুরার মধ্যে দুটি জাতি বহু দিন ধরে এক সঙ্গে বসবাস করছে এবং তাদের বসবাস করতে হবে। এই বসবাস করার জন্য দুটি অংশের মানুষকে সমান মর্য্যাদা দিতে হবে, সমান সুযোগ দিতে হবে। এই দৃষ্টীভঙ্গি নিয়ে মাকর্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি ১৯৬৪ সালে তাদের কর্মসূচী তৈরী করেছেন। কংগ্রেস আমল থেকেই ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকাতে এই ধরনের অটোনমাস কাউন্সিল গঠন করা হোক তার জন্য চেষ্টা করে আসছি। কিছুদিন আগে সম্ভবতঃ প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে যখন হাওড়ায় আমাদের প্লেনাম হলো সেখানেও ভারতবর্ষের ৬ষ্ঠ তপশীলের জন্য আমরা বলেছি। ৬ষ্ঠ তপশীল শ্রীমতি গান্ধী দেবেন না এটা পরিষ্কার। যদি তিনি না দেন তাহলে স্বশাসিত জেলা পরিষদ আইন কার্য্যকরী করা এটা বন্ধ থাকবে না, ৬ষ্ঠ তপশীল আসুক আর না আসুক কাজেই সেই সব দিক থেকে আমি মনে করি ত্রিপুরায় আমরা যে চেষ্টা করতে যাচ্ছি, সেটা শুধু ত্রিপুরার জন্য নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের উপজাতিদের জন্য একটা আদর্শ স্থান হবে। এই কারনে যে শুধু ত্রিপুরাতে বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা চারা দিয়েছে তা নয়। আপনারা দেখুন পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে, মিজোরামের মধ্যে, নাগাল্যাণ্ডের মধ্যে সর্ব্বত্রই এই সমস্ত দুষ্কৃতকারীরা নানারকম উস্কানিমূলক কাজ করছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীঃ—আমরা জানি যে, ত্রিপুরায় মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি তারা শুধু ট্রাইবেল নয়, বাঙ্গালী নয় সব অংশের মানুষের মধ্যে তারা কাজ করছেন। কাজেই এই উগ্র জাতীয়তাবোধ জনগণের মধ্যে সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন কংগ্রেস আই এবং আর, এস, এস বিচ্ছিনতাবাদের সৃষ্টি করছে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা। কাজেই এই দুইটি জিনিসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে উপজাতি অ-উপজাতির মধ্যে ঐক্যকে আরও সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত করতে হবে এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্ব্বাচনে। এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন সব অংশের মানুষের সাহায্য নিয়ে সুষ্ঠ সুন্দর ভাবে হোক। এই বলে এবং এই রিজলিউশানের বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননায় ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমার প্রস্তাব সম্পর্কে বিভিন্ন সদস্য আলোচনা করেছেন। আলোচনার মাধ্যমে এটা খুব স্পষ্ট যে উপজাতি; তারা

জনগণের দাবী বা আশা আকাংখা অনুসারে তাদের সমর্থন তাদের মত ব্যক্ত করেছেন। পক্ষান্তরে আমরা দেখেছি ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা বাইরে এক কথা বলেন এবং ভিতরে আর এক কাজ করেন, আজকের বিধানসভায় তাদের মুখোস খুলে দিতে বাধ্য হয়েছেন। কেননা তারা জনগণের এই দাবীকে উপেক্ষা করছেন। আমি দেখেছি যে ক্ষমতাসীন দলের মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিনহা হঠাৎ করে এই আলোচনায় অংশ নিতে দাঁড়িয়ে তিনি কোন পয়েন্ট পান নি। তার ফলে তাকে অনেক রকমের মিথ্যা অভিযোগ আনতে হয়েছে আমাদের বিরুদ্ধে। যে সমস্ত অভিযোগ তিনি এনেছেন সেই সমস্ত অভিযোগগুলি আমি হাউসে প্লেস করার কথা বলেছি। কিন্তু তার কাছে এই ব্যাপারে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। উনার এই ব্যাপারে কোন পয়েন্ট ছিল না, ওনাকে বাধ্য হয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে হয়েছে, তাই উনি এই মিথ্যা অভিযোগের আশ্রয় নিয়েছেন। মাননীয় সদস্য শ্রীরতিবাবু বলেছেন এই সমস্ত না করলে নাকি বিমল বাবুর খাওয়াতে রুচি হয় না। তাহলে ত ওনাকে এসব করতে হবেই। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে আমরা নির্বাচনের দাবী নিয়ে যে প্রস্তাব করেছি সেই প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে যে তিনি অর্থাৎ শ্রীমতী গান্ধী এই নির্বাচনের বিরোধিতা করেননি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, সেই বামফ্রন্টের প্লেনামে আমরা দেখেছিলাম শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থন ছাড়া এই নির্বাচন সম্ভব না। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন কেন্দ্রের বা শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে কোন প্রয়োজন নাই বা সহযোগীতার কোন প্রয়োজন নাই। কাজেই এদের বক্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার হচ্ছে যে বিভিন্নভাবে তারা সরকারকে ডাকাতি এবং এদিকে দোষ দিয়ে, নানান অজুহাত দেখিয়ে নির্বাচনকে বাতিল করার চেষ্টা করছেন। এই ধরনের অভিযোগ বা অজুহাত সাধারণ মানুষের কাছে টিকছেনা বা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার এখানে বলা হচ্ছে যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু এই ঘোষনাটার মধ্যে এক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। তারা বলছেন ত্রিপুরাতে নানান জায়গায় খুন-খারাপি হচ্ছে ডাকাতি হচ্ছে। সব দোষ তারা উপজাতি যুবসমিতির উপর চাপিয়ে দিতে চাইছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা শুনেছি যে এ্যাসেমব্লী হাউসের মধ্যে যে আগুন লেগেছিল, সেখানে বামফ্রন্টের লোকেরা চেষ্টা করেছিল পুলিশ দিয়ে উপজাতি যুবসমিতির উপর দোষ চাপিয়ে দেওয়া যায় কিনা। এর বিরুদ্ধে একটা কেইস লাগিয়ে দেওয়া যায় কিনা। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, এই ভাবে তারা অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে উপজাতি যুবসমিতির উপর নানান দোষ চাপিয়ে যাচ্ছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এখানে একটি উদাহরণ উল্লেখ করতে চাই। একটি উদাহরণ উল্লেখ করলেই এখানে স্পষ্ট হয়ে যাবে তারা কিভাবে আমাদের নামে মিথ্যা অভিযোগ এনে আমাদের শাস্তির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। মাননীয় সদস্য শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা এখানে উপস্থিত আছেন। আমাদের মাননীয় স্পীকার যেখান থেকে নির্বাচিত হয়েছেন ছেবাকুং ও জম্পুই অঞ্চলে দাঙ্গার

পরিস্থিতিতে সেখানে বিভিন্নভাবে খুন ডাকাতি, হচ্ছিল এবং গরু পাচারের ঘটনা ও ঘটেছিল। আমি সেখানে গিয়েছিলাম গত জুন মাসে। সেখানে বামফ্রন্টের একজন প্রধান তিনি একটি তথ্য আমাকে দিয়েছেন। সেখানে কিভাবে কি হয়েছে, কিভাবে গরু পাচার হচ্ছে, তা নিয়ে স্থানীয় লোকেরা এসে সাক্ষী দিয়ে গেছেন কিভাবে গরু পাচার হয়েছে। তাদের মধ্যে আছেন অর্থাৎ এই ঘটনার সংগে জড়িত আছেন, লাইপক কাইপেং সি পি. এম. মঙ্গলা দেববর্মা, সি. পি. এম. গ্রামভক্ত দেববর্মা, সি. পি. এম. সুবল দেববর্মা, সি. পি এম গঙ্গাচরণ কাইপেং সি. পি এম তাদের নামে পুলিশী কেইস দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মাননীয় সদস্য শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা সেখানে পুলিশ আক্টিভিটিকে বাধা দিয়ে এই কেইসটাকে আটকে রেখেছেন।

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, পয়েট অব অর্ডার, মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া যে অভিযোগ এনেছেন এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য। কারণ ঐ এলাকার কাইপেং, রাংখল এরা কেউ সি. পি, এম. পার্টির লোক নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এইভাবে একটার পর একটা মিথ্যা অভিযোগ এনে, উপজাতি যুবসমিতির উপর দোষ দিয়ে স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন বাতিল করে দিয়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন হবে। সামনে উপনির্বাচন, কিন্তু স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন সম্বন্ধে কোন বক্তব্য রাখতে পারেননি। তার কোন তারিখ দিতে পারেননি। আদৌ নির্বাচন হবে কি হবে না তার কোন সুনিশ্চিত পথ দেখতে পাওয়া যায় না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বামফ্রন্ট সরকার এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন নিয়ে দলীয় স্বার্থে উপজাতি জনসমাজকে দলীয় স্বার্থে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছেন। কাজেই এর বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ হতে হবে। তারা এইভাবে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। আজকে আমরা উপজাতি যুব সমিতির পক্ষ থেকে যে আন্দোলনের ডাক দিয়েছি তার কারণ হল, আগামী উপনির্বাচনের সংগে আমাদের স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন করতে হবে। আমি আশা করি এই আন্দোলনে জনগণের সাড়া জাগবে। ত্রিপুরার বুকে নতুন আলোড়ন সৃষ্টি হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইণক্লাব জিন্দাবাদ।

মিঃ উপাধ্যক্ষ মহাশয় :—আমি মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি প্রস্তাবটি হলো :—

"এই বিধান সভার প্রস্তাব করিতেছে যে আগামী ত্রিপুরার বিধান সভার উপনির্বাচনের সঙ্গে একই সময়ে ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনও অনুষ্ঠিত করা হোক।"

(প্রস্তাবের বিপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ফলে রিজিউলিউশানটি বাতিল হলো।)

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—"প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউ'লউশান" আজকের লিষ্ট অব্ বিজনেস অনুযায়ী রিজিউলিউশানটি উত্থাপন করার কথা ছিল মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন দাস মহোদয়-এর, কিন্তু তিনি লিখিতভাবে আমাকে জানিয়েছেন যে মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী উনার অনুপস্থিতিতে রিজিলিউশানটি উত্থাপন করবেন। আমি ইহা অনুমোদন করিয়াছি। তাই

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সমর চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রিজিউ লউশানটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রী সমর চৌধুরী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহাশয়, "ত্রিপুরা বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছেন যে ভারতের শ্রমজীবি মানুষের স্বার্থে, গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে Essential Services Maintenance Ordinance 1981 (ESMO) টি প্রত্যাহার করে নিন"। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সারা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি রাজ্যের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শ্রমিক আজ এই এসমোর প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে, আর তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে গ্রামের কৃষক, ক্ষেত মজুর, দিন মজুর, ছাত্র, যুবক নির্বিশেষে প্রত্যেকে। সারা ভারতবর্ষে আজ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাত্বক হরতাল শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এই তিনটি রাজ্যে সর্ব্বাত্বক হরতাল হযে গেছে। তারা প্রতিবাদ জানিয়েছে এই এসমোকে প্রত্যাহার করার জন্য। পার্লামেণ্টে এই এসমোকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, পার্লামেণ্টের সমস্ত বিরোধী দলের সদস্যগণ এর প্রতিবাদে তুমুল ঝড তুলেছেন, কিন্তু রাত্রি ৪টা পর্য্যন্ত লড়াই করেও তারা টিক্তে পারেন নি। শেষে মেজরিটির জোরে কংগ্রেস (ই) এই এসমোকে পাশ করিয়ে দিয়েছে। এই অর্ডি-ন্যান্সকে প্রতিষ্ঠীত আইনে পরিণত করার জন্য তারা ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, সারা ভারতবর্ষের এবং সারা ত্রিপুরা রাজ্যের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষের আজ একমাত্র বক্তব্য হচ্ছে 'এই এসমোকে প্রত্যাহার করে নিন'। অত্যাবশ্যকীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের ধর্মঘট নিষিদ্ধ করার সর্ব্বাত্বক ক্ষমতা দিয়ে এই এসমো তৈরী করা হয়েছে। অর্ডি-ন্যান্স জারী করে এই আইনকে কখন আনা হয়েছে, যখন পার্লামেণ্টের অধিবেশন সামনেই অনুষ্টীত হচ্ছে, ঠিক তখন। অধিবেশনের মাত্র কয়েকদিন আগে গভীর রাত্রে অর্ডিন্যান্স জারী করে এসমোকে তৈরী করা হয়েছে। বিগতদিনে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে আমরা দেখেছি রাষ্ট্র-পতির সাহায্য নিয়ে তিনি বার বার এই ধরনের বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছেন। আজকের এই আইনে যে সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় জিনিষ কার্য্যকরী করা হয়েছে তার মধ্যে তপশিলীভুক্ত শিল্প প্রধানত ৪২টাকে বলা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আরও বলা হয়েছে যে তপশিলীভুক্ত জিনিষের দাম সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যে কোন সময় যে কোন অবস্থায় বাডানো চলতে পারে এবং এই বাডানো কমানোর ব্যাপারে বিচার করার ক্ষমতাও থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। তপশিলী-ভুক্ত জিনিষগুলির মধ্যে বিমান, কয়লা, লৌহা, মটরস্পিরিট, কেরোসিন, ডিজেল, চিনি, টেলি-ফোন, টেলিগ্রাফ, বস্ত্র, চট, রেশন, বিদুৎ, কাগজ, বনস্পতি, চামড়া প্রভৃতি সব কিছুই তপশিলী ভুক্ত করা হয়েছে। তাতে বস্ত্র শিল্প এবং চট শিল্পকে ছাড়া হয়নি। তা ছাডা টেলিফোন, টেলি-গ্রাফ, বন্দর, বিমান, ব্যাংক এইগুলিকেও এই অর্ডিন্যান্সের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

এই অডিন্যান্স ধর্মঘটের যে শংকা দেওয়া হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে, যে, যদি পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপডা করার ভিত্তিতে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয় বা ওভারটাইম করতে অস্বীকার করা হয় তা হলেই তাকে ধর্মঘটি বলে ধরে নেওয়া হবে। যদি কোন বিশেষ অসুবিধার জন্যও সে ওভার টাইম করতে না চায়, তা হলেও তাকে ছাডা হবে না এবং এইভাবে ধর্মঘটি হওয়ার অপরাধে তাকে কোন শাস্তি না দিয়ে, তাকে সোজা চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হবে। এমন কি যদি কেহ এই ধরনের ধর্মঘটি শ্রমিককে সামান্য কিছু আর্থিক সাহায্যও করেন বা যদি সহানুভূতিও দেখান

তাহলেও তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। শ্রমিকের উপর মালিকের অবহেলার জন্য যদি কোথাও কোনদিন ১৫-২০ দিন যাবৎ ধর্মঘট চলে, আর সেই ধর্মঘট চলা অবস্থায় যদি কোন চাঁদা তোলা হয় এবং চাঁদা যদি কেউ দেয় না হলেও তাকে শাস্তি পেতে হবে, এ কথাও এই অর্ডিন্যান্সে আনা হয়েছে। এই অর্ডিন্যান্সে আরও আনা হয়েছে যে, ধর্মঘটে যোগ দেওয়ার অপরাধে ছয় মাস কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। ধর্মঘটে যারা যোগদেবে এবং ধর্মঘটে যারা আর্থিক সাহায্য করবে তাদের জন্যও অনুরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী কারও কোন অপরাধ হলে বা সন্দেহজনকভাবে যদি তাকে অপরাধী বলে মনে হয়, তাহলে পুলিশ অফিসার তাকে যে কোন মুহূর্তে গ্রেপ্তার করতে পারে।

জরুরী অবস্থার সময় আমরা "মিসা" দেখেছি তার আগেও "মিসা" ছিল এবং সেই "মিসার" জোরে একবার বিধান সভার সদস্য হিসাবে আমাদের ১১ জনকে আটক করা হয়েছিল। অথচ সেই "মিসা য় ঘোষণা করা হয়েছিল, যে, এই "মিসা" রাজনৈতিক লোকদের উপর প্রয়োগ করা হবে না কিন্তু তাকে লঙ্ঘন করে এই বিধান সভার সদস্যদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কারণ মৃন্ময় বাবুর সরকার তখন সংখ্যা লঘু বিরোধীদের জন্য বাজেট পাশ করতে পারছিলেন না। তবে তখনকার সেই "মিসা" তে অন্ততঃ পক্ষে ৬ মাস পরে একটা রিভিউ করার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু আজকের এই অর্ডিন্যান্সে সংশোধন রিভিউ করার কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি।

স্যার, যেখানে রয়েগেছে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপুট এ্যাক্ট। এ আইনে শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। নিগোশিয়েশান টেবিলে বসার এবং কনসিলিয়েশান টেবিলে শ্রমিকদের তাহাদের দাবী দাওয়ার ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল আর সেই অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে এই অর্ডিন্যান্সের দ্বারা আইন করে। এই অর্ডিন্যান্সের বলে শ্রমিকদের ধর্মঘট করার অধিকারকে হরণ করা হয়েছে। শ্রমিকরা আর তাদের দাবী দাওয়ার জন্য কোন প্রকার ধর্মঘটের সামিল হতে পারবেন না বা কোন প্রকার ধর্মঘটকে সমর্থনও করতে পারবেন না। এই কুখ্যাত অর্ডিন্যান্সকে পার্লামেন্টে গুরুত্ব পাশ করে উহাকে আইনে পরিণত করবার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। আর ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থিত কতকগুলি ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিক সংঘ রয়েছে। এই অর্ডিন্যান্স এর ফলে তারাও অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেছে। ফলে সুচতুর ইন্দিরা দেখলেন যে তিনি তাদের সমর্থন হারাবেন। তাই তাদের খুশী করবার জন্য আবার একটু সংশোধন করেছেন যে শ্রমিকদের স্বার্থে সর্বপ্রকার লক্ আউট্ এবং লে-অফ বন্ধ করা হবে। কিন্তু এর ফলে কি হবে-শ্রমিকদের মজুরী কমে যাচ্ছে-তাদের রুটি রুজি এক প্রকার বন্ধ হয়ে যাবে ফলে শ্রমিকরা কাজের জন্য নিজেদের রুটি রুজির জন্য তারা শিল্প কল কারখানা ছেড়ে অন্য ভাবে কাজের সন্ধান করবে। এতে শ্রমিকদের অভাবে অনেক শিল্প কল কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারী হিসাবেই বলা হয়েছে—এই সেদিন কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী রাজ্য সভায় তথ্য পেশ করেছেন যে, "দ্যা নাম্বার অব্ ম্যান্ ডেজ ডিক্লাইণ্ড ফ্রম ৪৩·৮৫

মিলিয়ন টু ২৮·২৯ মিলিয়ন ইন ১৯৭৮।" তিনি আরও বলেছেন যে বিগত পাঁচ মাসে ৫৫·৬ মিলিয়ন ম্যান ডেজ্ লস্ট হয়েছে। আর এই ম্যান্ ডেজ্ লস্টকে বন্ধ করবার জন্য শ্রী মতি গান্ধী আজ বেয়নেট হাতে নিয়েছেন। কিন্তু শ্রী মতি গান্ধী ভুল করছেন। কারণ বেয়নেট দিয়ে কখনও ম্যান্ ডেজ্ লস্ট কে বন্ধ করা যায় না। জোর করে কারও কাছ থেকে কাজ আদায় করা যায় না। পৃথিবীর ইতিহাসে এটা কোথাও সম্ভব হয়নি। জোর করে কাজ আদায় করতে গিয়ে আজ সংবিধানে প্রদত্ত শ্রমিকদের অধিকার গুলিকে কার্টেইল করে দেওয়া হচ্ছে। শ্রী মতি গান্ধী পুনরায় ক্ষমতায় আসার পূর্বে তার প্রতিশ্রুতিকে তিনি বাস্তবায়িত করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

স্যার, শ্রমিকদের মজুরী প্রতি মাসে প্রতি সপ্তাহে অতি দ্রুত কমে যাচ্ছে। সরকারী হিসাবেই দেখা যায় বিগত তিন বছরে শ্রমিকদের মজুরী শতকরা ২৮ ভাগ কমে গেছে। অপরদিকে প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রফিট অর্থাৎ মুনাফার পরিমান অনেকগুণ বেড়ে গেছে। সেদিন কেন্দ্রীয় শিল্প মন্ত্রী বলেছেন যে শিল্প ক্ষেত্রে এসেস্ট এর পরিমান ৭,৪৯৪ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৭৮ সালে হয়েছে ৯,৪৯৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ এসেটস এর পরিমান শতকরা ২৭ ভাগ বেড়েছে। অপরদিকে সারা ভারতবর্ষে কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে আরো নিচে চলে যাচ্ছে। এমন কি এখন তাদের দেহ টুকু রক্ষা করবার ক্ষমতা আর হচ্ছে না। তাই ভারতের রাষ্ট্রপতিকেও সেদিন প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে ভাষন দান কালে বলতে হয়েছে যে, ভারতবর্ষের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। কেন্দ্রীয় ল মিনিষ্টার রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী রাজ্যসভায় ঘোষনা করেন যে, বিগত মাত্র দু বৎসরে স্মল, মিডিয়াম শিল্প ক্ষেত্রে এসেটস এর পরিমান বেড়েছে ১৩,০৪২ কোটি টাকা। এইভাবে একদিকে শিল্পক্ষেত্রে মুনাফা এবং এসেটস্ এর পরিমান বাড়ছে—ফেঁপে ফুলে উঠছে অপরদিকে কোটি কোটি লোক দারিদ্র সীমার অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছে। আর এই যাওয়ার মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষে তাদের আরও বেশী বিচরণ ক্ষেত্রে সৃষ্টি করছেন শ্রী মতি গান্ধী। ২৩ জন অর্থনীতিবিদ একত্রিত হয়েছিলেন পশ্চিম বঙ্গে। তাঁরা ভারতবর্ষের এই অর্থনৈতিক সঙ্কটকে ভয়াবহ বলে বর্ননা করেছেন। ভারতবর্ষের তিনটি রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার রয়েছেন বামফ্রন্ট সরকার একাধিবার প্রস্তাব তুলেছেন—প্লেনিং কমিশনের কাছে প্রস্তাব তুলেছেন—ন্যাশন্যাল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিলে বক্তব্য রেখেছেন, প্রস্তাব দিয়েছেন কিভাবে এই অর্থনৈতিক সংকট এর সমাধান করা যায়। তাঁরা বলেছেন যে, জিনিসপত্রের দাম কমাতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে মজুরীর হার যাতে না কমে যায় তার প্রতি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। এই পশ্চিম বাংলার শ্রমিকদের মজুরী বাড়ছে তাই কল কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘট একেবারে কম গেছে। এখানে সরকার আইন করে ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে আন্দোলন করবার অধিকার দিয়েছে। দেশকে যদি উন্নত করতে হয়, অগ্রসর করতে হয় তবে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন কে আন্দোলন করবার অধিকার দিতে হবে। পৃথিবীর কোথাও এই শ্রমিক আন্দোলনকে বন্ধ করে দেশের উন্নতি সম্ভব হয়নি।

স্যার, আমরা শুধু পত্র-পত্রিকা পড়িনি, ইদানীং কেন্দ্রীয় সরকারও স্বীকৃতি দিয়েছেন। পাঁচ হাজার কোটি টাকা তাঁরা আনতে চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা তাঁরা পাবেন সেই স্বীকৃতি পেয়ে গেছেন। পার্লামেন্টে এবং পার্লামেন্টের বাইরে প্রতিটি অর্থনীতিবিদ্ মানুষ চীৎকার করে জানতে চাইছে, আমরা জানতে চাই কোন শর্তে তোমরা টাকা আনছ। কেন্দ্রীয় সরকার তার শর্ত গোপন রাখছেন। গত পার্লামেন্টের অধিবেশনে গত তিন ধরে যে আলোচনা হল, সমস্ত পার্লামেন্টের সদস্যরা, সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপে ধরেছিলেন। বিদেশে যে সংস্থা, যে সংস্থার নেতৃত্বে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী, ইউ, এস, এ, ইত্যাদি দেশ, সেই সংস্থা থেকে শ্রমিকদের শোষণ করার যে চুক্তিতে টাকা আনতে হয়, তাতে যে শ্রমিকদের শোষণ করার চুক্তি রয়েছে তা প্রমাণিত। একদিনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর কংগ্রেস (আই) সংগঠনের নেতৃত্বে চেষ্টা নিয়েছেন সারা ভারতবর্ষে একনায়কত্বর নিয়ন্ত্রণে আনতে। অপরদিকে বিশেষ সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করার জন্য, আমেরিকার স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ভারতবর্ষকে বিকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন, তার সমস্ত সম্পদকে বিকিয়ে দেওয়ার। এই পটভূমিতে এসমোকে আনতে হয়েছে।

ইতিমধ্যে এই এসমোকে সামনে নিয়ে এর আগে ন্যাশন্যাল সিকিউরিটি অ্যাক্‌ট হয়ে গিয়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। ইতিমধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর আপত্তি, তাদের আন্দোলনকে মোকাবিলা করতে সুরু করেছেন। পার্লামেন্টে সেদিন আমার ভিজিটার হিসাবে থাকবার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমি দেখেছি কিরকম প্রতিরোধের মধ্যে কিরকম উত্তর আসছিল। সেখানে প্রশ্ন উঠেছিল, গণতন্ত্রের কতগুলি নিয়ম কানুন আছে, অন্তত: একটা সিলেক্‌ট কমিটি তো করা উচিত। সমগ্র অপোজিশান ঐক্যবদ্ধ থাকা সত্বেও বিতর্কের সময় একটা বার সেখানে সরকার বিলটাকে সিলেক্‌ট কমিটিতে নেওয়ার কথা বললেন না। একটা একটা করে ক্লজ পাশ হয়েছে।

এই যে এসমো আইন পার্লামেন্টে আনা হয়েছে সেটা সমগ্র মেহনতি মানুষের বিরুদ্ধে। সারা ভারতবর্ষটাকে জেলখানায় পরিণত করার জন্য এই আইন আনা হয়েছে। আমি বিধানসভার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি এই এসমোর বিরুদ্ধে আজকে যে প্রস্তাব সেটা গ্রহণ করে, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিয়ে যে অবিলম্বে যেন তাঁরা এটা প্রত্যাহার করেন। আর তা না হলে শুধুমাত্র সমগ্র ভারতবর্ষের জনসাধারণ নয়, এখানকার প্রতিটি সদস্য এখানকার সরকারকেও অনুরোধ জানাবে—আসুন, আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য প্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীপ্রাউ কুমার রিয়াং :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য খগেন দাস যে প্রস্তাব এনেছেন সেই সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য পেশ করতে চাই। আমি আমার বক্তব্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে রাখতে চাই। আপাত: দৃষ্টিতে এই এসমোটাকে মনে হতে পারে যে শ্রমিকদের আন্দোলন করার অধিকারকে প্রাথমিকভাবে হরণ করা হয়েছে এবং প্রত্যেক বিরোধী পক্ষই এটার বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন এবং সেই এসমো প্রত্যাহারের জন্যই দাবী জানিয়েছেন। কিন্তু কতগুলি বিরোধী দল আছে যারা শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে

নিজের দলকে শোষণ করার জন্য, নিজের দলকে বড করার জন্য কারখানায় শ্রমিক দরদী সেজে থাকেন। আলোচনার পথ খোলা থাকা সত্বেও তারা ধর্মঘটের পথ গ্রহণ করে থাকে। মনে করুন রেলওয়ে ডিপার্টমেণ্ট। সেখানে যদি ১০০ দিন ২০০ দিন ধরে ধর্ম্মঘট চলতে থাকে তাহলে সারা ভারতবর্ষের মানুষ কত অসুবিধায় পড়বে। সেই দিক থেকে যারা পলিটিক্যাল পার্টি শ্রমিকদের ভাগ্য নিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করেন এবং শ্রমিকদের বিপদে ফেলতে চেষ্টা করছেন তাঁরা সেটা ঠিক করছেন না। যেমন আমরা বলতে পারি এখানকার বামফ্রন্ট সরকার। তাঁরা এসমোর বিরুদ্ধে ভীষণ ক্ষেপা। এঁরা বলছেন ত্রিপুরায় সিকিউরিটি অ্যাক্ট আনো। চোর দমন করো। গুণ্ডা দমন করো। কিন্তু কি হয়েছে? আমরা দেখেছি গত দাঙ্গায় এই সিকিউরিটি অ্যাক্টের মাধ্যমে কনষ্টেবল পর্য্যন্ত ক্ষমতা পেয়ে নির্বিচারে গ্রেপ্তার চালিয়েছে। কিন্তু উঁনারা এসমোটাকে শুধু খারাপ দেখছেন।

কাজেই আমাদের চিন্তা করতে হবে, যাতে শ্রমিকেরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে উৎপাদনকে বানচাল করতে না পারে। সেজন্য মালিক পক্ষের উপরও একটা সংস্থান রাখা হয়েছে যদি তারা শ্রমিকদের স্বার্থ না দেখে লক আউট ঘোষণা করে তাহলে তাদেরও শাস্তি হতে পারে।

যেমন শ্রমিকেরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে উৎপাদনকে ব্যহত না করতে পারে। আবার এর পর মাধ্যমে মালিক পক্ষকেও হুসিয়ার করে দেওয়া হয়েছে যাতে ইচ্ছামত লক আউট বা লে-অফ ঘোষণা করতে না পারে। কাজেই সর্বভারতীয় জনসাধারণের যে চিন্তা ধারা, সেটা যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখব যে এ সম্পো আইনটা উৎপাদনের ক্ষেত্রে নানাভাবে সাহায্য করবে, বিশেষ করে আমাদের মতো ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে অসুবিধা রয়েছে, আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলি যেগুলি বাহির থেকে আনতে হয়, সেগুলি আনার ক্ষেত্রে ধর্মঘট হলে যে অসুবিধার সৃষ্টি হবে, এই আইনের ফলে, সেই অসুবিধা থাকবে না। কাজেই নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করলে আমরা দেখব যে এই আইনের দ্বারা কল কারখানায় এবং শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়বে এবং তাতে করে আমাদের জনগণের উপকারই হবে, অপকার কিছু হবে না, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী অখিল দেবনাথ :- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য, শ্রী খগেন দাস এসমোকে প্রত্যাহার করে দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব এই সভায় রেখেছেন, তাকে আমি সমর্থন করি এবং সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য খুব সংক্ষেপে রাখবার চেষ্টা করব। আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৮১ সালের ২৬শে আগষ্ট তারিখে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে যে একটা কুখ্যাত কালো অর্ডিনান্স সই করে নিলেন, এটা ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর যতগুলি কুখ্যাত অর্ডিনান্স জারী করা হয়েছিল সেগুলি চাইতেও জগণ্য। কারণ আমরা দেখছি শুনেছি যে বৃটিশ আমলের যে কুখ্যাত রাউলাট আইন ছিল, সেই আইনের বিরুদ্ধে তখনকার কংগ্রেসী বিরোধীতা করেছিল, যার ফলে তখনকার অনেক নেতাকেই বিনা বিচারে আটক থাকতে হয়েছিল। আমরা এও দেখেছি যে ১৯৪৬ সালে ভারতে শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে যে অর্ডিনান্স জারী করা করা হয়েছিল, তৎকালীন কংগ্রেসী নেতা ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু এবং অন্যান্য কংগ্রেসী নেতারা তার বিরোধীতা করেছিলেন।

আর আমরা যদি ভারতবর্ষের ইতিহাস লক্ষ্য করে থাকি, তাহলে দেখব যে ইতিহাসের চক্র কি ভাবে ঘুরছে। ১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকার যখন শ্রমিক কর্মচারীদের ধর্মঘটকে নিষিদ্ধ করে অর্ডিনান্স জারী করেছিলেন। পরবর্তী কালেও আমরা দেখেছি যে শ্রমিক কর্মচারীরা যখনই তাদের জীবনজিবিকার প্রয়োজনে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল, তখনই কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার, তাকে নিষিদ্ধ করে অর্ডিনান্স জারী করতে, যেমন ১৮৫৭ সালেও অর্ডিনান্স জারী করেছিলেন। আবার ১৯৭০ সালেও এ রকম একটা অর্ডিনান্স জারী করা হয়েছিল। তারপর ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৬ সারা ভারতে জরুরী অবস্থা জারী করেছিলেন। এবং সেই জরুরী অবস্থা জারী করার ফলে সারা সাল পর্যন্ত ভারতের জনসাধারণের কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই সব করা সত্ত্বেও ভারতের শ্রমিক কর্মচারীদের যে অধিকার. যে অধিকার তারা আন্দোলনের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে অর্জন করে ছিল, সেটাকে চিরদিনের মতো দাবীয়ে যায়নি। কারণ আমরা জানি যে শ্রমিক শ্রেণী লড়াই এবং আন্দোলনের মাধ্যমে যে রক্ত দিয়েছিল সেই রক্তের মূল্য হিসাবেই তারা ধর্মঘট করার অধিকার অর্জন করেছিল। বিনা রক্তপাতে বা বিনা লড়াইতে শ্রমিক শ্রেণীর ধর্মঘটের অধিকার অর্জন করে নি অথবা তাদের এই অধিকার কেউ এমনিতেই দেয়নি আমরা জানি যে ১৯৭৯ সালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিক শ্রেণীর চতুর্থ সম্মেলন দিল্লীতে হয়ে গেল এবং সেই সম্মেলনে যে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল তার মাধ্যমে ভারতীয় শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে একটা ঐক্য গড়ে উঠেছে। সেই সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বিভিন্ন রাজ্যের ট্রেড ইউনিয়নগুলিও যোগ দিয়েছিল। আর তারই ফলশ্রুতি হিসাবে আমরা দেখলাম যে ১৯৮১ সালের ৪ঠা জুন তারিখে দিল্লীতে সারা ভারতের শ্রমিক শ্রেণী কনভেনশান হয়ে যায় এবং সেই কনভেনশানে সারা ভারতের শ্রমিকদের ঐক্য আরও ঐক্য বদ্ধ হবার জন্য আহ্বান জানানো হয়। সেই কনভেনশানে যে ভাবে দিনের পর দিন দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার প্রতিবাদও করা হয়। কাজেই সরকার যখন দেখছে যে শ্রমিকদের মধ্যে বেশী করে ঐক্য বদ্ধ হবার প্রবনতা দেখা দিয়েছেন, তখনই তারা ঐ শ্রমিক ঐক্য ভাঙ্গত ধরাবার জন্য শ্রমিকদের নানা ভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষ ঐ কনভেনশানের আবেদনে সাড়া দিয়ে রাজ্যে রাজ্যে তাদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন। কারণ ভারতের শ্রমজীবী মানুষ এই তাদের লড়াই এর মাধ্যমে, আন্দোলনের মাধ্যমে এটা বুঝতে পেরেছে যে তাদের অধিকার যদি বজায় রাখতে হয়, তাহলে শ্রমিক শ্রমিকে তাদের ভবিষ্যতে আরও ঐক্য বদ্ধ হতে হবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই বিভ্রান্ত করার এক একটা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আবার আমরা লক্ষ্য করেছি যে ১৯৮০ সালে শ্রীমতী গান্ধী যখন নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারে আসতে চেয়েছিলেন তখন ভারতের জনসাধারণকে বলেছিলেন যে আমাকে ভোট দিলে পর ভাবতে আর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাবে না, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটবেনা এবং দেশে আর জরুরী অবস্থা জারী করা হবে না। সেদিনও আমরা জনসাধারণকে বলেছিলাম, যে এটা শ্রীমতি গান্ধীর প্রতারণা। আপনারা এতে ভুলবেন না। কিন্তু সেদিন ভারতের শ্রমজীবী মানুষ শ্রীমতি গান্ধীর প্রতারণাতে ভুলে গিয়ে তাকে নির্বাচনে জিতিয়ে দিয়ে যে ভুল করেছিল, এখন তারা বুঝতে পারছে যে শ্রীমতী গান্ধী সরকারে গিয়ে তাঁর দেবার সব প্রতিশ্রুতি ভুলে বসে আছে। আর এর ফলেই শ্রীমতী গান্ধী আজকে শ্রমজীবী মানুষেরা এত তাদের লড়াই ও আন্দোলনের

মাধ্যমে ধর্মঘট করার যে অধিকার অর্জন করেছিল, সেটা নিষিদ্ধ করার জন্য অর্ডিনান্স জারী করার সাহস পেয়েছে। এই কুখ্যাত অর্ডিনান্সে বলা হয়েছে যে যদি কোন মানুষ শ্রমজীবী মানুষদের সাহায্যার্থে ১০টি পয়সাও সাহায্য করে, তাহলে তাকে ৬ মাস কারাদণ্ডে অথবা ১ হাজার টাকার জরিমানা দিতে হবে। আর আমরা যারা শ্রমিকদের নিয়ে সংঘটন করছি, অর্ডিনান্সের ভাষায় সেটাকে বলা হচ্ছে উস্কানি দেওয়া, সেই ক্ষেত্রে তাকে এক বছরের জেলে অথবা ২ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে অথবা তার কর্মচ্যুতিও হতে পারে। কাজেই এই পরিস্থির মধ্যেই দাঁড়িয়ে আজকে শ্রীমতী গান্ধী যখন দেখলেন যে বেআরার বণ্ড নিষিদ্ধ করে দিয়েও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না, এবং নানা ভাবে ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স বসিয়েও বাজেটের ভারসাম্য রক্ষা করা যাচ্ছে না, তখন শ্রীমতী গান্ধী উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করে শ্রমজীবী মানুষদের ঐক্যে ভাঙ্গন ধরাবার জন্য তাদের অর্জিত ধর্মঘট করার যে অধিকার, তাকে নিষিদ্ধ করে দিয়ে এই কুখ্যাত অর্ডিনান্সটি জারী করেছেন। অথচ মালিক পক্ষকে তোয়াজ করার জন্য, তারা মাঝে মধ্যে লক-আউট এবং লে-অফ ঘোষণা করে শ্রমিকদের ভাত মারার চেষ্টা করে, সেগুলিকে বন্ধ করার জন্য কোন ব্যবস্থা এই অর্ডিনান্সের মধ্যে রাখা হয় নি। আমরা জানি না ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী কি ভাবে উৎপাদন বজায় রাখতে চান। কিন্তু অন্যদিকে এই অর্ডিনান্স জারি করার ফলে, শ্রজীবি মানুষের দীর্ঘদিন ধরে লড়াইয়ের মাধ্যমে, আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মঘট করার অধিকার অর্জন করেছিলেন, সে অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করার জন্যই এই কুখ্যাত অর্ডিনান্সটি জারী করেছেন। কাজেই আমরা বলতে পারি যে শ্রমিক শ্রেণীকে বঞ্চিতক রে কোন দিনই কোন সরকারে পক্ষে উৎপাদন অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়। মালিক শ্রেণী শুধু মুনাফা করবে তাদের সেই মুনাফা লুঠার কেন লিমিট নাই তাদের বিরত করার জন্য কোন ব্যবস্থা এই অর্ডিনান্সের মধ্যে রাখেন নাই। শ্রী মতী গান্ধী বলেছিলেন যে তিনি কালো টাকাকে সাদা করবেন কিন্তু তিনি তা পারেন নি। তিনি সেই সব মালিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন কালোবাজারীদের সংগে হাত মিলিয়েছেন তাদের সংগে হাত মিলিয়ে তিনি আজকে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য প্রচেষ্টাকে ভাংগার জন্য একটার পর একট চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে অবস্থা শ্রীমতী গান্ধী সৃষ্টি করেছেন এই এসমো জারী করে এবং সেই এসমোকে আইন পাশ করিয়ে ভারতের শ্রমজীবী মানুষের কোন উন্নতি করতে পারবেন না। অতীতে আমরা দেখেছি রেলওয়ে ষ্ট্রাইকের সময় আমরা দেখেছি শ্রীমতী গান্ধী শ্রমিকদের উপর গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে তাদের দমন করার চেষ্টা করেছিলেন। আজকে আমরা দেখেছি যে এল.আই.সি.র যে সমস্ত চুক্তি হয়েছিল সেগুলি আজকে ভারত সরকার মানছেন না। এই ভাবে শ্রমিক শ্রেণীর উপর দমন চালিয়ে তাদের অধিকারকে খর্ব করে তাদের না খাইয়ে রেখে উৎপাদন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার যে কথা তিনি বলেছেন এটা কি সম্ভব? আমরা এই নীতিতে বিশ্বাস করি না। শ্রীমতী গান্ধী শ্রমিক শ্রেণীকে বুঝাবার চেষ্টা করছেন যে ষ্ট্রাইক করলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। কিন্তু আমরা জানি যে শ্রমিক শ্রেণী তারা উৎপাদন সম্পর্কে সচেতন তারা চায় যে উৎপাদন ব্যবস্থা অক্ষুন্ন থাকুক। কিন্তু সংগে সংগে তাদের যে মজুরী তাদের বাঁচার অধিকার তাদের যে আন্দোলন করার অধিকার সেই অধিকারকে এই সব অর্ডিনান্স দিয়ে এই সব আইন দিয়ে ব্যাহত করা যাবে না। ভারতের শ্রমিক শ্রেণী যে

অধিকার অর্জন করেছে সেটা যাতে অব্যাহত থাকে এই কথা বলে এবং আমাদের মাননীয় বিধায়ক খগেন দাস যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ

মি : ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় শ্রমমন্ত্রী মহোদয়কে কিছু বলার জন্য আমি অনুরোধ করছি ।

শ্রী বীরেন দত্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি প্রথমেই বলতে চাই যে এই শ্রমিক মালিক সম্পর্ক নির্দ্ধারনের জন্য কোন আইন নয়। যদি তাই হত তাহলে এটা শ্রম দপ্তর থেকে আনা হত কিন্তু শ্রম দপ্তর থেকে না এনে এটা স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে আনা হয়েছে। তাতে এটা পরিস্কার হয়েছে যে এটা শ্রমিক মালিক এবং উৎপাদনের উদ্দেশ্যে এটা নয়। এটা পরিস্কার যে স্বরাষ্ট্র দপ্তর পুলিশ দিয়ে মিলিটারী দিয়ে মানুষকে শাসন করার জন্য এই আইন করা হয়েছে এই কথাটাই শুধু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। আমরা এটা বলতে পারি যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে এই সব আইনের দরকার পড়বে না আর তাছাড়া আমরা এই জাতীয় আইনে বিশ্বাস করি না কারণ শ্রমজীবী মানুষের যদি উন্নতি করতে হয় সেটা আমরা শ্রম দপ্তর থেকেই আনব। স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে যে আইন এসেছে সেজন্য আমরা ব্যথিত। কাজেই এই আইনের বিরুদ্ধে এই হাউসে যে প্রস্তাব এসেছে এর বিরোধিতা করার কারও কিছু থাকবে না। আমি আজকের একটা পত্রিকায় দেখেছি যে পাটনায় একটা মিটিং বসেছে এবং তাঁরা ঠিক করেছেন যে পলিটিক্যালী মটিভেটেড হয়ে শ্রীমতী গান্ধী যা করতে চাইছেন তাকে প্রতিহত করার জন্য সেই মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে তারা অনবরত বন্ধ ডাকবে। (ভয়েস—কারা সেই মিটিং ডেকেছে) সেই মিটিংটা আমাদের শ্রমজীবী মানুষের পক্ষ থেকেই করা হচ্ছে। তারা ভারত বন্ধ ডেকে এই স্ট্রাইক বিরোধী এসমো প্রতিহত করবে। কাজেই আমরা এই হাউস থেকে এটাই অনুরোধ করব যে শ্রী মতী গান্ধী এটা প্রত্যাহার করে নেবেন। ত্রিপুরার জনগণকে আমরা বলছি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এই আইন প্রয়োগের কোন প্রয়োজন হবে না। এই বলে প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি : ডেপুটি স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল 'ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছেন যে ভারতের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে, গনতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে ' Essential Services Maintenance Ordinance, 1981 (ESMO '81) টি প্রত্যাহার করে নিন।"

(প্রস্তাবটি সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।)

এই সভা আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর, সোমবার, ১৯৮১ ইং বেলা ১১-০০ ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতুবী রহিল।

ANNEXURE—"A

Admitted Starred Question No. :—19

By :– Shri Umesh Ch. Nath.

প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান বৎসরে ত্রিপুরাতে কতগুলি লিফট্ ইরিগেশানের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে
২। তারমধ্যে ধর্মনগরে কতকগুলি, তার নাম এবং
৩। বাথন মাঠে ও ব্রজেন্দ্রনগর মাঠে কোন লিফট ইরিগেশানের ব্যবস্থা হয়েছে কি ?

উত্তর

১। বর্তমান বৎসরে ত্রিপুরাতে মোট২৩টি লিফট ইরিগেশানের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে এবং আরো ১৩টির কাজ হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

২। ধর্মনগরে ৬টি, যথা—

(ক) পানিসাগর ব্লকে সৎসঙ্গম,

(খ) কাঞ্চনপুর ব্লকে

১। কাঞ্চনপুর

২। দুপাতাছড়া

৩। কমলপুর নং—১

৪। কমলপুর নং—২

৫। লক্ষীপুর নং—২

সৎসঙ্গম ও লক্ষীপুর নং—২ প্রকল্প ব্যতীত বাকী প্রকল্পগুলি গত বৎসরেই আরম্ভ করা হইয়াছিল।

৩। এই রকম কোন পরিকল্পনা বর্তমান বৎসরে নেই।

Admitted Starred Question No. 23

By :—Shri Umesh Ch. Nath.

প্রশ্ন

১। কুর্তিতে বন্যা প্রতিরোধের জন্য বাঁধ নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে কি?

২। যদি না নেওয়া হয়ে থাকে তবে তার কারণ কি?

উত্তর

১। না।

২। এই নদীটি আসাম ও ত্রিপুরার সিমানায় অবস্থিত। বন্যার প্রতিরোধ বাঁধের ৭।৮ কাজ বৎসর আগে একবার হাতে নেওয়া হয়েছিল কিন্তু এলাইনমেণ্টর ব্যাপারে আমাদের এলাকায় ও স্থানীয় কিছু লোকের আপত্তির জন্য কাজটি বন্ধ রাখিতে হয়। আসাম সরকার ও সেই সময়ে আপত্তি জানায় কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি অনুযায়ী সীমান্ত নদীর উপর কোন কাজ করিতে হইলে উভয় সরকারের যৌথ অনুমোদন দরকার। সেই কারণেই আসাম সরকারের বন্যা নিয়ন্ত্রণ এ বিভাগের সহিত প্রাথমিক পর্যায়ে আলোচনা চলিতেছে। কিন্তু আমাদের সীমানার মধ্যে বাঁধের এলাইনমেণ্ট এর ব্যাপারে গ্রামবাসীদের মীমাংসা না হওয়াতে চূড়ান্ত পর্য্যায়ে আলোচনা করা সম্ভব হয় নি।

Admitted Starred Question No. 33

By :—Shri Tarani Mohan Singha

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Cooperative Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরায় সমবায় আইন অনুসারে গঠিত প্যাকস ল্যাম্পসের সংখ্যা কত,

২। ইহা কি সত্য যে কোন কোন প্যাকস ও ল্যাম্পস্‌কে ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে সমবায় ব্যাংক হইতে আলাদা করিয়া ষ্টেট বা গ্রামীন ব্যাংকের অন্তর্ভুক্ত করাতে কৃষকগণ ঋণ পান নাই,

৩। সত্য হইলে কৃষকদের সমবায়ের মাধ্যমে কৃষি ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা সরকার করবেন কি ?

উত্তর

১। প্যাকস্‌—২০৫ টি

ল্যাম্পস্‌—৫৩ টি

২। হ্যাঁ।

৩। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No. 39 By Shri Tarani Mohan Singha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধুমাছড়া ও ফটিকরায় রাস্তা তৈরীর জন্য জমি অধিগ্রহণের ব্যাপারে জমির মালিকদের নোটিশ দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে কি ?

২। না হইয়া থাকিলে কবে নাগাদ শেষ হইবে ?

৩। ঐ সব মালীকেরা কবে নাগাদ ক্ষতিপূরণ পাওয়ার আশা করতে পারেন ?

উত্তর

১। না

২-৩ জমি অধিগ্রহণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যাটি সম্পন্ন হওয়ার পর।

Admitted Starred Question No. 51 Shri Manindra Deb Barma:

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বর্তমান আর্থিক বছরে চেবরী হইতে ভায়া তুলাশিকর হইয়া প্রমোদনগর বাজার পর্যন্ত রাস্তাটি সোলিং এবং মেটেলিং এর কাজ শেষ হবে কি, এবং

২। ইহা কি সত্য এই রাস্তাটি গাড়ী চলাচলের উপযোগী না হওয়ায় লেম্প এবং ফার্মের জিনিষপত্র পৌঁছাতে অসুবিধা হচ্ছে।

উত্তর

১। না।

২। পূর্ত বিভাগের জানা নাই।

Admitted Starred Question No. 53
By—Sri Manindra Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P.W.D. be pleased to State—

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া হইতে ভায়া কৃষ্ণপুর গোকুলনগর রাস্তাটির কাজ কবে নাগাদ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়, এবং কবে নাগাদ গাড়ী চলাচলের উপযোগী হইবে ?

উত্তর

১। পূর্ত দপ্তরের অধীনে এই নামে কোন রাস্তা নাই।

১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Qustion No—58
By—Sri Badal Choudhury,

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে জলসেচের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ কত ? এবং মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণের কত ভাগ ?

২। ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মোট কত জমিকে সেচের আওতায় আনার জন্য কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ?

৩। সারা রাজ্যে কতগুলি গভীর নলকূপ, লিফট ইরিগেশান বিদ্যুৎ সংযোগের অভাবে অ-কেজো হয়ে পড়ে আছে ?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে ৩০শে জুন, ৮১ ইং পর্য্যন্ত স্থায়ী জলসেচের আওতাভুক্ত জমির পরিমাণ মোট ৮৯৭৩ হেক্টার, এটা মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণের শতকরা ৩.৭ ভাগ।

২। ৬ষ্ঠ পরিকল্পনায় অতিরিক্ত ১৩,০০০ হেক্টার জমিকে জলসেচের আওতায় আনার পরিকল্পনা আছে। ১০,০০০ হেক্টার ক্ষুদ্র সেচ পরিকল্পনা হইতে এবং ৩০০০ হেক্টার গোমতী সেচ প্রকল্প হইতে।

৩। একটিও না।

Admitted Starred Question No—60
By—Shri Ram Kumar Nath

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর বিভাগে জুরী নদীর পার্শ্ববর্তী মাঠগুলিতে যথা, দেওছড়া, মধ্য দেওছড়া, উত্তর উপ্তাখালি, রাধাপুর মাঠে জলসেচের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা আছে কি ?

২। সেচের ব্যবস্থা না থাকায় ঐ সমস্ত মাঠের ফসল প্রায় প্রতি বছর খড়ায় নষ্ট হইয়া যায় এবং সময়মত চাষ করা সম্ভব হচ্ছে না, এ তথ্য সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। আপাততঃ নাই।

২। হ্যাঁ।

প্রতিবেদন নং—১

লিফ্‌ট ইরিগেশান স্কীমের কাজ শেষ হইয়াছে এবং চালু অবস্থায় আছে।

নাম	জমির পরিমাণ (হেক্টর) জলসেচের আওতায় আনা হইয়াছে, আনার প্রস্তাব করা হইয়াছে।
১। হাফলংছড়া	৬০
২। দেওয়ান পাশা	৬৬
৩। লাটুগাঙ্গ	৬৬
৪। সুকর্ণা ছড়া	২০
৫। মঙ্গল খালি	৫২
৬। পূর্ব কৃষ্ণনপুর	৮০
৭। কাশিম নগর	৪৮
৮। তিলথৈ	৬৬
৯। প্রত্যেকরায়	১২
১০। কামেশ্বর গাঁও	১২
১১। রোয়া অস্থায়ী এল আই	১২
১২। রোয়া অভার রিভার জুরি	৩০
১৩। ঈছাই সোনা পুর	৪৮
১৪। উত্তর লাটু গাঙ	১১৬

এল-আই-স্কীম ১৯৮০—৮১ সালে হাতে নেওয়া হইবে।

১। সংসঙ্গম হইতে জুরী নদীর এল-আই-স্কীম	১৬০ হেক্টর

Admitted Starred Question No—64

By—Shri Ram Kumar Nath

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর সাব-ডিভিসনে তিলথৈ বেতাঙ্গীতে কয়েক বৎসর পূর্বে একটি ডিপ-ওয়েল বসানো মঞ্জুরী পাওয়া সত্বে এখনো বসানো হয় নাই;

২। সত্য হইলে ডিপ-ওয়েলটি এখনও না বসানোর কারণ: এবং

৩। কবে পর্য্যন্ত বসানো হইবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। হ্যাঁ

২। প্রয়োজনীয় উপযুক্ত রাস্তার অভাবে রিগ মেশিন প্রস্তাবিত জায়গা না নিতে পারায় কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হয় নাই।

৩। এই বৎসরই কাজ আরম্ভ করা হবে বলে আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 69

By—Shri Umesh Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Fisheries Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে সরকারী ফিসারী সংখ্যা কত ;

২। এবং বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৯৮১ সনের ৩১শে জুন পর্য্যন্ত কতটি ফিশারী করা হইয়াছে, তার সংখ্যা এবং

৩। এই সমস্ত ফিশারী থেকে সরকার কতদিন পরে কত পরিমাণ আয় করিতে পারিবেন বলিয়া লক্ষ্য মাত্রা স্থির করিয়াছেন ?

উত্তর

১। ত্রিপুরাতেসরকারী ফিসারী সংখ্যা ১২৩৮টি।

২। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আশার পর থেকে ১৯৮১ইং সনের ৩১শে জুন পর্য্যন্ত ১১০৪টি সরকারী ফিসারী তৈরী হইয়াছে।

৩। এই সমস্ত ফিসারী থেকে দ্বিতীয় বৎসরান্তে অনুমানিক ৬৫ লক্ষ টাকার মাছ উৎপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 77

By—Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Cooperation Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে ১৯৮১ইং ৩০শে জুন পর্য্যন্ত রেজিষ্ট্রিকৃত সমবায় সমিতির সংখ্যা কত ;

২। রেজিষ্ট্রিকৃত সমিতিগুলির মধ্যে কোন ধরনের সমিতি কতটি ;

৩। কতগুলি সমিতি সরকারের শেয়ার ক্যাপিটাল এবং ম্যানেজারিয়্যাল সাবসিডি পেয়েছে ;

৪। রেজিষ্ট্রিকৃত সমিতিগুলির মধ্যে কয়টা চালু আছে এবং কয়টা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে ?

উত্তর

১। ১৯৮১ইং৩০শে জুন পর্য্যন্ত রেজিষ্ট্রিকৃত সমবায় সমিতির সংখ্যা—১২১২

২। রেজিষ্ট্রিকৃত সমিতিগুলির শ্রেণী ভিত্তিক সংখ্যা এইরূপ :—

শীর্ষ সমবায় সমিতি

ক) ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপ ব্যাংক লিঃ—	১
খ) ত্রিপুরা ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট কো-অপ ব্যাংক লিঃ—	১
গ) ত্রিপুরা এপেক্স মার্কেটিং কো-অপ সোসাইটি লিঃ—	১

ঘ) ত্রিপুরা হোলসেল কনজিওমার্স' কোঃ ষ্টোর্স' লিঃ—	১
ঙ) ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপ ইউনিয়ন লিঃ—	১
চ) ত্রিপুরা এপেক্স উইভার্স' কো-অপ সোসাইটি লিঃ—	১
ছ) ত্রিপুরা সিডিউল্ড কাষ্ট কো-অপ ডেভেলাপমেণ্ট করপো লিঃ—	১
জ) ত্রিপুরা সিডিউল্ড ট্রাইভ কো-অপ ডেভেলাপমেণ্ট করপো লিঃ—	১
ঝ) ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারী কো-অপ সোসাইটি লিঃ—	১
আগরতলা আববান কো-অপ ব্যাংক লিঃ	১
প্রাথমিক বিপণন সমবায় সমিতি	১৪
বৃহদাকার সর্ব্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি (ল্যাম্পস)	৫৩
প্রাথমিক কৃষি সমবায় সমিতি (প্যাক্স)	২০৫
কৃষক সেবা সমবায় সমিতি (এফ এস এস)	২
অন্যান্য কৃষি সমবায় সমিতি	৩৫৫
প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি	৯১
দুগ্ধ উৎপাদন ও সরবরাহ সমবায় সমিতি	৩০
প্রাথমিক তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি	১১৭
প্রাথমিক ব্যবহারিক সমবায় সমিতি	৮৫
প্রসেসিং সমবায় সমিতি	১
কৃষি খামার সমবায় সমিতি	৩
চা-শিল্প সমবায় সমিতি	৪
ইটভাটা সমবায় সমিতি	২
অন্যান্য শিল্প সমবায় সমিতি	১২৪
ক্রয় ও বিক্রয় সমবায় সমিতি	১৮
অ-কৃষি অ-ঋণদান সমবায় সমিতি	৭৮
অ-কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি	১৫
গৃহ নির্মাণ সমবায় সমিতি	৫
	১২১২টি

৩। ১৯৮০-৮১ আর্থিক বছরে ৩১৪টি বিভিন্ন প্রকারের সমিতিকে ম্যানেজারিয়েল সাবসিডি এবং ২৫৪টি বিভিন্ন প্রকারের সমিতিকে শেয়ার ক্যাপিটাল দেওয় হইয়াছে।

৪। ১৯৮০ইং ৩০শে জুন এর হিসাব অনুযায়ী ৫১৩টি সমিতি চালু আছে এবং ২৭০ সমিতি সম্পূর্ণ বন্ধ আছে।

Admitted Starred Question No. 78

By—Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Ministr in-charge of the A. H. Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭-৭৮ আর্থিক বৎসরে ও ১৯৮০-৮১ আর্থিক বৎসরে বিভিন্ন সরকারী পলট্রি ফার্মে মোট কত সংখ্যক ডিম উৎপন্ন হয়েছে, তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব,

২। তার মধ্যে কতটি মুরগীর ও কতটি হাঁসের ডিম, তার আলাদা হিসাব,

৩। এই ডিমের কত অংশ কি ভাবে জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে ; তার কারণ ?

উত্তর

১। পশু পালন দপ্তরে উল্লিখিত আর্থিক বৎসরে যে সংখ্যক ডিম উৎপন্ন হয়েছে , তার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

১৯৭৭-৭৮	১৯৮০-৮১
উৎপাদিত ডিমের সংখ্যা	উৎপাদিত ডিমের সংখ্যা
মোট ৩,১৬,৩২০টি	মোট ৬,৪০,৩৭৬টি

২। তন্মধ্যে হাঁসের ডিম ৯২২৭৯টি ও মুরগীর ডিম ৮৬৪৪১৭টি।

৩। এই উৎপাদিত ডিমেব কিছু অংশ ভি. এম. ও জি. বি. হাসপাতালে রোগীদের খাওয়ার জন্য সরবারহ করা হইযাছে। কিছু সংখ্যক ডিমে বাচ্চা ফোটানো হইয়াছে এবং বাকী ডিম জনসাধারণের মধ্যে খাওযাব জন্য আগরতলাস্থিত বাজারগুলিতে সপ্তাহে একদিন করিযা বিক্রয় করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 104

By - Shri Matahari Chowdhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Dapartment be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সাব্রুম এস, ডি, ও অফিস—ঘোড়াকাপ্পা—শিলাছড়ি ভায়া বনকুল নূতন বাজার পর্যন্ত একমাত্র যোগাযোগের রাস্তাটি ১৯৭৮ সনের বন্যায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে ,

২। সত্য হইলে সরকার উক্ত রাস্তাটি পুনর্নির্মাণ এর ব্যবস্থা করে ঐ এলাকার অধিবাসীদের যোগাযোগের ব্যবস্থাকে সুগম করে দিবেন কি , এবং

৩। কত দিনের মধ্যে ঐ রাস্তার কাজ আরম্ভ করবেন বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) হ্যাঁ, ঐ রাস্তার বনকুল—শিলাছড়ি অংশের মাগ্রুম ছড়ার উপর সেতুটি ১৯৭৮ইং এর বর্ষায় ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সেই স্থানে সরাসরি যোগাযোগ এখনও বিচ্ছিন্ন।

২) হ্যাঁ, রাস্তাটি ঠিকই আছে, তবে সেতুটি পুন:নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

৩) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যেই মাগরুম ছড়ার উপর পুলটির পুনর্নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

Admitted Starred Question No. 107

By—Sri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

(১) পানিসাগরে এ. এ. রোডের সন্নিকটে ব্রজেন্দ্র ত্রিপুরার বাড়ীর নিকট হইতে চন্দ্রহালাম বাড়ী পর্য্যন্ত চন্দ্রহালাম পাড়া রোড নির্মাণের জন্য এলাকার জনসাধারণ সরকারের নিকট দাবী জানিয়েছেন কিনা ;

(২) উক্ত রাস্তাটি নির্মাণের জন্য সবকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন কিনা ,

(৩) ডলুছড়ার কাঠের পুলটি নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা , এবং

(৪) থাকিলে ঐ কাজগুলি কবে পর্য্যন্ত আরম্ভ করা হবে ?

উত্তর

(১) হাঁ।

(২) হ্যাঁ।

(৩) হ্যাঁ।

(৪) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের শেষভাগে এস্টিমেট অনুমোদনের পরে কাজটি আরম্ভ করা যাইতে পারে।

Admitted Starred Question No 108

By—Sri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

(১) ইহা কি সত্য যে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের সাথে দামছড়া ও কাঞ্চনপুরের যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম করার জন্য সরকার ১৯৮১-৮২ ইং আর্থিক বছরে থুমছরায় পাড়া হইতে জয়শ্রীবাজার, মনসাপাড়া হইতে থুমছারায় পাড়া এবং রাহুমছড়া পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মাণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন ?

(২) সত্য হলে, উক্ত রাস্তাগুলির কাজ আরম্ভ করতে কি কি ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন ?

উত্তর

(১) থ্মছারায় পাড়া হইতে জয়শ্রীবাজার রাস্তাটি নির্মাণের পরিকল্পনা আছে।

(২) উক্ত রাস্তাটির কাজের আর্থিক মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে এবং বিস্তারিত জরীপের কাজ হাতে নেওয়া হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 121

By—Sri Drao Kumar Reang

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

(১) ইহা কি সত্য যে উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর দেও নদীর উপর পুলের নির্মাণ কার্য্য হঠাৎ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে ?

(২) যদি সত্য হইয়া থাকে তবে কি কি কারণে পুলের নির্মাণ কার্য্য বন্ধ রাখা হইয়াছে ?

উত্তর

(১) এই পুলের কাজ হঠাৎ করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় নাই। তবে বর্ষার দরুণ বর্তমানে ঐ পুলের কোন কাজ হইতেছে না।

(২) শক্রমাটিজনিত কিছু কারিগরী অসুবিধার জন্য গত বৎসর এ পুলের কাজের গতি কিছু শ্লথ ছিল। ইতিমধ্যে বর্ষা আরম্ভ হওয়ায় বর্তমানে কাজটি বন্ধ আছে।

Admitted starred Question No. 123.

Name of M. L. A. :—Sri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

(১) অম্পি থেকে অমরপুরে যাতায়াতের রাস্তাটিকে ষ্ট্র্যাটেজিক রাস্তা হিসাবে রূপান্তরিত করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি ?

(২) না নেওয়া হলে তার কারণ ?

উত্তর

(১) হ্যাঁ। রাস্তাটি ষ্ট্র্যাটেজিক রাস্তার অন্তর্ভুক্ত।

(২) এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No 136

By—Shri Tarani Mohan Singh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

(১) ত্রিপুরার বাইরে যাওয়া ও প্রবেশকারী রেল যাত্রীদের জন্য আগরতলায় একটি টিকেট বুকিং ষ্টেশান খোলা ও ধর্মনগর হইতে আগরতলা পর্য্যন্ত এক বা একাধিক বাস চালু করার জন্য কেন্দ্র সরকারের নিকট কোন প্রস্তাব বা আবেদন ত্রিপুরা সরকার হইতে করা হইয়াছিল কি ?

(২) যদি হাঁ হয় তবে কেন্দ্রের মতামত কি ?

(৩) যদি না হয় তবে ঐ উক্ত বিষয়গুলি নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা করবেন কি ?

উত্তর

(১) হ্যাঁ।

(২) রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সহিত এ ব্যাপারে আলোচনা চলিতেছে।

(৩) ২ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না,

Admitted Starred Question No—145

By—Shri Matilal Sarkar

প্রশ্ন

(১) সারা ত্রিপুরায় জলসেচের জন্য কয়টি গভীর নলকূপ আছে।

(২) এর মধ্যে কয়টি অচল ও কয়টি চালু আছে ?

(৩) এই পর্যন্ত সারা রাজ্যে কত হেক্টর জমি স্থায়ী জলসেচের আওতায় আনা সম্ভব হইয়াছে এবং চাষযোগ্য জমির মোট জমির কত অংশ ?

(৪) এই বছর আরো কি পরিমাণ জমি জল সেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

উত্তর

১। সারা ত্রিপুরায় জলসেচের জন্য মোট ৫০ টি গভীর নলকূপ আছে।

২। এর মধ্যে ৩টি অচল ও ২৭টি চালু আছে। বাকী ২০টি এই বৎসর চালু হইবে আশা করা যায়।

৩। ১৯৮১ সনের জুন মাস পর্যন্ত সারা রাজ্যে মোট ৮৯৭৩ হেক্টর জমি স্থায়ী জলসেচের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে এবং, তাহা চাষযোগ্য মোট জমি ৩ ৭ (তিন দশমিক সাত) ভাগ।

৪। বর্তমান আর্থিক বৎসরে ২০০০ হেক্টর জলসেচের আওতায় আনার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No. 151

By—Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the A. H. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে মোট কয়টি দুগ্ধ সমবায় সমিতি আছে ?

২। এর মধ্যে ১৯৭৮ সালের পর কয়টি গঠিত হয়েছে ?

৩। ১৯৭৫ সালের এপ্রিল ১৯৮১ সালের আগষ্ট পর্যন্ত মোট কত পরিমাণ দুধ এই সমস্ত সমবায় সমিতি 'এবং রাধাকিশোর নগর ফার্ম থেকে সংগৃহীত হয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরাতে বর্তমানে মোট ৪৮টি দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি আছে। তন্মধ্যে ২৬টি রেজিষ্ট্রিকৃত।

২। ১৯৭৮ সালের পরে গঠিত দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি সংখ্যা হল—৪৮টি।

৩। ১৯৭৫ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৮১ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত রাধাকিশোর নগরস্থিত পশুখামার ও দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি হইতে দুধ সংগৃহীত হইয়াছিল নিম্নরূপ :—

ক) রাধাকিশোর নগর পশুখামার—৬,৬২,৬৮৭ লিটার
(এপ্রিল ১৯৭৫ হইতে আগষ্ট ১৯৮১ পর্য্যন্ত)

খ) দুগ্ধ ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে—১০,৫৮,৫০৯ লিটার
(এপ্রিল ১৯৭৫ হইতে জুলাই ১৯৭৮ পর্য্যন্ত)

গ) দুগ্ধ উৎপাদক সমবায় সমিতি—৭,৮৮.৭০৩ লিটার
(১৯৭৮ এর আগষ্ট ইইতে ১৯৮১—এর আগষ্ট পর্য্যন্ত)

Admitted Starred Question No. 152

By—Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Cooperative Department be leased to State—

১। ত্রিপুরাতে মোট কয়টা ল্যাম্পস্ ও প্যাকস্ খোলা হয়েছে এবং

২। এই সমস্ত ল্যাম্পস্ ও প্যাক্সের মাধ্যমে ১৯৭৯ সালের ১লা এপ্রিল থেকে ১৯৮১ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত মোট কত টাকা কৃষকদের ঋণ দেওয়া হয়েছে?

উত্তর

Minister in-charge of the Co-operative Department

১। ১৯৮১ ইং সনের ৩০ শে জুন পর্য্যন্ত

প্যাক্স—১৯৯টি

ল্যাম্পস্—৪৭টি

২। প্যাক্স ও ল্যাম্পসের মাধ্যমে দেয় ঋণের পরিমাণ—২,৩৮,৬৭,০০০.০০ (দুই কোটি আটত্রিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার টাকা)

Admitted Starred Question No. 187 By—Shri Makhanlal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কল্যাণপুরে টি, আর, টি, সির, একটি অফিস করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না?

২। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত তা করা হবে বলে আশা করা যায়?

৩। ইহা কি সত্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উক্ত বিষয়ে এলাকাবাসীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং তদনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়েছিলেন?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহণ মন্ত্রী।

১। আপাততঃ নাই। তবে কল্যাণপুর এলাকায় প্রস্তাবিত অফিস খোলার বিষটি গুরুত্ব সহকারে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণপুর পরিদর্শনে গেলে এলাকাবাসী অত্র এলাকায় টি, আর, টি, সির একটি বুকিং অফিস খোলার দাবী জানায়, সেই দাবী মোতাবেক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়কে উক্ত দাবী বিষয়ে পত্রদ্বারা জ্ঞাত করান।

Admitted Starred Question No. 189 By—Sri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই তেলিয়ামুড়া রুটে টি, আর, টি, সি, লোক্যাল বাস সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। থাকিলে উক্ত এলাকার জনসাধারণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য কবে পর্য্যন্ত ঐ রুটে লোক্যাল বাস সার্ভিস চালু করবেন বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী।

১। আপাততঃ টি, আর, টি, সির, এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই। বর্ত্তমানে আগরতলা খোয়াই রুটে টি, আর, টি, সির দৈনিক ১১টি যাত্রীবাহী বাস চলাচল করিতেছে।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 191 By—Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কল্যাণপুরের সঙ্গে খোয়াই নদীর পূর্ব' পাড়ের মহারানীপুর, ঘিলাতলী, দুর্গাপুর, শান্তিনগর, বাদলাবাড়ী ভুইবিংরাম, দক্ষিণ মহারানীপুর, শ্রীরামখড়া দক্ষিণ ঘিলাতলী, এই সমস্ত এলাকার জনসাধারণের যোগাযোগের জন্য কল্যাণপুর এলাকায় খোয়াই নদীর উপরে একটি ঝুলন্ত সেতু নির্ম্মাণ করার জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ জনগণের দাবীর পরিপ্রেক্ষীতে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোন উদ্যোগ নিয়েছেন কি না ?

উত্তর

১। না।

Admitted Starred Question No. 194 By—Shri Harinath Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to State—

প্রশ্ন

১। বিশালগড ব্লকাধীনের চড়িলাম হইতে রামনগর এবং বিশ্রামগঞ্জ হইতে বাশতলী পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণ করার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা।

২। যদি থাকে তবে উক্ত লাইন সম্প্রসারণের কাজ কবে নাগাদ আরম্ভ করা যাইতে পারে।

৩। যদি না থাকে তবে তার কারণ ?

উত্তর

১। আপাততঃ এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৩। নির্মাণ সামগ্রীর এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতার জন্য এক সঙ্গে সব কাজ হাতে নেওয়া যাচ্ছে না।

Admitted Starred Question No. 195

By—Shri Harinath Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) বিশালগড় ব্লকের অন্তর্গত লালসিংমুড়া বাজার হইতে সুতারমুড়া পর্য্যন্ত বৈদ্যুতিক লাইন সম্প্রসারণের সরকারের পরিকল্পনা আছে কি এবং

২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ ইহা কার্য্যকরী করা হইবে।

উত্তর

১) লালসিংমুড়া পর্য্যন্ত ইলেকট্রিক লাইন গিয়াছে। লালসিংমুড়া হইতে সুতারমুড়া পর্য্যন্ত ইলেকট্রিক লাইন সম্প্রসারনের কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 196

By—Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য জম্পুই পাহাড়ে ভাংমুন গ্রামে জল সরবরাহের জন্য কংগ্রেস আমলে মেসিন ও পাইপ বসানো হয়েছিল, এবং

২) যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রকল্পের জন্য কত টাকা ব্যয় করা হয়েছিল, এবং বর্ত্তমানে ঐ মেসিন ও পাইপ কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ,

২) ১,২৩,৭৮০ টাকা। বর্ত্তমানে অচল অবস্থায় আছে।

Admitted Starred Question. No 197

By—Shri Ratimohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) মাতাবাড়ী ব্লকের অধীন নোয়াবাড়ীতে পাম্পসেট এর সাহায্যে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পে কাজ অদ্যাবধী পুরাপুরি ভাবে কার্য্যকরী না হওয়ার কারণ কি ?

২) উক্ত এলাকার গরীব কৃষকদের স্বার্থে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অনিশ্চয়তা মোকাবিলা করার উপযুক্ত ব্যবস্থা হিসাবে উক্ত প্রকল্পকে অতি শীঘ্রই বাস্তবায়িত করার ইচ্ছা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১) মাতাবাড়ী ব্লকের অধীন নোয়াবাড়ীতে পাম্প সেটের সাহায্যে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প ১৯৭৮ সালে চালু হইয়াছে।

২) হঁ্যা।

Admitted Starred Question No. 198

By—Shri Ratımohan Jamatıa

Will the Hon'ble Minıster in-charge of the P. W. Department b pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ত্রিপুরায় ক্ষুদ্র জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, এবং

২) যদি হঁ্যা হয় তাহা কোথায় এবং মোট কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ?

উত্তর

১) হঁ্যা।

২) মহারাণীতে গোমতী নদীর উপর একটি এবং মোহনপুর অঞ্চলে আকালি ছড়ার উপর আর একটি এই দুইটি ক্ষুদ্র জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের পরিকল্পনা আপাতত গ্রহণ করা হইয়াছে। মহারাণীর জন্য মোট ১৬৭ লক্ষ্য টাকা এবং আকালি ছড়ার জন্য মোট ৪.৫ লক্ষ্য টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 202

By.—Shri Tapan Kr Chakraborty

Will the Hon'ble Ministeı-in-charge of the Transport Department b pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বাসে শতকরা ৫০ ভাগ কনসেশন দেওয়ার ফলে ত্রিপুরার কতজন ছাত্রছাত্রী উপকৃত হবে বলে আশা করা যায়।

২) এই কনসেশন দেওয়ার ফলে সরকারের বাৎসরিক আয় সংকোচন হবে কি এবং

৩) হলে টাকার অংকে এর পরিমাণ কত ?

উত্তর

১) আনুমানিক ৯৬০ জন ছাত্রছাত্রী উপকৃত হইতেছে বলিয়া আশা করা যায়। ক্রমশঃ এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইতে পারে।

২) হ্যাঁ।

৩) আনুমানিক ৪,৭০৬ টাকা। ছাত্রছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে সেই হারে আয় সংকোচনও বৃদ্ধি পাইবে।

Admitted Starred Question No. 204

By—Shri Tapan Kr. Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৭-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৮১ইং এর জুলাই পর্যন্ত পূর্ত দপ্তর কত কিলোমিটার নতুন রাস্তা তৈরী করেছেন।

২) কত কিলোমিটার নতুনভাবে সোলিং মেটেলিং হয়েছে ? (উল্লিখিত সময়ের মধ্যে)

উত্তর

১) ১৩৮৯.০৮ কি. মি.

২) সোলিং ৬৬০.০৮ কি. মি. মেটেলিং ৩৩৮.৮৫ কি. মি.

82. Admitted Question No. 209 By—Shri Bidya Charan Deb Barma.
Will the Hon'ble Minister in-charge of the P,W.D. be pleased to state—

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বছরে জল সেচের জন্য কি কি এবং কোথায় কোথায় ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে। এবং কখন হইতে উক্ত কাজগুলি শুরু হইবে , এবং

২। উক্ত জল সেচের স্কীমগুলি কিসের ভিত্তিতে হইয়াছে।

উত্তর

১। চলতি আর্থিক বছরে জল সেচের গভীর নলকূপ—৫৯টি, লিফট ইরিগেশান ১০৮টি, স্থায়ী বাঁধ ৭টি। মোট ১৭৪টি। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে নেওয়া হইয়াছে এবং এই বছরেই শুরু হইবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রতিটি স্কীমের বিস্তারিত বিবরণ অত্র সঙ্গে দেওয়া হইল।

২। উক্ত জল সেচের স্কীমগুলি স্থানীয় জনসাধারণের আবেদনের ভিত্তিতে এবং তথ্যানুসন্ধানের পর ব্যয় ও উপকারের ভিত্তিতে উপযুক্ত হওয়ার পর গ্রহণ করা হইয়াছে।

ব্লকের নাম	B. D. C. এর প্রস্তাব অনুসারে গৃহীত প্রকল্পের নাম
পানিসাগর—	১। সাকাই বাড়ী ডিপ টিউব ওয়েল
	২। সৎসঙ্ঘ লিফ্‌ট স্কীম।

ব্লকের নাম	B.D.C এর প্রস্তাব অনুসারে গৃহীত প্রকল্পের নাম :—
সালেমা—	১। মোহনপুর লিফ্‌ট স্কীম।
	২। কচুছড়া লিফ্‌ট স্কীম।
	৩। কুলাই ডাইভারশন।
	৪। পূর্ব্ব ডলুছড়া ডাইভারশন।
	৫। বলরামছড়া লিফ্‌ট স্কীম।
	৬। মহারাণী ডিপটিউব ওয়েল।
	৭। আভাঙ্গা ডিপ টিউব ওয়েল।
জিরানীয়া—	১। গুনমণি ঠাকুরপাড়া ডিপ টিউব ওয়েল।
মোহনপুর—	১। কালাছড়া ডিপটিউবওয়েল।
মেলাঘর—	১। সমর বাড়ী পাথর ডিপ টিউব ওয়েল।
	২। কাসাই ডাইভারশন।
মাতাবাড়ী	১। সামুখ ছড়া ডাইভারশন।
সাতচান্দ—	১। আমলী ঘাট লিফ্‌ট স্কীম।
	২। চালিতা বক্‌ল লিফ্‌ট স্কীম।
	৩। সিন্দুক পাথর লিফ্‌ট স্কীম।
	৪। ডুলুবাড়ী লিফ্‌ট স্কীম।
	৫। উত্তর ভুরাতলী ডিপ টিউব ওয়েল।

(১) ক্রমিক নং	(২) জায়গার নাম	(৩) কাজের বর্ত্তমান অবস্থা (৪) গভীর নলকূপ
১।	রাউথ খলা (বিশাল গড)	কাজ শেষ হইয়াছে।
২।	বাইজল বাড়ী (খোয়াই)	ঐ
৩।	কুঞ্জবন (খোয়াই)	ঐ
৪।	তুইচিন্দ্রাই বাড়ী (তেলিযামুড়া)	ঐ
৫।	জলিল পুর (মোহনপুর)	ঐ
৬।	ডাকাংয়া পল্লী ঐ	ঐ
৭।	সরসীমা (রাজনগর)	ঐ
৮।	সাতচাঁন্দ (সাতচান্দ)	ঐ
৯।	তুমকি (খোয়াই)	কাজ চলিতেছে।
১০।	বালুছড়া ঐ	ঐ
১১।	কালীকৃষ্ণ নগর (মেলাঘর)	ঐ
১২।	নূতন নগর (মোহনপুর)	ঐ
১৩।	কালাছড়া ঐ	ঐ
১৪।	ছেছরিয়া ঐ	ঐ
১৫।	গর্জন মুড়া (মাতাবাড়ী)	ঐ
১৬।	কুপিলং ঐ	ঐ

১	২	৩
১৭।	তুলামুড়া ঐ	কাজ চলিতেছে।
১৮।	রাজনগর (রাজনগর)	ঐ
১৯।	রাজাপুর ঐ	ঐ
২০।	পূর্বচরকবাই (বগাফা)	ঐ
২১।	নর্থবড়াতলী (সাতচান্দ)	ঐ
২২।	সাকবাড়ী ঐ	ঐ
২৩।	রাধানগর (রাজনগর)	ঐ
২৪।	মোহনপুর মলয়া (সালেমা)	ঐ
২৫।	মহারাণী ঐ	ঐ
২৬।	পূর্বরাজনগর (পানিসাগর)	ঐ
২৭।	গৌরনগর (কুমার ঘাট)	ঐ
২৮।	বটরসী (পানিসাগর)	ঐ
২৯।	আভাঙ্গা (সালেমা)	ঐ
৩০।	ভাত খাউরি ঐ	ঐ
৩১।	বরুয়া কান্দি (পানিসাগর)	ঐ
৩২।	জলেভাসা ঐ	ঐ
৩৩।	করমছড়া (ছামনু)	ঐ
৩৪।	সাকাই বাড়ী (পানিসাগর)	ঐ
৩৫।	ভাগ্যপুর ঐ	ঐ
৩৬।	ব্রজপুব (বিশালগড়)	১৯৮১ সালের ডিসেম্বরে কাজ আরম্ভ হইবে।
৩৭।	টাকারজলা ঐ	ঐ
৩৮।	মধ্য ভুবনবন (মোহনপুর)	ঐ
৩৯।	পাণ্ডব পুর (বিশালগড)	ঐ
৪০।	সমরবাড়ী পাথার (মেলাঘর)	ঐ
৪১।	সমতল পদ্মবিল (খোয়াই)	ঐ
৪২।	বিজয়নগর (মাহনপুর)	১৯৮২ সালের জানুয়ারীতে কাজ আরম্ভ হইবে।
৪৩।	তারানগর (ঐ)	ঐ
৪৪।	গুনমনি ঠাকুর পাড়া (জিরানীয়া)	ঐ
৪৫।	আড়ালিয়া (বিশালগড)	ঐ
৪৬।	ভেলুয়ারচর (মেলাঘর)	ঐ
৪৭।	নালিছড়া (বিশালগড়)	ঐ
৪৮।	মেরুছড়া (সাতচান্দ)	ঐ
৪৯।	মধ্যপিলাক (বগাফা)	১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারীতে কাজ আরম্ভ হইবে।
৫০।	করইমুড়া (মাতাবাড়ী)	ঐ

১	২	৩
৫১।	রাজনগর (রাজনগর)	ঐ
৫২।	নর্থ নোয়াগাঁও (সালেমা)	ঐ
৫৩।	নর্থ হুরুয়া (পানিসাগর)	ঐ
৫৪।	রাধামাধবপুর (কাঞ্চনপুর)	ঐ
৫৫।	ভটের বাজার (সালেমা)	১৯৮২ সনের ফেব্রুয়ারীতেসাভে' কাজ আরম্ভ হইবে।
৫৬।	কুর্ত্তি (পানিসাগর)	ঐ
৫৭।	ময়নার মা (ছামনু)	ঐ
৫৮।	কুমার ঘাট (কুমারঘাট)	ঐ
৫৯।	তিল থৈ (বেতাঙ্গী) (পানিসাগর)	ঐ
	(গ) লিফট ইরিগেশান	
১।	সিন্দুক পাথার (সাতচান্দ)	কাজ চলিতেছে।
২।	নর্থ বঙ্কুল ঐ	ঐ
৩।	বাবুগ্রাম ঐ	ঐ
৪।	চালিতা মনুবস্কল নং ২ ঐ	ঐ
৫।	দিয়েনা ডেপা ঐ	ঐ
৬।	কলসি বাজার (বগাফা)	ঐ
৭।	পদ্মাছড়া (মাতাবাড়ী)	ঐ
৮।	লতিয়াবিল (সালেমা)	ঐ
৯।	রোয়া ভিলেজ (পানিসাগর)	ঐ
১০।	কাঞ্চন বাড়ী বাজারের দক্ষিণ দিগ (কুমারঘাট)	ঐ
১১।	হালা হালি (সালেমা)	ঐ
১২।	ধুমাছড়া (ছামনু)	ঐ
১৩।	চৈলেংটা ঐ	ঐ
১৪।	পেচার ডহর (কুমারঘাট)	ঐ
১৫।	চৈলেংটা ছড়া (ছামনু)	ঐ
১৬।	রাধানগর (কুমারঘাট)	ঐ
১৭।	নর্থ লাতুগাং (পানিসাগর)	ঐ
১৮।	নর্থ সেছুরিয়া (সালেমা)	ঐ
১৯।	কালাছড়ি ঐ	ঐ
২০।	ইছাই সোনাপুর (পানিসাগর)	ঐ
২১।	ত্রিসাবাড়ী নং ২ (তেলিয়ামুড়া)	ঐ

১	২	৩
২২। দক্ষিণ দ্বারিকাপুর	ঐ	ঐ
২৩। লক্ষীনারায়ন পুর ২নং	(তেলিয়ামুড়া)	কাজ চলিতেছে।
২৪। জামাইর মঠ	(খোয়াই)	ঐ
২৫। সোনামুড়া মঠ	(মেলাঘর)	ঐ
২৬। গজারীয়া	(বিশালগড)	ঐ
২৭। ধলাইজলা	(মেলাঘর)	ঐ
২৮। চান্দিনা মুড়া	(মোহনপুর)	ঐ
২৯। গোপীনগর পরিবর্ত্তিতকরন	(বিশালগড)	ঐ
৩০। দক্ষিণ মহারাণী	(অমরপুর)	ঐ
৩১। গোবিন্দ মঠ	(সাতচান্দ)	ঐ
৩২। জল্লনা পাড়া	(অমরপুর)	ঐ
৩৩। জৈনবাড়ী	(মান্ডাবাড়ী)	ঐ
৩৪। আমতলী	ঐ	ঐ
৩৫। ডাকমাজলা	ঐ	ঐ
৩৬। ডালাক	(অমরপুর)	ঐ
৩৭। নর্থ চেলাগাঙ	ঐ	ঐ
৩৮। চালিয়াখলা	ঐ	ঐ
৩৯। আমলি ঘাট	(সাতচান্দ)	ঐ
৪০। দেববাড়ী	(অমরপুর)	ঐ
৪১। বাখান বাড়ী	(বগাফা)	ঐ
৪২। রামপুর ৪৩। রাঙ্গামাটি ৪৪। নূতনবাজার	(অমরপুর)	ঐ
৪৫। তুপাভাছড়া	(কুম্ভারঘাট)	ঐ
৪৬। কমলাপুর নং ১	(কাঞ্চনপুর)	ঐ
৪৭। পশ্চিম পিলাক	(বগাফা)	ঐ
৪৮। রাজামাটি	(অমরপুর)	ঐ
৪৯। জাম্বুকছড়া	ঐ	ঐ
৫০। কাঞ্চনপুর	(কাঞ্চনপুর)	ঐ
৫১। কমলীপুর নং ২	ঐ	ঐ

১	২	৩
৫২।	কমলীপুর নং ২ ঐ	ঐ
৫৩।	ভুরাই শিববাড়ী (সালেমা)	কাজ চলিতেছে।
৫৪	দেবীছড়া ঐ	ঐ
৫৫।	তিলকপুর (কুমারঘাট)	ঐ
৫৬।	খাপডা-ছড়া (ছামনু)	ঐ
৫৭।	মাসৌলী (কুমারঘাট)	ঐ
৫৮।	তিলথৈ (পানিসাগর)	ঐ
৫৯।	মাছমারা (কাঞ্চনপুর)	ঐ
৬০।	মাসনী	ঐ
৬১।	কাঞ্চনপুর (কাঞ্চনপুর)	ঐ
৬২।	বেসাহ (সালেমা)	ঐ
৬৩।	কচু ছড়া (সালেমা)	ঐ
৬৪।	মহুরী ছড়া (খোয়াই)	ঐ
৬৫।	দুর্গাপুর (জিরানীয়া)	ঐ
৬৬।	গোলা ঘাট নং ২ (বিশালগড)	ঐ
৬৭।	টাকার জলা (ঐ)	ঐ
৬৮।	চাকমা ঘাট (তেলিয়ামুড়া)	ঐ
৬৯।	পদ্ম ডেপা (মেলাঘর)	ঐ
৭০।	গ্রামতলী (ঐ)	ঐ
৭১।	বড়দা খাল (ঐ)	ঐ
৭২।	গোলাঘাটি (বিশালগড়)	ঐ
৭৩।	মহুরী পুর (বগাফা)	ঐ
৭৪।	চাম্পাই হাওড় (তেলিয়ামুড়া)	১৯৮১ সনের ডিসেম্বরে কাজ আরম্ভ হইবে।
৭৫।	রঞ্জিৎ নগর	ঐ
৭৬।	চন্দ্র সাধুবাড়ী (জিরানিয়া)	ঐ
৭৭।	কামরাঙ্গাতলী (মেলাঘড়)	ঐ
৭৮।	ধনপুর (ঐ)	ঐ
৭৯।	রাজনগর	ঐ
৮০।	সমরু ছড়া (খোয়াই)	ঐ
৮১।	জিরানীয়া (জিরানীয়া)	ঐ
৮২।	সিপাই হাওড় (খোয়াই)	ঐ
৮৩।	ত্রিপাবাড়ী নং ১ (তেলিয়ামুড়া)	১৯৮১ সনের ডিসেম্বরে কাজ আরম্ভ হইবে।

৮৪। আসাম পাড়া (জিরানীয়া)	১৯৮২ সনের জানুয়ারী মাসে কাজ আরম্ভ হইবে।
৮৫। জয়নগর	ঐ
৮৬। পূর্বনোয়া গাঁও (জিরানীয়া)	ঐ
৮৭। মধ্যলক্ষী বিল (বিশালগড়)	ঐ
৮৮। পিত্রা (মাতা বাড়ী)	ঐ
৮৯। মৈলাক ছড়া (অমরপুর)	ঐ
৯০। কলা বাড়ীয়া (রাজনগর)	ঐ
৯১। শান্তির বাজার (বগাফা)	ঐ
৯২। দোল বাড়ী (সাতচান্দ)	ঐ
৯৩। অম্পমিঠ (অমরপুর)	ঐ
৯৪। গজারিয়া	ঐ
৯৫। একছড়ি (অমরপুর)	১৯৮২ সনের ফেব্রুয়ারী তে কাজ আরম্ভ হইবে।
৯৬। কাওয়া মাড়া (ঐ)	ঐ
৯৭। গঙ্গা নগর (কুমার ঘাট)	ঐ
৯৮। রাতিয়া বাড়ী (ঐ)	ঐ
৯৯। থালছড়ী (সালেমা)	ঐ
১০০। সালেমা (সালেমা)	ঐ
১০১। ইসব পুর (কুমার ঘাট)	১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারীতে কাজ আরম্ভ হইবে।
১০২। সৎসঙম (পানিসাগর)	ঐ
১০৩। লক্ষীপুর (কাঞ্চনপুব)	১৯৮২ সনের মার্চ্চ মাসে কাজ আরম্ভ হইবে।
১০৪। কুকি ডহর (কুমার ঘাট)	ঐ
১০৫। বলরাম ছড়া (সালেমা)	ঐ
১০৬। মোহন পুর (সালেমা)	ঐ
১০৭। গোবিন্দ মর্ধ্য (সাতচান্দ)	কাজ চলিতেছে।
১০৮। বৈষ্ণব পুর (ঐ)	ঐ
(গ) স্থায়ী বাঁধঃ—	
১। ইছালিছড়া দেও পিটিলা (খোয়াই)	কাজ চলিতেছে।
২। আখালীয়া ছড়া (মোহন পুর)	ঐ
৩। কক্কলিয়া ছড়া (মেলাঘর)	ঐ
৪। বিলোনীয়া ছড়া (রাজনগর)	ঐ
৫। মরবংছড়া (তেলিয়া মুড়া)	১৯৮১ সালে ডিসেম্বর মাসে কাজ আরম্ভ হইবে।
৬। নলুয়া ছড়া (রাজনগর)	ঐ
৭। কুলাই ছড়া (সালেমা)	ঐ

Admitted Starred Question No. 210

By—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার Schedule Area গুলিতে কোন কোন জায়গায় ইলেক্ট্রিসিটি পৌছিয়াছে ?

২। বেহালাবাড়ী, গোপালনগর, চাম্পাহাওর, রাজনগর, মহারানী, উত্তর পুলিনপুর ও আম্পুরা, রত্তনপুরে বিদুৎ না পৌছার কারণ কি ?

৩। না হইলে কারণ কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরার যে সব সিডিউলড এরিয়াতে বিদ্যুৎ পৌছিয়াছে তাহার তালিকা দেওয়া হইল (সংযোজনী দ্রষ্টব্য), মোট গ্রামের সংখ্যা ২১০টি।

২ এবং ৩। গোপালনগর বৈদ্যুতিকরনের কাজ সম্পন্ন হইয়াছে এবং বেহালাবাড়ী, চম্পাহাওর, রাজনগর ও মধ্য আমপুরা গ্রামে বৈদ্যুতিকরনের কাজ চলিতেছে। মহারানী, উত্তর পুলিনপুর, রত্তনপুর গ্রামগুলিতে জনসাধারণের চাহিদা ও সরকারের আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ক্রমে ক্রমে বৈদ্যুতিকরনের আওতায় আনা হইবে।

সংযোজনী—ক

ক্রমিক নং	সাবডিভিশন। প্রকল্পের নাম	মোট গ্রামের সংখ্যা
১)	খোয়াই সাবডিভিশন	৩৫ টি
২)	জিরানিয়া, মোহনপুর ব্লক ও বিশালগড় ব্লক, সদর মিনি এরিয়া সহ	৫১ টি
৩)	সোনামুড়া মিনি এরিয়া সহ সোনামুড়া সাবডিভিশন	৯ টি
৪)	মাতাবাড়ী ব্লক সহ উদয়পুর অমরপুর সাব-ডিভিশন	২৪ টি
৫)	বিলোনিয়া সাব্রুম সাবডিভিশন	৩১টি
৬)	কমলপুর মিনি এরিয়া পানিসাগর ব্লক সহ নর্থ ত্রিপুরা ডিভিশন	৩০টি
৭)	কাঞ্চনপুর ব্লক	২ টি
৮)	উত্তর ত্রিপুরা মিনি ট্রাইবেল এরিয়া	১১ টি
৯)	ছামনু ব্লক	৬ টি
১০)	ধর্মনগর কৈলাসহর মিনি এরিয়া	৩টি
১১)	সালেমা ডম্বুরনগর ব্লক	৫ টি
১২)	রাজনগর ব্লক	১ টি
১৩)	উত্তর ত্রিপুরা মিনি এরিয়া	২ টি

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 211

By—Shri Bidhya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। খোয়াই ব্লক এলাকায় একটি P. W. D. Divisional Office খোলার ব্যবস্থা করা হইবে কি ?

২। যদি করা হয় হবে কবে এই অফিস খোলা হইবে ?

উত্তর

১। এমন কোন প্রস্তাব আপাততঃ নাই।

২। উপরোক্ত উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 243

By—Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। আগরতলা কলকাতা বিমান ভাড়া কমানোর জন্য রাজ্য সরকার কোন প্রস্তাব দিয়েছেন কি ?

২। কেন্দ্রিয় সরকার সেই প্রস্তাবের উপর কি উত্তর জানিয়েছেন ?

উত্তর

১ হ্যাঁ।

২। বিমান ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদ করে এবং বিমানের ভাড়া বৃদ্ধি কমানো অথবা ভর্তুকী দিয়ে ভাডার সমতা রক্ষার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ভারত সরকারের কাছে যে প্রস্তাব পাঠান হয় তার জবাবে ভারত সরকার জানিয়েছেন যদিও ক্রমান্বয়ে ভাডা বৃদ্ধি হয়েছে তথাপি পূর্বাঞ্চলের বিমান ভাড়া অন্যান্য স্থানের তুলনায় শতকরা ১৭ ভাগ কম, এবং সামগ্রিক অবস্থার কথা চিন্তা করে তাহাদের পক্ষে কোন একটি বিশেষ বিমান পথে কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া সম্ভব হবে না।

Admitted Starred Question No. 254.

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। গত তিন বছরে রাজ্যে টি, আর, টি, সি, বাস ও ট্রাকের সংখ্যা কত বাড়ানো হইয়েছে।

২। গাড়ী সমূহে ভাড়া কালেকশান কমেছে না বেড়েছে।

৩। কালেকশান কম হলে তার কারণ কি?

৪। ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে খরচ কমানোর জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

উত্তর

১। গত ৩ বৎসরে TRTC তে ৬৭টি বাস ও ৯ টি ট্রাক বাড়ানো হইয়াছে।

২। বাস হইতে ভাড়া কালেকশান গত তিন আর্থিক বৎসরে বাড়িয়াছে। ট্রাক হইতে ভাড়া আদায় ১৯৭৯-৮০ সনে কমিয়াছিল, কিন্তু ১৯৮০-৮১ সনে বাড়িয়াছে।

৩। পুরাতন ট্রাকের সংখ্যা বৃদ্ধি তথা চলাচলের অনুপযুক্ততার কারণে ১৯৭৯-৮০ সনে ট্রাকের ক্ষেত্রে কালেকশান কম হয়।

৪। খরচ কমানোর জন্য সর্ব ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা নেওয়া হইতেছে।

Admitted Startted Question No. 249

By—Shri Samar Choudhuay.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Fisheries Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯-৮০,১৯৮০-৮১ এবং ১৯৮১-৮২ বৎসরে কোন মৎস্য প্রজনন কেন্দ্রে কত পরিমাণ Spawn উৎপাদন করা হয়েছিল?

২। এই Spawn থেকে কত পরিমাণ Fingerlings পাওয়া গেছে।

উত্তর

১৯৭৯-৮০, ১৯৮০-৮১ এবং ১৯৮১-৮২ ১ এবং ২ বৎসরে বিভিন্ন মৎস্য প্রজনন কেন্দ্রেও মৎস্য বীজ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে Spawn বা ডিম পোনা এবং সেই ডিম পোনা থেকে Fingerlings বা চারা পোনা উৎপাদনের হিসাব এইরূপ :—

কেন্দ্র	১৯৭৯-৮০		১৯৮০-৮১		১৯৮১-৮২	
	ডিম পোনা	চারা পোনা	ডিম পোনা	চারা পোনা	ডিম পোনা	চারা পোনা
উত্তর ত্রিপুরা						
ধর্মনগর—	২·৬৮	০·১১৮	২·২৯০	০·৩৫৪	১·৮১২	০·২১৭
পানিসাগর—	৩·১৩	০·৩৩৩	২·২০০	০·৩৩৭	২·৩৫০	০·২৩২
কাঞ্চনপুর—	—	—	০·৯০০	০·০১৪	০ ৩৫০	—
আভাংগা—	০·৮৪	০·১৩৪	৫·৫০০	০·৫০৩	১·৬৬০	০·১৬৫২
কুমারঘাট—	৮·৩৪	০ ৮৮৪	১৮·০০০	২·২৮৬	৬·০০০	০·৫৯০
করমছড়া—	০·২৫	০·০২১	—	—	০·৭৬০	০·০৭৭

দক্ষিণ ত্রিপুরা

বাগমা—	এফ্-এফ্-ডি-এ	—	০·২৫০	০·১২২	০·৯৫০	০·১২
আর-এম-দিঘী—	২·৪৩৬	০·০৬৮	০·৪২৫	০·১৪২	—	—
অমর সাগর—	১১·৮৪৬	০·৭৬০	৪ ৪৫০	০·৬৫৩	০·১১৫	০·০৪০
ধনীসাগর—	৮·৭৬০	০·৫৬৯	১৪·৭০০	১ ৪৪১	০·৭০০	০·১০৫
ফটিক সাগর—	৮·০৫৩	০ ৩৩৪	৮·৭৭০	০·৭৭০	৪·৩৫০	০·৪১০
সাতচাঁদ—	২·৭০০	০·২১০	—	—	০·১৫০	০·০৬৫
সরমা—	—	—	১·০০	০·০৪৩	২·৫০০	০·০৪০

পশ্চিম ত্রিপুরা—

আগরতলা—	১·৮৫০	০·৪৩৬	২·৮২৫	০·০৬১৬	৭·১৮০	০·৪৭০
লেম্বুছড়া—	২·৬৭৫	০·২১৯	২·৩৫০	০·০৯০৫	৩·০৫০	০·০৯০
চাক্মাঘাট—	০·১২৫	০·০৪২	১ ০৪০	০·১৯৪০	১ ৬৪০	০·২৭৫
গণকি—	০·৪০০	০·০৬১	০·৭৫০	০·০৮০	০·৫৫০	০·১১৩
মেলাঘর—	১·৪০০	০·০৬৩	(১·০০ লক্ষ ফ্রাই লেম্বুছড়া হইতে স্থানান্তর করা হইয়াছে)	০ ০৬২৫	০·২৮০	০·০৮২

Admitted Starred Question No. 261.

By—Shri Tapan Kr. Chakrabarty

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ ইং এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরার মোট কয়টি গ্রামে বিদ্যুৎ ছিল?

২। ৭৮-৭৯, ৭৯-৮০ এবং ৮০-৮১ ইং এই তিনটি আর্থিক বছরের ত্রিপুরার মোট কয়টি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌছানো হয়েছে?

৩। উল্লিখিত তিনটি আর্থিক বছরে ত্রিপুরায় মোট কত কিলোমিটার ৩৩ কে, ডি, লাইন এবং কত কিলোমিটার ১১ কে, ডি, লাইন বসানো হয়েছে?

৪। উল্লিখিত বছরগুলোতে মোট কতজন নূতন গ্রাহকে বিদ্যুতের লাইন দেয়া হয়েছে?

উত্তর

১। ৪১০ টি গ্রামে

২। ৭৮-৭৯ সালে ১৫৬ টি গ্রামে

৭৯-৮০ সালে ২০০ ,, ,,

৮০-৮১ সালে ২২০ ,, ,,

৩। তিনটি আর্থিক বছরে মোট ৩৮ কি: মি: ৩৩ কে, ভি লাইন এবং ৫৬৪ কি: মি: ১১ কে, ভি লাইন বসানো হয়েছে।

৪। এই তিন বছরে মোট ৮,০০০ নতুন গ্রাহককে বৈদ্যুতিক লাইন দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 264.

By—Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

(১) বিলোনীয়া বিভাগের রাজনগর থেকে গৌরাঙ্গ-বাজার পর্য্যন্ত রাস্তাটি পাকা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ; এবং

(২) থাকলে কবে পর্য্যন্ত ঐ রাস্তা আরম্ভ হবে ?

উত্তর

১-২) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।

Admitted Starred Question No. 265.

By—Shri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া বিভাগের নীহারনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের পাকা বাড়ীর নির্মাণকার্য্য কবে নাগাদ শুরু হবে, এবং

২। উক্ত কাজ এখনও আরম্ভ না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। বর্ত্তমান বর্ষের ডিসেম্বর মাস নাগাদ কাজটি আরম্ভ করা যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২। কাজ আরম্ভ করার আগে আর্থিক মঞ্জুরী করানো, দরপত্র আহবান, প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের ব্যবস্থা ইত্যাদি কাজে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। সেই জন্য এখনও কাজটি আরম্ভ করা সম্ভব হয় নাই।

Admitted Starred Question No. 270

By—Shri Rashiram Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ১৯৮১-৮২ আর্থিক বছরে জিরানীয়া ব্লকে মাইনর ইরিগেশানের জন্য সরকার কি কি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন ?

উত্তর

১৯৮১-৮২ আর্থিক বছরে জিরানীয়া ব্লকে মাইনর ইরিগেশানের জন্য একটি গভীর নলকূপ, একটি লিফট ইরিগেশান, ৪টি পাইপ লাইন বসানো ও সম্প্রসারণ এবং একটি স্থায়ী বাঁধ নির্ম্মাণের জরিপের কাজ হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা আছে। ১২২টি স্যালো টিউব ওয়েল চালু হইবে ও ২৫টি স্যালো টিউব ওয়েল বসানো হইবে।

Admitted Starred Question No. 271

By—Shri Rashiram Deb Barma

প্রশ্ন

১। ১৯৮১-৮২ আর্থিক বৎসরে জিরানীয়া ব্লক এলাকা ধনাই নদীর উপর বাঁধ দিয়ে জল সেচের ব্যবস্থা করার সরকারের পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি থাকে উক্ত বাঁধ নির্মাণের জন্য সার্ভে করা হয়েছে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২। না, হয় নাই।

Admitted starred Question No. 280.

By:—Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department be pleased to state—

১। বর্ত্তমান আর্থিক বছরে ত্রিপুরার কোন কোন রাস্তায় নূতন করে টি, আর, টি, সি বাস চালু করা হবে,

২। ইহা কি সত্য যে আমবাসা কমলপুর রাস্তায় টি, আর, টি, সি এবং লোকেল সারভিস বাড়ানো হচ্ছে না। এবং

৩। যদি সত্য হয় তবে কারণ কি ?

উত্তর

১। বর্তমান আর্থিক বৎসরে আগরতলা—রাঙ্গামাটি ভায়া অম্পি, আগরতলা, আঠার বোলা এবং বিলোনীয়া সাব্রুম ভায়া শান্তিরবাজার রাস্তায় টি, আর, টি, সি বাস সার্ভিস চালু করার প্রস্তাব আছে। এই রাস্তা গুলিতে মিনিবাসের পারমিট দেওয়া হইয়াছে। যদি শীঘ্র মিনিবাস চালু না হয় তাহা হইলে আপাততঃ আমবাসা হইতে গণ্ডাছড়া; ছৈলেংটা

হইতে ছামন্থ এবং ধর্মনগর হইতে দামছড়া পর্যন্ত টি, আর, টি, সি কর্তৃক বাস সার্ভিস চালু করার প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে।

২। ইহা বিবেচনাধীন আছে।

৩। গাড়ী সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে লোকাল সার্ভিস বৃদ্ধির প্রস্তাব বিবেচনা করা হইবে।

Admitted Starred Question No. 281

By—Shri Samar Choudhury
Shri Sumanta Kr. Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of P.W.D. be pleased to State—

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া বিশ্রাম গঞ্জ রাস্তার পুন নির্মাণ ও সংস্কারের কাজ কবে শুরু করা হয়েছিল?

২। এখন পর্যন্ত ঐ কাজে মোট কত টাকা ব্যয় কত অংশ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৩। ইহা কি সত্য যে ঐ রোডে বিশ্রামগঞ্জ মেলাঘর অংশের কাজ বর্ত্তমানে বন্ধ আছে।

৪। সত্য হলে ঐ কাজ বন্ধ থাকার কারণ এবং,,

৫। কবে পর্যন্ত ঐ অংশের বন্ধ কাজ পুনরায় আরম্ভ হবে?

উত্তর

১। ১৯৭৮ ইং সনে এই কাজ আরম্ভ করা হয়েছিল।

২। এখন পয্যন্ত মোট ৫৫.৮৬০৭১ টাকা। মোট কাজের প্রায় ৬০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হইয়াছে।

৩। হ্যাঁ; প্রায় দেড় বৎসর যাবৎ বিশ্রামগঞ্জ মেলাঘর অংশে রেগ্রিডিং এবং আনুষাঙ্গিক কাজ বন্ধ আছে। এই সময়ের মধ্যে গ্রাউটিং এর কিছু কাজ হইয়াছে।

৪ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কাজ বন্ধ করায় এবং আদালতের আশ্রয় নেওযায ঐ কাজটি বন্ধ আছে।

৫। আশা করা যায়. আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এই অংশের কাজ পুনরায আরম্ভ করা যাইবে।

Admitted Starred Question No 283

By—Shri Fayzur Rahaman.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Transport Department be pleased to state :—

১। ধর্মনগর মহকুমার কুর্ত্তী হইতে ধর্ম্মনগর শহর পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সি বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। না থাকলে তার কারণ কি?

উত্তর

১। ধর্মনগর হইতে কুর্ত্তি পর্য্যন্ত টি, আর, টি, সি এর বাস চালু করার প্রস্তাব আপাততঃ নাই।

২। টি, আর, টি, সি প্রধানতঃ দূর পাল্লার যাত্রী বহনে নিযুক্ত। সাধারনতঃ স্বল্প

দূরত্বের যাত্রীবহন জীপ ট্যাক্সি প্রভৃতির মাধ্যমে হইয়া থাকে, বেসরকারী কোন বাস চালু করা যায় কিনা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পাবে। তখনি প্রয়োজনবোধে ঐ অঞ্চলে বাস সার্ভিস চালু করা যাইতে পারে এবং এই প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 302

By—Shri Sumanta Das

প্রশ্ন

১। গত ৭৯-৮০ ও ৮০-৮১ ইং আর্থিক বৎসরে সাবা রাজ্যে কতগুলি সেলো টিউব ওয়েল এর কাজ শেষ হয়েছে? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। শেষ হয়েছে এমন সব সেলো টিউব ওযেলগুলিতে সেচেব কাজ আরম্ভ হয়েছে কি?

৩। যদি না হয়ে থাকে তার কাবণ কি?

উত্তর

১। গত ৭৯-৮০ ইং আর্থিক বৎসবে ১০০টি ও ৮০-৮১ ইং আর্থিক বৎসবে ১৩৬টি সেলো টিউবওয়েল বসানো হইয়াছে। নিম্নে তাহাব বিভাগ ভিত্তিক হিসাব দেওযা হইল।

		৭৯-৮০	৮০-৮১
(ক)	ধর্মনগব	—	—
(খ)	কৈলাশহর	—	—
(গ)	কমলপুব	—	—
(ঘ)	খোয়াই	২	১
(ঙ)	সদব	৯৬	৭১
(চ)	সোনামুড়া	৫	১৪
(ছ)	উদয়পুব	—	১০
(জ)	বিলোনীয়া	—	২৬
(ঝ)	সাব্রুম	—	৫
		১০৩টি	১৩৬টি

২। কাজ শেষ হয়েছে এমন সদব মহকুমায ৩২টি স্যালো টিউব ওয়েল সেচের কাজ আরম্ভ হয়েছে।

৩। বাকী গুলিতে পাম্প হাউস আনুষঙ্গিক অন্যান্য কাজ ও বিদ্যুৎ সংযোজন না হওযায চালু করা হয নাই। তবে বর্তমানে আর্থিক বৎসবে বাকীগুলো চালু করা যাইবে বলিযা আশা কবা যায়।

ANNEXURE "B"

Admitted Un-Starred Question No. 2

By—Shri Rati Mohan Jamatia

প্রশ্ন

১। বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হওয়া অবধি ৩০শে জুন, ৮১ ইং পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে কয়টি গভীর নলকূপ খনন করা হইয়াছে। (স্থানের নাম সহ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

২। বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হওয়া অবধি ৩০শে জুন ১৯৮১ ইং পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে পানীয় জলের জন্য ৫৭টি ও জল সেচের জন্য ৩৭টি মোট ৯৪টি গভীর নলকূপ খনন করা হইয়াছে যথা :—

মহকুমা	পানীয়জল	জলসেচ
সদর মহকুমা		
	১ প্রতাপগড়	১। ঈশানপুর
	২। বামুটিয়া	২। রাউথখোলা
	৩। রানীরবাজার	৩। কেনানিয়া মাঠ
	৪। কুঞ্জবন	৪। জলিলপুর
	৫। আনন্দনগর	৫। ছেচুরিয়া
	৬। টাকারজলা	৬। কালাছড়া
	৭। সিমনা	৭। নূতননগড়
	৮। ভাটি অভয়নগর	৮। ঢাকাইয়া পল্লী
	৯। গান্ধী গ্রাম	
	১০। মোহনপুর	
	১১। রামপুর	
	১২। প্যালেস কম্পাউণ্ড	
	১৩। বিবেকানন্দ নগর	
	১৪। আরালিয়া	
	১৫। ডুকলী	
	১৬। চারিপাড়া	
	১৭। যোগেন্দ্রনগর	
	১৮। আমতলী	
	১৯। সেকেরকোট	
	২০। লেম্বুছড়া	
	২১। পুলিশ রিজার্ভ	
	২২। সিপাহীজলা	
	২৩। ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ	
	২৪। ও. এন, জি, সি, কমপ্লেক্স.	
	২৫। চড়িলাম	

মহকুমা	পানীয় জল	জলসেচ
(খ) খোয়াই মহকুমা	১। কৃষ্ণপুর ২। খোয়াই	১। বাইজল বাড়ী ২। কুঞ্জবন ৩ ডুমকি ৪। বালুছড়া ৫। তুইচিন্দ্রাই
(গ) সোনামুড়া মহকুমা	১। সোনামুড়া ২। মেলাঘর	১। কালীকৃষ্ণনগর
(ঘ) বিলোনীয়া মহকুমা	১। বড়পাথারী ২। রাজনগর ৩ মুহুরীপুর ৪। ঈশানচন্দ্রনগর ৫। সাবাসীমা ৬। জুলাই বাড়ী ৭। বাইখোরা ৮। বিলোনীয়া	১। সাবাসীমা ২। রাজনগর ৩। রাজাপুর ৪। পূর্ব্বচড়ক বাড়ী ৫। রাধানগর
(ঙ) সাব্রুম মহকুমা	১। ছোটখিল	১। সাতচান্দ ২। সাকাই বাড়ী ৩। ডুবাতলী
(চ) উদয়পুর মহকুমা	১। তুলামুড়া ২। টেপানীয়া ৩। রাগমা ৪। জামজুরী ৫। ফুলকুমারী (মাতাবাড়ী)	১। কুপিলং ২। গাঁজনমুড়া ৩। তুলামুড়া
ছ) অমরপুর মহকুমা	১। যতনবাড়ী আই, টি, আই,	
জ) ধর্মনগর মহকুমা	১। ধর্মনগর ২। কদমতলা ৩। পদ্মবিল ৪। চুড়াইবাড়ী	১। পূর্ব্ব রাজনগর ২। বটরসী ৩। বরুয়াকান্দি ৪। জলেব্যাসা ৫। ভাগ্যপুর ৬। সাকাইবাড়ী
ঝ) কৈলাসহর মহকুমা	১। ছৈলে'টা ২। পূর্ব্বমাছলী ৩। ফটিকরায়	১। গৌরনগর ২। করমছড়া

মহকুমা	পাণীয়জল	জলসেচ
ঝ) কৈলাসহর মহকুমা	৪। কুমারঘাট ফিসারী	
ঞ) কমলপুর মহকুমা	১। কমলপুর	১। ভাতখাউড়ী
	২। হালাহালি	২। আভাঙ্গা
	৩। মানিক ভাণ্ডার	৩। মহারানী
	৪। কুলাই	৪। মোহনপুর মলয়া
	৫। আমবাসা	

২। এর মধ্যে কয়টিতে সম্পন্ন হয়েছে এবং কয়টিতে সম্পন্ন হয়নি (স্থানের নাম সহ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। তার মধ্যে পানীয় জলের ১৯টি এবং জল সেচের ১৭ টি চালু করা সম্ভব হযেছে। যথা:—

মহকুমা	পানীয় জল	জলসেচ
ক) সদর মহকুমা	১। প্রতাপগড	১। ঈশানপুব
	২। বামুটিয়া	২। রাউথখোলা
	৩। রানীব বাজাব	৩। কেনানিয়া মাঠ
	৪। কুঞ্জবন	৩। জলিলপুর
	৫। ভাটি অভয়নগর	৫। ঢাকাইয়া পল্লী
	৬। মোহনপুর (সিমনা)	
	৭। রামপুর	
	৮। পেলেস্ কমপাউণ্ড	
	৯। বিবেকানন্দ নগর	
	১০। আমতলী	
	১১। সেকেরকোট	
	১২। চড়িলাম	
	১৩। সিপাইজহা	
	১৪। ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ	
	১৫। ও, এন, জি, সি, কমপ্লেক্স	
খ) বিলোনীয়া মহকুমা	১। বিলোনীয়া	১। সারাসীমা
		২। রাজনগর
গ) সাব্রুম মহকুমা	১। ছোটখিল	১। সানুচান্দ
ঘ) উদয়পুর মহকুমা	১। জামজুরী	
	২। ফুলকুমারী (মাতাবাড়ী)	

মহকুমা	পানীয় জল	জলসেচ
ঙ) খোয়াই মহকুমা		১। বাইজালবাড়ী
		২। কুঞ্জবন
		৩। বালুছড়া
		৪। তুইচিন্দ্রাই
চ) ধর্মনগর মহকুমা		১। পূর্ব্ব রাজনগর
		২। ভাগ্যপুর
ছ) কমলপুর মহকুমা		১। ভাতখাউরী
		২। আভাঙ্গা
		৩। মহাবানী

তাহা ছাড়া ১ নং প্রশ্নের উত্তরে বাকী স্থানগুলিতে চালু করা সম্ভব হয় নাই।

Admitted Unstarred Question No. 4.

By—Shri Badal Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Fisherish Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে সরকারের অধীনে পতিত জলাশয়ের সংখ্যা কত ?
(ব্লক ভিত্তিক হিসেব)

২। এর মধ্যে গত আর্থিক বৎসরে কত জলাশয়কে সংস্কার করা সম্ভব হয়েছে।

৩। সারা রাজ্যে বিগত বৎসরে কতটি খাস জলাশয় কতটি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়েছে তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব,

৪। গত আর্থিক বছরে সরকারী ভাবে কত মাছের চারা (পোনা) উৎপাদন হয়েছিল এবং তার মধ্যে কত সরকারী জলাশয়গুলিতে ছাড়া হয়েছিল, কতটি সমবায় সমিতিগুলিতে এবং কতকগুলি কয়টি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে বিলি বণ্টন করা হয়েছিল তার আলাদা হিসাব ?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে সরকারের অধীনে জরীপ করা তথ্য অনুযায়ী পতিত জলাশয়ের সংখ্যা ১১২২ টি (ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল ।)

অমরপুর	১৬১ টি
ডম্বুরনগর	৪৩ ,,
মাতার বাড়ী	১৩৩ ,,
বগাফা	৭৪ ,,
রাজনগর	২৩ ,,
সাতচাঁদ	২২ ,,
বিশালগড	২৮ ,,
জিরানীয়া	৪৫ ,,
মেলাঘা	৫৬ ,,
ছৈলেংটা	৯৯ ,,
কুমারঘাট	১১৮ ,,

পানিসাগর	১২৬ টি
কাঞ্চনপুর	৫০ ,,
তেলিয়ামুড়া	৪২ ,,
মেলাঘর	১৩ ,,
মোহনপুর	৪২ ,,
খোয়াই	৪৭ ,,
	মোট—১১২২টি

২। গত আর্থিক বৎসরে সরকার কর্তৃক ২৭৪ টি পতিত খাশ জলাশয় সংস্কার করা সম্ভব হয়েছে।

৩। সারা রাজ্যে ১৯৭৭-৭৮ সন হতে ১৯৮১ সনের ৩১ শে জুলাই পর্য্যন্ত মোট ৮৯ টি জলাশয় ৩০ টি সমবায় সমিতির হাতে তুলে দেওয়া হযেছে (বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।)

১৯৭৭-৭৮ সালে ৪টি জলাশয় ৩টি সমবায় সমিতির নিকট ইজারা দেওয়া হয়েছিল।

৭৮-৭৯	,,	২৪টি	,,	৯টি	—ঐ—
৭৯-৮০	,,	২৪টি	,,	৭টি	—ঐ—
৮০-৮১	,,	২২টি	,	৯টি	—ঐ—
৮১-৮২	,,	১৫টি	,,	৬টি	—ঐ—

(জুলাই' ৮১)

৪। গত আর্থিক বৎসরে সরকারী ভাবে মোট ৩১ লক্ষ ৯৮ হাজার চারাপোনা উৎপন্ন হইয়াছে এবং এর মধ্যে ১১ লক্ষ ২২ হাজার চারা পোনা সরকারী জলাশয়গুলিতে ছাড়া হয়েছে ২১৬০০ টি চারা পোনা ৪টি সমবায় সমিতি এবং ৪৯ লক্ষ ২৯ হাজার চারা পোনা ৫১৭ টি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে বণ্টন করা হইয়াছে।

Admitted Unstarred Question No. 5

By—Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operation Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা ষ্টেইট কো অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এর উদয়পুর শাখা বিগত ১৯৬৮ইং ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৭৭ইং ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট কত টাকা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন মেয়াদী ঋণ দিয়েছে,

২। প্রদত্ত ঋণের মোট কত টাকা আদায় করা হয়েছে,

৩। কোন কোন ব্যবসায়ীর নিকট কত টাকা ঋণ বাকী আছে,

৪। অনাদায়ী ঋণের টাকা আদায়ে কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে,

৫। কোন ব্যবস্থা গৃহীত না হয়ে থাকলে তার কারণ,

৬। ইহা কি সত্য যে এই ঋণের ব্যাপারে বিভিন্ন দুর্নীতি থাকার অভিযোগে বিভাগীয় তদন্ত হয়েছে,

৭। হয়ে থাকলে তার ফল কি ?

ANSWER

১) ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক এর উদয়পুর শাখা বিগত ১৯৬৮ইং ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৭৭ ইং ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে স্বল্পকালীন মোট টাকা ১,৫৮,০০০,০০ (একলক্ষ আটান্ন হাজার টাকা) ঋণ দিয়েছে। উল্লেখ থাকে যে দীর্ঘ-কালীন কোন ঋণ দেওয়া হয় নাই।

২) প্রদত্ত ঋণের মোটা টাকা ৪৩,৯০০,০০ (তেতাল্লিশ হাজার নয়শত টাকা) আদায় করা হয়েছে।

৩) কোন কোন ব্যবসায়ীর নিকট কত টাকা ঋণ বাকী আছে তাহা এইরূপ :—

ব্যবসায়ীর নাম	বকেয়া ঋণের পরিমাণ (সুদ সহ) টাকা পয়সা
(ক) শ্রী নগেন্দ্র কুমার সাহা	১২,২৩২·১০
(খ) শ্রী চুনী লাল সাহা	১৩,৮০৩·০০
(গ) শ্রী ননীগোপাল বৈষ্ণব	১২,৮১৫·৯৫
(ঘ) রাধে গোবিন্দ ষ্টোর্স	২৯,০৫৪·৯৫
(ঙ) শ্রী শচীন্দ্র চন্দ্র ভৌমিক ও শ্রী প্রেমানন্দ ভৌমিক	১১,৫৩৯·৪২
(চ) শ্রী সুধন্য কুমার মাথুরী	১২,৩১৬·৪৪
(ছ) শ্রী সুরেশ চন্দ্র সাহা	৫,৬৭৭·৫১
(জ) শ্রী দীপঙ্কর ভট্টাচার্য্য	৭৭,৮১৯·১৭
(ঝ) শ্রী দেবকীদুলাল ভট্টাচার্য্য	১,১৭,৯১৫·৬৮
(ঞ) শ্রী বনমালী দত্ত	৬,৯৪১·৩০

৪) অনাদায়ী ঋণ আদায়ের জন্য ডিসপিউট কেইস এবং নোটিশ জারী করা হয়েছে।

৫) প্রশ্ন উঠে না।

৬) না।

৭) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 6

By—Shri Keshab Majumder, Shri Rashiram Deb Barma & Niranjan Deb Barma.

Will the hon'ble Minister in-charge of the A. H. Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত জুনের (১৯৮০) দাঙ্গায় গরু হারিয়ে গেছে এমন কয়টি পরিবার গরু ক্রয়ের জন্য আর্থিক সাহায্য চেয়ে সরকারের নিকট আবেদন পত্র দাখিল করেছেন তার গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব,

২। তার মধ্যে কোন গাঁও সভায় কত পরিবার গরু কেনার টাকা পাইয়াছে ;

৩। ইহা কি সত্য যে, যে সব গাঁও সভায় কোন গরুই হারানো যাইনি সেই সব গাঁও সভার লোকও গরু কেনার সাহায্য পেয়েছে শুধু ইন্‌পোট কার্ড আছে বলে ;

৪। গরু দেওয়ার আগে বা টাকা সেংসান করার আগে কোন ডিপার্টমেণ্টাল ইন্‌কোয়ারীর ব্যবস্থা ছিল কিনা ;

৫। যদি থেকে থাকে তবে তার রিপোর্ট আছে কিনা ;

৬। উদয়পুর বিভাগের ফুলকুমারী গাঁও সভায় কার কার গরু হারানো গেছে তার তালিকা ; এবং

৭। ঐ গাঁও সভায় কতজন গরু কেনার টাকা পেয়েছে এবং কারা কারা পেয়েছে তার তালিকা ?

উত্তর

১। যে সকল পরিবার থেকে গরু পাওয়ার জন্য আবেদন পত্র পাওয়া গেছে তার গাঁও সভা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল,

(দক্ষিণ ত্রিপুরা)
(অমরপুর বিভাগ)

ক্রমিক সংখ্যা	গাঁওসভা	গরু পাওয়ার আবেদন পত্র পাওয়া গেছে
১।	বামপুর	৭৭০ খানা
২।	দেববাড়ী	৭৫ ,,
৩।	রাঙ্গামাটি	২০ ,,
৪।	বীরগঞ্জ	৫০০ ,,
৫।	ডালাক	৩০০ ,,
৬।	পাহারপুর	৪০ ,,
৭।	রাংখাং	৫০ ,,
৮।	পশ্চিম মরাং	২০ ,,
৯।	ওঙ্গিঁয়া	১৫ ,,
১০।	মোন ছড়া	১৫ ,,
১১।	উত্তর চেলাগাং	২১০ ,,
১২।	দক্ষিণ চেলাগাং	১৫০ ,,
১৩।	উত্তর একছড়ি	৩০ ,,
১৪।	লেবাছড়া	১৪০ ,,
১৫।	নূতন বাজার	২০০ ,,
১৬।	হরিপুর	৩০ ,,
১৭।	অম্পিছড়া	৩৫ ,,
১৮।	মেলছি	৩৫ ,,
১৯।	তৈদু	৪০ ,,
২০।	নগরাই	৩০ ,,
২১।	একজনছড়া	২৫ ,,
২২।	রাজকাং	১৫ ,,
২৩।	পশ্চিম তৈদুলং	১০ ,,

(উদয়পুর বিভাগ)

ক্রমিক সংখ্যা	গাঁওসভা	গরু পাওয়ার আবেদন পত্র পাওয়া গেছে
২৪।	দক্ষিণ মহারানী	৫৩ ,,
২৫।	চন্দ্রপুর আর. এফ.	৮০ ,,
২৬।	এলং বাড়ী	৩১ ,,
২৭।	মাতারবাড়ী	৫৬ ,,
২৮।	ফুল কুমারী	১০৫ ,,
২৯।	হেলাফেত	৪৫ ,,
৩০।	কালাবন	৩২ ,,
৩১।	ব্রহ্মছড়া	৭১ ,,
৩২।	গঙ্গাছড়া	৫২ ,,
৩৩।	গর্জি	৬৫ ,,
৩৪।	তৈনানি	২৫ ,,
৩৫।	বগাবাসা	১০৪ ,,
৩৬।	বাবভাইয়া	৫৬ ,,
৩৭।	পূর্ব্বকপিলং	৭৬ ,,
৩৮।	রাজনগব	১৫ ,,
৩৯।	বাইস্যাবাড়ী	৭ ,,
৪০।	পিত্রা	৯৭ ,,
৪১।	হীবাপুব	২৯৬ ,,
৪২।	লক্ষ্মীপতি	১২৭ ,,
৪৩।	দক্ষিণ ব্রজেন্দ্র নগব	৩ ,,
৪৪।	দক্ষিণ ব্রহ্মছড়া	২৫ ,,

পশ্চিম ত্রিপুরা খোয়াই ব্লক

১।	মহাবানী পুর	৬৯ ,,
২।	দুর্গাপুর	৫০ ,,
৩।	দক্ষিণ মহাবানীপুব	২৫ ,,
৪।	উত্তব ঘিলাতলী	৩৮ ,,
৫।	ঘিলাতলী	২২ ,,
৬।	হোচং রামবাড়ী	
৭।	দারিকপুব	১০ ,,
৮।	পশ্চিম কল্যাণপুব	৬ ,,

বিশালগড় ব্লক

৯।	লতিয়াছড়া	৮৬ ,,
১০।	বাধারঘাট	৯৪ ,,
১১।	সূর্য্যমনীনগর	১৮১ ,,
১২।	বামনগর	৭৫ ,,
১৩।	দক্ষিণ চড়িলাম	১২৪ ,,

বিশালগড় ব্লক

ক্রমিক সংখ্যা	গাঁওসভা	গরু পাওয়ার আবেদন পত্র পাওয়া গেছে
১৪।	গকুলনগর	১৭ ”
১৫।	লালসিংমুড়া	৭২ ”
১৬।	রামছড়া	৬৪ ”
১৭।	লেম্বুতুলি	২ ”
১৮।	উত্তর চড়িলাম	৩৬ ”
১৯।	বড়জলা	১৪ ”
২০।	মধুবন	২৫ ”
২১।	গোলা ঘাটি	১ ”
২২।	রাঙ্গামালা	২১ ”
২৩।	ছেসড়ী মাইল	৪ ”
২৪।	বংশীবাড়ী	২৯ ”
২৫।	সমরেন্দ্র নগর	৬১ ”
২৬।	নেহাল চন্দ্র নগর	৬৪ ”
২৭।	গোপী নগর	২৩ ”
২৮।	গোলিরাইবাড়ী	৮ ”
২৯।	বিজয়ন্দ্র	৪ ”
৩০।	প্রমোদ নগর	৯৭ ”
৩১।	বাঁশতলি	৪৫ ”
৩২।	বড়জলা	১৯৩ ”
৩৩।	আমতলি	১৬৭ ”
৩৪।	ভকসাপাড়া	১৩ ”
৩৫।	পাথালিয়াঘাট	৫৩ ”
৩৬।	টাকার জলা	১৫ ”
৩৭।	কেন্দ্রাইছড়া	২১ ”
৩৮।	প্রভাপুর	১৯৭ ”
৩৯।	সঙ্কুমা বাড়ী	১৫৭ ”
৪০।	পেকুয়ারজলা	৬ ”
৪১।	জম্পুইজলা	৩৫৮ ”
৪২।	রত্নাপুর	১৩ ”
৪৩।	শ্রীনগর	১৭ ”
৪৪।	যোগলকৃষ্ণ নগর	১৩ ”
৪৫।	কাঞ্চন মালা	৯ ”
৪৬।	ধুপছড়া	১৩ ”

জিরানীয়া ব্লক

ক্রমিক সংখ্যা	গাঁওসভা	গরু পাওয়ার আবেদন পত্র পাওয়া গেছে
৪৭।	জম্মেজয়নগর	৯৩ ”
৪৮।	উত্তর জয়নগর	২২ ”
৪৯।	রাধাকিশোরনগর	৮০ ”

জিরানীয়া ব্লক

ক্রমিক সংখ্যা	গাঁওসভা	গরু পাওয়ার আবেদন পত্র পাওযা গেছে
৫০।	দীনবন্ধুনগর	২৬ ,,
৫১।	বাধামোহনপুব	৬৮ ,,
৫২।	বামচন্দ্রনগব	১৮ ,,
৫৩।	চম্পাবাডী	৮ ,,
৫৪।	পূর্ব্বন ওয়া গাঁও	১৫৫ ,,
৫৫।	দুর্গানগব	৪৩০ ,,
৫৬।	লক্ষীপুব	১২০ ,,
৫৭।	পূর্ব্বদেবেন্দ্রনগর	১৭৭ ,,
৫৮।	বেলবাডী	১৭৬ ,,
৫৯।	মাধববাডী	১৫৮ ,,
৬০।	পূর্ব্বব৬জলা	৬০২ ,,
৬১।	জিবানীয়াখলা	১৭৮ ,,
৬২।	মজলিসপুব	৩৭০ ,,
৬৩।	চম্পকনগব	১৩২ ,,
৬৪।	জযনগব	১১৩ ,,
৬৫।	মান্দাই	১৭ ,,
৬৬।	বানীরবাজাব	৭৫ ,,
৬৭।	পশ্চিম বডজলা	৩০৬ ,,
৬৮।	বঙ্কিমনগর	৩৭৯ ,,
৬৯।	ওয়াখী নগব	১ ,,

মোহনপুব ব্লক

১।	চাঁনপুব	৪৫ খানা
২।	বডকাঁঠাল	৬৩ ,,
৩।	নওয়াগাঁও	১০৩ ,,
৪।	মোহনপুব	১১১ ,,
৫।	সুরেন্দ্রনগর	১২৫ ,,
৬।	মনতলা কলোনী	৪৭ ,,
৭।	কলাছডা	৯২ ,,
৮।	তারানগর	১৪৯ ,,
৯।	উত্তবদেবেন্দ্র নগব	২০৭ ,,
১০।	বুধজংনগর	৩৬১ ,,
১১।	ফটিকছড়া	১৩৮ ,,
১২।	দেবেন্দ্র নগর	১০২ ,,
১৩।	বালুরবান্দ	৪২ ,,

তেলিয়ামুড়া

ক্রমিক সংখ্যা	গাঁওসভা	গরু পাওয়ার আবেদন পত্র পাওয়া গেছে
১৪।	তুইসিন্দ্রাই	১২৫ ,,
১৫।	দক্ষিণপুলিনগর	১৫০ ,,
১৬।	কমলনগর	১৭০ ,,
১৭।	উত্তর গকুলনগর	২৫৩ ,,
১৮।	দক্ষিণ গকুলনগর	৪৪ ,,
১৯।	পূর্ব আর এফ	১৪৪ ,,
২০।	উত্তর মহারাণী	১০ ,,
২১।	মোহরছড়া	৫৯ ,,
২২।	পূর্বকল্যাণপুর	১৪ ,,
২৩।	তুইসিন্দ্রাই ডি. পি. এল এল কলোনী	৯ ,,
২৪।	সদুর্কারবাড়ী	১৪ ,,
২৫।	উত্তর কৃষ্ণপুর	২৮ ,,
২৬।	হাওয়াই বাড়ী	৭ ,,
২৭।	লক্ষীপুর	৯৯ ,,
২৮।	পূর্ব্ব তেলিয়ামুড়া	৪ ,,
২৯।	পশ্চিম তেলিয়ামুড়া	৫ ,,

প্রঃ— ২। গরু কেনার জন্য টাকা পেয়েছেন এমন পরিবারের সংখ্যা গাওসভা ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হইল

অমরপুর বিভাগ

ক্রমিক সংখ্যা	গাঁওসভা	কত পরিবার গরু কেনার টাকা পেয়েছে	
১।	বামপুর	২৮টি	পরিবার
২।	রাঙ্গামাটি	২ ,,	,,
৩।	চেলাগাং	৭ ,,	,,
৪।	বীরগঞ্জ	১৫ ,,	,,
৫।	রাংকাং	১৪ ,,	,,
৬।	পাহাড় পুর	২৫ ,,	,,
৭।	দেববাড়ী	১৪ ,,	,,
৮।	মেলচী	৮ ,,	,,
৯।	হীরাপুর	১৫ ,,	,,
১০।	অম্পিছড়া	২ ,,	,,
১১।	পশ্চিম সরবং	৭ ,,	,,
১২।	অম্পি	৬ ,,	,,
১৩।	একজনছড়া	৪ ,,	,,
১৪।	তৈদু	২ ,,	,,
১৫।	পশ্চিম ছৈলং	৪ ,,	,,

উদয়পুর বিভাগ

ক্রমিক সংখ্যা	গাঁওসভা	কত পরিবার গরু কেনার টাকা পেয়েছেন
১৬।	ফুলকুমারী	২১ ,,
১৭।	মহারানী দক্ষিণ	৫ ,,
১৮।	তৈনানী	৩ ,,
১৯।	চন্দ্রপুর আর এফ.	৫ ,,
২০।	মাতাববাড়ী	৫ ,,
২১।	হোলাক্ষেত	১৭ ,,
২২।	ব্রহ্মছড়া	১৫ ,,
২৩।	গর্জি	৪ ,,
২৪।	দাতারাম	৪ ,,
২৫।	বগমা	১ ,,
২৬।	বগাবাসা	১৩ ,,
২৭।	আঠার বড়ুলা	৯ ,,
২৮।	রাজনগর	১০ ,,
২৯।	কিল্লা	৯ ,
৩০।	পিত্রা	৩৭ ,,
৩১।	লক্ষ্মীপতি	১৯ ,,
৩২।	দক্ষিণ ব্রজেন্দ্র নগর	১৫ ,,
৩৩।	দক্ষিণ বড়মুড়া	৩ ,,

পশ্চিম ত্রিপুরা
বিশালগড় ব্লক

১।	দক্ষিণ চড়িলাম	২৪ টি পরিবার
২।	উত্তর চড়িলাম	২৫ ,, ,,
৩।	বড়জলা	১৪ ,, ,,

জিরানীয়া ব্লক

৪।	মনলিস পুর	৬ ,, ,,

মোহনপুর ব্লক

৫।	মনতলা কলোনী	৭ ,, ,,
৬।	তারানগর	১৮ ,, ,,
৭।	উত্তর দেবেন্দ্র নগর	১৫ ,, ,,
৮।	বৃধজংনগর	১৫ ,, ,,
৯।	ফটিকছড়া	৩৫ ,, ,,
১০।	দেবেন্দ্রগনর	২০ ,, ,,

৩। না ইহা সত্য নহে।

৪। হ্যাঁ ছিল।

৫। হ্যাঁ আছে।

৬। উদয়পুর বিভাগের ফুলকুমারী গাঁওসভায় যার যার গরু হারানো গেছে তার তালিকা:—

১। শ্রী উপেন্দ্র চন্দ্র দাস ২। শ্রী কালিদাস দাস ৩। শ্রীমতি আরতি বালা দাস ৪। শ্রীমতি গীতা রানী গোস্বামী ৫। শ্রী অলঙ্গ চন্দ্র দাস ৬। শ্রী মুকুন্দ চন্দ্র সরকার ৭। শ্রী চিত্তরঞ্জন দাস ৮। শ্রী নিখিল শীল ৯। শ্রী জগদীশ দে ১০। শ্রী হরেন্দ্র মালাকার ১১। শ্রী মনীন্দ্র চন্দ্র দাস ১২। শ্রী মতি পুতুল রানী দে ১৩। শ্রী দেবেন্দ্র চন্দ্র দে ১৪। শ্রী সূর্য্য কুমার দাস ১৫। শ্রী বসন্ত সরকার ১৬। শ্রী মতী মৈত্রী বালা দেবনাথ ১৭। শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস ১৮। শ্রী নীলা চন্দ্র পাল ১৯। শ্রী নেপাল চন্দ্র দাস ২০। শ্রী হরলাল শীল ২১। শ্রী অঞ্জন চন্দ্র পাল ২২। শ্রী রসময় ঘণ্টা ২৩। শ্রী বলহরি দাস ২৪। শ্রী পরিমল আচার্য্যি ২৫। শ্রী হরলাল দেব ২৬। শ্রী হরি আনন্দ সাহা ২৭। শ্রী জীবন পাল ২৮। শ্রী সাধন দাস ২৯। শ্রী পাণ্ডব চন্দ্র দাস।

৭। উক্ত গাঁওসভায় গরু কেনার টাকা পেয়েছে এমন লোকের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

১। শ্রী সাধন চন্দ্র দাস ২। শ্রী প্রাণেশ চন্দ্র দাস ৩। শ্রী শীতল চন্দ্র দাস ৪। শ্রী দুলাল চন্দ্র নাগ ৫। শ্রী মিলন নাগ ৬। শ্রী নান্টু কুমার ঘণ্টা ৭। শ্রীযশোদা কুমার দে ৮। শ্রী চিন্তাহরণ দাস ৯। শ্রী কুলেন্দ্র কুমার দে ১০। শ্রীমতী মায়া রানী দাস ১১। শ্রী তরনী সরকার ১২। শ্রী সুরেন্দ্র চন্দ্র দাস ১৩। শ্রীপরিমল চন্দ্র দত্ত ১৪। শ্রী হারাধন দে ১৫। শ্রী মানিক চন্দ্র নাগ ১৬। শ্রী মতী খুকু রানী দেবনাথ ১৭। শ্রী ননীগোপাল রায় ১৮। শ্রী জীতেন্দ্র চন্দ্র দাস ১৯। শ্রী সত্যেন্দ্র কুমার দাস ২০। শ্রী মনীন্দ্র কুমার দেবনাথ ২১। শ্রী সঞ্জীব সাহা।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 9

By—Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে কোন্ বিভাগে কয়টি পার্টনারশিপ ডিড রেজিষ্টার্ড হয়েছে এবং পি, ডব্লিউ, ডিপার্টমেন্ট-এর বিভিন্ন বিভাগে জমা দেওয়া হয়েছে,

২। উক্ত ডিডগুলোর কোন সিরিয়েল মেনটেইন করা হচ্ছে কিনা,

৩। যদি হয়ে থাকে তবে তার তালিকা।

৪। যদি না হয়ে থাকে তবে তিন বছরেও তালিকা তৈরী না হওয়ার কারণ কি?

৫। ডিডগুলোর মাধ্যমে কোন্ বিভাগে কয়টি কাজ করা হয়েছে তার তালিকা, (ডিড এর পাশে কৃত কাজের নাম)

৬। ইহা কি সত্য যে কোন বিভাগে কোন কোন পার্টনারশিপ ডিড এখনো একটিও কাজ পায়নি?

৭ যদি না পেয়ে থাকে তবে তার কারন কি ?

৮। কোন বিভাগে কয়টি এবং কোন কোন ডিড একাধিক কাজ পেয়েছে?

৯। একাধিক কাজ পেয়ে থাকলে তার কারন কি?

উত্তর

১। পার্টনারশীপ ডিড রেজিষ্ট্রেশান পূর্ত দপ্তরের আওতাধীন নয়। ১৫৮৮টি ফার্ম পার্টনারশীপ ঠিকাদারী কাজের জন্য পূর্ত বিভাগ নাম নথীভুক্ত করিয়াছে।

২। যে সমস্ত পার্টনারশীপ ফার্ম কাজের জন্য বিভিন্ন বিভাগে নাম নথীভুক্ত করিয়াছে তাহাদের তালিকা ঐ সমস্ত বিভাগে ক্রমানুসারে রাখা হয়।

৩। এরূপ বৃহদায়তন নামের তালিকা তৈরী করা সময় সাপেক্ষের ব্যাপার.

৪। ২ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

৫। এরূপ বৃহদায়তন কাজের তালিকা তৈরী করার সময় সাপেক্ষের ব্যাপার।

৬। হ্যাঁ।

৭। উপযুক্ত কাজের সংখ্যা যথেষ্ট না থাকার জন্য।

৮। পূর্ত দপ্তরের অধীন বিভিন্ন বিভাগে এ পর্যন্ত মোট ৪২৯ টা ফার্ম একাধিক কাজ পাইয়াছে।

৯। কোন কোন ক্ষেত্রে বিশেষ জরুরী কাজ বিলি করার সময় অথবা কোন বিশেষ স্থানে কাজ বিলি করার সময় কাজের স্বার্থে কিছু ফার্মকে একাধিক কাজ দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Un-Starred Question No. 10

By—Shri Keshab Majumber

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। বিভিন্ন কাজে টেণ্ডার নোটিশ দেওয়ার নিয়ম কি, স্থানীয় পত্রিকায় নোটিশ দেওয়ার নিয়ম আছে কি?

২। যদি পত্রিকায় নোটিশ প্রকাশিত করার নিয়ম থেকে থাকে তবে সারা রাজ্যের কোন বিভাগের কয়টি কাজ টেণ্ডারের মাধ্যমে হয়েছে এবং তার কয়টি কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে? (১৯৭৮-৭৯, ১৯৭৯-৮০ ও ১৯৮০-৮১ এর ৩০শে জুন পর্যন্ত)।

৩। ইহা কি সত্য যে পছন্দমত কনট্রাকটরকে কাজ দেওয়ার জন্য অনেক বিভাগেই নোটিশ অফিসের নোটিশ বোর্ডেই টাঙ্গানো হয় না যার ফলে কনট্রাক্টরগন টেণ্ডার ড্রপ করার সুযোগই পান না।

৪। টেণ্ডার নোটিশ নোটিফাইড এরিয়া অথরিটি অফিসএর নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা?

উত্তর

১। (ক) পূর্ত দপ্তরে কাজের নোটিশ নিম্নরূপে দেওয়ার নিয়ম আছে। ১ লক্ষ

টাকা পর্য্যন্ত কাজের নোটিশ ১০ দিনের সময় দিয়ে, ১ লক্ষ টাকা থেকে ১০ লক্ষ পর্য্যন্ত ২ সপ্তাহের সময় দিয়ে এবং ১০ লক্ষ ও তার উর্দ্ধে ৩ সপ্তাহ সময় দিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার নিয়ম আছে।

(খ) হঁ্যা

২। পূর্ত্ত বিভাগ কতৃক প্রচার দপ্তরের কাছে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির জন্য পাঠানো হয়। প্রচার দপ্তর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠান। গত তিন বৎসরে পূর্ত্ত দপ্তরের বিভিন্ন বিভাগের অধীন অনেক কাজের বিজ্ঞপ্তি পত্রিকার মাধ্যমে প্রচারিত হইয়াছে। যাহার সম্পূর্ণ তথ্য এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।

৩। এইরূপ ঘটনা জানা নাই।

৪। নোটিফাইড এরিয়া অথরিটিকে নোটিশের কপি যাইতে পারে কিন্তু নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো তাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে।

Admitted Un-Starred Question No. 13.

By—Shri Keshab Majumder

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the A. H. Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বিভিন্ন স্কীমে ১৯৮০ থেকে ১৯৮১ ইং সনের ৩০ শে জুন পর্য্যন্ত রাজ্যে কোন বিভাগে কয়টি গরু কতজনকে সাবসিডিতে দেওয়া হয়েছে (দাঙ্গার ব্যাপার ছাড়া)

২। তার মধ্যে কোন বিভাগে কত সংখ্যক গরু কি দামে দেওয়া হয়েছে।

৩। যে সব গরু দেওয়া হয়েছে তার সবগুলো এখনও আছে কি?

৪। না থাকলে কারণ কি?

উত্তর

১। ১৯৮০ থেকে ১৯৮১ ইং সনের ৩০ শে জুন পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্কীমে রাজ্যে যে সকল গরু সাবসিডিতে দেওয়া হয়েছে তার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

(ক) ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন প্রকল্পে (S. F. D. A.) মোট ১৪৭১টি দুগ্ধবতী গাভী মোট ১৪৭১ জনের মধ্যে বিতরন করা হইয়াছে। এর কোন বিভাগ ভিত্তিক হিসাব রাখা নাই।

(খ) সামগ্রিক গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পে (I. R. D. P.) মোট ২১৩৯টি দুগ্ধবতী গাভী মোট ২১৩৯ জনের মধ্যে বিতরন করা হইয়াছে। এর কোন বিভাগ ভিত্তিক হিসাব রাখা নাই।

(গ) ট্রাইবেল ওযেল ফেয়াব বিভাগেব ক্রিযেসান অব মিল্‌ক কলোনী স্কীমেব অধীনে মোট ১৬৭ টি দুগ্ধবতী গাভা ১২৭ জনেব মধ্যে সদব বিভাগে পশু পালন অধিকর্তাব দপ্তর হইতে বিতবন কবা হইয়াছে।

২। ক্ষুদ্রচাষী উন্নযন প্রকল্পে ও সামগ্রীক গ্রামোন্নযন প্রকল্পে সর্ব্বমোট ৩৬১০ টি দুগ্ধবতী গাভী বিতবন করা হইয়াছে। কোন বিভাগ ভিত্তিক হিসাব বাখা হয নাই। যে সমস্ত গাভী দেওযা হইযাছে সেইগুলিব মূল্য সাধাবণত: ৮০০ হইতে ৫,০০০ টাকা মূল্যেব শতকরা ২৫ ভাগ, ৩৩১/৩ ভাগ এবং ত্রিপুবা সবকাবেব ভর্তুকী সহ শতকবা ৫০ ভাগ, উপজাতি ও তপশীলি জাতিব ক্ষেত্রে ৫০ ভাগ ভর্তুকীতে দেওয়া হইয়াছে।

ট্রাইবেল ওযেলফেয়াব স্কীমে পশুপালন বিভাগ হইতে সদব বিভাগে গাভীগুলি বিভিন্ন দামে ক্রয কবিযা শতকবা ৭৫ ভাগ ভর্তুকীতে দেওযা হইযাছে।

৩। না সবগুলি এখন বাচিয়া নাই।

৪। উল্লিখিত গাভীগুলিব মধ্যে মোট ৪৬ টি গাভী বিভিন্ন সমযে বিভিন্ন বোগে আক্রান্ত হইযা মাবা গিয়াছে।

Admitted Un-Starred Question No. 26

By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P. W. D. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। এ পর্য্যন্ত কযটি বেকাবেব বেজেষ্ট্রিকৃত ফার্ম ত্রিপুবায় গঠিত হয়েছে?

২। এখনও এরূপ কযটি ফার্ম পূর্ত্ত বিভাগেব কন্ট্রাকটাবী কাজেব কটিতেও সুযোগ পায নি?

৩। ইহা কি সত্য যে কোন কোন দপ্তব নিযম মাফিক টেণ্ডাব না কবে বেকাবেব ফার্মকে কাজ দিতে চান না?

৪। এ বিষয়ে সবকাব সুস্পষ্ট কোন নির্দেশ দিবেন কি?

উত্তব

১। ইহা পূর্ত্ত দপ্তবেব আওতাবান নহে ১৫৮৮টি ফাম পার্টনাবশীপ ঠিকাদাবী কাজেব জন্য পূর্ত্ত বিভাগে নাম নথীভুক্ত কবিয়াছে।

২। ৫৪৭টি।

৩। একপ ঘটনা নজবে আসে নাই।

৪। সরকাব এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দিযাছেন।

Admitted un-starred Question No 30 By—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Fisheries Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ সালে বি. ডি. সি গঠনের পব কোন বি. ডি. সির কযটি মিটিংযে মৎস্য দপ্তবেব অফিসারবা উপস্থিত থেকেছেন।

২। বিভিন্ন বি. ডি. সি থেকে মৎস্য দপ্তরের কাজ কর্ম সম্পর্কে কি কি বিষয়ে অভিযোগ ও সমালোচনা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

৩। কোন কোন বিষয়ে সরকার অভিযোগ সমুহের প্রতি বিধান করেছেন ?

উত্তর

১। ১৯৭৮ সালে বি. ডি. সি গঠনের পর মৎস্য দপ্তরের সংশ্লিষ্ট অফিসারদের প্রত্যেকটি বি. ডি. সির মিটিংয়ে উপস্থিত থাকার জন্য সরকার ও তার দপ্তরের তরফ হইতে নির্দ্দেশ দেওয়া আছে যদিও মাসে একটি মিটিং হয় কিন্তু বি. ডি. সির মিটিং এ অফিসাররা সময় মত মিটিং এর তারিখ ইত্যাদি সম্বন্ধে অবগত না হওয়ায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাহ আবার নির্দ্ধারিত তারিখে মিটিং না হওয়ার দরুন ও ডম্বুর নগর সাদৃশ ব্লক সমূহের অফিসাররা পূর্বে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিতে পরিতেন না তবে বর্ত্তমানে মাসের নির্দ্দিষ্ট তারিখে মিটিং অনুষ্ঠিত হওয়ার নিয়ম চালু হওয়ায় এখন সব কয়টি মিটিং-এ-ই কেবল মাত্র শারীরিক অসুস্থতা বা অন্য বিশেষ ব্যক্তিগত কারণ ব্যাতিরেকে অফিসাররা উপস্থিত থাকেন।

২। মৎস্য দপ্তরের কাজ কর্মের যেসব বিষয়ের উপর বিভিন্ন বি. ডি. সি মিটিংয়ে সমালোচনা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হইল।

ক) উপজাতি অঞ্চলে মিনি ব্যারেজে তৈরীর ব্যাপারে বিলম্ব,

খ) সময়মত মাছের পোনা ও মাছ চাষের সার বিতরণ না করা ;

গ) মৎস্য চাস সম্প্রসারণ কাজে কোন কোন মৎস্য কর্মীর গাফিলতী ও

ঘ) ভুর্ত্তুকী সহ জালের সুতা সময় মত বিলি না করা ইত্যাদি।

৩। প্রত্যেকটি অভিযোগেরই দ্রুত প্রতি বিধানের কার্যকরি ব্যবস্থা দপ্তরের তরফ হইতে নেওয়া হইয়াছে।

———

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Legislative Building, Agartala, on Monday, the 21st September, 1981, at 11 A. M

PRESENT

Mr. Speaker (The Hon'ble Sudhanwa Deb Barma) in the Chair, The Chief Minister, 10 Ministers, the Deputy Speaker and 39 Members

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. Speaker :— আজকের কার্য্য সূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন। শ্রীমোহনলাল চাকমা।

শ্রীমোহনলাল চাকমা :- কোয়েশ্চান নং ২ স্যার।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :- কোয়েশ্চান নং ২ স্যার।

প্রশ্ন

১) ভূমি ও জল সংরক্ষন প্রকল্পের আওতায় ১৯৮০-৮১ইং সনে ত্রিপুরায় মোট কত জমি আনা সম্ভব হইয়াছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২) কিসের ভিত্তিতে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকে?

উত্তর

১) ১৯৮০-৮১ সালে ভূমি ও জল সংরক্ষন প্রকল্পের মোট ৫,১২৯.৩৪ হেঃ পরিমান ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছিল। তাহার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব এইরূপ ঃ

জেলা	মহকুমা	যে পরিমান ভূমি উন্নয়ন করা হয়েছে	মোট
পশ্চিম ত্রিপুরা	১) সদর	৬১৩.০৭ হেঃ	
	১) সোনামুড়া	৪০৭ ৬৩ হেঃ	
	৩) খোয়াই	১,১৫৩.৫০ হেঃ	
		২,১৬৪.২০ হেঃ	
দক্ষিন ত্রিপুরা	৪) উদয়পুর	২১৪.২৭ হেঃ	
	৫) বিলোনীয়া	২৮৫ ৯০ হেঃ	
	৬) সাব্রুম	৩৫৭.৮১ হেঃ	
	৭) অমরপুর	২২০ ০০ হেঃ	
		১,০৭৭.৯৮ হেঃ	

উত্তর ত্রিপুরা	৮) কমলপুর	৪৬৭.০০ হেঃ
	৯) কৈলাশহর	৩২৬.১৬ হেঃ
	১০) ধর্মনগর	১,০৯৪.০০ হেঃ
		১.৮৮৭.১৬ হেঃ
		৫,১২৯.৩৪ হেঃ

২) সমষ্টি উন্নয়ন কমিটির প্রস্তাব অনুসারে কৃষি বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ সরে-জমিনে তদন্ত করে ভূমি ও জল সংরক্ষন কাজ হাতে নেন। ভূমি সমীক্ষায় জমির অবস্থা, মাটির গুনাগুন, বৃষ্টিপাতের পরিমান, তাপমাত্রা, প্রাকৃতিক বনায়ন, জলনিকাশের ব্যবস্থা প্রভৃতি বৈশিষ্ট বিশ্লেষণ করে এই কাজ হাতে নেওয়া হয়ে থাকে।

মিঃ স্পীকার ঃ- শ্রীরাম কুমার নাথ।

শ্রীরাম কুমার নাথ ঃ- কোয়েশ্চান নং ১৫ স্যার ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—কোয়েশ্চান নং ১৫ স্যার ।

প্রশ্ন

১। ৫০ পার্সেন্ট ভর্তুকীতে সয়েল রিক্লেমেশানের কাজ করার কোন পরিকল্পনা চালু আছে কি ?

২। ইহা কি সত্য যে ৪ ফুট প্রস্থ ও ৩ ফুট উচু আইল তৈরী না করিলে সয়েল রিক্লেমেশান-এর আওতায় পড়ে না?

৩। এই নিয়মের পরিবর্তন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। আছে। শতকরা ৫০ ভাগ ভর্তুকী শুধু ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের দেওয়া হয়। অন্যরা শতকরা ৬০ ভাগ ভর্তুকী পান ।

২। সাধারণতঃ না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে মাটির গুনাগুনের উপর নির্ভর করিয়া এই মাপের আইলের প্রয়োজন হয় ।

৩। না।

শ্রীরাম কুমার নাথ ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, দেখা গেছে ৩ ফুট উচু ও ৪ ফুট প্রস্থ পরিমান আইলের ব্যতিক্রম হইলে সেটাকে গ্রাহ্য করা হয় না। এছাড়া আইলের বাইরে জমির ভিতর যদি কিছু মাটি দেওয়া হয় সেটাও হিসাবের মধ্যে উঠে না। অথচ এই মাটির বিশেষ প্রয়োজন আছে, কিন্তু এটাকে হিসাবের মধ্যে নেওয়া হয় না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় সদস্যদের আমি বুঝতে অনুরোধ করছি যে এই কাজটা হল নিজের কাজ। কৃষকরা নিজে জমি করেন, কাজেই তারা জমির একটু বেশী উন্নয়ন করবেন। এককানি পর্য্যন্ত যাদের জমি দেওয়া হয় তাদেরকে এই টাকটা দেওয়া হয় কৃষির উন্নতির জন্য। আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করব এই কথাটা বুঝবার

জন্য। মাপ যদি কমাতে হয় তাহলে আমি আগেই বলেছি দপ্তর প্রয়োজন মত কমাবে। তবে যাতে বেশী মাপ করা যায় সেদিকে মাননীয় সদস্যরা দৃষ্টি দেবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ –সাপ্লি মেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে প্রান্তিক চাষীদেরকে ৫০ পার্সেন্ট ভর্তুকীতে এই টাকা দেওয়া হয়। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কতজন প্রান্তিক চাষীকে এবং কত টাকা এই পর্য্যন্ত দেওয়া হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এ সম্পর্কে আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর জানাব।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীউমেশ চ[illegible] [illegible]থ।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ ঃ— কোয়েশ্চান নং [illegible]০ স্যার।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্তী ঃ---কোয়েশ্চান [illegible]ং ৭০, স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার সমস্ত [illegible] বর্তমানে কত সংখ্যা [illegible] এবং হাজতী আছে, এবং

২। সেই সব জেলবন্দী এবং হাজতীদের জন্য কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় ?

উত্তর

১। ত্রিপু[illegible]র কারাগারগুলিতে বর্তমানে [illegible] কয়েদী এবং ২৭৪ জন হাজতী মোট ৩১৯ জন বন্দী আছে। ত্রিপুরা কারাগারগুলিতে গত তিন বৎসরে কয়েদী এবং হাজতীদের বাৎসরিক গড় নিম্নরূপ ছিল ঃ—

সন	কয়েদী (জেলী)	হাজতী	মোট
১৯৭৮ ইং	১০৪.৪৯	২৮২.১২	৩৮৬.৬১
১৯৭৯ ইং	৮১.৩৩	২৪৯.৯৭	৩৩১.৩০
১৯৮০ ইং	৪৯.৮৪	[illegible]৮ .০২	৭৬৩.৮৬

২) এবং সেইসব জেলী বা হাজতীদের জন্য কি কি সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা হইয়াছে।

হাজতী কয়েদীদের ১) দৈনিক খাদ্য তালিকায় রেশনের পরিমান পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন করা হইয়াছে। ২) দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা হইতে রুটি বাদ দিয়া ভাতের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে যেহেতু স্থানীয় বন্দীরা রুটি খাইতে অভ্যস্ত নয় ৩) কয়েদী হাজতীদের দৈনিক মজুরীর (wage) হার বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি করা হইয়াছে ৪) হাজতীরা যাহাতে যেদিন হইতে কাজ শুরু করে সেইদিন হইতেই মজুরী (wage) [illegible] ইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ( ) কয়েদীদের পরিধানের জন্য চপ্পলের ব্যবস্থা [illegible]রা হইয়াছে ৬) The Prisoners (Tripura Amendment) Act, 1979 চালু করিয়া

কয়েদীদের ছুটিতে যাইবার সুযোগ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ৭) গরীব, অসহায় বন্দীরা সরকারী খরচে যাহাতে মামলা চালাইয়া সুবিচার পাইতে পারে তাহার জন্য "The legal Assistance to the Poor Prisoners Pretrial order, 1980" চালু করা হইয়াছে। ৮) বিচারালয়ে হাজিরার দিন বন্দিদের এক টাকা মূল্যের জলযোগের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ৯) "বিশেষ মুকুবের কাল" (Special Remmission) Parole Premature Release এর ক্ষেত্রে ধর্তব্য বলিয়া আইন পরিবর্তন করিয়া মুক্তির সুযোগ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ১০) কয়েদীদের আরামে ঘুমাইবার জন্য বালিশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ১১) বন্দীদের স্থান সংকুলানের জন্য আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর অমরপুর, সাব্রুম, বিলোনিয়া কারাগারগুলিতে টিনের ঘর তৈরী করিয়া স্থানাভাব দূর করা হইয়াছে। ১২) আগরতলা কেন্দ্রীয় কারাগারে দিবারাত্র পানিয়জল সরবরাহের বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়ছে। ১৩) হাজতী কয়েদীদের উন্নত পদ্ধতির বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় কারাগারের ছাপাখানার নূতন সৃষ্ট পদে লোক নিয়োগ করা হইয়াছে।

শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী—স্যার, আমি যে হিসাব দিলাম ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৮১ সন পর্য্যন্ত হিসাব হলো ৩১৯ জন কয়েদী এবং ৪৫ জন হাজতী মোট ২৭৪ অদ্যকার পর্য্যন্ত হিসাব।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ—সাপ্লিমেন্টারী স্যার একজন জেলী এবং হাজতীর জন্য কতটুকু চাউল বরাদ্দ করা হয়েছে ?

শ্রীযোগেশ চক্রবর্ত্তী—মিঃ স্পীকার স্যার, দৈনিক কয়েদীদের জন্য ৭০০ গ্রাম চাউল এবং হাজতীদের জন্য ৬১৩ গ্রাম চাউল বরাদ্দ করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে বিগত জুনের দাঙ্গার সময় বিনা নোটিশে পুলিশ ১নং এম. এল, এ হোস্টেল থেকে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির বিধায়কদের বহু জিনিষ-পত্র ও নথিপত্র সিজ করিয়াছে,	১। হ্যাঁ মহাশয়, ইহা সত্য।
২। ইহা ও কি সত্য যে, ঐ সব সিজ করা জিনিষপত্রের মধ্যে বিধায়কদের জুতা. আণ্ডারপেন্ট, সোয়েটারও অন্তর্ভুক্ত ছিল,	২। না, এটা সত্য নয়।
৩। ইহাও কি সত্য যে, ঐসব জিনিষ ও নথিপত্রের তালিকা পুলিশ কর্তৃপক্ষ এখন ও বিধায়কদের কাছে প্রেরণ করে নাই ?	৩। তালিকা বিধায়কদের কাছে দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই তালিকা কবে দেওয়া হয়েছে সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী-- স্যার, এটা ১৮.৯ ৮১ ইং তারিখে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---সাপ্লিমেন্টারী স্যার. এইগুলি কবে সিজ করা হয়েছে এবং কতদিন পরে এই তালিকা দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—এটা খুবই দুঃখজনক, এটা দিতে অনেক দেরী হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমাদের হোস্টেল থেকে আমার জুতা, সোয়েটার, অফিসের বহু ফাইল ইত্যাদি পুলিশ নিয়ে গিয়েছে তার কারণ কি তাহলে এইগুলি পুলিশ চুরি করেছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার. পুলিশ চুরি করেছে এই রকম কোন তথ্য আমার জানা নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেন্টারী স্যার. পুলিশ সিজ করার পর বিধায়কদের আলমারী ফাইল সমস্ত খোলা অবস্থায় ছিল এবং জিনিষপত্র সমস্ত ঘরময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছিল এটা সত্য কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার. এটা আমি এখনই বলতে পারবো না। সিজের সময় অনেক সাক্ষী ছিলেন কাজেই তখন জিনিষপত্র চুরি হবে এই রকম কোন সম্ভবনা ছিল না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত জিনিষপত্র পুলিশ চুরি করেছে এবং তাতে উপজাতি যুবসমিতির সদস্যরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন সেগুলির ক্ষতি-পূরন দেওয়া হবে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী---স্যার, আমি আগেই বলেছি চুরি হয়েছে এই রকম কোন তথ্য আমাদের সামনে নেই, ওরা যদি প্রমাণ দিতে পারেন তাহলে চেষ্টা করতে পারবো।

শ্রীকেশব মজুমদার---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পুলিশ যখন এম. এল, এদের জিনিষপত্র সীজ করতে চান তখন ঐ এম, এল, দের টর্চ লাইটের ভিতর থেকে অনেক ছুরি, ভোজালি পাওয়া গেছে। এটা কি সত্য ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী---স্যার, আমাদের সার্চ লিষ্টে এই রকম কোন জিনিষের নাম পাওয়া যায় নি।

মিঃ স্পীকার---মাননীয় সদস্য শ্রীফেয়জুর রহমান।

শ্রীফেয়জুর রহমান---মিঃ স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭৩।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী---মিঃ স্পীকার স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে গত তিন বছরে ধর্মনগরের কদমতলা ও কুর্ত্তি এলাকার কয়েকটি গ্রামে নকশাল পন্থীদের দ্বারা অনেকগুলি চুরি ডাকাতি ও নারী ধর্ষনের ঘটনা ঘটেছে,	১। হ্যাঁ, নকশাল পন্থীদের দ্বারা চুরি ও ডাকাতির ঘটনা সংগঠিত হয়েছে।
২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কোন কোন বছরে হয়েছিল, এবং	২। ১৯৭৯ সালে কোন ঘটনা থানার নথি ভুক্ত হয়নি। ১৯৮০ সালে একটি ডাকাতির ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। ১৯৮১ সালে ২টি চুরির ঘটনা এবং একটির ডাকাতির ঘটনা নথি-ভুক্ত হয়েছে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত।
৩। টাকার অংকে ক্ষতির পরিমান	৩। টাকার অংকে ক্ষতির পরিমান ১২০০ টাকা। ডাকাতির জন্য ১১০০ টাকা এবং চুরির জন্য ১৮০ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

শ্রীফেজুর রহমান ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি গত ১৮।৮।৮১ ইং তারিখে বিভিন্ন গ্রামে এক রাত্রের মধ্যে শ্রীকুলমনি নমঃর বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছিল এবং তার স্ত্রীর উপর বলাৎকার করা হয়েছে এবং ঐ রাত্রিতে মদন গোপাল বৈষ্ণব তার বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছিল, রজনীকান্ত নমঃ, তার বাড়ীতে ঐ রাত্রে ডাকাতি হয়েছিল [illegible] কান্তি নমঃ তার বাড়ীতে ডাকাতি হয়েছিল, অখিল ঘোষ তার বাড়ীতে ঐ রাত্রিতে ডাকাতি হয়েছিল, তারকেশ্বর সোম, তার বাড়ীতেও সেই একই রাত্রিতে ডাকাতি হয়েছিল। যারা ডাকাতি করেছিল তারা নকশাল পন্থীদেরই একটি অংশের লোক এবং তাদের হাতে অনেক অস্ত্রশস্ত্র ছিল। তাদের নামধাম দেওয়া হয়েছে, আজ পর্য্যন্ত এই ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নাই। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যেসব অভিযোগ এখানে এনেছেন তা তদন্ত করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ---অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৫৭।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৫৭।

প্রশ্ন

১। বিগত জুনের দাঙ্গায় জড়িত সন্দেহে কত লোকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের হয়েছে এবং তাদের মধ্যে কতজন উপজাতি ও কতজন অ উপজাতি (নাম সহ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

২। উক্ত দাঙ্গায় জড়িত সন্দেহে যাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা রয়েছে তাহা প্রত্যাহার করা হবে কিনা?

উত্তর

১। মোট ৮৪ জনের বিরুদ্ধে। তাদের মধ্যে সবাই উপজাতি। মহকুমা ভিত্তিক নামের তালিকা সংগে দেওয়া হল

(As the list of the names was big it was laid on the Table of the House by order of the chair.)

ANNEXURF--"A"

২। না, মহাশয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা কি সত্য যে সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে যে সমস্ত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা রয়েছে সেই নামগুলি সি, পি এম কর্মীরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে পুলিশের কাছে পেশ করেছেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ --এই রকম কোন রিপোর্ট আমার কাছে নেই। এই রকম সত্য সরকারের জানা নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—যে সমস্ত নাম এই তালিকায় রয়েছে সেই তালিকারভুক্ত নামগুলির বিরুদ্ধে যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এই রকম কোন কিছু নেই। আমি বলেছি যে যারা কোন অপরাধ করেননি তাদের জন্য সরকার সহানুভূতির সংগে বিবেচনা করবেন এবং তারা জামিনে ছাড়া পাবেন।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ- -সাপ্লিমেন্টারী স্যার, নামের লিস্ট আমি শুনিনি বা দেখিনি, নামের লিস্টে যাদের নাম আছে তারা সবাই টি. ইউ, জে, এস কিনা জানতে চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---না, তারা সবাই টি, ইউ, জে, এস না, তাদের মধ্যে সি, পি, এম সমর্থকও অনেকে আছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেটারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যারা অপরাধ করেনি তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। সেই নামের বহির্ভূত নিশ্চয় কিছু আছেন যারা কোন অপরাধ করেনি এবং পুলিশ নানা মিথ্যা অভিযোগে সি, পি, এম কর্মীদের গ্রেপ্তার করছে। তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার, আমি আগেই বলেছি যারা কোন অপরাধ করেনি তাদের সারানুভাব করতে। যারা নিরপরাধ তাদের কোন চিন্তার কারণ নাই। সরকার তাদের কথা সহানুভূতির সংগে বিবেচনা করবে। এটা খুবই দুঃখজনক যে টি, ইউ, জে, এসেব অনেক যুবক এখনও আত্মগোপন করে আছেন। তারা নানা বিভ্রান্তিমূলক পথে পরিচালিত হয়ে এই অবস্থায় পড়ে আছে। আমরা তাদেরকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আনবার জন্য চেষ্টা করব এবং যারা তাদেরকে আজ এই বিভ্রান্তিমূলক পথে এগিয়ে নিয়েছেন তাদেরকে আজ অনুতপ্ত হওয়া উচিত এবং তাদের উচিত তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করা। যাদের জন্য আজ তারা জঙ্গলে পড়ে রয়েছেন, তার জন্য যারা দায়ী তাদের ও আজ অনুতপ্ত হওয়া উচিত। স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা বামফ্রন্ট সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং চেষ্টা করব তাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে আনতে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার প্রশ্ন ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যাচ্ছেন। আমার প্রশ্ন যারা তালিকার বহিভূত যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে কিনা এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যারা তালিকার বহির্ভূত আছে এমন আর গ্রেপ্তার করা হবে কিনা।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার তালিকার বহিভূত যারা আছে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে কিনা এটা স্যার আমি বলতে পারছিনা। যদি ডাকাতি কেইসে জড়িত থাকে তাহলে নিশ্চয় গ্রেপ্তার করা হবে। মাননীয় সদস্য নিশ্চয় জানেন যদি কেউ অপরাধ করে থাকে তাহলে তার নাম সংগে সংগে তালিকাভুক্ত করা হয়না। পুলিশ তদন্ত করে যদি দেখে তাকে গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন আছে তখনই তার নাম তালিকাভুক্ত করা হয়। এখানে এইরকম সরকার নাই যে তদন্ত ছাড়া তারা অভিযোগকারীদের নাম তালিকাভুক্ত করবে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে যাদের নাম লিস্টে নাই, কাল হয়ত সেই নাম লিস্টে থাকতে পারে।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উপজাতিদের নেতৃত্বে দাঙ্গা সংগঠিত হয়েছে অনেক। উপজাতিদের ঘর অনেক ভস্মীভূত হয়েছে। আমরা বাঙ্গালী, কংগ্রেস (আই) এর নেতৃত্বে অনেক উপজাতিদের ঘরবাড়ী পুড়ানো হয়েছে অনেক কিছু নষ্ট হয়েছে। তাদের নামে এইরকম কোন গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়েছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় সদস্য হয়ত জানেন যে ট্রাইবেলরা আক্রান্ত হয়েছে তারা আক্রমনকারীদের বিরুদ্ধে বেশী কিছু অভিযোগ দায়ের করতে পারেনি। যার ফলে অ-উপজাতি যারা আক্রমনকারী আছেন তাদের নাম আসামীর লিস্টে তালিকাভুক্ত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ তারা আত্মগোপন করে নেই তারা আত্মসমর্পন করে দিয়েছেন।

শ্রী বিদ্যা দেববর্মা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে ৮৪ জনের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হয়েছে তাদের কতজন ট্রাইবেল আর কতজন নন-ট্রাইবেল?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— তালিকাভুক্ত নামের মধ্য সবই ট্রাইবেল।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় সদস্য নিরঞ্জন দেববর্মা টাকার জলাতে একজন উপজাতি ছাত্র শিলং-এ পড়াশুনা করছেন তাকে উগ্রপন্থী বলে পুলিশকে গ্রেপ্তার করার কথা বলেছেন এই কথা জানেন কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— এইরকম তথ্য আমাদের কাছে নেই।

মাননীয় স্পীকার ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৮৫।

শ্রী কেশব মজুমদার ঃ— অ্যাড্মিটেড কোয়েশ্চান নং ৮৫।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---কোয়েশ্চান নং---৮৫।

১। ১৯৭৭ ইং সনে থেকে ১৯৮১ ইং সন পর্যন্ত সারা রাজ্যে মোট কত পরিমাণ ধান ও গম উৎপন্ন হয়েছে, (বৎসর ভিত্তিক হিসাব)

২। সারা রাজ্যে বর্ত্তমানে খাদ্য শস্যের চাহিদা কত, (গম ও ধান);

৩। রাজ্যকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করার জন্য সরকার কর্ত্তৃক কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে?

উত্তর

১। ১৯৭৭ ইং সন থেকে ১৯৮১ ইং সন পযন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে ধান ও গমের অনুমিত উৎপাদনের বৎসর ভিত্তিক হিসাব এইরূপ ঃ---

সন	উৎপাদন	(মেঃ টন হিসাবে)
	ধান	গম
১৯৭৭-৭৮	৫,৪৪,৮৬০	৯,৫৬০
১৯৭৮-৭৯	৫,৫২,৫৩৭	৭,৬৬০
১৯৭৯-৮০	৪,৫১,৫০০	৯,০০০
১৯৮০-৮১	৫,৮৫,০০০	১০-৩৬০

২। ১৯৮০-৮১ সনে আনুমানিক চাহিদা মোট ৬,৫০,২০০ মেঃ টন (ধানের হিসাবে)।

৩। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা রাজ্যকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করার জন্য সরকার কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। অবশ্য এইটা একটা কমপ্লিট ব্যবস্থার চিত্র নয়, অন্যান্য ব্যবস্থাগুলির মধ্য থেকে এইটা নেওয়া হয়েছে।

ক) উচ্চ ফলনশীল ও উন্নতমানের পরিক্ষীত বীজ পরিবহন ভর্তুকিতে কৃষকদের মধ্যে বিতরণ।

খ) বিনামূল্যে কৃষকদের জমির মাটি পরীক্ষা।

গ) অধিক এবং সুষম জৈব ও রাসায়নিক সারের ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা।

ঘ) পরিবহন ব্যয় ১০০ ভাগ ভর্তুকী ছাড়াও ক্রয়মূল্যের শতকরা ২৫ ভাগ ভর্তুকীতে বিভিন্ন সার কৃষকদের মধ্যে বিক্রির ব্যবস্থা।

ঙ) শস্যের রোগ এবং পোকার আক্রমণ প্রতিহত করিতে কৃষকদের নিকট শতকরা ৩৩ শতাংশ ভর্তুকীতে কীটনাশক ঔষধ এবং ৫০ ভাগ ভর্তুকীতে স্প্রে মেশিন বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

চ) অধিক পরিমাণে আবর্জনা সারের উৎপাদন ও ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা।

ছ) সম্ভবপর স্থানে অধিক জমি সেচের আওতায় আনা।

জ) কৃষকগণের মধ্যে উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি ভর্তুকীতে বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

ঝ) জমি চাষের জন্য কৃষকগণকে পাওয়ার টিলার ভাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা।

ঞ) টিলাভূমিতে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ এবং এক ফসলের পরিবর্তে দুই ফসল চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করা।

ট) সেচযুক্ত এলাকায় স্বল্পমেয়াদী জাতের বিভিন্ন ফসল চাষ করে বছরে দুই কিংবা তিন ফসলের উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহিত করা।

ঠ) অধিক পরিমাণে উচ্চফলনশীল ধানের বীজ, গম বীজ, তৈল বীজ ইত্যাদির "মিনিকিট" বিনামূল্যে বিতরণের মাধ্যমে এইসব ফসলের অধিক চাষে কৃষকগণকে উৎসাহিত করা।

ড) সরকারী খরচে কৃষকের জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধান, গম, ডাল জাতীয় শস্য, তৈল বীজ ইত্যাদি প্রদর্শনী চাষের মাধ্যমে কৃষকগণকে উন্নত চাষ সম্বন্ধে উৎসাহিত করা।

ঢ) ভূমি ও জল সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় ভর্তুকীতে চাষযোগ্য জমি উন্নয়ন এবং উন্নত করা জমিতে প্রদর্শনী চাষের ব্যবস্থা।

ণ) নতুন নতুন কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রযুক্তি কৃষি প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শন পদ্ধতির মাধ্যমে দ্রুত কৃষকগণের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়ার এবং কৃষকদের উন্নত কৃষি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

ত) কৃষি তথ্য ও সরবরাহ সংস্থার প্রচারপত্রের মাধ্যমে কৃষকগণকে উন্নত চাষাবাদ সম্পর্কে অবহিত করা।

(থ) ত্রিপুরার কৃষি সমস্যা নিয়ে গবেষণা চালানো এবং প্রত্যেক শস্যের উপযুক্ত জাত বাছাই করা এবং নূতন ফসলের চাষ প্রবর্তন করা। এই সব কাজ অতীতে কখনও হয়নি। কি ধরনের ফসল কি ধরনের জমিতে হতে পারে, তাতে কি সার লাগতে পারে, তার মাটি পরীক্ষা করে দেখা, প্রভৃতির যে সুযোগ সুবিধাগুলি দেওয়া হয়েছে, এগুলি আগে কখনও দেওয়া হয়নি।

শ্রীকেশব মজুমদার :—এতগুলি উন্নতিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও এখানের হিসাব অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৭৯-৮০ সনে 8 লক্ষ ৫১ হাজার ৫০০ মে. টন মাত্র খাদ্য

শস্য উৎপাদিত হয়েছে, আর ১৯৮০-৮১ সালে হয়েছে ৫ লক্ষ ৮৫ হাজার মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে। মাঝে মাঝে এই ভাবে উৎপাদনের সংখ্যাটা কমে যাওয়ার কারণটা কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় সদস্য জানেন যে ত্রিপুরাতে যা জমি আছে, তার শতকরা ৫ ভাগ জমি আছে যেটাতে সারা বছর জল থাকে। শতকরা ৫০ ভাগ জমি হচ্ছে টিলা, আরও কিছু আছে যেগুলিকে বলা যায় যে ফ্লাডেড জমি। কাজেই এই সব খরার এবং ফ্লাডের জমিগুলিকেও আমাদের হিসবে আনতে হবে। তাই খরা ও ফলাডের হাত থেকে কৃষকদেরকে রক্ষা করার জন্য আমরা টারগেট রেখেছি, যাতে করে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারি। সেই দিক থেকে তিনটা ফসল তোলার জন্য আমরা গমের চাষ করার চেষ্টা করছি। তা ছাড়া গম চাষ অল্প জলেই করা যায়। আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি যে ত্রিপুরাতে খুব ভাল গমের চাষ হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে যে এত গম হবে এইটা আগে কেউ ভাবতে পারেনি। আজকে পশ্চিমবঙ্গ গম উৎপাদনের দিক থেকে ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছে। এমন কি এখন পাঞ্জাবের চেয়েও পশ্চিমবঙ্গে ভাল গম হচ্ছে। সেই দিক থেকে আমরাও চেষ্টা করছি ত্রিপুরাতে গমের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে। কারণ বাঙ্গালী অংশের মানুষ গম খেয়ে অভ্যস্থ তাই আমাদের ৬ষ্ট পরিকল্পনাতে আমরা চেষ্টা করব গম উৎপাদন বৃদ্ধি করতে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---বড়মুড়া আঠারোমুড়া রেঞ্জে যে সমস্ত উপজাতি জুমিয়া আছেন, বন্য শুয়রের উৎপাতে তাদের শস্য এবার খুব নষ্ট হয়েছে। এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---বন্য শুয়রের জন্য জুম কতটা নষ্ট হয়েছে জানিনা, তবে সামগ্রিকভাবেই এবার জুম কম হয়েছে। তাই সরকার তার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে। মাননীয় সদস্য যে সব জায়গাতে জুম ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বলে জানেন, সে সব জায়গা থেকে তারা আমাদের কাছে এলে আমরা তাদেরকে সাহায্য করব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১২৯।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ --মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোশ্চেন নং ১২৯।

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী হইতে ১৯৮১ সনের ৩১ শে জুলাই পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে স্থায়ী বসবাসের ভিত্তিতে (Domicile কত জনকে ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রদান করা হইয়াছে ?

২। ইহার মধ্যে উপজাতি ও অ-উপজাতি লোকের সংখ্যা কত ? (পৃথক পৃথক হিসাব)

উত্তর

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ --স্যার, আমি এখানে আরেকটুক বলতে চাই যে এই ব্যাপারে তথ্য যথা সময়ে সংগ্রহ করতে পারি নাই বলে আমি দুঃখিত তবে পরে তথ্য সংগ্রহ হলে পর সভায় উপস্থিত করব।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ—স্যার এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার ১৭৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নং ১৭৮।

প্রশ্ন

১। এ পর্যন্ত সারা ত্রিপুরায় কতজন গরীব মানুষকে আইনের সুযোগ গ্রহণ করতে লিগ্যাল এইড ও কতজনকে লিগ্যাল এডভাইস্ দেওয়া হয়েছে এবং দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে ;

২। ইহা কি সত্য এই সুযোগ ব্যাপক প্রচারের অভাবে সকলের কাছে পৌঁচাচ্ছে না ;

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এ সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ;

৪। সাধারণতঃ কি ধরনের মামলায় জড়িত ব্যক্তিগণ বর্তমানে এই সুযোগ লাভ করছেন ?

৫। কাদের ক্ষেত্রে এই সুযোগ গ্রহণের বাঁধা রয়েছে ?

উত্তর

১। লিগ্যাল এইড এবং লিগ্যাল এডভাইস্ প্রকল্পগুলির অধীনে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তদনুসারে ১৯৮১ সালের মার্চ পর্যন্ত ৭৪৪ জনকে আইনানুগ সাহায্য এবং আইনগত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

২। এই আইন বাস্তবায়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক প্রচারের উদ্দেশ্যে সমস্ত মহকুমা ভিত্তিক, সমস্ত ব্লক পর্যায়ে ও গণ মাধ্যমে হিসাবে স্থানীয় বহুল প্রচারিত কিছু কিছু সংবাদপত্রে সমস্ত গরীব ত্রিপুরাবাসীর সুবিধার্থে প্রকাশ করা হয়েছে।

৩। ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা সরকার সঠিক ভাবেই গ্রহণ করেছেন এবং করবেন। এ ব্যপারে সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে বিশেষ ভাবে দৈনিক সংবাদ (২৪.২.৮১), ত্রিপুরা দর্পণ (১৯.২.৮১), স্যন্দন (১৯.২.৮১), ইয়াপ্রি (১৯.২.৮১) প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল।

৪। ফৌজদারী, দেওয়ানী ও রাজস্ব সংক্রান্ত মামলায় লিগ্যাল এইড বা লিগ্যাল এডভাইস্ দেওয়া হয়।

৫। যে সকল ব্যক্তি আইনগতভাবে ত্রিপুরার বাসিন্দা নয় অথবা যাহাদের বার্ষিক আয় ৩,৬০০ টাকার উপরে তাহারা এই সুযোগের অধিকারী নয়। তাছাড়া তপশীলি জাতি, তপশীলি উপজাতি এবং যাযাবর উপজাতি সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তির সব রকম আয় মিলাইয়া ১০,০০০ টাকার বেশী হইলে এই সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবেন। এ ছাড়া মানহানী, বিদ্বেষমূলক অভিযোগ, কোন নির্বাচন সংক্রান্ত মামলা, যে অপরাধের দণ্ড শুধু জরিমানাই হয় সেই সংক্রান্ত মামলা, এমন কোন অভিযোগের মামলা যাহা সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ সৃষ্টি করে এবং নাগরিক অধিকার রক্ষা আইন প্রভৃতি মামলায় যাহারা জড়িত থাকিবেন তাহারাই এই সকল সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবেন।

শ্রী সুমন্ত কুমার দাস ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে--লিগ্যাল এডভাইস-এর জন্য টাকা ঠিক ঠিকভাবে কমিটির কাছে প্লেস করা হচ্ছে না। এটা সরাসরি ডি, এম, থেকে দেওয়া হচ্ছে। এই সম্পর্কে সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— স্যার, এটা ঠিক যে, এই লিগ্যাল এডভাইস এর টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার সুপ্রিম কোর্টের যে নির্দেশ দেওয়া আছে সেই নির্দেশ অনুসরণ ক র যাচ্ছেন। সেই নির্দেশ হচ্ছে যে লোক সংবিধানের আইনানুসারে বৈধ বলিয়া গণ্য সে এই আইনের সুযোগ সুবিধা পাবার অধিকারী। এটা তাদের রাইট ইহা আমাদের সরকার মনে করে। এই উদ্দেশ্যে গ্রামের গরীব মানুষেরা যাতে সুযোগ সুবিধা পেতে পারে তার জন্য আমরা লিগ্যাল এডভাইস কমিটি গঠন করেছি। এ ছাড়া আমরা বিভিন্ন জায়গায় কয়েকজন এডভোকেটকে চিহ্নিত করে দিয়েছি। গ্রামের গরীব লোকেরা যারা মামলা করতে যান তারা এই সকল এডভোকেটদের নিকট থেকে বিনা পয়সায় পরামর্শ এবং সাহায্য পাবেন।

এমনকি দাঙ্গার সময় যারা হাজতে ছিলেন আমরা তাদেরও সেই সকল সুযোগ সুবিধা দিয়েছি।

এখানে মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন রেখেছেন—কোন ক্ষেত্রে যদি টাকার অসুবিধার জন্য মামলা জড়িত ব্যক্তিরা এটার সুযোগ না পান তবে জানালে আমরা এটা দেখব।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— স্যার, আমার কাছে এমন অভিযোগ এসেছে যে অমরপুরে কয়েকজন আসামী ২।৩ বার ৫০।৬০ টাকা করে খরচ করে অমরপুর কোর্টে হাজিরা দিয়েছেন অথচ তাদের কোন লিগ্যাল এডভাইস দেওয়া হয়নি। কোন কোন সময় অবশ্য তাদের ২০।২৫ টাকা করে দেওয়া হয়েছে, এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— আইনানুগ যারা সাহায্য পাবার কথা এ রকম কোন কেসে যদি কেউ কোন সাহায্য না পেয়ে থাকেন তবে সে রকম কোন স্পেসিফিক কেস দিলে তদন্ত করে দেখা যাবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— স্যার, বলা হয়েছিল যে, আসামীরা যদি নিজে থেকে এসে জজের সামনে হাজিরা দেয় তবে তাদেরও হাজিরা বাবদ টাকা দেওয়া হবে অথচ দেখা গেল কয়েকজন আসামী অমরপুরে জজের সামনে সরাসরি এসে হাজিরা দিয়েছিল কিন্তু তাদের কোন হাজিরার টাকা দেওয়া হয়নি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, স্পেসিফিক কোন কেস না পেলে এ ব্যাপারে কিছুই বলা সম্ভব নয়।

শ্রী কেশব মজুমদার :--- মাননীয় স্পীকার স্যার, সারা রাজ্যে এ পর্যন্ত কতজনকে আইনগত লিগ্যাল এডভাইস দেওয়া হয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :--- স্যার, এ সম্পর্কে আমার কাছে কোন তথ্য নেই।

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দাস।

শ্রী গোপাল দাস ,--- মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার-১৫৬

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার-১৫৬।

প্রশ্ন

১) রাজ্য সরকারের কোন্ কোন্ ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন খালিপদ (নামসহ) কত খালি আছে ; (১৯৮১ সালের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত)

২) ঐ খালি পদসমূহ পূরণ করার জন্য এ পর্য্যন্ত কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ;

৩) ঐ খালিপদসমূহের মধ্যে তপশীলি জাতি ও তপশীলি উপজাতির জন্য কত সংরক্ষিত আছে ?

৪) আগামী কতদিনের মধ্যে খালি পদগুলি পূরণ হবে বলে সরকার আশা করেন ?

উত্তর

১) ১৯৮১ ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত রাজ্যসরকারের বিভিন্ন দপ্তরে মোট ৬,৪৩৩টি পদ খালি পড়েছিল। তার দপ্তর ভিত্তিক ও শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

(Laid on the table as ordered by the Chair· ANNEXURE-"B")

২) নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য পদগুলি পূরণ করা যাইতেছে না তবে পূরণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ঃ---

১) কারিগরী ও অকারিগরীক উপযুক্ত প্রার্থীর অভাব।

২) ত্রিপুরা লোক্-সেবা আয়োগের আওতায় যে সমস্ত পদের Requisition দেওয়া হইয়াছে তাহার নামের সুপারিশ না পাওয়াতে ;

৩) কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়োগ-বিধি (Recruitment Rules) তৈরী না থাকায় ;

৪) কোন কোন ক্ষেত্রে সিনিয়রিটি-লিষ্ট চুড়ান্ত না হওয়াতে এবং আদালতের বিচার ও সিদ্ধান্ত না হওয়াতে ;

৫) কেডার-ভুক্ত সর্ব্বভারতীয় সার্ভিসের যথা A.A·S./I·P.S· প্রার্থী না পাওয়াতে ;

৩) উক্ত খালি পদের মধ্যে তপশিলী উপজাতির জন্য ২২৬২ ও তপশিলী জাতির জন্য ৯৩৩টি পদ সংরক্ষিত আছে।

৪) খালি পদগুলি যথাসম্ভব অচিরেই পূরণ করা হইবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা বামফ্রন্ট সরকার কোয়ালিফিকেশান রিলেকস্ করেও অর্থাৎ যে যোগ্যতা থাকা উচিত তার থেকে কমিয়েও এস, টি, এস, সি লোক পাচ্ছি না। এমন কি টেকনিক্যাল পদ তো দূরের কথা, বি, এ. বি, বি, কম পাশ দরকার যেখানে সে পদের জন্যই লোক পাওয়া যাচ্ছে না। স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে যেখানে ঢোকা দরকার সেখানেও যোগ্যতা কমাতে হচ্ছে। এস, সি, এস

ক্ষেত্রে ততটা নয়। ৯৯৩টা পোষ্ট যেগুলি রয়েছে সেগুলির অধিকাংশই হলো টেকনিক্যাল পোষ্ট।

শ্রীগোপাল দাস—এই যে খালিপদগুলি রয়েছে তার মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে কতটা পদ খালি ছিল জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—এই তথ্য আমার কাছে এখন নাই।

শ্রীগোপাল দাস—কোয়ালিফিকেশান কমিয়ে দিয়েও পাওয়া যাচ্ছে না। সেটা কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কমানো হয়েছে জানাবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—সমস্তগুলি আমি এখম বলতে পারছি না। ফিসারী কমিশন ওয়ার্কার্সদের ক্ষেত্রে যেখানে ম্যাট্রিক পাশ দরকার ছিল সেখানে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর একটা জিনিষ হলো রিক্রুটমেন্ট রুলসের যেটা বলেছিলাম। রিক্রুটমেন্ট রুলস্ আগের সরকার প্রায় করেননি বলেই বলা চলে। রিক্রুটমেন্ট রুলস্ না থাকলে এড-হক চাকরী দিতে হয় অনেক ক্ষেত্রে। টি, পি, এস, সি এটা চান না এবং আমরাও চাই না। কিন্তু যেহেতু রিক্রুটমেন্ট রুলস্ না থাকার জন্য লোক না নিলে আমাদের কাজ আটকে যায়, যেজন্য আমাদের যত লোক নেওয়া দরকার সেগুলি নিতে পারছি না।

শ্রীকেশব মজুমদার---এইগুলি কি নতুন পদ অথবা কিছু প্রমোশন পোষ্ট আছে? যদি প্রমোশন পোষ্ট থাকে তাহলে প্রমোশনের মধ্য দিয়ে নিযুক্ত হতে পারে এইরকম সংখ্যা কত?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---প্রমোশনটা যত সহজ মনে করছেন ততটা নয়। কয়েক মাস কয়েক শ' মামলা কোর্টে গেছে এবং কোর্টে গেলে শুধু প্রমোশন নয় সমস্ত দপ্তরের কাজকর্ম অচল হয়ে থাকছে। এখানকার আদালত আমাদের কাজ কমে যত বাধা সৃষ্টি করেছে তাতে আমরা সত্যি সত্যি বিক্ষুব্ধ এবং আমরা বামফ্রন্ট সরকারের এটা ইচ্ছা যে দরকার হলে আমরা কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী বা সুপ্রীম কোর্টের গোচরে ব্যাপারটা আনব যে এমন করে যদি আমাদের এই ছোট রাজ্যকে অচল করে দেওয়া হয়---ইদানিং একটা রায় বেরিয়েছে যে কোন কর্মচারীকে ট্র্যানসফার করতে হলে আগে সেই কর্মচারীর জন্য একটা বাড়ী তৈরী করতে হবে। এর প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের আইনমন্ত্রী এবং সুপ্রীম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার।

মিঃ স্পীকার---যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেইগুলির লিখিত এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।
(ANNEXURES—"C" & "D")

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশের বিষয়বস্তু হলো—

"গত ১১ই আগষ্ট ১৯৮১ইং উদয়পুর মহকুমায় গর্জনমুড়া বাজারে যুব সমিতির সমর্থক শ্রীসুচিত্র জমাতিয়ার উপর কতিপয় সি. পি, এম সমর্থকদের দৈহিব নির্যাতন করা ও তৎপরে তোতামুড়া স্কুল ও গ্রামে গিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করা সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া কর্তক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরতর্তী একটি তারিখ আনবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :- স্যার, আমি আগামী ২৪শে সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৪শে সেপ্টেম্বর এই বিষয়ে বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। আমি আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হলো—

"বিগত ১২ই মে ১৯৮১ ইং গভীর রাত্রে কমলপুর মহকুমার দেবীছড়া গ্রামে শিক্ষক আন্দোলনের কর্মী দয়াময় দত্তের খুন হওয়া সম্পর্কে।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস কত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর এ সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর এ সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন। আমি আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল—

"গত জুলাই মাসে তুলামুড়ায় ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের কর্মী বিমল দাসকে খুন করা প্রসঙ্গে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর এ সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর এ সম্পর্কে বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

Hon'ble Members, I have received a notiee of breach of privilegn raised by Shri Ratimohan Jamatia, MLA against Shri Tapan Chakraborty, MLA. Shri Jamatia contended that Shri Chakraborty in his speech on 18. 9. 81. during the reference period stated that Shri Harinath Deb Barma, MLA had

been involving himself in the cessessionist and anti national activities since the last disturbances occured in June, 1980 Shri Chakraborty's statement is totally baseless and has amounted to cast reflectfon on the conduct of the member in the public and thus he has committed breach of privilege of the member and also of the House.

The matter is under my examination and the decision thereof regarding which will be intimated to the House in due course

প্রেজেন্টশান অব্ দি রিপোর্ট অব্ দি সিলেক্ট কমিটি অন্ দি এগ্রিকালচারেল প্রডিউস মার্কেটস বিল, ১৯৮০ ইং।

মিঃ স্পীকার ঃ—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো—এগ্রিকালচারেল প্রডিউস মার্কেটস বিল, ১৯৮০ইং এর উপর সিলেক্ট কমিটির প্রতিবেদন উপস্থাপন।"

আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী (চেয়ারম্যান অব দি কমিটি) মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

Shri Nripen Chakraborty :—Mr, Speaker Sir, I beg to present before the House the Report of the Select Committee on the Tripura Agricultural Produce Markets Bill, 1980

মিঃ স্পীকার ঃ---সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো "Laying of the Tripura Land Tax (Amendment) Rules, 1981 as required under sub Section (3) of Section 20 of the Tripura Land Tax Act, 1978."

আমি মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Shri Biren Datta :—Mr Speaker Sir, I beg to lay before the House "The Tripura Land Tax (Amendment) Rules, 1981 as required under Sub Section (3) of the Section 20 of the Tripura Land Tax Act 1978.

মিঃ স্পীকার ঃ--সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো -"দি ত্রিপুরা সিকিউরিটি এমেণ্ডমেন্ট বিল, (১৯৮১ ত্রিপুরা বিল নং ৫ অব ১৯৮১)" উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, "দি ত্রিপুরা সিকিউরিটি এমেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৮১ (ত্রিপুরা বিল নং ৫ অব ১৯৮১)" এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক উত্থাপিত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হল - "দি ত্রিপুরা সিকিউরিটি এমেণ্ডমেন্ট বিল, ১৯৮১ (ত্রিপুরা বিল নং ৫ অব ১৯৮১) "এই সভায় উত্থাপন করার জন্য আমি অনুমতি চাইছি।"

(বিলটি ভোটে দেওয়া হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে সভায় উত্থাপিত হয়)।

প্রেজেন্টেশান অব দি সিক্সথ রিপোর্ট অব দি কমিটি অন পাবলিক আণ্ডারটেকিংস।

মিঃ স্পীকার ঃ- সভার পরবর্ত্তী সূচী হলো - পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটির ষষ্ঠ

প্রতিবেদন উত্থাপন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীকেশব মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীকেশব মজুমদার ঃ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি " পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটির ষষ্ঠ প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করা হচ্ছে যে "নোটিশ অফিস" থেকে বিলের ও প্রতিবেদনের এবং রুলসের প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

সর্ট ডিস্কাশন অন মেটারস অব আর্জেন্ট পাবলিক ইমপর্টেন্স।

মিঃ স্পীকার ঃ- এখন সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো - "সর্ট ডিসকাশন অন্ মেটারস অব আর্জেন্ট পাবলিক ইমপরটেন্স।" আজকের সংশ্লিষ্ট কার্য্যসূচীতে একটি সর্ট ডিসকাশন নোটিশ" আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয়। বিষয়বস্তু হলো ঃ—

"ত্রিপুরায় রেল সম্প্রসারণ সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় বিধায়ক মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীনকুল দাস :- মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় রেল সম্প্রসারণের জন্য ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষ দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করে আসছেন। সেই সম্প্রসারণ আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত। আমরা দেখেছি সেই দাবী জানিয়ে এখানে যে ধর্মঘট করা হয়েছে সেগুলি সর্বাত্মক হয়েছে। কিন্তু তারপরও এই রাজ্যের মধ্যে আমরা দেখেছি রেল সম্প্রসারণ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি খুব বেশী আকৃষ্ট হয়নি। আমরা দেখেছি এই রাজ্যে রেল আনতে মোটামুটি ভাবে ৫০ কোটি টাকা খরচ হবে। প্রতি বছর যদি ১০ কোটি টাকা খরচ করা হয় তাহলে ৫ বৎসরের মধ্যেই আগরতলা পর্য্যন্ত রেল পথ সম্প্রসারণ করা যেতে পারে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তার জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ করছেন না। কারন কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য হলো যে এই রাজ্যে রেল সম্প্রসারণ করে কোন লাভ হবে না। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের লাভের উপরেই নির্ভর হচ্ছে কোন জায়গায় রেল যাবে না যাবে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যদি এই ওজর দেখানো হয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায় মনিপুর বা নাগাল্যাণ্ড থেকেও রেলের লাভ হচ্ছে না। তাহলে সেখানে কি করে রেল আসল। শুধু মনিপুর বা নাগাল্যাণ্ডই নয় সামগ্রিক ভাবেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য।

ত্রিপুরা ভারতবর্ষ থেকে আলাদা রাষ্ট্র নয় কাজেই স্বাধীন রাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য হিসাবে ত্রিপুরার প্রত্যেকটি মানুষের বাচার অধিকার আছে এটা সকলেই মেনে নিতে হবে তাই মানুষের সার্বিক উন্নয়নের কথা চিন্তা করলে প্রথমেই বলতে হবে ত্রিপুরা রাজ্যেও রেল লাইন সম্প্রসারন করা উচিত। কারন আমরা জানি ত্রিপুরাবাসীও ভারতবর্ষের মানুষ কাজেই ভারতবর্ষের মানুষ হিসাবে ত্রিপুরারাজ্যকে বাচিয়ে রাখা এটা শুধু ত্রিপুরারাজ্যের দায়িত্ব নয়, কেন্দ্রকেই এই দায়িত্ব বহন করতে হবে। কারণ কেন্দ্রের হাতেই সমস্ত ক্ষমতা এবং কেন্দ্রকে নির্ভর করেই আমাদের চলতে হয়। কাজেই আমরা দেখছি যে সমস্ত রাজ্যে রেল লাইন নেই সেই সমস্ত রাজ্যে জিনিষ-পত্রের দাম সবচেয়ে বেশী।

এমন একটা জায়গার মধ্যে আমরা বাস করছি সেটা বলতে গেলে এক কথায় বলতে হয় যে আমরা ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন। কারন তুলনামূলকভাবে হিসাব করলে দেখা যাবে রেল বর্জিত ত্রিপুরারাজ্যে জিনিষপত্রের দাম অনেক বেশী, কারন আমাদের এখানে গাড়ীতে অথবা প্লেনে করে সমস্ত জিনিষ আনতে হয়, তাই পরিবহন খরচ অনেক বেশী পড়ে এবং তার জন্যই জিনিষপত্রের এত দাম। কংগ্রেস আমলে পরিবহন ব্যবস্থার যে নমুনা ছিল তা বলে লাভ নেই। কারন বামফ্রন্ট সরকার যখন ক্ষমতায় বসেন তখন সাধারন একটা জিনিষও সাধারন মানুষের নাগালের বাইরে ছিল। যে নুন ছাড়া আমাদের এক মূহূর্তও চলে না সে নুনও সাধারন মানুষের জন্য সরবরাহ করতে পারেননি কংগ্রেস সরকার। তাই আমরা রেল সম্প্রসারন করার জন্য কেন্দ্রকে বার বার অনুরোধ করেছি, কিন্তু কেন্দ্র এই ছোট্ট রাজ্যে ত্রিপরারাজ্যের জন্যই এখন পর্য্যন্ত কিছুই করেন নি। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে, আমরা বলেছিলাম বাংলাদেশ অথবা আসামের সঙ্গে আমাদের এমন একটা রেল সম্প্রসারনের ব্যবস্থা করে দিন যাতে ত্রিপুরার মত দরিদ্র রাজ্য বেচে যায়, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেটাও দিতে নারাজ। রেল লাইনের অভাবে এখানে অনেক কল্যাণমূলক কাজে ব্যহত হচ্ছে/কারন সিমেন্ট, ইট, রড ইত্যাদি ঠিকভাবে আনা যায় না। যদিও আনা যায় সেটা সাধারন মানুষের নাগালের বাইরে। তাছাড়া এই সমস্ত জিনিষপত্রের অভাবে সরকারী অনেক কাজও বন্ধ হয়ে আছে/কারন, জিনিষপত্র ঠিকভাবে আসছে না। আমরা দেখেছি আজকে বিভিন্ন খাতে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য যে সমস্ত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে মনে হচ্ছে সমস্ত কাজই ভেস্তে যাবে। কারন ইট নেই, সীমেন্ট নেই, রড নেই, কিছুই নেই। তাই মনে হচ্ছে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছে সে টাকা ফেরৎও যেতে পারে। আমরা লক্ষ্য করছি রেলের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হচ্ছে যেটা সেটা হলো ত্রিপুরার যে বনজ সম্পদ রয়েছে সেই বনজ সম্পদের বিকাশ হচ্ছে না এবং এই সম্পদকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। আমার মনে হয় যদি এই সম্পদকে কাজে লাগানো যেত তাহলে এই বনজ সম্পদ থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের আয় যে টামুটি খারাপ হতো না, কিন্তু এই বনজ সম্পদগুলি প্রতি বছরই নষ্ট হচ্ছে একমাত্র যোগাযোগের অব্যবস্থার জন্য। ত্রিপুরায় কাগজ কল হতে পারছে না, কারণ রেল লাইন নেই। আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি এই কাগজ কল করতে গেলে ৬৭ কোটি টাকা খরচ হবে এবং তার সাবষ্টিটিউড হিসাবে ৫০ কোটি টাকা রেল লাইন সম্প্রসারনের জন্য খরচ হতে পারে, কিন্তু আমরা দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার সেখানেও একটা অনমনীয় মনোভাব নিয়েছেন। এই যে মনোভাব এই মনোভাব গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন মানুষের হওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমরা দেখছি যারা ভারতবর্ষের মধ্যে বিশেষ করে শ্রীমতী গান্ধীর রাজত্বের মধ্যে যিনি রেল মন্ত্রী হয়ে বসে আছেন শ্রীকেদার পাণ্ডে তিনি তো রেলে যে এত মৃত্যু হচ্ছে এবং ক্ষতি হচ্ছে তার কিছুই দেখছেন না। দুদিন পর পর যেভাবে রেল একসিডেন্ট হচ্ছে তাতে তো কম ক্ষতি হচ্ছে না, কিন্তু এই ক্ষতি তাদের কাছে কিছুই মনে হয় না। অথচ, ত্রিপুরারাজ্যের জন্য সামান্যতম রেল সম্প্রসারনের জন্য যে টাকা লাগবে তার অংক তাদের কাছে মনে হচ্ছে অনেক বেশী। কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রী আমাদের এই ক্ষুদ্র রাজ্যের জন্য কোন চিন্তা ধারাই নিচ্ছেন না। তারা বিদেশীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলছেন। তারা বেশী দামে বিদেশ থেকে গম কিনছেন কিন্তু আমাদের

কৃষকরা কম দামে বিক্রি করতে রাজী হয়েছে এবং তারা আমাদের কৃষক থেকে গম কিনছেন না। এই তো হচ্ছে শ্রীমতী গান্ধী সরকারের অবস্থা। ইতিমধ্যে রেল একসিডেন্টে প্রায় ৪২ হাজার লোক মারা গেছে এবং বহু সম্পদ নষ্ট হয়েছে তবুও কেন্দ্রের রেল মন্ত্রীরা বহাল তবীয়তেই গদীতে বসে আছেন। আমরা লক্ষ্য করেছি সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য্য নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে, কিন্তু ত্রিপুরা-বাসীকে এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দাম অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশী দিতে হয়। কারন, যোগাযোগ অব্যবস্থায় অপ্রতুলতার জন্যই আজকে আমাদের এই দুর্দ্দশা। আমরা দেখেছি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের এই সমস্ত রাজ্যের দিকে তাঁদের লক্ষ্য নেই। দিল্লীতে, বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আজকে তাঁরা বসে আছেন। আজকে ৫০ কোটি টাকার জন্য তারা রেল লাইন চালু করতে পারছেন না। কিন্তু আমরা দেখছি কিভাবে আজকে তারা টাকা মারছেন। এই রেল লাইন সম্প্রসারনের জন্য আমরা বহুদিন ধরে চেষ্টা করে আসছি কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এর জন্য কোন উদ্যোগই গ্রহন করছেন না। ত্রিপুরা রাজ্যকে গাড়ীর উপর নির্ভর করেই চলতে হয়। এই গাড়ী চলাচলের জন্য পেট্রোল এবং ডিজেল বিশেষ প্রয়োজন হয় কিন্তু সেই পেট্রোল এবং ডিজেলের ক্রাইসিস প্রায় সময়ই লেগে থাকে। তাই অনেক সময় যদি ওয়াগন দিয়ে মাল আসে ত্রিপুরারাজ্যে, সেই সমস্ত মাল আনার ক্ষমতা ত্রিপুরার হয় না। কারন পেট্রোল ডিজেল যদি সময় মত না পাওয়া যায় তাহলে মাল দিনের পর দিন ওয়াগনেই পড়ে থাকে। তার ফলে অসাধু ব্যবসায়ীরা লাভবান হয়ে উঠেন, কারন তারা অনেক বেশী দামে তখন জিনিষপত্র বিক্রি করেন। তার ফলশ্রুতি হিসাবে দরিদ্র মানুষকেই বেশী ভুগতে হয়। তাই আমরা কেন্দ্রকে বার বার অনুরোধ করছি ত্রিপুরারাজ্যে যত শীঘ্র সম্ভব রেল লাইন সম্প্রসারন করা হোক।

এই রেল লাইন সম্প্রসারণ না হলে পরে ত্রিপুরা রাজ্য চারিদিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। ত্রিপুরার মানুষ আজ ন্যায্য দামে জিনিষপত্র পাচ্ছেনা, কৃষকরা তাদের উৎপাদিত জিনিষ বিক্রী করে ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেনা। কারন এফ, সি, আই, তাদের কাছ থেকে গম কিনছেনা। এই রেল লাইন সম্প্রসারণ না হলে অমরা অর্থাৎ ত্রিপুরাবাসী যারা আছেন তারা একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের আদিবাসীদের মত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে সবদিক থেকে। তারা আজ চিন্তা করতে পারছেনা এই রেল লাইন সম্প্রসারণ আজকে এই সভ্যতার যুগে, এই বিংশ শতাব্দির যুগে সমস্ত কিছু কাজের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। বেকার যুবকদের চাকুরীর পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন কারখানা খুলতে পারা যাচ্ছেনা। আজকে একটি কারখানা খুলতে পারলে অনেক বেকার যুবকের চাকুরীর ব্যবস্থা হত। কিন্তু সমস্ত কিছু ব্যহত হচ্ছে সেই রেল লাইনের জন্য। যতদিন না পর্য্যন্ত এই কাজ এগোবেনা ততদিন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যর তুলনায় অনেক পিছিয়ে থাকবে। আমরা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ নই, ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবেও আমাদের পরিচিতি আছে। ভারতবর্ষের সরকারই আমাদের মূল সরকার। সে সরকারের নির্দেশে রাজ্য-সরকারগুলি চলে। রাজ্যের হাতেও এমন কোন ক্ষমতা নাই, যা দিয়ে রাজ্য সরকার কাজ করতে পারে। রাজ্যের হাতে ক্ষমতা সীমিত। তাই তারা কিছু করতে পারছেনা। এই রেল সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রকে উদ্যোগ নিতে হবে। কেন্দ্র যদি এই ব্যাপারে

উদ্যোগ না নেয় তাহলে রেল লাইন সম্প্রসারণ করা সম্ভব না। রেলের সংগে সব-কিছুর যোগাযোগ। রেললাইন সম্প্রসারিত না হলে ত্রিপুরার মানুষ ন্যায্য মূল্যে জিনিষ পাবেনা, রেললাইন সম্প্রসারিত না হলে ত্রিপুরার কৃষক ন্যায্য দামে জিনিষ বিক্রী করতে পারবেনা, রেল লাইন সম্প্রসারণ না হলে ত্রিপুরার বেকাররা চাকুরী পাবেনা।, রেল লাইন সম্প্রসারণ না হলে ত্রিপুরার সমস্ত দিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এতদিন তারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে শোষনের রাজত্ব চালিয়ে এসেছিল, মুনাফা লুটে এসেছিল আজও তারা এই সব করতে চাইছে এই দাবী ত্রিপুরার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবী। এই দাবী নিয়ে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষ সারা রাজ্য জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালন করেছে, এই দাবী নিয়ে ত্রিপুরার মানুষ হরতাল করেছে। এই দাবী সর্বাত্মক। কাজেই এই দাবী যদি পূরন না করেন তাহলে পরে গণতান্ত্রিক মানুষ তারা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবে। কাজেই দাবীকে পূরন করার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস যে প্রস্তাবটি আজকে হাউসে উপস্থাপিত করেছেন সেই প্রস্তাবটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। ত্রিপুরায় রেল লাইন সম্প্রসারিত করার উপর কেন্দ্রের কতটা আর্থিক উন্নতি হবে না হবে সেটাই কেন্দ্রের বিচারের মানদণ্ড হতে পারে না এবং এই দৃষ্টিভঙ্গীটা আমি সংগত বলে মনে করি না। আমাদের দেখতে হবে যে ত্রিপুরায় রেল সম্প্রসারণ ত্রিপুরার মানুষের পক্ষে প্রয়োজন আছে। ডেভেলাপমেন্ট ওয়েলফেয়ারের পক্ষে এটার প্রয়োজনীয়তা আছে। ত্রিপুরা রাজ্যটা এটা ভারতবর্ষের একটা কর্ণারে অবস্থিত। এই রাজ্যের মানুষের সংগে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের মানুষের সংগে যোগাযোগ খুব কমই হয়। কারণ রেল লাইনের অভাব। রেল না থাকাতে আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্য একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপ হয়ে পড়ে আছে। আমরা যখন ত্রিপুরার বাইরে যাই তখন আমরা লক্ষ্য করেছি যে, আমরা যখন ত্রিপুরাবাসী হিসাবে নিজেদের পরিচয় দেই তখন তারা আমদের ত্রিপুরাকে ঠিকভাবে চিনে নিতে পারে না। তারা মণিপুর, আসামকে যত সহজে চিতে নিতে পারেন বা তাদের সংগ তাদের যতটা যোগাযোগ আছে ত্রিপুরাবাসীদের সংগে তাদের ততটা যোগাযোগ নাই, অতটা পরিচয় নাই। তার একমাত্র কারণ রেল লাইনের অভাব। ত্রিপুরার মানুষের বাইরের আত্মীয়স্বজনের সংগে দেখাশুনা করা বা ভ্রমণ করা হয় না, কারণ রেল লাইনের অভাব। কারণ ত্রিপুরার বেশীর ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। কাজেই তাদের বিমানে করে ভ্রমণ করা অতি কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়ে। সকলের পক্ষে সেটা সম্ভব হয়ে উঠে না। কাজেই ত্রিপুরার পক্ষে রেল লাইন সম্প্রসারণ এটা একটা খুব জরুরী হিসাবে কেন্দ্রকে ভাবতে হবে। এই রেল সম্প্রসারণ ধর্মনগর থেকে আগরতল হয়ে সাব্রুম পযন্ত এটা ত্রিপুরার সমগ্র জনগণের দাবী। এটা কোন রাজনৈতিক দলের দাবী নয়। এটা এমন দাবী যে দাবীর জন্য ত্রিপুরার সমগ্র মানুষ এককন্ঠে আওয়াজ তুলতে বাধ্য হচ্ছে। কাজেই আমার মনে হয় কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত যে জরুরী ভিত্তিতে এই কাজ হাতে নেওয়া যাতে ত্রিপুরার রেল লাইন সম্প্রসারণের কাজ ত্বরানিত হয় এবং তার সংগে সংগে ত্রিপুরার

মানুষ ভারতবর্ষের অন্যান্য মানুষের সংগে পরিচিত লাভ করতে পারে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ইতিমধ্যে ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের কাজ আরম্ভ হয়েছে, এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা। মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বহু কথা বলেছেন, আমি এই ক্ষেত্রে মাননীয় সদস্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বলব এই ব্যাপারে আমাদের রাজ্য সরকারেরও উদ্যোগের প্রয়োজন আছে: যতটুকু উদ্যোগ রাজ্য সরকারের আছে ততটুকু আমি যথেষ্ট বলে মনে করি না। ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারণের কাজ এত বিলম্বিত হওয়ার কারণ রাজ্য সরকারের উদ্যোগের অভাব। যে জমিগুলি অ্যাকওয়ার্ড করা হয়েছিল সেই আকওয়ার্ড জমিগুলি এখনও রেল কর্তৃপক্ষের হাতে দেওয়া হয় নাই। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। কাজেই আমি এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের কাছে অনুরোধ করব যে তাদের উদ্যোগের পরিমাণও যাতে কিছুটা বাড়ায়। সমস্ত দোষ কেন্দ্রের উপর চাপিয়ে দিলে হবে না, এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারের উদ্যোগের প্রয়োজন আছে। ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক উন্নয়নের জন্য, এখানকার সমগ্র ব্যাপারের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের কাছেও আমার অনুরোধ যে ধর্মনগর থেকে আগরতলা হয়ে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইনের কাজ ত্বরান্বিতভাবে করার জন্য। অতীতে এতটা অসুবিধা হত না। কারণ তখন বাংলাদেশের কুমিল্লা থেকে ত্রিপুরাবাসীরা রেলে চড়ে বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারতেন। কিন্তু দেশ বিভাগের পর সেই সুযোগটা চলে গেল। কাজেই ত্রিপুরায় রেল লাইন সম্প্রসারণ অত্যন্ত জরুরী এবং এটা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত জনগণের সোচ্চার দাবী। এই দাবী পূরণের জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীজীতেন সরকার।

শ্রী জিতেন সরকার ঃ — কমরেড নকুল দাস মহাশয় রেল সম্প্রসারনের জন্য যে দাবী এই বিধানসভায় রেখেছেন তাকে আমি সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি। এই রেল সম্প্রসারন ত্রিপুরার প্রায় ২১ লক্ষ মানুষের জীবন ধারনের বা ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত জরুরী, তাই এটাকে করার জন্য ত্রিপুরার সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষ দাবী জানিয়েছে। দুই দুইবার ত্রিপুরা রাজ্যে তার জন্য বন্ধ পালন করা হয়েছে। এই বামফ্রন্ট সরকার সরকারে আসার আগে থেকেই এই বামফ্রন্ট সরকারের প্রধান শরিক হিসাবে মাকসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি তার বিভিন্ন দাবীর মধ্যে এই সম্প্রসারন-এর দাবী টিকেও রেখেছিলেন। তার পর সরকারে আসার পরেও বার বার এই দাবী কেন্দ্রের কাছে জানানো হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরায় রেল সম্প্রসারনের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপই নিচ্ছেন না। এই বিধানসভায় যে তথ্য আমরা পেয়েছি তাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে কেন্দ্র থেকে যে অফিসার এখানে আসেন তাকে তিনি বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে রেল সম্প্রসারন করা যায় কি না তার উত্তরে তিনি নাকি বলেছেন যে সেটা ভেবে দেখতে হবে। তাহলেই বুঝুন ত্রিপুরার এই রেল সম্প্রসারন যে জন জীবনকে কতটা উন্নত করবে তা তারা বুঝেও বুঝতে চান না।, তারা শুধু ভেবেই সময় কাটিয়ে দিতে চায়। তারা ত্রিপুরার জন জীবনের উন্নতির কথা চিন্তা না করে, চিন্তা করছেন লাভ লোকসানের কথা। কিন্তু আমরা বলতে চাই যে, এতে লাভলোকসানের কোন প্রশ্নই উঠে না। কারণ ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক মানুষ হিসাবেই শুধু ত্রিপুরার

মানুষ তাদের জীবন ধারাকে আরও উন্নত করার জন্যই এই দাবী করেছেন। ব্যাবসা করার জন্য নয়। আমরা জানি নাগালেণ্ডে রেল সম্প্রসারনের ফলে তারা বহিরাজ্যের সঙ্গে ব্যবসা করছে। কিন্তু তাদের পক্ষে যা সম্ভব হয়েছে, দরিদ্র ত্রিপুরার পক্ষেতো তা করা সম্ভব হবে না। ত্রিপুরা শুধু তার জন জীবনকে উন্নত করার জন্যই বারে বারে এই রেল সম্প্রসারনের দাবী করেছে কারণ ত্রিপুরার মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্যই এই রেল সম্প্রসারন একান্ত প্রয়োজন।

আমরা জানি বিগত দিনে যে সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে রাজত্ব করেছেন তারা কেন্দ্র থেকে দেওয়া টাকা রাজ্যের উন্নয়ন কল্পে না লাগিয়ে ফেরত পাঠিয়েছে। আবার ত্রিপুরার উন্নতির জন্য ত্রিপুরাতে যে রেল সম্প্রসারন করা প্রয়োজন এই কথাটা তারা একবারও কেন্দ্রকে বলেনি। অথচ আজ আমরা বারে বারে বলেও তা পাচ্ছি না। ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য আমরা যে টাকা কেন্দ্রের কাছে চাই কেন্দ্র আমাদেরকে তা দিতে চায় না বা দেয় না। অথচ পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা থেকে যে টাকা কেন্দ্রে যায় তার চার ভাগের একভাগ টাকাও কেন্দ্র ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গকে দিতে চায় না। তাইতো আমরা বলি যে, তুমি আমাদের এখান থেকে কোন টাকা নিও না, আবার তোমার কাছ থেকেও কোন টাকা আমাদেরকে দিও না। এবং দেখ নিজেদের রাজ্যের টাকা দিয়ে আমরা কি করতে পারি। কমরেড, এখানে বিরোধী সদস্য নগেন্দ্রবাবু বলেছেন যে রেল সম্প্রসারনের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের যথেষ্ট উদ্যোগ নেওয়া উচিৎ। কিন্তু এইটা কি তিনি দেখেন নি যে, রাজ্য সরকার এখানে রেল সম্প্রসারন সম্পর্কে প্রস্তাব পাশ করিয়েছে। ত্রিপুরার গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যে সংগ্রাম করছে। কাজেই আমি বলব যে ত্রিপুরার সরকার উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে মোটেই গাফিলতি করে নি।

তারপর এখানে যে কাগজ কল করার কথা চিন্তা করা হচ্ছে, যদি তা হয় তাহলে আমরা ত্রিপুরার হাজার হাজার মানুষের চাকরী দিতে পারব। আর এই কাগজ কলের জন্য প্রয়োজন হাজার হাজার টন কয়লার, এখানে রেল যদি না থাকে তাহলে তো তা করা সম্ভব হবে না, কারণ কাগজ কল কর্তৃপক্ষ বলেছেন, যে ত্রিপুরাতে রেল লাইন নাই। তারপর ত্রিপুরার জুট মিলে প্রচুর পাট জমা পড়ে আছে, তাছাড়াও ত্রিপুরায় তৈরী হয় প্রচুর পরিমানে চট, কিন্তু ত্রিপুরার উৎপাদিত এই সমস্ত দ্রব্যগুলিকে শুধু মাত্র রেলের অভাবেই বিদেশে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। এইভাবে ত্রিপুরার সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজকর্ম শুধুমাত্র রেল লাইনের অভাবেই করা সম্ভব হচ্ছে না। আমরা চিন্তা করে দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইন থাকলে খুব কম দামে জিনিষ কিনা সম্ভব হতো। রাজ্য সরকারের বিরোধী দলের নেতারা নানা মিটিং এ জনগণের সামনে বলেন যে, তোমাদের এই জিনিষ পত্রের দাম বাড়ানোর জন্য রাজ্য সরকারই দায়ী, কারণ দেখ না রাজ্য সরকার গুজরাট থেকে মাত্র ২০ পয়সা দিয়ে লবন কিনে আনে, আর এখানে এনে তা ৫৫ পয়সায় বিক্রি করে। জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য, রাজ্য থেকে কেন্দ্র এই সমস্ত কথা বলছেন। এইভাবে বিভিন্ন কায়দায় তারা বামফ্রন্ট সরকারকে জনসম্মুখে হেয় করার চেষ্টা করছে। অথচ কেন যে এই দামটা বেড়ে গেল তা কিন্তু ওনারা বলছেন না. মানে রেল সম্প্রসারনের অভাবেই যে এই দামটা বেড়ে গেছে এ কথাটা কিন্তু তারা একবারও উচ্চারন করছেন না। ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইনের

অভাবেই যে ত্রিপুরার ২১ লক্ষ্য মানুষের সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে আছে, তা কিন্তু তারা বলেন না।

আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত যাতে রেল লাইন স্থাপন করা হয় তারজন্য আমি এই হাউসের পক্ষ থেকে, এই ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে দাবী রাখছি। আজকে ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্য হিসাবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য অবিলম্বে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন স্থাপন করা উচিত। তাহা হইলে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে তথা ত্রিপুরা রাজ্যে আর সাম্পদায়িক শক্তিগুলি, বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। আজকে এই ত্রিপুরায় উপযুক্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই বলে ত্রিপুরায় নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে চলেছে। সুতরাং অবিলম্বে ত্রিপুরায় রেল লাইন স্থাপন করে ত্রিপুরার জনদরদী বামফ্রন্ট সরকার যে সকল জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন তাকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করুন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস এই হাউসে ত্রিপুরায় রেল লাইন সম্পসারণের জন্য যে ডিসকাসন এনেছেন আমি এই প্রস্তাবটি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি। কেন না আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মত একটি পিছিয়ে পড়া রাজ্য সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আর কোথাও নেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে এই ত্রিপুরা রাজ্যে কিছুই নেই। তাই রাজ্যের উন্নতিও কোন প্রকারে সম্ভব হচ্ছে না। একটা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য সব চাইতে যা প্রধান প্রয়োজনয়ীতা হচ্ছে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থাৎ রেল লাইন। এই রেল লাইনের অভাবে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্য একেবারে পিছিয়ে রয়েছে। আমরা লক্ষ্য করেছি যে স্বাধীনতা লাভের পর সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তথা ত্রিপুরা রাজ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমানে রেল লাইন সম্প্রসারন হয়নি। শুধুমাত্র ধর্মনগর পর্যন্ত মাত্র ১২ কিলোমিটার রেল লাইন সম্প্রসারণ করা হয়েছে। আজকে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন স্থাপনের জন্য ত্রিপুরার জনগনের দাবী, সেই দাবী আদায়ের জন্য ত্রিপুরার জনগণ লড়াই করে যাচ্ছেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তাতে কোন কর্ণপাতই করতে চাইছেন না। কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন এটা যেন মহাজন ও খাতকের সম্পর্ক। কেন্দ্রীয় সরকার হচ্ছেন মহাজন আর ত্রিপুরার জনগন হচ্ছেন তাঁর খাতক। সুতরাং খাতকের উন্নতির জন্য কেন্দ্র টাকা দিতে রাজি নয়। ত্রিপুরা রাজ্যের এই ন্যায্য দাবীকে কেন্দ্রীয় সরকার দাবিয়ে রাখবার জন্য সব রকমের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি না থাকায়, রেল লাইন না থাকায় এই ত্রিপুরা রাজ্যে কোন প্রকার ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান, এবং কল কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হচ্ছেনা। শিল্প, কল-কারখানা স্থাপনের সঙ্গে রেল লাইনের স্থাপনের প্রশ্নটি জড়িত আছে। কোন রাজ্যকে উন্নত করতে হলে সর্বাগ্রে সেখানে রেল লাইন স্থাপন করা দরকার। আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি এই রাজধানী আগরতলার সাথে রাজ্যের অন্যান অংশের যোগাযাগ

একেবারে নেই বললেই চলে। এছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আনার একমাত্র ব্যবস্থা হচ্ছে আসাম-আরগতলা রোড। বর্তমানে পেট্রোলের দাম, ডিজেলের দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে সড়কপথে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যথা লবন, কেরাসিন ইত্যাদির মত জিনিসের দাম অ-স্বাভাবিকভাবে বেড়ে চলেছে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায়, উন্নত শিল্প, কল-কারখনা না থাকায় এই রাজ্যে অর্থনৈতিক দিক দিয়া একেবারে অনগ্রসর রয়ে গেছে। এখনও এই রাজ্যের শতকরা ৮২ থেকে ৮৪ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এইরূপ নেতিবাচক নীতির বিরুদ্ধে বার বার ত্রিপুরায় সাধারণ মানুষ প্রতিবাদ জানিয়েছে। ধমনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন স্থাপনের জন্য ত্রিপুরার মানুষ গত ১৪ ই সেপ্টেম্বর তারিখে চারটি বামফ্রন্টীয় দলের ডাকে সমস্ত ত্রিপুরা বন্ধ পালন করেছেন। এতে প্রমাণিত হলো রেল লাইন সম্প্রসারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যে অনমনীয় মনোভাব তার প্রতি ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষ ধিক্কার জানিয়েছে। তাই আমরা লক্ষ্য করেছি যে ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষ স্বতঃস্ফুর্ত্ত-ভাবে এই বন্ধের ডাকে সাড়া দিয়েছে। ত্রিপুরার প্রতিটি মানুষ আজ তাদের দাবির প্রতি যে কত সোচ্চার তা প্রমানিত হলো। সুতরাং এটা আমরা বলতে পারি যে কেন্দ্রীয় সরকার যদি অবিলম্বে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন স্থাপন না করেন তবে ত্রিপুরার মানুষ আরো বৃহত্তর আন্দোলনের পথে এগিয়ে যাবে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আপনাকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই উত্তর পূর্বাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিশেষ কোন সুবিধা না থাকায়, স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ ৩৩ বছরের মধ্যেও কোন প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি না করায় ঐ অঞ্চল পুরাপুরি অনগ্রসর রয়ে গেছে। আর যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধা কম থাকার ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মাথা চাড়া দেবার সুযোগ পেয়েছে। যার ফলশ্রুতি আমরা দেখছি আসামে এবং আমাদের ত্রিপুরায়। এই উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা ত্রিপুরাকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেছে। তারা স্বাধীন ত্রিপুরার পতাকাও উড়িয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হলে এরা এই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এরূপ সুযোগ পেত না।

আমরা লক্ষ করেছি, এই ভারতবর্ষের কেন্দ্রের সরকার এবং ধনবাদীদের পুঁজিপতিদের সরকার। তাই তারা ঐপুঁজিপতি এবং ধনবাদীদের জন্য উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, বোম্বাই, প্রভৃতি রাজ্যের উন্নতির জন্য বিশেষ নজর দিয়েছে। সারা দেশের সমস্ত আয়কে তারা উন্নয়নমূলক কাজের জন্য দেশের মাত্র কয়েকটি জায়গায় সেন্ট্রেলাইজড করে রেখেছে। কেন্দ্রের এই বিমাতৃসুলভ আচরণের জন্য বামফ্রন্টীয় দলগুলি বার বার প্রতিবাদ জানিয়েছে। আমাদের কমঃ নৃপেন চক্রবর্তী এবং কমঃ জ্যোতি বসু বার বার কেন্দ্রীয় সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন যাতে তারা যেন কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে সুষ্ঠভাবে স্থাপন করেন। তাঁরা দাবী করেছেন যে রাজ্যগুলির আয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ যেন রাজ্য সরকারের হাতে দেওয়া হয়। তাহলে রাজ্য সরকারগুলি তাদের নিজেদের রাজ্যকে উন্নত করতে বিভিন্নভাবে অনগ্রসর হতে পারবেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা কানে তুলছেন না, তাঁরা তাদের এইরূপ বৈষম্যমূলক আচরন চালিয়ে যাচ্ছেন। যারফলে আজকে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল তথা ত্রিপুরা রাজ্যে আজও সবচাইতে পিছিয়ে পড়ে আছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই রেল লাইন সম্প্রসারনের মাধ্যমেই এই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি একমাত্র সম্ভব। এর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। সুতরাং এই অনগ্রসর ত্রিপুরার উন্নতির জন্য, ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের উন্নতির জন্য অবিলম্বে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারন করবার জন্য আমি এ হাউসের পক্ষ থেকে, ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের পক্ষ থেকে দাবী করছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—Hon'ble Members, I have received two short discussion notices-

(1) One from Shri Bimal Sinha, M. L. A on the subject :-

"GRIEF সংস্থা কর্তৃক রাজ্যে শ্রমনীতি লঙঘন এবং শ্রমিকদের উপর নির্যাতন সম্পর্কে"।

and

(2) another from Shri Tapan Chakraborty, M. L. A, on the subject :-

'কুমারঘাটে প্রস্তাবিত কাগজকল স্থাপনে অনিশ্চয়তা সম্পর্কে"।

I have admitted these two notices which will be taken up one by one for discussion as the last item of to-day's list of Business.

এখন মাননীয় সদস্য শ্রী শ্যামল সাহাকে আমি রাজ্যে রেল সম্প্রসারণ সম্পর্কে' আলোচনার জন্য অহ্বান জানাচ্ছি।

শ্রী শ্যামল সাহা।---মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস রেল সম্প্রসারণের জন্য যে আলোচনা এনেছেন সেই আলোচনায় অংশ নিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এটা ঠিক যে ত্রিপুরা ভারতবর্ষের একটা অংশ এবং ত্রিপুরার শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ উদ্বাস্তু এবং বাকী ৩০ ভাগ উপজাতি এবং ত্রিপুরার নিজস্ব আয় বলতে কিছুই নেই। সব নির্ভর করতে হয় কেন্দ্রের উপর এবং গত ৩৩ বৎসর ত্রিপুরাতে কোন শিল্প গড়ে উঠে নি কারণ হচ্ছে তার যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে রেল যোগাযোগ। আমরা দেখেছি ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষ রেলের দাবীতে কিছুদিনের মধ্যে দুই দুইটা বন্ধ পালন করছে। ত্রিপুরার জন্য জীবনের ক্ষেত্রে এটা যে অত্যন্ত প্রয়োজন সেটা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে কেন্দ্রীয় সরকার সেই দাবীর প্রতি আদৌ মনোযোগ দিচ্ছেন না। কারণ গত ৩৩ বৎসরে আমরা দেখেছি যে রেল যোগাযোগের অসুবিধার জন্য ত্রিপুরার মানুষের এর কি সংকটের মধ্যে পড়তে হয়েছে। আমরা দেখেছি পেট্রোল, কেরোসিন প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষের অভাব দেখা দিয়েছে এবং বাইরে থেকে সেসব সামগ্রী আনার ক্ষেত্রে রেল আমাদের বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থে কিভাবে রেলটাকে সম্প্রসারণ করা যায়, ধর্মনগর থেকে কি করে আনা যায় সেই হুকুম আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাচ্ছিনা। কিন্তু ত্রিপুরার সমগ্র

মানুষের স্বার্থে সেটাকে না দেখে সেটাকে দেখেছেন লাভ লোকসানের মাপ কাঠিতে। যদি এটাকে লাভ লোকসানের বিচার করতে হয় তাহলে সমগ্র পূর্বাঞ্চল, যেমন মনিপুর নাগাল্যাণ্ড সেইসব জায়গা রেল লাইন থেকে বাদ পড়ে যায়। কিন্তু আজকে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে কেন সেটাকে বড় করে দেখা হচ্ছে? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ৫০ কোটি টাকার প্রয়োজন। তাহলে ৫ বছরে প্রতি বছর ১০ কোটি টাকা করে খরচ করলে ৫ বছরের মধ্যেই আগরতলা পয্যন্ত রেল লাইন চলে আসতে পারে। আমরা দেখেছি ধমনগর থেকে কুমারঘাট পর্যন্ত বেল সম্প্রসারণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল চালুকরার যে দাবী সেই দাবীর ক্ষেত্রে সেটাকে লাভ লোকসানের বিচার করে সেটাকে গৌণ করে রাখা হয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে চাই কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুবার মানুষেব স্বাথে ত্রিপুরার সামগ্রীক উন্নতির জন্য অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে যেভাবে কাজ করা হয়েছে সেইভাবে ত্রিপুরার সামগ্রীক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সেইভাবে ত্রিপুরায় রেলকে সম্প্রসারণ করা দরকার।

মি ঃ ডেপুটি স্পীকার--মাননীয় সদস্য, আমাদের রিসেস হয়ে গেছে। আপনি রিসেসের পরে বলতে পারবেন। সভা বেলা দুইটা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকাব ঃ- শ্রীশ্যামল সাহাকে বক্তব্য বাখাব জন্য আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীশ্যামল সাহা ঃ- মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যাব, ত্রিপুরা এমনিতেই অনগ্রসর রাজ্য। ত্রিপুরা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রাদি বাহিবে থেকে আনতে হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে প্রায়ই শোনা যায় যে ওয়াগনের অভাবে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আসছে না। আমি বলতে চাই যে আমাদের জন্য ওয়াগন সময়মত বরাদ্দ করা হয় না। আবার রেলপথও সম্প্রসারন করা হবে না। সেটা কি করে হয়? এটা নিশ্চয়ই বৈমাতৃসুলভ আচরণ বলে আমি মনে করি। আমি বলতে চাই যে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে রেল সম্প্রসারণের কথা বলাতে কেন্দ্রীয় সরকার লাভ লোকশানের কথা উত্থাপন করেছেন। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী মাননীয় কেদার পাণ্ডে কি বলতে পারেন প্রতিবৎসর কত কোটি টাকার রেলের সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে? আজ পর্য্যন্ত রেলের মধ্যে কোন নিয়ম শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় নি। যার ফলে যাত্রীগণকে একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে থাকতে হচ্ছে। আমি অনুরোধ করছি কেন্দ্রীয় সবকারকে যে রেলের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য এবং যেখানে রেলপথ সম্প্রসারণ হয় নি সেখানে যেন বেলপথ সম্প্রসারণ করা হয়। অন্ততঃ সাধারণ মানুষের স্বার্থ দেখে এবং জনজীবনকে স্বাচ্ছন্দ্য করে তোলবার জন্য। ত্রিপুরাতে রেলপথ সম্প্রসারিত না হওয়ার ফলে ত্রিপুরার মানুষের পক্ষে বহিঃগমন একটা অসহনীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারন কোন মানুষকে যদি বাইরে যেতে হয় তাহলে' তাকে বিমানে করে যেতে হবে, না হয় তাকে ধর্মনগর পয্যন্ত গিয়ে রেলে চড়তে হবে। কিন্তু বিমানে যাওয়ার সামর্থ ত্রিপুরাবাসীর নেই। কাজেই সেই দিকে দৃষ্টি রেখে কেন্দ্রীয় সরকার যেন অবিলম্বে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পয্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারন করেন। ত্রিপুরার সাবিক উন্নয়নে এই রেলপথে সম্প্রসারন অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে আহবান জানাচ্ছি যে অন্ততঃ ত্রিপুরার জনগনের স্বার্থ বিবেচনা করে যেন অতি সত্বর এই রেলপথ সম্প্রসারণের কাজে এগিয়ে আসেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী ঃ- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস যে মোশনটি এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করে কয়েকটি কথা বলতে চাই। একটা মানব দেহে সমস্ত জায়গায় যদি রক্ত চলাচল না করে তাহলে যেখানে রক্ত চলাচল করে না সে জায়গাটা অসাড় হয়ে যায় এবং সেই মানবটিকেও নিশ্চয় সুস্থঃ বলা যায় না। তেমনি ভারতবর্ষে যে জায়গাতে রেলপথ সম্প্রসারন নেই, সে জায়গাটিকে উন্নত বলা যায় না। যেমন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য। ত্রিপুরা রাজ্যে রেলপথ নেই, কাজেই এখানকার অগ্রগতিও ব্যাহত। ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ হচ্ছে রিফিউজি, ২৯ ভাগ মানুষ হচ্ছে ট্রাইবেল, যাদের কোন আর্থিক সংগতি নেই। অধিকাংশই হচ্ছে জুমিয়া। এমন একটি রাজ্যে যদি কোন উন্নয়নমূলক কাজ করতে হয়, যদি জীবন ধারনের নূনতম ব্যবস্থাও করতে হয় তাহলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন রেলপথের। কিন্তু এই রেলপথের দাবী ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের দীঘদিনের। দীর্ঘদিন ধরেই ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষ ত্রিপুরা রাজ্যে রেলপথ সম্প্রসারনের জন্য আন্দোলন করে আসছে। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৫৫-৫৬ ইং সন থেকেই ত্রিপুরা রাজ্যে রেলপথের দাবী করে আসছে। এই দাবী আজকের দাবী নয়। এই দাবীতে ত্রিপুরার মানুষ বারে বারে সোচ্চার হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার কোন কর্নপাত করছে না। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য নগেন্দ্র বাবু এখানে বলেছেন যে কুমারঘাট পর্যন্ত তো রেলপথ হচ্ছে। হ্যাঁ, কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ যে হাতে নেওয়া হয়েছে সেটা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণে তা ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক কোন কাজ হতে পারে না। রেল দপ্তর আগরতলা পর্য্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণে যে জরীপ করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে ৫০ কোটি টাকা লাগবে। কিন্তু এই ৫০ কোটি টাকা খরচ করতে কেন্দ্রীয় সরকার অনীহা করছেন কেন ? কেন্দ্রীয় সরকার ভাবছেন ত্রিপুরায় রেলপথ সম্প্রসারন করলে লাভ হবে না। কিন্তু এই ত্রিপুরায় ২০/২১ লক্ষ লোক বাঁচলো কি মরলো এটা কি কেন্দ্রীয় সরকারের দেখার দায়িত্ব নেই ? গত বছরে যে দাঙ্গা হয়েছিল, ত্রিপুরার পরিবহন জনিত ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য প্রতিরোধমূলক কোন কাজই দ্রুততায় করা যায় নি। ত্রিপুরায় গঠনমূলক কোন কাজই করা যাচ্ছে না। পূর্ব পাকিস্তানের লড়াইয়ের বেলাতেও আমরা দেখেছি, পাকিস্তান যখন ভারত আক্রমন করল তখন সেই লড়াই প্রতিরোধ করতে অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। এবং সেটা হয়েছে একমাত্র পরিবহন ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্যই। যেহেতু এখানে কোন রেলপথ নেই, সেইহেতু খাদ্য আনা যায় নি, সৈন্য আনা যায় নি। দাঙ্গাকেও হয়তো সংগে সঙ্গেই রোখা যেত যদি সংগে সংগে বি. এস. এফ. আনা যেত। কিন্তু সেই কাজ করতে ২/৩ দিন বিলম্ব হয়ে গেল। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের দৈনন্দিন জীবন যাত্রাকে চালু রাখতে গেলে এই রেলপথ সম্প্রসারণ অত্যন্ত প্রয়োজন। স্যার, যদি রেলপথ সম্প্রসারণে লাভের ভিত্তিটাকে আগে দেখা হয় তাহলে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কোথাও রেলপথ হতে পারে না। আর যদি পশ্চাদপদের দিকে লক্ষ্য রেখে রেলপথ সম্প্রসারন করতে হয় তাহলে ত্রিপুরায় রেলপথ সম্প্রসারন করতেহবে সর্বাগ্রে। রেলপথ সম্প্রসারণ ব্যাতিরেকে ত্রিপুরায় অগ্রগতির আশা সুদূর পরাহত। ভারতবর্ষের উন্নয়নের যে স্রোতধারা, সেই স্রোতধারাকে অব্যাহত রাখতে হলে রেলপথকে অবশ্যই সম্প্রসারিত করতে হবে। কাজেই মিঃ স্পীকার স্যার,

আমি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী করছি যে ত্রিপুরার জনগণের সার্বিক কল্যানের জন্য ধর্মনগর থেকে সুদূর দক্ষিনাঞ্চল সাব্রুম পর্যন্ত রেলপথকে সম্প্রসারণ করা হোক।

ত্রিপুরার একেই তো অর্থনৈতিক পরিবেশ যেটা আমি বলেছি শতকরা ৭০ ভাগ রিফিউজি, ৩০ ভাগ বেকার। তাই আমাদের ত্রিপুরারাজ্যে অর্থনৈতিক স্টেমিনা নেই। কাজেই সেই বেকারী থেকে যদি রক্ষা করতে হয় তাহলে এখানে শিল্প গড়ে তুলতে হবে। আর শিল্প গড়ে তুলতে গেলে কতগুলি জিনিষ-এর একান্ত প্রয়োজন। কলকারখানা তৈরী করতে হলে সেই কারখানায় যেমন কাচা-মালের দরকার হয় তেমনি ফুয়েলেরও দরকার হয়। সেই ফুয়েল পশ্চিম বাংলা থেকে আনতে হবে, কারন অমাদের এখানে ফুয়েল নেই। যদি রেল না হয় তাহলে এখানে ফুয়েল আনা যাবে না, ফুয়েল আনতে না পারলে ত্রিপুরারাজ্যে কলকারখানাও তৈরী করা যাবে না। কিন্তু আমরা কেন্দ্রের মন্ত্রীদের কাছ থেকে অনেক কিছু শুনছি। এই তো সেদিন জর্জ ফার্নানডেজ এসেছিলেন তিনি বলেছেন আমাদের ঘড়ির কারখানা দেবেন, এই কারখানা দেবেন, সেই কারখানা দেবেন, অনেক কিছু দেবেন, কিন্তু আমরা আসলে কিছুই পাচ্ছি না, একটা জিনিষও দিলেন না। যদি রেল না আসে তাহলে ত্রিপুরা-রাজ্যে কলকারখানা কিছুই তো করা যাবে না। কলকারখানা করতে হলে কয়লারও প্রয়োজন হবে। দৈনিক ২০০ মেট্রিক টন কয়লার প্রয়োজন হবে, সেই ২০০ মেট্রিক টন কয়লা কি করে আসবে, সেই কয়লা তো বহন করে আনতে হবে এবং তার জন্যও ত্রিপুরারাজ্যে রেল লাইনের প্রয়োজন আছে। ত্রিপুরার প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে কাঁচা মাল আনার জন্যও রেল পথের দরকার আছে। জুট মিল একটি হয়েছে আরও করা যায় ত্রিপুরা রাজ্যে। ত্রিপুরারাজ্যে কৃষি-ভিত্তিক এবং অনেক ফসল আমরা উৎপাদন করতে পারি। যেমন ত্রিপুরার আনারসের ভীষণ চাহিদা। কিন্তু প্রত্যান্ত এরিয়া থেকে সে সব আনারস আনার কোন ব্যবস্থা নেই কারণ এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে এখনও গাড়ী চলাচল করতে পাবে না। এই রকম একটা ঘটনার কথা আমি বলতে পারি। যেমন সাব্রুমে কাঁঠাল বিক্রি হয় না। কাঁঠালের কোন বাজার নেই। কিন্তু এই কাঁঠালগুলি বিক্রি হতে পারে। আমরা জানি ইউ, পিতে ৪।৫ টাকা করে কাঁঠালের কে, জি, আর ত্রিপুরারা জ্যের সাব্রুমে সেই কাঁঠাল ৫ পয়সা করেও বিক্রি হয় না। কাঁঠাল বাজারেও কেউ নিয়ে আসে না। গাছ থেকে ঝড়ে পরে যায়। কাজেই কি রকম অব্যবস্থা চলেছে আজকে এই ত্রিপুরারাজ্যে। আমি তো এখানে মাত্র একটি জিনিষের উদাহরন দিলাম এইরকম আরো বহু জিনিষ আছে যেগুলি যোগাযোগের অভাবে অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরায় অনেক জিনিষ আছে, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে সব জিনিষ আমরা করতে যাচ্ছি কিছুই করতে পারছি না। ত্রিপুরা-রাজ্যের পূর্ত বিভাগ থেকে ব্রডগেজ করার ব্যবস্থা করতে গেলে সিমেন্ট নেই, রড নেই। পরিবহন ব্যবস্থার কোন সুযোগই নেই কেন না রেল নেই। তার জন্যই আজকে ত্রিপুরারাজ্যকে এত বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আপনারা তো দেখেছেন লবন নিয়ে কত হৈ-হল্লা হয়েছে কারন পরিবহন ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার জোর করে এইগুলি করেছেন। তার জন্য কি ত্রিপুরার মানুষ চোখ বুজে থাকবে? ওরা জান আজকে চাউল ৪ টাকা করে কে, জি। তাই এই সমস্ত ঘটনাকে অস্বীকার করা যায় না, কেন অজুহাত দিলে চলবে না, ঘটনাকে স্বীকার

করতেই হবে। ত্রিপুরার পরিবহন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে পেট্রল এবং ডিজেলের উপর, কিন্তু এই পেট্রল এবং ডিজেলের ক্রাইসিস্ ত্রিপুরারাজ্যে লেগেই আছে, এমন কি কেরোসিনের নির্দ্দিষ্ট টেংকারও পাওয়া যায় না। কাজেই রেল লাইন যদি সম্প্রসারন না করা যায় তাহলে ত্রিপুরারাজ্যের কোন উন্নতি করাই সম্ভব হবে না। নেরোগজ লাইন দিয়ে কি ত্রিপুরার মাল আসবে? ব্রডগজ না হলে এই নেরো গজদিয়ে কিছু হবে না কাজেই সমস্যাগুলি বুঝতে হবে, সমস্যাগুলি আলোচনা করতে হবে। ভারতবর্ষে আমরা আজকে কি দেখছি? ভারতবর্ষে আজকে একের পর এক রেল একসিডেন্ট হচ্ছে। এই একসিডেন্টে শুধু যে মানুষ মারা যাচ্ছে তা নয়,। ৪২ হাজার মানুষ মারা গেছে এর মধ্যে। সম্পত্তির ক্ষতি যে কত হয়েছে তা হিসাব করে শেষ করা যাবে না। এত রেল একসিডেন্ট হচ্ছে কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা বহালতবীয়তেই গদীতে বসে আছেন। বহাল তবীয়তে না থেকে তো কিছু করা যায় না। আনতুলে সাহেব আছেন, পাণ্ডে সাহেব আছেন, গুণ্ডুরাও আছেন বিদেশে যাবেন হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করবেন। এদিকে মানুষ খেতে পায় না আর অন্য দিকে তাঁরা লক্ষ, লক্ষ, কোটি কোটি টাকা খরচ করছেন। কাজেই বুঝতে হবে কি চায় ওরা। একটা জিনিষ আপনারা জানেন এই দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধী কৃষকদের জন্য মিছিল করেছিলেন, সে মিছিলে সমস্ত রাজ্য থেকে প্লেনে করে সোনার টুকরা ছেলেদের হায়ার করে আনলেন। দিল্লীতে হৈ হৈ করে লুট-তরাজ করে একটা সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করলো। কিন্তু তার জন্য কোন তদন্ত হয় নি, এমন কি একটু সমালোচনাও হয় নি।

আমার মনে হয়, বিরোধী দলের সদস্যরাও বিনা পয়সায় দিল্লীতে যায় কিনা। বিদেশ থেকে টাকা আনছেন শ্রীমতী গান্ধী। স্বার্থ কি? ধর্মঘট করা যাবে না। এর জন্য কিন্তু ওদের মুখ থেকে কোন আওয়াজ নাই। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের, ভারত-বর্ষের কৃষকের কাছ থেকে গমের কুইন্টাল ১২৫ টাকা দরে কিনছেন। আর বিদেশ থেকে সেই গমই আনছেন ১৭৪ টাকা কুইন্টালে। ভারতবর্ষের গরীব মানুষের জন্য ওদের একটুও চোখের জল পড়ছে না। ১২৫ টাকা কুইন্টাল তারা দিতে পারে না। কিন্তু ১৭৪ টাকা কুইন্টালে আমদানী করতে পারে। খরচপত্র হিসাব করলে দেখা যায় কুইন্টাল প্রায় গিয়ে দাঁড়ায় ২৫০-৩০০ টাকা। আরো যদি হিসাব করা যায় তাহলে দেখা যায় যে সাব্রুম থেকে ঘোরাকাপ্পা বা এইরকম আরো কোন জায়গায় যায় তাহলে দেখা যায় খরচ প্রায় ৫০০ টাকা দাঁড়ায়। কাজেই বুঝতে হবে ঘটনাটা কি? কেন্দ্রীয় সরকার গরীবদের জন্য কিছুই করছেন না, তারা করছেন বড়লোকদের স্বার্থে। ইস্পাত বিদেশে রপ্তানী করার জন্য ৮০০ কোটি টাকা ভর্তুকী দিয়েছেন বড় বড় শিল্পপতিদের। ত্রিপুরার মানুষের স্বার্থে তারা ৫০ কোটি টাকা খরচ করতে পারেন না। তখনই বুঝতে পারবেন কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের মত সাধারণ লোকদের জন্য কি করছেন। ত্রিপুরাতে ২৯ পারসেন্ট লোক উপজাতি, তাদের বেশীর ভাগই জুমিয়া। তাদের জুমের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের যে স্টেটিস্টিক্স সেই স্টেটিসটিকসে বলা হয়েছে যে, ৮৪ পারসেন্ট লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। কাজেই এখানে কেউ শখ করে এরোপ্লেনে যেতে চায় না। রেলপথ না থাকার দরুন বিকল্প ব্যবস্থা

কিছু নাই। তাই তাদের এরোপ্লেনে করে যেতে হয়। শোষণ তন্ত্রের হাতিয়ারের কাছে বলি হতে হয়। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের বুঝতে হবে যে ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য, ত্রিপুরার সার্বিক মানুষের স্বার্থে এই রেল লাইন প্রয়োজন। এই রেল লাইন যদি না দেওয়া হয় তাহলে পরে আমরা ত্রিপুরার ২০-২১ লক্ষ মানুষ বজ্রকন্ঠে ঘোষণা করব ত্রিপুরায় আমাদের রেলপথ চাই আমাদের রেলপথ দিতে হবে, তা না হলে নিস্তার নাই। কাজেই এইখানে যে আলোচনা হয়েছে, নকুল দাস এখানে যে রিজলিউশান এনেছেন সেটাকে আমি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি জিন্দাবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে সরকার পক্ষের সদস্য শ্রীনকুল দাস যে রিজলিউশান এখানে এনেছেন সেই সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখতে যাচ্ছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় রেল পথ, এটা অত্যন্ত প্রয়োজন। এই দাবী ত্রিপুরার মানুষের দাবী। এই দাবী অনেক আগে থেকেই উঠেছে। এই দাবীকে ত্রিপুরার যে কোন মানুষ সমর্থন জানাবে। কারণ এই দাবী কোন রাজনৈতিক দলের নয়, এই দাবী সর্বসাধারণের। আজকে যে বামফ্রন্টের আমলে এই দাবী উঠেছে তা নয়। এই দাবী অনেক আগে থেকেই ছিল। বহুদিন আগে থেকেই এই দাবী নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমার মনে আছে ১৯৬৭ সালে প্রিন্সিপাল যোগেন চৌধুরী তিনি যখন লোক সভার সদস্য ছিলেন তখন তিনি এই দাবী পার্লামেন্টে পেশ করেছিলেন। তখন রাজ্য সরকারের উদ্যোগের অভাব ছিল। সেই সমস্ত বিভিন্ন কারণে এই দাবী আজও পূরণ হয় নাই। রেলপথ আমাদের ত্রিপুরাতে একান্ত প্রয়োজন। আগে জনসংখ্যা অনেক কম ছিল। কিন্তু বর্তমানে জনসংখ্যা অনেক বেড়েছে। এই জনগণের বিভিন্ন দিক দিয়ে সুবিধার জন্য এই দাবী অত্যন্ত প্রয়োজন। রেলপথ ধর্মনগরে আগেও ছিল। ধর্মনগর থেকে বাসে সেই মালপত্র আগরতলায় পৌঁছার পর সমস্ত বাজারে বাজারে যায়। বর্তমানে জিনিসের দাম দিনের পর দিন কেবল বেড়েই চলেছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সাথে সাথে রেলপথ ও ধর্মনগর থেকে আগরতলা হয়ে সাব্রুম পর্যন্ত অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এখানে যে কাঁচামাল উৎপন্ন হয়, যেমন আনারস, পাট, তিল, এই জিনিসগুলি যেখানে উৎপন্ন হয় না সেইসব জায়গায় রপ্তানি করতে পারলে যারা উৎপাদক আছে তাদের লাভ হয়। সেইসমস্ত জিনিস রেলে পাচার করতে পারলে ভাল হয়। তা না হলে আগরতলা থেকে গাড়ী করে মাল নিয়ে ধর্মনগর যেতে হবে, তারপর ধর্মনগর থেকে সেই মাল রেলপথে অন্যখানে পাচার করতে হবে। এই আমদানী রপ্তানীর অসুবিধার জন্য জিনিস পত্রে দাম দিন দিন বেড়ে চলেছে। ত্রিপুরার মানুষ যাতে ন্যায্য দামে জিনিষ পায় এবং তার জন্য রেল পথ অত্যন্ত প্রয়োজন।

এখানে মাননীয় সদস্য সুনীল চৌধুরী একটা কথা বলেছেন, যে, ইন্দিরা গান্ধী বাহিরে থেকে টাকা আনছেন আমাদের দেশের উৎপাদনকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য। আমরা জানি বাহিরে থেকে চাল, গম, তৈল, এই ধরনের নিত্য প্রয়োজনীয় যে সমস্ত জিনিষ আনতে হয়। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে বাহিরে থেকে জিনিষ আনা হয় দেশের উৎ-

পাদনকে চ্যালেঞ্জ রাখার জন্য। আমি মনে করি এর অর্থ হচ্ছে দ্রব্যমূল্যকে একই জায়গায় ধরে রাখা, মানে দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা করা। বাহিরে থেকে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করে যদি কৃত্রিম উপায়ে খাদ্য দ্রব্য মজুতদারদের, মহাজনদেরকে দমন করার হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে যদি তাদেরকে দমন করা যায় তাহলে আমরা ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে তাকে সমর্থন করতে বাধ্য হব। আমরা এই কথা বলতে পারি যে বামফ্রন্ট সরকারের সদস্যরা এই কালো বাজারীদের এবং মজুতদারদেরকে সমর্থন করেন। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যে মজুতদারকে দমন করার যে ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়েছেন, সেই মজুতদারকে সাহায্য করার চেষ্টা তারা করছেন। কাজেই যে মজুতদাররা দেশের ৬৫ কোটি মানুষের জীবনে দুরদশা এনেছে তাদেরকে দমন করার জন্য যদি কোন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে থাকেন তাহলে আমরা তাকে সমর্থন করব না কেন? এই হলো আমার কথা। আমি আরও বলতে চাই যে, আমরা দেখেছি যে, বামফ্রন্ট সরকার আসার তিন বছরের মধ্যে হয়তো মেনেনিলাম যে ধর্মনগর পর্য্যন্ত রেল পথ আছে এবং সেখান থেকে ট্রাকে করে আগরতলাতে, সাব্রুমে, বিলোনিয়াতে, অমরপুরে প্রভৃতি স্থান, জিনিষ পত্র পাঠাতে হয়। এবং এইভাবে পৌছে দিতে গিয়ে জিনিষ-এর যে মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে তামরা তা দিতে পারছি। কিন্তু তাই বলে এই কথাটা আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না যে, এইভাবে বেশী দাম দিয়ে গাড়ী করে গ্রামে গ্রামে পাঠানো জিনিষগুলি শুধু মাত্র রক্ষন বেক্ষনের অভাবে মজুতদারদের হাতে চলে যাচ্ছে। আর তারা তাকে তাদের গুদামে লুকিয়ে রেখে বাজারে জিনিষের দাম বৃদ্ধি করছে। তাদেরকে সায়েস্তা করার কোন ব্যবস্থা তারা নিতে পারেননি তাদের এই সাড়ে তিন বছরের মধ্যেও।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনি প্রসঙ্গ ছাড়িয়ে কথা বলছেন।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইটা অপ্রাসঙ্গীক নয়। কারণ এখানে বলা হয়েছে বামফ্রন্ট সরকারের এই সমস্ত কাজের ব্যর্থতার কথা বা মহাজনদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদেয় ব্যর্থতার কথা। কাজেই শুধু রেল লাইন সম্প্রসারন হচ্ছে না বলে চিৎকার করলেই চলবে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তাই আমি বলছি যে রেল পথ ধর্মনগর পর্য্যন্ত আসবে, আগরতলা পর্য্যন্ত আসবে, সাব্রুম পর্য্যন্ত আসবে, কিন্তু আমি বামফ্রন্ট সরকারকে এবং তার সদস্যগণকে বলতে চাই যে, এই রেল কাজের কর্মচারীদেরকে ধর্মঘটের আওতার বাহিরে রাখতে হবে, তা যদি না করেন তাহলে আমরা দেখব যে, রেলপথ আসলেও যা না আসলেও তা। কারণ রেল কর্মীদের ধর্মঘট হওয়ার ফলে হয়তো দেখব যে জিনিষ পত্র রেল স্টেশনেই পড়ে থাকবে দিনের পর দিন, আমাদের কাছে আর তা আসবে না। ফলে মহাজনরা আরও বেশী করে সুযোগ পাবে তাদের দ্রব্যমূল্যকে বৃদ্ধি করতে। কাজেই আমরা যদি ত্রিপুরার জনগনের কল্যানের কথা চিন্তা করি তাহলে এই রেল দপ্তরকে ধর্মঘটের আওতার বাহিরে রাখতে হবে। এই কথাটা কি বামফ্রন্ট সরকার বলতে পারবেন? পারবেন না। কারণ তারা চায়না জনগনের কল্যান হউক। তারা জনগনের স্বার্থকে ব্যাহত করে নিজেদের দলীয় স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

তারপর এই যে, এসমো এইটা নিয়েও এই বিধান সভাতে কত কথা উঠেছে, শুধু তার দোষের কথা. কিন্তু তারমধ্যে যে কিছু ভাল ব্যবস্থাও আছে সেটা কিন্তু তারা একবারও বলেননি। অথচ এই এসমোর মধ্যে আমরা খারাপ বলতে দেখেছি শুধু একটাকে, সেটা হলো-বিনা নোটিশে পুলিশ কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করতে পারবে। এইটাই শুধু খারাপ। যাই হোক, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরাতে রেল সম্প্রসারণ করা হোক, এইটাই আমি কামনা করি। ৩০ বছর হয়ে গেল ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, অথচ আজও ত্রিপুরাতে রেল লাইন হয়নি। ত্রিপুরাকে বরাবর অবহেলা করা হয়েছে। এইটা আমরাও চিন্তা করি, একা বামফ্রন্ট সরকারের সদস্যরাই শুধু চিন্তা করেন না। তারা তো মনে করেন যে, শুধু তারাই একা ত্রিপুরার উন্নয়নের কথা চিন্তা করছেন, উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নিচ্ছেন, পরিশ্রম করছেন। তারা আরও বলেন যে, আমরা ত্রিপুরার বর্তমান ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করছি। আমি মনে করি এই কথা যারা বলেন তাদের মত বিভ্রান্তিকর চিন্তাধারা আর কিছু থাকতে পারে না। এই রেল সম্প্রসারন সম্পর্কে বিধায়ক নগেন্দ্রবাবু বলেছেন যে, হয়তো কেন্দ্রীয় সরকার রেল সম্প্রসারণের জন্য ৫০ কোটি টাকার বাজেট পাশ করালেন, কিন্তু দেখা যাবে যে, এই বরাদ্ধকৃত অর্থ দিয়ে তাড়াতাড়ি রেল সম্প্রসারণের কাজকে শুরু করার অভাবে বা কাজকে তরাণ্বিত করার অভাবেই হয়তো এই কাজ সম্পূর্ণ হতে অনেক দেরী হয়ে যাবে। কারন এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য যে সমস্ত উদ্যোগের এবং মানসিকতার প্রয়োজন, আমি মনে করি বামফ্রন্ট সরকারের তার অভাব আছে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারের এই অবহেলার জন্য আগামী ৮২ সাল কেন আমি মনে করি আগামী ৮৫ সালেও হবে কিনা সন্দেহ আছে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারকে আরও উদ্যোগ নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা ঃ---মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস ত্রিপুরায় রেল লাইন সম্প্রসারণ সম্পর্কে যে সর্ট ডিসকাশন এখানে এনেছেন আমি তা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করছি। ত্রিপুরায় রেল লাইন সম্প্রসারণ করা যে সবাগ্রে প্রয়োজন এটা সকলেই স্বীকার করেন। অথচ আমরা দেখেছি, আমাদের উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা ত্রিপুরায় রেল লাইন সম্পসারণের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করলেও তারা এসমোকে সমর্থন করে তাদের অভিভাবক কংগ্রেস (আই)-এর বক্তব্যকে এই হাউসে তুলে ধরছে। তারা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বলেবন যে কুমারঘাট থেকে রেল লাইন সম্প্রসারণ করবার জন্য ত্রিপুরা সরকার রেল কতৃপক্ষকে জমি অধিগ্রহণের কোন ব্যবস্থা করেননি। কিন্তু এটা তারা না জেনেই বলছেন। কারণ কুমারঘাট পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণ করবার জন্য ত্রিপুরা সরকার অনেক আগেই জমির বন্দোবস্ত করেছেন। এখন রেল কর্তৃপক্ষ যদি সময়মত ঐ জমি অধিগ্রহণ করেন, তবে সময়মত রেল লাইন সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে, রেল কর্তৃপক্ষ ত্রিপুরা তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কথা মোটেই ভাবেন না। আমরা সারা ভারতবর্ষের রেলের মানচিত্রের দিকে তাকালেই বুঝতে পারি

যে রেল কর্তৃপক্ষ উত্তর-পূর্বাঞ্চলে রেল লাইন সম্প্রসারণের দিকে কত উদাসীন। ত্রিপুরায় যতটুকু রেল লাইন হয়েছে সেই টুকুর মধ্যে যে ধরণের অব্যবস্থা খাড়া করে তুলেছেন তাতে মনে হয় এই যে এই রেল লাইন মানচিত্র থেকে ত্রিপুরাকে বাদ দিয়ে রাখতে পারলে তারা যেন বাঁচেন। লামডিং-নিউ বঙ্গাইগাঁও, ধর্মনগর-লামডিং এবং তিনসুকিয়া এবং বরাক ভ্যালী প্রভৃতি রোডে আরো বেশী সারভিস বাড়াবার জন্য রেল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হলে রেলের ডি, ডি, এম তিনি একটি মিটিংএ বলেন যে এই সারভিসগুলি বাড়ানো কখনো সম্ভব নয়। এর ফলে আমাদের ত্রিপুরায় বাইরে থেকে যে সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আসে তার পরিবহণে ভীষণ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। প্রায়ই দেখা যায় ওয়াগন পাওয়া যায় না। রেলের বি, ডি, এম-এর সঙ্গে দেখা করলে তিনি বলেন যে না ওয়াগণের কোন অসুবিধা নেই। অথচ দেখা যায় ব্রড গেজ যে মাল আসে তা নিউ বঙ্গাইগাঁও পর্য্যন্ত আনার পর নামিয়ে রাখা হয়। ফলে যারা মাল আনান তাদের দারুণভাবে হিমসিম খেতে হয়। সেই মাল আনার জন্য তারা রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ধর্ণা দেন। অনেক সময় টাকা ছাড়া কোন কাজ হয় না। ওয়াগণ পাবার জন্য এবং যথা সময়ে মাল পরিবহণ করার জন্য রেল দপ্তরের অফিসারদের টাকা দিতে হয়। সুতরাং ত্রিপুরার জনা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কখন যে ত্রিপুরায় এসে পৌছুবে তা কেউ বলতে পারেন না। তাছাড়া নিউ বঙ্গাইগাঁও থেকে মাল পরিবহনের অতিরিক্ত খরচ কে বহন করবে? আজকে রেল কর্তৃপক্ষ এবং রেল বোর্ড যে ব্যবস্থার সৃষ্টি করে রেখেছেন তাতে ত্রিপুরার নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের পরিবহনে অত্যন্ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার এবং রেল কর্তৃপক্ষ ত্রিপুরা তথা সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের পরিবহণ ব্যবস্থার অসুবিধার প্রতি একেবারেই উদাসীন। অথচ আমরা দেখছি আমাদের উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা এই কেন্দ্রীয় সরকার এবং রেল কর্তৃপক্ষের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বিগত ১৪ সেপ্টেম্বর তারিখে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইনের দাবীতে যে বন্ধ পালন করেছেন তাতে রাজ্যের জনগণ যে অভুতপূর্ব সাড়া দিয়েছেন তা আমাদের উপজাতি যুব সমিতির বন্ধুরা বোধ হয় চোখ বুঝে থাকেন। ত্রিপুরার মানুষ যে আজ সংঘবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলেছেন এতে তারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছেন। এই প্রশ্ন নূতন নয়। বিরোধী দলের একজন সদস্য উল্লেখ করেছেন যে বহুদিন আগে থেকেই রেল সম্প্রসারণের দাবী ত্রিপুরার মানুষ করে আসছে। হাঁ ত্রিপুরার মানুষ করে আসছে এবং গণতান্ত্রিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। আমরা আগের আমলে দেখেছিলাম কিভাবে ত্রিপুরার মানুষের দাবীকে কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল এবং আমরা দেখেছি তখন যে কিভাবে লাভজনক অলাভজনক বলে আসছিলেন। আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হলাম যে একটা দেশের যখন জিনিষপত্রের দাম বাড়িয়ে কয়েক কোটি টাকা মুনাফা করে নিলেন এবং যখন তারা ব্যবসায়ীদের ভর্তুকী দিতে পারেন এবং সাধারণ মানুষ সেখানে কোন ভর্তুকীর কথা চিন্তা করতে পারেন না, তাঁরা সেখানে সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করেন না, তাঁরা ব্যবসায়ী মনোভাব নিয়ে লাভজনক অলাভজনক কথা বলে আসছেন। আজকে যে সমস্ত কথা বলা হচ্ছে, আগের প্রসিডিংসগুলো দেখুন সেখানে, লাভজনক অলাভজনক কথা বলা হয়েছিল কিনা। আমরা জানি ত্রিপুরার মানুষ তাদের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সেটা

দাবী করে আসছেন। ইন্দিরা গান্ধী সেটা জানেন। এমনিতেই কুমারঘাট পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। সেটা কারও দয়ায় হয়নি। ত্রিপুরার মানুষ জানে, তার সার্বিক উন্নয়নের জন্য, বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য রেলপথ না থাকায় ব্যাহত হচ্ছে। সুতরাং ত্রিপুরার রেলপথের দাবী একটা প্রাথমিক দাবী। সেই প্রাথমিক দাবীকে লাভজনক অলাভজনক কথা বলে রেল সম্প্রসারণের ব্যবস্থাকে পিছিয়ে দেওয়ার চেষ্টাকে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ মেনে নেবে না। যদি টি, ইউ, জে, এস,-এর কথায় ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে ফেলে দেওয়া হয় তাহলেও ত্রিপুরার মানুষ তার রেল সম্প্রসারণের দাবীকে ছাড়বে না। এটা সে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিতে চায়। কোথায় এসমো হয়েছে, ত্রিপুরায় রেল সম্প্রসারণ করলে সেই রেলের কর্মচারীরা ধর্মঘট করবে কি করবে না সেটা ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ঠিক করে দেবেন না। আমরা এর আগে দেখেছি রেল ধর্মঘট। এক অভূতপূর্ব ব্যাপার। রেল চলেনি বহুদিন। সেটাও কি ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার বলে দিয়েছিলেন যে রেল চলবে না? সেটা ধর্মঘটীরা ঠিক করে দেবে। সুতরাং আমি এইভাবে রেল সম্প্রসারণের দাবীকে সমর্থন করে আমাব বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—শ্রী ব্রজগোপাল রায়, মাননীয় ত্রাণমন্ত্রী।

শ্রী ব্রজগোপাল রায়—আজকে মাননীয় বিধায়ক শ্রী নকুল দাস ত্রিপুরা রেল লাইন সম্প্রসারণের ব্যাপারে যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি সেই প্রস্তাবটি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে ত্রিপুরায় রেল লাইন সম্প্রসারণ অত্যা বশ্যক, এটা জরুরী এবং এখনি হওয়া দরকার। দীর্ঘদিন ধরে শুধু ত্রিপুরা নয়, গোটা পূবাঞ্চল অবহেলিত। যারা আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের হয়ে সাফাই গেয়েছেন তারা ইতিহাস পড়েন নি। যদি পড়তেন তাহলে তারা দেখতেন দিনের পর দিন এই উত্তর পূর্বাঞ্চল কিভাবে অবহেলিত হয়েছে। ভারতবর্ষ গোটা একটা দেশ। এই দেশের কোন জায়গায় সম্পদ বেশী, কোন জায়াগায় কম হচ্ছে। কিন্তু যে সরকারটা কেন্দ্রে বসে আছে তার কাজ হচ্ছে সেই সম্পদের সুষম বন্টন। তাঁরা কি এটা চিন্তা করেছেন যে ত্রিপুরা সহ গোটা উত্তর পূর্বঞ্চল কেন অবহেলিত? কেন নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, ত্রিপুরায় এত অসন্তোষ? তাঁরা কি এটা বুঝতে পারেছেন না যে সাধারণ মানুষের জীবনে যে দুঃসহ কষ্ট নেমে এসেছে তার মূলে আছে সেই সুষম বণ্টনের অভাব? আজকে ত্রিপুরার মানুষ বন্ধ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যখন বার বার দাবী করছেন ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন আনার জন্য তখন কেন্দ্রীয় সরকার চিঠির পর চিঠি পাঠিয়ে বলছেন আমাদের দেখতে হবে সেটা কতটুকু লাভজনক হবে কি হবে না। আজকে ত্রিপুরার মানুষের সেই শক্তি আছে যে সেই অনিচ্ছুক হাত থেকে সেই দাবী ছিনিয়ে আনতে পারে। ১০,৬৭৭ বর্গ কিলো মিটার ত্রিপুরার আয়তন। চারিদিকে বাংলাদেশের সংগে আমাদের সীমান্ত রয়েছে। যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নেই। এখানে আছে শুধু একটা আকাশ পথ। তারও যাতায়াত ভাড়া দিনের পর দিন বাড়িয়ে চলেছে। তার জন্য ভর্তুকী দেবেন না, অথচ রেল লাইনও সম্প্রসারণ করবেন না। তাহলে তারা কার স্বার্থে কথা বলছেন? এই যে নীতির ক্ষেত্রে বিমাতৃসুলভ একটা মনোভাব, সেই মনোভাব দিয়ে তারা কি আমাদের মনোভাব উপলব্ধি করতে পারছেন? ধর্মনগর থেকে সাব্রুম

পর্য্যন্ত রেল লাইন করতে ৫০ কোটি টাকা লাগে। এটা তো কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে বেশী টাকা নয়। বহু টাকা তাঁরা দিনের পর দিন গচ্ছা দিচ্ছেন। বহু অ্যাকসিডেন্ট হচ্ছে, ফলে বহু টাকা যাচ্ছে। অথচ এই সামান্য কটা টাকার জন্য তাঁরা ব্যবস্থা করতে পারছেন না। এর পেছনে রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি আছে। অর্থাৎ ত্রিপুরার মানুষকে হাতে মারব না, ভাতে মারব। আজকে এখানে শিল্পায়ণ কি করে হবে? শিল্প-উৎপাদন জিনিষ পত্র তো পরিবহনের অভাবে তার বাজার পাবে না। একবার দুবার করে তেলের দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জিনিষ পত্রের দাম বেড়ে গেছে। কাজেই এখানে যদি পরিবহন ব্যবস্থা থাকতো তাহলে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র কম দরে পাওয়া যেত। শিল্প সম্প্রসারণ হতে পারত। ত্রিপুরার অভাব অভিযোগ দূর হতে পারত।

আর একটা প্রশ্ন উঠেছিল যে বিদেশ থেকে টাকা এনে দেশের কালো টাকাকে সাদা করা যাবো চমৎকার যুক্তি বিদেশ থেকে ঋণ এনে দেশের কাঁধে ঋণের বোঝা চাপিয়ে দেশের কালো টাকাকে সাদা করার যুক্তি। তারপর তারা বললেন যে না তোমাদের তো ঋণ দেওয়া যাবে না তোমাদের দেশে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করবে কাজেই তোমাদের ঋণ দেওয়া হবে না। তাই এসমো আনা হল পার্লামেন্টে সারা রাত জেগে রাত 4 টার সময় এসমো বিল পাশ করান হল। (ইনটারাপশান) কাজেই মাননীয় বিধায়ক এসমোর প্রস্তুতি গেয়েছেন আমি তাঁকে উদ্দেশ্য করে এই কথাই বলতে চাই যে আপনারা সব দিয়ে তাকিয়ে দেখুন দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার যে মূল স্তম্ভ সেই স্তম্ভটা কোথায়। দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখতে গেলে শ্রমিক শ্রেণীর হচ্ছে সেই স্তম্ভ। আজকে যদি এই কথা বলা হয় যে শ্রমিক শ্রেণীর উপর জোর জুলুম করে তাদের অভুক্ত রেখে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে অব্যাহত রাখা হবে তাহলে সেটা কোন মতেই সম্ভব হবে না। কিন্তু এই এসমো করা হচ্ছে কাদের স্বার্থে—না, এ' টাটা বিড়লা, ডালমিয়া, তাদের স্বার্থে। আজকে দেশের গরীব মানুষ দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতির জন্য তার নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনতে পারছে না আর অন্য দিকে দেশের জিনিষ বিদেশে রপ্তানী করা হচ্ছে। আজকে ভারতবর্ষের গম বিদেশে রপ্তানী করা হচ্ছে কিন্তু দেশের গরীব মানুষ রুটি কিনে খেতে পারছে না আর বিদেশে গম রপ্তানী করা হচ্ছে কি জন্য না সেই সব দেশে আমাদের গম দিয়ে শুয়রের খাদ্য হবে এই যেখানে ব্যবস্থা (ইনটারাপশান) তখন আপনাদের শিলং যেতে অসুবিধা হবে না (ইন্টারাপশান) কি ভাবে দেশের শ্রমজীবি মানুষের ঐক্য নষ্ট করা যায়। কাজেই রূঢ় বাস্তবকে স্বীকার করতেই হবে যে ত্রিপুরায় রেলকে সম্প্রসারিত করতে হবে। এবং শুধু যে কুমারঘাট পর্য্যন্ত করলেই হবে তা নয়। ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেলওয়েকে সম্প্রসারিত করতে হবে তার আভ্যন্তরীন বিস্তারের দিকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এছাড়া আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কোন পথ নাই। ত্রিপুরার উন্নতি করতে গেলে আমাদের এগ্রো-ফরেষ্ট বেইজড ইণ্ডাস্টির দিকে আমাদের যেতে হবে এবং সেটা করতে গেলে আমাদের উতপাদনের মূল বিষয় রেলওয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর আমাদের গুরুত্ব দিতেই হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে মুনাফা শিকারীদের দমন করবার জন্য বিদেশ থেকে টাকা আনা হচ্ছে' না—আমি শুধু এই কথাই বলতে চাই যে এই বলা হচ্ছে যে কালো টাকাকে সাদা করা হবে। কিন্তু আজ

পর্য্যন্ত ক'জন চোরাকারবারীকে আটক করা হয়েছে আমি তাদের জিজ্ঞাস করতে চাই যে আজ পর্য্যন্ত ক'জন কালোবাজারীর গায়ে আচর পরেছে। তাই আজকে এই কালো টাকাকে সাদা করার যে প্রচেষ্টা এই প্রচেষ্টায় লাভ হচ্ছে টাটা, বিড়লা তাদের আর লাভ হচ্ছে তাদের লেজুর কিছু লোক আছে তাদের (ইন্টারাপশান) ত্রিপুরায় ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত রেওয়ের সম্প্রসারণ চাই এটা ত্রিপুরায় মানুষের বাঁচার প্রয়োজনেই চাইছি। আর কংগ্রেস সরকার গত ৩৩ বছরে ত্রিপুরার জন্য কতটুকু কি করেছেন না করে'ছন সেই সম্পর্কে শুধু মুখে বললেইতো হবে না তার জন্য কাগজ পত্রেই প্রমান রয়েছে। আর বামফ্রন্ট ত্রিপুরায় ক্ষমতায় এসে কি করার চেষ্টা করছেন সেটাও মিলিয়ে দেখুন। কাজেই আমি বলব যে এই সব সমালোচনার পথ ছেড়ে দিতে আসুন আমরা কেন্দ্রের কাছে এই দাবী জানাই এটা ত্রিপুরার মানুষের বাঁচার দাবী এবং রেলওয়ের সম্প্রসারণ যারা অন্য কোন রাস্তা নাই। তাই আমি মাননীয় সদস্য নকুল দাস যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং সেই সংগে এই দাবীও করছি যে অবিলম্বে ত্রিপুরায় রেলওয়ের সম্প্রসারনের কাজ সুরু করা হউক এবং শুধু কুমারঘাট নয় সাব্রুম পর্য্যন্ত রেলওয়ের সম্প্রসারনের কাজ সুরু করা হউক। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মেঃ ডেঃ স্পীকার ঃ — শ্রীতপন চক্রবর্তী

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, রেলওয়ে সম্পর্কে আলোচনয়া অংশ গ্রহণ করে টি, ইউ, জে, এস,র মাননীয় বিধায়ক হরিনাথ দেববর্মা হাউসের কাছে যে বক্তব্য রেখেছেন তা মানুষের হাসির উদ্রেক করবে। প্রথমত উনি বলেছেন যে যদি রেলপথ হয় তাহলে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করবে। আমি এই ধরনের বক্তব্য একজন রেসপনসিবল মেম্বারের কাছ থেকে আশা করতে পারি নাই। ধর্মঘট করা শ্রমিকদের একটা বিলাসিতা নয়। মাননীয় বিধায়কের কথা শুনে মনে হচ্ছে ধর্মঘট করাটা শ্রমিকদের কাছে একটা বিলাসের সামগ্রী। আপনারা কি বলতে পারবেন যে জিনিষপত্রের দাম বাড়বে না? শ্রমিকেরা ধর্মঘট করবে না? সেই দিক দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার কোন স্কোপ নাই। তার সমর্থনের ব্যাপারে কথাটি এমন ভাবে পুট করা হয়েছে তাতে দুটোই বুঝা যায়-হ্যাঁ ও বুঝা যায়, আবার না ও বুঝা যায়। ঠিক সুখময় বাবুর মত।

আমরা রেলের জন্য বলেছি এই বিধান সভায় এবং বিধান সভার বাহিরে। আমরা কাগজ কলের কথা, চট কল এবং ভারি ভারি শিল্প সংস্থাপনের কথা বলেছি। জিনিষ পত্রের দাম বাড়ছে, বেকার সমস্যা বাড়ছে, এই সমস্ত দিকের কথা আমরা বলেছি। আপনারা শুধু গদির কথা চিন্তা করেছেন এবং রাষ্ট্রপতির শাসন চাইছেন শুধু দপ্তরের মোহে। রাষ্ট্রপতিরা শাসনের কথা যে বলেছেন তাতে জন সমর্থন আছে? নাই। আপনারা ৩/৪ জন এখানে বসে বসে কি করছেন সেটা মানুষ দেখছে। মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল বাবু একটা রেফারেন্স টেনে বলছেন যে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করলে খাদ্য সমস্যার সমাধান এবং খাদ্য সামগ্রীর দাম কমে না। বিদেশ থেকে গম আমদানী করে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতবর্ষের যারা মুনাফাখোর কালবাজারী তাদের মুনাফা লোটার সুযোগ করে দিচ্ছেন। বাস্তব সত্যটা কি? শুধু উত্পাদন বাড়লে জিনিষপত্রের দাম কমে মুদ্রাস্ফীতি কমে মাননীয় সদস্য হরিনাথ বাবুর এটা একটা অদ্ভুত যুক্তি। আমরা

দেখেছি আগের সব রেকর্ডকে ম্লান করে দিয়ে ১৯৭৯-৮০ সালে ৫৪ লক্ষ টন চিনি উৎপাদন হয়েছে। তাতে কি চিনির দাম কমেছে? কমে নাই। কেন্দ্রীয় সরকার আজকে ভারতবর্ষের মুনাফাখোর চোরাকারবারী এদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। যার ফলে সারা দেশের অর্থনীতির উপর আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন নিয়ন্ত্রন নাই। বিয়ারার বণ্ড দিয়ে কালো টাকা সাদা করা যায় না। আজকে দেশের বিপুল অর্থ চোরা-কারবারী মুনাফাখোরদের হাতে রয়েছে। আজকে এটাই হচ্ছে মুদ্রাস্ফীতির একটা অন্যতম কারণ। আজকে মজুতদারদের উপর সরকার হাত দিতে পারছে না। সেই জন্য ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টন গম বিদেশ থেকে আমদানী করা হচ্ছে। তাতে কি জিনিষ পত্রের দাম কমবে? নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের উৎপাদনের মালিকানা আজকে বিড়লা, টাটা, ডালমিঞা এদের হাতে চলে গেছে। কাজেই জিনিসের উৎপাদন বাড়লে জিনিসের দাম কমে এযুক্তি আজকে টিকে না। কাজেই যে ভুল অর্থনীতির দিকে কেন্দ্রীয় সরকার এগোচ্ছে সেটা সংশোধন করে নিতে হবে। কাজেই এখানে যে দাবী উঠেছে আগরতলা থেকে সাবরুম পর্য্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ সেটা শুধু আজকে আমরা বলছি না। ১৯৫৬ সাল থেকে আমরা আসছি। এই সুখময় সেন, শচীন বাবুর আমলে আমরা যত বন্ধ হয়েছে, যত স্ট্রাইক হয়েছে রেলের দাবীতেই করা হয়েছিল। মাননীয় সদস্য বলেছেন যে পার্লমেন্টের এম, পি, জে, কে, চৌধুরী নাকি এই রেলের উপর দাবী বক্তৃতা করেছেন। এই কথা আজকেই আমরা প্রথম হরিনাথ বাবুর মুখে শুনলাম। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব আজকে এখানে উঠেছে সেটাকে আমি পুরাপুরি সমর্থন করি। এই দাবী ত্রিপুরা বাসীর দাবী সেই দাবী আমাদের দাবী। কাজেই সেটা এই সভায় পাশ হওয়া উচিত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ- মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এখানে যে শর্ট ডিসকাশন এনেছেন মাননীয় সদস্য সেটাকে আমি সমর্থন করি। এখানে অনেক মাননীয় সদস্য এর পক্ষে অনেক বাস্তব চিত্র ঘটনা উপস্থাপিত করেছেন। আমার মনে আছে যে ১৯৫৮ সালে আমরা এই ত্রিপুরায় এই রেল লাইনের দাবীতে বন্ধ আন্দোলন করেছিলাম এবং সমস্ত রাজনৈতিক দলকে একত্র করার চেষ্টা করেছিলাম। শুধু উপজাতী যুব সমিতি বাদে, কারণ তখন তার জন্ম হয় নি। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৪৮ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছিলেন যে ত্রিপুরাকে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের সংগে রেল লাইনের দ্বারা যোগাযোগ স্থাপন করা দরকার। কিন্তু এর পরে আর কোন উদ্যোগ নেওয়া হয় নাই। তারপর আমরা এই আন্দোলন করি। এই বছর সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডে কেন্দ্রীয় সরকার শুধু সার্ভের জন্য বাজেটে টাকা ধরেছিলেন। কারণ ত্রিপুরার ধ্বনি তখন দিল্লীতে পেঁৗছে গিয়েছিল। কাছার থেকে ধর্মনগর কয়েক কিলোমিটার পর্য্যন্ত সার্ভে ওয়ার্ক হয়ে এসে থেমে গেল। যতদিন পর্যন্ত বিধান সভা হয় নি তার আগে এখান-কার এম, পি, দিল্লীতে বার বার এই ধ্বনি উত্থাপন করেছিলেন রেলের যোগাযোগের ব্যাপারে।

এই রেল-এর প্রয়োজনীয়তা ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে, সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এটা মাননীয় সদস্যরা বলেছেন।

আজকে বেকার সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে, কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের দাম পাওয়ার ক্ষেত্রে, শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে তথা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই রেলের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু মূলগত যে প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে ভারত সরকারের দৃষ্টি ভংগী। পঞ্চবার্ষিক যে পরিকল্পনা হচ্ছে, যেই পরিকল্পনাতে যদি অনুন্নত এলাকাগুলিকে যদি সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হত, অনুন্নত এলাকার সুযোগ সুবিধা বিকাশকে যদি ভিত্তি করা হত, তাহলে আজকে এই বিধান সভায় দাঁড়িয়ে রেল সম্প্রসারনের জন্য আমাদেরকে বক্তব্য রাখতে হত না, ৩৩ বৎসর আগেই আমাদের এই রাজ্যে রেল সম্প্রসারণ হয়ে যেতো। শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নয় সমস্ত উত্তর-পূবাঞ্চলেই রেলের সম্প্রসারন হয়ে যেতো। আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের সংকীর্ণ দৃষ্টি ভংগীর ফলেই ত্রিপুরা তথা উত্তর-পূবাঞ্চলে রেলের সম্প্রসারনের কোন ব্যবস্থা নাই। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে শতকরা ৫২ ভাগ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে। আর ত্রিপুরায় ? সেখানে শতকরা ৮১ ভাগ লোক দারিদ্রসীমার নীচে যেখানে শতকরা ৮১ জন লোকের ২০ টাকা খরচ করার ক্ষমতা নাই। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা যা বলেছেন, সেটা হচ্ছে "একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে"। মাননীয় সদস্য কি জানেন গত বৎসর প্রায় ৫২ লক্ষ টন চিনি উৎপাদন হয়েছিল যা আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ? উনি কি জানেন আজকে আমেরিকা থেকে যে গম আনা হচ্ছে তার কুইন্টাল প্রতি মূল্য হচ্ছে প্রায় ১৯০ টাকার উপর ? অথচ আমাদের দেশের একটি কৃষককে কেন্দ্রীয় সরকার কুইন্টাল প্রতি প্রায় ১৫০ টাকার বেশী দিচ্ছেন না। কাজেই এইগুলির পেছনে আছে দৃষ্টি ভংগী। এই যে কোটি কোটি টাকা ঋণ করা হচ্ছে তার একটা বড় কনডিশান হচ্ছে এই সমস্ত জিনিষপত্র বেশী দাম দিয়ে কিনতে হবে। আবার যে মাল বাইরে থেকে আসবে সেটা যে আবার মজুতদারদের হাতে যাবে না এমন তো কোন গ্যারান্টি নেই। একটা অজুহাত দেখিয়ে বিদেশ থেকে এই গম, চিনি ইত্যাদি আমদানি করা হচ্ছে। যাই হোক আজকে এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষ মুখর হয়ে উঠেছে। যে কথাটা আমি বলছিলাম যে মুলগত দৃষ্টিভংগী, সেই দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা দেখেছি আজকে একদিকে টাকার পাহাড় জমে উঠছে, আর অন্যদিকে দারিদ্র সীমার নীচে গরীব মানুষ ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে। সুযোগ সুবিধার কোন সম্প্রসারণ হচ্ছে না। ত্রিপুরার মানুষের ন্যায্য দাবী—রেলপথ। সেই রেলপথ ত্রিপুরার জনগনের তীব্র আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে মাত্র কয়েক কি. মি. পথ এসেছে এবং আজকে ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। কাজেই আজকে শুধু ত্রিপুরাই নয়, সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তীব্র আন্দোলনের দরকার। প্রতিটি বিধানসভায় এই দাবী সম্পর্কে সোচ্চার হওয়া দরকার। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল যে পিছিয়ে আছে তার একটা প্রধানতম কারন হচ্ছে রেল না থাকার দরুন। যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে যে মোশানটি এসেছে, সেটাকে আমি একান্ত ভাবে সমর্থন করি এবং সেই সঙ্গে এটাও আশা করি যে ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের যে ন্যায্য দাবী, সে দাবীকে ভারত সরকার উপলব্ধি করবেন এবং এই হাউসের মাননীয় সদস্যদের যে মনোভাব এখানে অভিব্যাক্ত হয়েছে সেটা উপলব্ধি করে টাকার মঞ্জুর করবেন, সার্ভের কাজ করে আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারিত করবেন।

এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---আমি মাননীয় মন্ত্রী আরবের রহমানকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীআরবের রহমান ঃ—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয় ত্রিপুরায় রেল সম্প্রসারণ সম্পর্কে যে মোশানটি হাউসে এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি। ত্রিপুরা রাজ্যে রেলের দাবী, গরীব মেহনতী মানুষের দীঘদিনের দাবী। সেই রেলপথকে ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত সম্প্রসারন করা হোক। কারন ত্রিপুরা রাজ্যে বেশীর ভাগ জায়গাই হচ্ছে ফরেষ্টের। এই বনাঞ্চলগুলিতে প্রচুর পরিমান বাঁশ, বেত, ছন ইত্যাদি জম্মায়। সেই সমস্ত দ্রব্যাদি বহির্জাত করার কোন পরিবহন ব্যবস্থা ত্রিপুরায় নাই। যা থেকে কোটি কোটি টাকা আমাদের এই রাজ্যে আসত। ১৯৭৮-৭৯ ইং সালে ত্রিপুরা রাজ্যে থেকে প্রচুর বাঁশ, বেত, ছন টিটাগড় কাগজ কলে রপ্তানির ব্যবস্থা আমরা করেছিলাম। কিন্তু রেল না থাকায় এবং ট্রাকের ভাড়া অত্যাধিক হওয়ায় সেগুলিকে শেষ পর্য্যন্ত পাঠানো যায়নি। স্যার, যদি ত্রিপুরা রাজ্যে রেল লাইন থাকত, তাহলে এখানে প্লাই ওডের মেশিন বসিয়ে প্রচুর পরিমান প্লাই ওড আমরা বাইরের রাজ্যগুলিতে রপ্তানি করতে পারতাম, যে সম্পর্কের বিনিময়ে আমাদের প্রচুর টাকা আসত। কিন্তু কিছুই করা যাচ্ছে না, ঐ একটি মাত্র কারন রেলের অভাব। আজকে যদি ত্রিপুরায় রেল যোগাযোগের ব্যবস্থা থাকত, তাহলে ত্রিপুরার বনাঞ্চলে যে প্রচুর পরিমান বাঁশ, বেত, ছন আছে, সেগুলি বাজারজাত করে ত্রিপুরার দরিদ্র কৃষকদের হাতে কিছু পয়সা আসতো। ফলশ্রুতিতে ত্রিপুরা হয়ে উঠত অর্থনীতিতে সমৃদ্ধ। পাটের ক্ষেত্রে তথৈবচ। এখানে যে একটি জুট মিল আছে সেটা না থাকারই মত। আর তার উৎপাদিত সামগ্রী রেলের অপ্রতুলতার ফলে বহিঃ রাজ্যে বাজারজাত করা যাচ্ছে না। রেল যদি থাকত তাহলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পাট আমরা বাইরে রপ্তানি করতে পারতাম এবং এতে কৃষকরা খুবই লাভবান হত। কাজেই ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন উন্নতি করতে হলে সর্বাগ্রে দরকার রেল। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের যদি উন্নতি করতে হয় আহলে আমদের সর্বাগ্রে প্রয়োজন রেল লাইন সম্প্রসারণ করা। ত্রিপুরা কৃষি নির্ভরশীল রাজ্য, কৃষির উপরই আমাদের নির্ভর করতে হয়। শতকরা ৮০ ভাগ লোকই ত্রিপুরা রাজ্যে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে। দীর্ঘ দিন ধরে আমরা এই ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরার উন্নতির জন্য নানা ভাবে চেষ্টা করে আসছি কিন্তু আমাদের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হয়ে যাচ্ছে কারণ কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের এই আন্দোলনের সাড়া দিচ্ছেন না। তাঁরা নিজেদের রাজ্য নিয়েই ব্যস্ত আছেন। আমাদের এই প্রত্যন্ত ত্রিপুরা বিশেষ করে যোগাযোগের অব্যবস্থার ফলেই একেবারে পিছিয়ে পড়ে আছে। যদি আমরা ত্রিপুরায় রেল লাইন সম্প্রসারণ করতে পারি তাহলে কৃষক সমাজ অনেক উপকৃত হবে। কারন তার ফলে তাদের পকেটে কিছু টাকা পয়সা আসবে, কারন যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হলে তারা বিদেশে মাল বিক্রী করতে পারবে। ফলে তারা শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হতে পারবে। বিরোধীরা মনে করছে যদি রেল লাইন ত্রিপুরা রাজ্যে আসে তাহলে ত্রিপুরারাজ্যের অনেক উন্নতি হবে এবং ত্রিপুরার মানুষ শিক্ষিত হয়ে উঠবে, তাই এই ভয়ে তারা এই রেল লাইন সম্প্রসারণকে সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারছে না। অবশ্য কিছু কিছু সমর্থন করছেন।

বিরোধীরা মনে করছেন যদি রেল লাইন হয় তাহলে যারা অশিক্ষিত আছে তারা সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেয়ে শিক্ষিত হয়ে উঠবে। শিক্ষিত হলে তাদের অসুবিধা হবে, কারন তারা ভাবছেন যদি আমরা শিক্ষিত হয়ে উঠি তাহলে তারা যে সমস্ত জঘন্য কাজ করছেন সে সমস্ত কাজের সবাই বাধা দেবে। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রচুর বনজ সম্পদ আছে কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য কিছুই করা যাচ্ছে না। তাই আমরা কেন্দ্রকে বার বার অনুরোধ করছি অ মাদের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরারাজ্যে রেল লাইন সম্প্রসারন করার জন্য। যদি রেল লাইন সম্প্রসারত করা যায় তাহলে ত্রিপুরার বনজ সম্পদ থেকে প্রচুর আয় করা যাবে এবং এই টাকা রাজ্যের কল্যানমূলক কাজে ব্যয় করা যাবে। এবং এই আশা আমি রাখছি এবং মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস "ত্রিপুরায় রেল লাইন সম্পসারন সম্পর্কে "যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তবকে আমি সমর্থন করছি।

RULING

Mr Deputy Speker—Hon'ble Members, I have examind the notice of Shri Ratimohan Jamatia, M. L. A regarding breach of privilege committed by Shri Tapan Chakraborty, M. L. A of Shri Harinath Deb Barma, M. L. A and the House as a whole, due to his statement that Shri Harinath Deb Barma was involved in the cessessionist and anti-national activities since last disturbances occured in June 1980.

I have consulted the proceedings. Shri Badal Choudhury, M. L. A made a reference to the activites of Shri Harinath Deb Barma and Shri Tapan Chakraborty by way of enquiry and supplementing the statement of Shri Choudhury wanted to know from the concernd Minister the activities of Shri Harinath Deb Barma during his stay in the under ground at the time of last distrubances of June 1980 and if Shri Harinath Deb Barma's activities were cessessionist and anti-national activities. But the Departmental Minister did not disclose any fact on the subject those being under subjudice.

In view of the above, I find no prima facie case of breach of prvilege and I am not inclined to refer the case of alleged breach of privilege to the Committee of Privileges for further action nor I do find any reason of the case being further proceeded in the House.

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—আপনি হাউসের রুল মানবেন কিনা বলুন ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন। পরে চেম্বারে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, তখন রেফারেন্স পিরিয়ড ছিল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---আপনি বসুন, চেয়ারম্যানের রুলিং-এর উপর কোন আলোচনা হতে পারে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, * * * * *

(গণ্ডগোল)

(বিরোধী সদস্যরা সভা কক্ষ ত্যাগ করলেন)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া এই ব্যাপারে যে সমস্ত কথা বলেছেন সে সমস্ত কথা প্রসিডিং থেকে একস্‌পাঞ্জ্‌ড করা হলো।

এখন সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলাঃ---"সর্ট ডিসকাশণ অন্‌ মেটারস্‌ অব আর্জেন্ট পাবলিক 'ইমপর্টেন্স"। আজকের সংশ্লিষ্ট কার্যসূচীতে একটি "সর্ট ডিকাশন নোটিশ" আছে। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিনহা। বিষয়বস্তু হলো ঃ--"গ্রীফ কর্তৃক রাজ্য শ্রমনীতি লঙ্ঘন এবং শ্রমিকদের নির্যাতন সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় বিধায়ক মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার নোটিশটির উপর আলোচনা করতে।

শ্রী বিমল সিন্‌হা ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে যে শর্ট ডিসকাসন্‌ এনছি তা হচ্ছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে বর্ডার সেক্টর সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের আণ্ডারে কতগুলি অরগেনাইজেশন আছে সে সম্পর্কে। সেই বর্ডার সেকটরের আণ্ডারে কতজন শ্রমিক কাজ করে। এই শ্রমিকদের এই বিংশ শতাব্দীতেও ক্রীতদাস প্রথায় তাদের কাজ করানো হয়। এতক্ষন পর্যন্ত এই হাউসের মধ্যে আলোচনা হয়েছে ত্রিপুরাতে রেল লাইন চাই এই দাবীটি নিয়ে। যতদিন পর্যন্ত রাজ্যে রেল আসছেনা ততদিন পর্যন্ত এই ত্রিপুরা রাজ্যের ২০ লক্ষ মানুষ তাদের প্রতিদিনের খাদ্য, প্রতিদিনের কেরোসিন, প্রতিদিনের ঔষধ, প্রতিদিনের কাপড়, সমস্ত কিছু সেপ্টিপিন সেট থেকে আরম্ভ করে স্টীলের বড় ট্রাস্ট পর্যন্ত, নুন থেকে আরম্ভ করে সমস্তকিছু খাদ্য, অথাৎ ২০ লক্ষ্য মানুষের বাঁচার জন্য যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী এই একটা রাস্তার মধ্য দিয়ে আসে। সেই রাস্তার নাম হচ্ছে আসাম আগরতলা রোড। আপনারা দেখে থাকবেন সেই রাস্তার মধ্য দিয়ে কিছু লোক কাজ করে যাচ্ছে। ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, গ্রীষ্ম হোক, শীত হোক তারা তাদের কাজ করে যাচ্ছে। এরা কারা এদের পুরস্কার কি? এই ২০ লক্ষ্য মানুষের জীবন যাত্রাকে সচল রাখবার জন্য তারা এই রাজ্যের সেই আসাম-আগরতলা রোডকে মেইনটেইন করে যাচ্ছে। এই মেইনটেইন যারা করছে, মজুররা, শ্রমিকরা তারা কি পাচ্ছে? আজকে এই প্রশ্নে আসতে গেলে স্বাধীনতার পরে দীর্ঘ বহু বৎসর পর যখন ত্রিপুরা রাজ্য অবহেলিত অবস্থায় আছে তখন এই রাস্তাটা পি, ডব্লিউ, ডির, আণ্ডারে ছিল। এই রস্তোটার শলিং টলিং ভাল ছিলনা। তাই এই রাস্তা দিয়ে ধর্মনগর থেকে আগরতলা, আগরতলা থেকে ধর্মনগর যাতায়াত মাসে কি ১৫ দিনে একবার হত। এই ধরনের রাস্তা দিয়ে এই ছিল যোগাযোগের ব্যব্যস্থা। সেই টি, টি, সি, আমলের

* * Expanged as ordered by the Chair.

পর ত্রিপুরার পি. ডব্লিউ. ডি. সেই রাস্তাটির দায়িত্বভার গ্রহন করে। তারপর ১৯৭১ ইংরাজীতে কোন চুক্তি বা ডিসকাসন হয়েছিল। কার কার মধ্যে হয়েছিল তা আমরা জানিনা। তবে যতটুকু জানি তখন দিল্লী থেকে মেসেইজ আসে, হোম ডিপার্টমেন্ট থেকে। সেই মেসেজের নাম্বার হচ্ছে ১২।৩০।৭১-এইচ, এম, টি, ১৮।৮। ইউ। সি এই মেসেজটি তখনকার চীফ সেক্রেটারী আই, বি, গুপ্ত রিসিভ করেন। তখন ত্রিপুরার প্রিন্সিপল ইন্‌জিনার বা সেক্রেটারী অফ পি, ডব্লিউ, ডি ছিলেন এন, সি. শর্মা। নিম্নলিখিত ৫টি রাস্তার দায়িত্ব অর্পণ করা ছিল। সেই পাঁচটি রাস্তা হচ্ছে আসাম-আগরতলা রোড, ২নং হচ্ছে আগরতলা-সাব্রুম রোড, ৩ নম্বর হচ্ছে তেলিয়ামুড়া উদয়পুর-অমরপুর রোড, ৪ নম্বর হচ্ছে বিশ্রামগঞ্জ-সোনামুড়া রোড এবং বিলোনীয়া-বগাফা রোড। তারপরে কিছুদিন পরে ১৯৭১ ইংরাজীর অক্টোবর মাসে সেই রাস্তা হ্যান্ড ওভার হয়ে যায় শিপিং কার্পোরেশান গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে। ত্রিপুরা থেকে সেখানে রাস্তা যখন হস্তান্তরিত করা হয় তখন সেখানে ছিলেন সাব ডিভিশনেল অফিসার, আমবাসা ডিভিশন নং ১। তারিখটা ছিল ৭-৯-৭১। সেখানে সই করেন অফিসার অফ কমাণ্ডিং। এই রাস্তাটা যেদিন থেকে হস্তান্তরিত হয়ে যায় সেদিন থেকে চলল আদিমকালের মধ্যযুগীয় শোষণ ব্যবস্থা। শুধু শোষণ নয়, এই রাস্তা তৈরী করতে বিরাট রকমের সরকারী লুন্ঠন চলত। সেখানে মেজর আছে, কর্ণেল আছে। তাদের হেডকোয়ার্টার হচ্ছে আইজল। তারপরে তারা এখানে আমবাসাতে একটি কোয়ার্টার খোলে। প্রথমে তাদের দৃষ্টি ছিল কি করে শ্রমিকদের অল্প দামে খাটানো যায়। কি করে তারা যারা শ্রমিক আছে, তাদেরকে বিনা বেতন খাটানো যায় সেটার দিকে লক্ষ্য রাখত। এইভাবে তারা শ্রমিকদের খাটাত। এই রাস্তা এখনও অডিট করা হয়নি। ইন্দিরা গান্ধীর সরাসরি হস্তক্ষেপের মধ্য দিয়ে এই রাস্তাটা আছে। এখানে যে দুর্নীতি হচ্ছে কেউ জানেনা। ১৯৭১ সন থেকে সেখানে দুর্নীতি চলছে। সেই দুর্নীতি এখনও অব্যাহত আছে। আমি এখানে কয়েকটি দুর্নীতির কথা উল্লেখ করব। একটা রাস্তার নাম দেওয়া হয়েছে এন-এইচ, ৪৪। অর্থাৎ ন্যাশনাল হাইওয়ে ৪৪। আসাম-আগরতলা যে রোড আছে সেই রাস্তাটার টোটেল দৈর্ঘ্য ২০০ কিলোমিটার। এই ২০০ কিলোমিটার সলিং করতে সিংগল-ভাবে সলিং করতে, ১টা লেয়ার দিয়ে তাহলে ইট লাগবে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ৬০ হাজার ইট। এই ইট দিয়ে আগরতলা থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত হবে। যদি ডবল লেয়ার দেওয়া হয় তাহলে ডবল লাগবে। ৪ কোটি ৭১ লক্ষ ২০ হাজার ইট লাগবে। কিন্তু তারা ভুল হিসাব দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করেন। তারা বেশী লাগবে বলে মুনাফা লুটছেন। তারা এইভাবে মানুষের চোখে ধুলা দিচ্ছেন।

বর্ত্তমান কালের দুই একটা হিসাব আমি দেখাচ্ছি। কিভাবে গ্রীফকর্তৃপক্ষ সমস্ত ত্রিপুরার জনগন-এর চোখে ধুলা দিয়ে, তারা ইট কিনার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টাকার মুনাফা লুটছেন, লক্ষ লক্ষ টাকার তহবিল করছেন। প্রথমতঃ গত ১৯৮০-৮১ সালের হিসাব আমি দেখাচ্ছি। যেখানে ত্রিপুরার পি, ডব্লিউ, ডি, এই রাস্তার পাশে আমবাসা ডিভিশনের আণ্ডারে ইট কিনছে প্রতিহাজারে ৪৩৬ টাকা করে। মানে এটাই হচ্ছে তাদের ম্যাক্সিমাম রেইট। আর এই একই জায়গা থেকে একই দূরত্বে গ্রিপ কর্তৃপক্ষ ইট কিনছে ৫০ টাকা করে প্রতিহাজারে বেশী দিয়ে। মানে ৪৮৬ টাকা দিয়ে। তা হলে তার কেরিংটা কে করছে. কেরিংটা কোন কনট্রেকটার করবেনা, করবে সরকারী

গাড়ীগুলি। আর কাগজে দেখানো হবে যে, কনট্রাকটার ইট সাপ্লাই দিয়েছে। এইভাবে প্রতিহাজারে যদি তারা ৫০ টাকা করে পায় তাহলে ৪ কোটি ৭১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার ইট কিনতে তাদের কতলক্ষ টাকা বেশী লাগবে। তারপর হচ্ছে স্ক্রিপ-ব্যাডট, এটাই ত্রিপুরা রাজ্যের পি, ডাবলিও, ডি, হাইয়েস্ট রেইট দিয়েছে মাত্র ১৯২ টাকা। সেখানে গ্রিপকতৃপক্ষ কাগজে হিসাব দেখিয়েছে ১৮০ টাকা করে। তাও আবার সমস্ত ইট তারা আনেন না। এক ট্রাক ইটকেই তারা বারে বারে দেখিয়ে হিসাব বুঝিয়ে দেয়। তার পর আসছে-স্টোন চিপস্, এই স্টোন চিপস্ হয় তিন রকমের, যেমন একটা ৪০ মিলি মিটার, ২০ মিলিমিটার, ১০ মিলিমিটার, এই তিনটার মধ্যে ১০ মিলিমিটারের সব চেয়ে ছোট তার দাম হচ্ছে ২২১ টাকা। ২০ মিলিমিটারের দাম হচ্ছে— ২১৩ টাকা, ৪০ মিলিমিটারের দাম হচ্ছে ২০৪ টাকা, । এইটা পি. ডাবলি-ও. ডি, সেখানে এই বছরের হাইয়েস্ট রেইট। যেখানে ২২১ টাকা দাম দিচ্ছে ত্রিপুরার পি, ডাবলিও, ডি গ্রিপ কর্তৃপক্ষ ২২১ টাকার জায়গায় কয়েকজন মুনাফাখোর। দের সঙ্গে গোপনে চুক্তি করে তার দাম দেখাচ্ছে ৪৬০ টাকা কাজেই এইভাবে হিসাব দেখানোর ফলে তাদেরলাভ কম পক্ষে ২০০০ টাকা। আসাম থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত যদি স্টোনচিপস্ লাগানো হয় ১ কোটি তাহলে তারা তার হিসাব দেখাবার সময় আলাদা করে কোন হিসাব দেখাবেনা, মানে ১০ মিলিমিটার বা ২০ মিলিমিটার বা ৪০ মিলিমিটার, এই গুলির কোনটাই উল্লেখ করবে না। তারা থাওকা ৪৬০ টাকা করে একটা হিসাব দেখিয়ে দেবে। এইভাবে তারা লক্ষ লক্ষ টাকা লুট করছে।

তারপর আসছে বালুর কথা -- ত্রিপুরা রাজ্যের পি. ডাবলিও. ডি কোন সময় বালু কিনে না, রাস্তা যেখানে করে তার পাশের কোন নদী বা ছড়ার পাড় থেকেই তারা বালুটা সংগ্রহ করে নেয়। তাতে কোন পয়সা লাগে না। অথচ গ্রিপ কতৃপক্ষ শ্রমিক খাটিয়ে বালু সংগ্রহ করে, তার সঙ্গে কোন বন্ধু কনট্রেকটারকে যুক্ত করে বিল করে দেয় ৬০ টাকা করে। যেখানে বালু কিনার কোন প্রশ্নই উঠে না সেখানে তারা সেই বালুর জন্য বিল করে ৬০ টাকা করে। তার আর কয়েকদিন পরে তারা এমন একটা ভাব দেখাবে যে, ত্রিপুরা থেকে পয়সা দিয়ে বাতাসও তাদেরকে কিনে নিতে হচ্ছে। আবার তাদের এই লুণ্ঠনের সাপ্লাইটাও একটু অদ্ভুত ধরনের। এতে টেণ্ডার কল করা হয় ঠিকই, তবে তা সেটা সবাইকে দেওয়া হয় না, পরিচিত কোম্পানী ছাড়া। মানে যাদের সঙ্গে তাদের লুণ্ঠনের ব্যাপারটা চলতে পারে। যেমন এখানে যারা আছেন, তারা হলেন (১) বি, এল, রায়, (২) পি, কে,. পাল, (৩) ওম কোম্পানী, (৪) এস, সাহা, (৫) ডি, কে স্টোর, (৬) মোনড্রা ব্রাদার, (৭) ওসি. পাল, (৮) এইচ, কে, পাল, এই ৮টা কনট্রাকটার ছাড়া আর কেউ কখনও এই টেণ্ডরটা পায় না। এইভাবে তাদের আইজল হেড কোয়ার্টার থেকে শুরু করে আমবাসা পর্য্যন্ত এই অঞ্চ গুলির মধ্যে যে দুর্নীতি চলেছে তার বিরুদ্ধে যখন কোন শ্রমিক শ্রেণী প্রতিবাদ করে, তখনই তারা গর্জে উঠে তাদেরকে স্তব্দ করে দেয়।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হচ্ছে তাদের অবস্থা। আর তাদের আণ্ডারে রাস্তায় যারা কাজ করছে তাদের অবস্থাটা যে কি তাতো বুঝতেই পারছেন, মোট কথা তাদের উপর সেখানে একটা ক্রীতদাসের রাজত্ব চলছে। অথচ আজ থেকে বহু বছর

আগে ১৮৮৬ সালে শিকাগো শহরে ৮ ঘণ্টা কাজের দাবীতে প্রথম আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। যে আন্দোলন পৃথিবীর সমস্ত শ্রমজীবি মানুষ আজও করে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে এই দাবীর ভিত্তিতে অনেক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। অথচ দেখুন এই গ্রিপ কর্তৃপক্ষ আজও তাদের আণ্ডারে কর্মরত শ্রমিকদেরকে ১৪-১৫ ঘণ্টা কাজ করায়। তাদের আমপাশার আণ্ডারে ১৬টা সেক্টর আছে এবং তাতে প্রায় দুই হাজারের মত শ্রমিক কাজ করেছে বিভিন্ন জায়গায়। তাদের এই ১৬টা সেক্টরের মধ্যে পড়ে -- (১) চম্পক নগর, (২) তেলিয়া মুড়া, (৩) মহারানী পুর, (৪) মুঙ্গিয়া বাড়ী. (৩৭) মাইল, (৫) সেটেল কেম্প, (৬) আমপাশা, (৭) সিন্ধু কুমার, (৮) মনু, (৯) কুমার ঘাট, (১০) পেচারথল, (১১) রামনগর, (১২) দামছড়া, (১৩) চুড়াই বাড়ী, (১৪) অম্পি, (১৫) শনি ছড়া, (১৬) বিরাশী মাইল। গ্রিপ কর্তৃপক্ষের আণ্ডারে এইসব জায়গাতে কর্মরত শ্রমিকদেরকে দিনে ১৪-১৫ ঘণ্টা কাজ করতে হয়, অথচ এই বেশী কাজ করার জন্য তাদেরকে কোন বেশী মজুরী দেওয়া হয় না। কিভাবে তারা এই বেশী কাজটা করে জানেন? তাদেরকে আমবাসা থেকে হেঁটে আঠারো মুড়াতে গিয়ে কাজ করতে হয়। তার জন্য তাকে প্রতিদিন সকাল ৭টার সময় বাড়ী থেকে রওয়ানা দিতে হয়, আবার বিকালে ৫টার পর তারা হাঁটতে শুরু করে রাত্রি ৯টার সময় বাড়ী এসে পেঁছায়। এই-ভাবে তাদেরকে ৪ ঘণ্টা ৪ ঘণ্টা করে ৮ ঘণ্টা কাজ বেশী করতে হয়। অথচ এই বেশী ৮ ঘণ্টা সময় নষ্ট হওয়ার জন্য তাদেরকে কোন মজুরী দেওয়া হয় না। মোট কথা ১৬ ঘণ্টা কাজ করে তারা মাত্র ৮ ঘণ্টা কাজের মজুরী পায়।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ১৯৩৪ এর ১৬ই অক্টোবর জারমানিতে হিটলার একটা আইন করেছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল যে, শ্রমিকরা ওভারটাইমের জন্য কোন দাবী করতে পারবে না। প্রয়োজনে ২০ ঘণ্টা কাজ করার জন্য কোন প্রতিবাদ করতে পারবে না। আর আজ ইন্দিরা গান্ধী তার এসমোর মাধ্যমে হিটলারের মত গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকারকে কেড়ে নিয়েছেন। এদিকে ৪র্থ শ্রেনীর কর্মচারীরা দাবী করেছিল যে, তাদেরকে যদি ২০ কিলোমিটারের মত পথ হেটে গিয়ে কাজ করতে হয় তাহলে যেন তাদের জন্য সরকারী গাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা শুনেও শুনেন নি। কারণ তারাতো চায় শ্রমিকদেরকে ক্রীতদাস বানাতে। তাইতো আজকে আমরা এইসব শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে দাবী করব যে তাদেরকে যেন ৮ ঘণ্টার বেশী কাজ করানো না হয়।

আজকে আমরা লক্ষ করছি যে, এই ত্রিপুরা রাজ্যের ২০ লক্ষ্য মানুষ, শ্রমজীবি কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ও ধনী সমস্ত শ্রেনীর লোকেরা আজকে সম্পূর্ণরূপে এই একটি মাত্র রাস্তার উপর নির্ভরশীল। আজকে যারা যে সকল শ্রমিকরা এই রাস্তায় কাজ করছেন তারা যদি একদিনের জন্য কাজ বন্ধ করে দেন তবে ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ মানুষের কাজ কর্ম, ব্যবসা বাণিজ্য, সব বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই এতবড় গুরুত্বপূর্ণ কাজে যে সমস্ত শ্রমিকরা কাজ করছেন তাদের মজুরী বর্তমানে মাত্র ২১০ টাকার অনুর্দ্ধ। প্রথমে মালিকরা ঠিকাদাররা তারা বলত যে ত্রিপুরায় কোন ওয়েজ ফিক্সড করা হয়নি সুতরাং তারা প্রথমে মাত্র তিন টাকা চার টাকা করে তাদের মজুরী দিত। পরে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সেই মজুরী বাড়িয়ে বর্তমানে সাত টাকা করা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার

আসার পর মিনিমাম মজুরীর হার স্থির করেছেন আট টাকা করে। অথচ এই ঠিকাদাররা তারা আট টাকা করে শ্রমিকদের মজুরী দিচ্ছে না। আমাদের শ্রম দপ্তর থেকে কয়েক-বার করেসপনডেনস্ করা হয়েছে। লেটেস্ট করা হয়েছে ২৯শে আগস্ট, ১৯৮১ ইংরাজী তারিখে উক্ত তারিখে লেবার ডিপার্টমেন্ট থেকে যে পত্র দেওয়া হয় তাতে তাদের অনুরোধ করা হয়েছিল যে তারা যেন মজুরদের মজুরী বাড়িয়ে আট টাকা করেন। কিন্তু আজ পর্যান্ত তা আর সাত টাকা থেকে আট টাকা হয়নি। ফলে এই মজুররা তাদের পাওনা হিসাব করলে প্রতিদিন তারা একটাকা করে কম পাচ্ছেন। এছাড়া আছে তাদের অন্যান্য খরচ। মজুররা সাধারনতঃ ট্রাকে করে তাদের কর্মস্থলে যান। সেখানে যাবার সময়ে তাদের একটাকা এবং আসার সময়ে একটাকা করে মোট দুটাকা ভাড়া দিতে হয়। এই সব খরচ দিয়ে মজুররা তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে পারে না। তাদের প্রায়ই অনাহারে অর্দ্ধাহারে থাকতে হয়। এইভাবে তারা দিনের পর দিন শোষিত হয়ে চলছে।

এই হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধী নিয়ন্ত্রিত বর্ডার রোড অরগেনাইজেশন বা ব্রিক্ষ রেজিমেনটের অত্যাচারের একটা নিদর্শন। তারপর এই সম্পর্কে আরও চিঠি দিয়েছেন বি, বি, দেব রায় ১২।৭।৭৭ ইং, তারপর ৭ই জুন, ১৯৭৯, তারপর আর একটা চিঠি ১১ই ডিসেম্বর ১৯৭৯ইং, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯ ইং, ৬ই অক্টোবর ১৯৮০ এবং সর্বশেষ করেস্পনডেন্স হয়েছে ২১শে এপ্রিল ১৯৮১ ইং। এই সমস্ত চিঠিগুলি পাওয়া সত্বেও তাদের যে ত্রিপুরার মিনিমাম ওয়েজ বাড়ছে আট আনা এক টাকা করে সেই মজুরী রেট্রোস্পেকটিভ এফেক্ট নিয়ে তারা সেটা দিচ্ছে না। ভারতবর্ষে আইন আছে, এইভাবে তারা মজুরী বৃদ্ধি করতে বাধ্য। কিন্তু তারা আইন মানে না। তারা সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় বন্দুক উচিয়ে রাখে। এই সমস্ত চিঠি তাদের কাছে কোন দাম নেই। অন্য দিকে আছে স্কিলড, নন্ স্কিলড। ওয়েজেসের মধ্যে আছে দক্ষ শ্রমিক কত পাবে, অদক্ষ শ্রমিক কত পাবে। এতগুলি ব্রিজহচ্ছে, কাঠের ব্রিজ, কোন কোন জায়গায় পাক্কা ব্রিজ। সেখানে যারা রাজমিস্ত্রীর কাজ করছে, যোগালির কাজ করে, ত্রিপুরার মিনিমাম ওয়েজেসের একটা আইন আছে, পি, ডবলিউ, ডি, মানে সি, পি, ডবলিউ, ডি, যারা ত্রিপুরার এয়ারপোর্টে কাজ করে তারা মানে। কিন্তু এই সামরিক বাহিনীর লোকেরা যেখানে কাজ চালায় সেখানে এই সমস্ত কিছুই বালাই নেই। তারা শ্রমিকদের ইচ্ছামত মজুরী দেয়। শুধু একদিকে অত্যাচারটা নয়, ঠিক মাসের শেষে যখন মজুরীটা নিয়ে যাবে তখন ঐ অফিসার আমলাদের ৩০ টাকা জমা দিতে হয়। এই ধরণের ঘুষ দিতে হয় এবং ১০০ টাকা, ২০০ টাকা করে ঘুষ দিয়ে কাজে ঢুকতে হয়। তারপর প্রায়ই অশ্লীল কথা ছাড়া কথা বলে না। শ্রমিকদের সার্থে কুকুরের মতো ব্যবহার করে। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে মাটি কাটার রেট আছে। কখনও দেখা যায় নানারকম মাটি তাদেব কাটতে হয়। কিন্তু রেট একই থাকে। কিন্তু ত্রিপুরাতে পি, ডবলিউ, ডি, অরডিনারী মাটি কাটার জন্য ১ টাকা ৬৫ পয়ষট্টি পয়সা করে পার কিউবিক মিটার আর স্লেট পাথরে মাটির জন্য রেট ৫ টাকা ৫০ পয়সা কিউবিক মিটার। তারপর কতগুলি পাথর কাটার জন্য যেখানে ত্রিপুরার পি, ডবলিউ, ডি, এসপেলাসান ব্যবহার করে সেখানে মিলিটারীরা শ্রমিকদের দিয়েই

সেটা করে। তার জন্য কোন একস্ট্রা মজুরী নেই। সমস্ত রকমের গভর্নমেণ্ট আইন, লেবার রুলস্, সমস্তকে পদদলিত করে তারা শ্রমিক শ্রেণীকে নির্যাতিত করতে চাইছে আজকে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে সমস্ত কর্মচারীরা, সেই ব্যান্ক এমপ্লয়ী বলুন, অন্য ধরণের ফ্যাক্টরী এম্প্লয়ীই বলুন আজকে বামফ্রণ্ট সরকার তাদের বোনাস দিচ্ছে বা একস্গ্রেসিয়া দিচ্ছেন। দিনের পর দিন আজকে ১২ বছর ধরে কাজ করার পরেও তাদের জন্য কোন বোনাস বা একস্গ্রেসিয়া নাই। সেগুলি দাবী করাটাও অন্যায়। তারা দুহাত দিয়ে জনগণের পয়সা লুঠছে। তার বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদ করবে তাদের সেই স্বৈরাচারী কায়দায় দমন পীড়ণ চালিয়ে যায়। তারপর টারমিনেশান, তাদের খুশিমত একসাথে ৪০।৫০ জন শ্রমিককে ছাঁটাই করল। তাদের পুর্ণবহাল করা তো দুরের কথা পুর্ণবহাল কর,' এই কথাটা বলার পর্যন্ত ক্ষমতা নাই। এইভাবে ১৯৪৭ সাল থেকে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা চলে আসছে। তাদের লেবার অফিস আছে গৌহাটিতে। সেখানে বহু করেসপনডেনস্ করেও কোন জবাব নেই।

এরপর ইদানিং কালে এই ব্রিস্কের মধ্যে দানবীয় আক্রমন চলছে। একটা বুলডজার প্রতিদিন একশ' শ্রমিকের কাজ করতে পারে। ত্রিপুরা রাজ্যে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক যেখানে বেকার, তারা কোন রকমে যেখানে জীবন নির্বাহ করে সেখানে বুলডজার চালিয়ে দিতে হবে। এখন পর্যন্ত তিনটা বুলডজার এসেছে। তার মানে প্রতিদিন ৩০০ শ্রমিকের কাজ কববার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এইভাবে বুলডজার দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের শ্রমিক বাহিনীকে পঙ্গু এবং বেকার করে দিচ্ছে। তার বিরোদ্ধে আমরা প্রতিবাদ করেছি, ডেমন- স্ট্রেশান, বিক্ষোভ হয়েছে। কিন্তু তারা ভ্রূক্ষেপ করে না।

তারপর একসিডেন্ট। এটা কতটুকু মারাত্মক সেটা না বললে বুঝা মুশ্কিল। এই একসিডেন্টের মধ্যে আজ পর্যন্ত বহু শ্রমিক আহত হয়েছেন। নিহত হয়েছেন। ওয়ার্কস মেন কমপেনসেসান অ্যাক্ট যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের অ্যাক্ট। সেই আইনটা ভারতবর্ষের যে কোন অঞ্চলে চালু আছে। এই আইন অনুযায়ী দুর্ঘটনার জন্য ক্ষতিপূরন দিতে হবে। ট্রাইবেল বলুন, বঙ্গালী বলুন, পুরুষ, মহিলা, যুবা, বৃদ্ধ তারা ৮০ ফুট উপরে গিয়ে মাটি কাটছে। যে কোন সময়ে যদি একটা মাটির চাঙ্গর ভেঙ্গে পড়ে তবে তাদের মৃত্যু অনিবার্য। এইভাবে ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের যোগাযোগের যে লাইন সেটা এইভাবে চলছে। তাদের অবস্থাটা কত শোচনীয় সেটাই এইভাবে বুঝা যায়। কিছু দিন আগে ২৪, ৩, ৮১ ইং তারিখ সকাল ৮টায় তাদের একটা গাড়ীতে করে সেই শ্রমিকদের নিয়ে পেচারথল রওনা হয়। সেই গাড়ী রাস্তায় একসিডেণ্ট করার পর স্পটেই দুইজন শ্রমিক মারা রায়। নিবারন ভৌমিক এবং সুনিল নাথ। তারপর সেই দুই জনের মৃতদেহ শতকার করার জন্য যে খরচাটুকু দরকার সেটুকুও দেওয়া তারা প্রয়োজন মনে করেন নাই। আর যারা আহত হয়েছিল তাদের হাসপাতালের খরচ'টুকুও দেওয়া দরকার সেই দায়িত্বও তারা পালন করে নাই। তারপর গত মে মাসে—তেলিয়ামুড়া থেকে জ্যোতিবালা দাস নামে চম্পকনগরের একটি কিশোরী মেয়ে ৩৭ মাইল পোণ্টের কাছে মুংগিয়াবাড়ী কাজ করতে যায়। সেখানে সে কাজ করতে করতে হঠাৎ মাটির নীচে চাপা পরে যায়। তাকে উদ্ধার করার জন্য কোন চেষ্টা হয় নাই/তারপর বহু কষ্ট করে তাকে উদ্ধার করে জি, বি, হাসপাতালে নিয়ে

আসে। সেই মহিলা এখন পর্যন্ত গঙ্গু অবস্থায় আছে/তাকে দুই টাকা দিয়ে সাহায্য করার কোন প্রয়োজনীয়তা মনে করছে না। ভারতের ওয়ার্কার্স কম্পেনসেসান অ্যাক্ট অনুযায়ী —এটা মেন্ডেটরী—সেই অ্যাক্ট অনুযায়ী কোন শ্রমিক যদি কর্মরত অবস্থায় একসিডেন্টে পরে তাহলে নিকটবর্ত্তী লেবার অফিসে জানাতে হবে। কিন্তু সেই ঘটনার কথা আজ পর্যন্ত জানান হয় নাই। তারপর ঘটনা ঘটেছে ১৭, ৪, ৮১ ইং তারিখ। পেচারথলে একজন শ্রমিক রাস্তায় রোলারের পিছনে ছিল। হঠাৎ রোলারটি পিছন ফিরার সময় সেই শ্রমিকটি চাপা পরে ফলে তার একটি পা দুই টুকরা হয়ে যায়। সে এখন ক্র্যাচে ভর দিয়ে হাটে। সে এখন পার্মানেন্টলী ডিজএবল। ওয়ার্কর্স কমপেনসেসান অ্যাক্ট অনুযায়ী কোন শ্রমিক যদি কর্মরত অবস্থায় একসিডেন্টের ফলে/পার্মানেন্টলী ডিজএবল হয়ে যায় এবং তার যদি মাসিক বেতন ২০০ টাকা হয় তাহলে সে ক্ষতি পূরণ পাবে ২১,৫০০ টাকা। আর যদি তার বেতন দুইশত টাকার বেশী হয় তাহলে সে পাবে ২৩,৫৬৮ টাকা। যেহেতু তার ছিল ২১০ টাকা আইন অনুযায়ী সেই শ্রমিক ২৩, বেতন, ৫৬৮ টাকা ক্ষতি পূরণ পাওয়ার অধিকারী। সেই ব্যাপারে আমি লেবার ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি চীফ ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, ত্রিপুরার লেবার কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কোন মিমাংশা হয় নাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার---মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রী বিমল সিংহ---স্যার, আমাকে আর ৫ মিনিট সময় দিন।

শ্রীসমর চৌধুরী-—স্যার, ডিসকাশন শেষ না হলে এটা পরদিন পর্য্যন্ত কন্টিনিউ করবে—হাউস ঠিক সময়েই মুলতুবী ঘোষণা করে দেবেন।

শ্রীবিমল সিংহ---এই ঘটনা ঘটেছে ১৭।৪।৮১ইং তারিখ। ৪ নং ঘটনা হল ৭ই জুলাই ৮১ইং ৭৯ কিলামিটার পোস্টের কাছে-সেখানে একটা ট্রাকে করে ১৫০ জন শ্রমিককে নিয়ে রওয়ানা হল। সেই ট্রাকটি ৯০ কিলোমিটার স্পীডে চলতে লাগল। তারপর ৭৯ কিলোমিটার পোস্টের কাছে এসে সেই ট্রাকটির ডালা খুলে যাওয়ায় শ্রমিকেরা গাড়ী থেকে পরে যায়। এবং সেখানে ৬ জনশ্রমিক মারাত্মক ভাবে আহত হয়। সেই ৬ জন শ্রমিকের মধ্যে একজন শ্রমিকের মুখ ছিড়ে কান পর্য্যন্ত চলে আসে, চোয়ালটা হা হয়ে যায়। আর একজনের মাথা থেতলে গিয়ে মাথার ঘিলু বেড়িয়ে আসে। এই অবস্থার মধ্যে সেই আহত শ্রমিকদের চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা করে দেওয়ার সামান্যতম মানবতাবোধটুকুও সেই কোম্পানী দেখানোর প্রয়োজন মনে করে নাই। তারপর তাদের অন্যান্য শ্রমিক বন্ধুরা কুলাই হাসপাতালে নিয়ে আসার বন্ধোবস্ত করে, তখন লেবার অর্গানাইজেশনের মিঃ চারী সাহেব সেই ৬ জন শ্রীমিককে নিয়ে আগরতলা আসে। ১) সুবোধ দেববর্মা (২) সুগন মারাক (৩) অপন মারাক (৪) তপন মারক (৫) করান্তি মারাক (৬) মদন মনসুম। সেই চারী সাহেব তাদের জি, বি, হাসপাতালে না দিয়ে তাদের রাজভবনের নিকট কুঞ্জবনে ফেলে দিয়ে চলে যায়। তারা জি, বি, হাসপাতাল চিনে না, তার উপর রাত্রি বেলা। শেষ পর্য্যন্ত বি, এস, এফ, র একজন অফিসার তাদের মৌটর স্টান্ডে পৌঁছে দেয়। তারপর তারা তাদের পরিচিত লোকদের সাহায্যে গাড়ীর মালিকদের হাতে পায়ে ধরে বাড়ীতে ফিরে আসে।

এর পরে তাদের সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ কোন ব্যবস্থা নেন নি। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবীরেন দত্ত টেলেক্সে মেসেজ পাঠিয়েছেন কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই বর্বরতম অত্যাচারের কোন প্রতিকার দুরের কথা তার জন্য ন্যুনতম ব্যবস্থাও শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সরকার করতে পারেননি। আজ তাদেরকে তাদের ন্যায্য মজুরী দেওয়া হয় নাই, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা তো দুরের কথা। আজকে এই সভায় যে দাবী সেটা শুধু ট্রেড ইউনিয়নের দাবী নয় সেটা শ্রমিক কর্মচারীর দাবী, বাঙ্গালী উপজাতি শ্রমিকদের দাবী। গত জুনের দাঙ্গার সময়ে তারা এই রাস্তায় কাজ করেছে পাহাড়ী বাঙ্গালী শ্রমিক কাধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছে এই রাস্তাকে চালু রাখার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হাউসের সামনে যে দাবী সেটা শ্রমিক শ্রেণী গরীব মানুষের দাবী, আত্মরক্ষার দাবী। তার জন্য বলিষ্ট জনমত গঠন করতে হবে। এই হাউসের মত কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হবে যাতে এই দুর্নিতী বর্বরতম অত্যাচারের ইনকোয়েরী হয়। তার জন্য বলিষ্ঠ জনমত গঠন করতে আহ্বান জানাচ্ছি। কাজেই যে প্রস্তাব এখানে পেশ করা হল সেটা হাউস পাশ করে দেবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—-শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস- -মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য কমরেড বিমল সিংহা এখানে যে প্রস্তাব রেখেছেন তার উপর সংক্ষেপে আমি কিছু বলছি। ত্রিপুরার আসাম আগরতলা রোড ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই লাইফ লাইন হিসাবে সকলেই জানেন। এই রোডে যারা কাজ করছে সেই শ্রমিকের সংখ্যা দুই হাজার হবে। এরমধ্যে উপজাতী বাঙ্গালী শ্রমিক কাজ করছে। তাদের আজকে অবস্থাটা কি? কর্তৃপক্ষ তাদেরকে যখন খুশী ছাঁটাই করছে তাদের যে ন্যায্যমজুরী তারা পাচ্ছেনা। আমার পূর্ববর্তী বক্তা বিস্তারিতভাবে তাদের বঞ্চনার চিত্র তুলে ধরেছেন। আমি সংক্ষেপে কিছু বলছি। এই বর্ডার রোডের শ্রমিকদের তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই, তাদের কাজের গ্যারেন্টি নাই যখন তখন তাদেরকে ছাঁটাই করা হচ্ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত চলছে। গত দাঙ্গার সময়ে তারা দিনরাত্র কাজ করে এই লাইফ লাইনকে চালু রেখেছে। এই বর্ডার রোড শ্রমিকরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই রোডকে চালু রাখছে। তার জন্য ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষ আজকে তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কাজেই এই হাউসে যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে সেটাকে আশা করি হাউস সর্বসম্মতিক্রমে সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিদ্যা দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা—-মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আসাম আগরতলা রোডের কাজ যে কোম্পানীর হাতে দেওয়া হয়েছে সেই কোম্পানীর কতকগুলি নাম আছে যেমন গ্রিফ কোম্পানী ইত্যাদি। এই কোম্পানীর যে অত্যাচার সেটা অনেকদিন ধরে চলে আসছে। দিনে আট নয় ঘন্টা শ্রমিকের কাজ করতে হয়। তাদের কাজের নির্ধারিত সময়ের বাহিরেও তাদের কাজ করতে হয়। রাত্রে দিনে প্রায় ১৪ ঘন্টা কাজ করতে হয়। এর জন্য কোন ওটি নাই। রেষ্ট নেই। তাদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। সাধারণভাবে কোন অসুখ বিসুখ হলে মুশকিল হয়ে পড়ে। এইভাবে অত্যাচার আজকে ১৯৮১ সাল পর্য্যন্ত চলে আসছে।

তারপর দেখা গেল ঐ কোম্পানি আইজল থেকে অসামে এসেছে এবং আসাম থেকে এখন আমবাসায় এসেছে। আমবাসায় এসে তারা শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে। এটা কিসের ইংগিত ? আমরা দেখেছি ৬২ইং সনে একবার ইমারজেন্সী হয়েছে, তারপর শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর আমলে আগে একবার ইমারজেন্সী হয়েছে এবং এখন যে এসমো বিল পাস হয়েছে এটা নিয়ে মোট তিনবার ইমারজেন্সী হল। কাজেই এরকম ভাবে যে মানুষের গনতান্ত্রিক অধিকার, মানুষেব যে বাঁচার অধিকার, সেই অধিকারকে হরণ করা হচ্ছে। শ্রমিকদেরকে দিয়ে ওভারটাইম করানো হচ্ছে, সেই ওভারটামের মজুরী তো তারা দিচ্ছে না, উপরন্তু তাদের যে নায্য মজুরী পাওনা সেটাও তারা ঠিকভাবে দিচ্ছে না। কোথাও কোথাও তাদেরকে ৩ টাকা থেকে ৬ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হয়। এই হচ্ছে অবস্থা। কোন কোন শ্রমিক কাজ করতে করতে এমন ক্লান্ত হয় যে সেখানেই তারা ঘুমিয়ে পড়ে, মেয়েরা পর্যন্ত সেখানে ঘুমিয়ে পড়ে। কারণ কাজ করতে করতে অধিক রাত্রি হয়ে যায়। অধিকাংশ শ্রমিকদের বাড়ী দূরে। রাত্রি ৩ টার সময় উঠে হেঁটে এসে তাদেরকে আবার কাজে যোগদান করতে হয়। তাদেরকে গাড়ী করে বাড়ী পেঁছে দেবার এতটুকু দায়িত্ব সেই গ্রীফ কোম্পানি মনে করেনা। ত্রিপুরার স্থলপথে যোগাযোগের একমাত্র রাস্তা হল আসাম-আগরতলা রাস্তা। সই রাস্তার সংস্কার কার্য্যেই শ্রমিকরা নিয়োজিত। সুতরাং তাদের উপরে যে নির্যাতন চালানো হয়, সেটাতো পরোক্ষে ত্রিপুরা বাসীর উপরেই নির্য্যাতন। মাননীয় সদস্য শ্রী বিমল সিংহ এখানে বলেছেন যে কোন কোন লোক নিজের সার্থেয় জন্য, যেমন-ইঞ্জিনীয়াররা এই শ্রমিকদের উপর নির্যাতন করে, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরন করে নিচ্ছে। এই যে ইঞ্জিনীয়ার বা, এই যে গ্রীফ কোম্পানী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার করছে তাতে কি তা ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরন করা না। নিশ্চয়ই হরন করেছে। মাননীয় সদস্য বিমল সিন্‌হা বলেছেন যে শ্রমিকদের কে নির্যাতনের ক্ষতিপূরণ বাবদ সমস্ত টাকা ঐ গ্রীফ কোম্পানিকে দিতে হবে। ভারত বর্ষে জুড়ে যে শ্রমিক আইন চলছে, সেই আইনে শ্রমিকদের উপর নির্যাতন চলতে পারে না। শ্রমিকদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরন করা যেতে পারেনা। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিন্‌হা এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করছি এবং বলছি ঐ গ্রীফ কোম্পানি শ্রমিকদেরকে শোষণ করে যে মুনাফা অর্জন করেছে, সেই মুনাফা গ্রীফ কোম্পানি থেকে ছিনিয়ে এনে তা শ্রমিকদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে। ত্রিপুরার ১১।১২ বৎসর-এর বোনাস, ও তাদের ঔষধ-পত্র ইত্যাদি বাবদ যে কমপেনশেসন সমস্ত টাকা ঐ গ্রীফ কোম্পানিকে দিতে হবে এবং সেই সংগে তারা যাতে আর ত্রিপুরার শ্রমিকদের উপর নির্যাতন চালাতে না পারে তজ্জন তাকে এখানে থেকে হটিয়ে দিতে হবে। সেই কাজে আমি আশা করব ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষ তাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন যাতে তারা তাদের দাবী দাওয়া আদায় করতে পারে। যে বুলডোজারদিয়ে গ্রীফ কোম্পানি রাস্তার কাজ করছে, সেই বুলডোজার দিয়েই ত্রিপুরার ২০ লক্ষ লোক শ্রমিকদের পওনা আদায় করে তাকে এই রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেবেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ-- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিংহ আজকে হাউসে 'গ্রীফ কর্তৃক রাজ্যে শ্রমনীতি লংঘন এবং শ্রমিকদের নির্যাতন সম্পর্কে' যে প্রস্তাব রেখেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। এটা অস্বীকার করবার কোন কারণ নেই যে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা পরিবহণ দপ্তরের গ্রীফ কম্পানী এখানে যে কাজ করছে এটা ঠিক নিজের উদ্যোগে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীমতো করছে। তারা শ্রম আইনকে মানছে না কিন্তু শ্রীমতি গান্ধী সরকার এখানে এই নীতিই চালিয়ে যাচ্ছেন এটা অস্বীকার করবার কোন কারণ নেই। কারণ আমরা দেখেছি ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর ভারতবর্ষের সংবিধানে শ্রমিক আইনকে কার্যকরী করার জন্য যে সব নির্দেশাত্মক আইন লেখা আছে, সেই আইনকে লংঘন করা হচ্ছে। এটা আমরা লক্ষ্য করছি যে ৩২ বছর ধরে বিশেষ করে কংগ্রেসের রাজত্বে একটার পর একটা শ্রম আইনকে লংঘন করা হচ্ছে এবং শ্রম আইন নূতন করে তারা তৈরী করছেন। যে সব শ্রম আইন আজকে সেখানে তৈরী করা হচ্ছে সেগুলি কাট-ছাট করে বাতিল করা হচ্ছে এবং দেখছি বিশেষ করে শ্রীমতি গান্ধী ১৯৭৭ সালে নির্বাচনের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসার পর শ্রম-বিরোধী যে সব আইন তৈরী করেছেন পার্লামেন্টে সেইসব আইনগুলিই আজকে গ্রীফ কোম্পানীর মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থাগুলিই নয় এ ছাড়া বড় বড় যতগুলি সংস্থা আছে তারা সবাই এই আইনকে ফাঁকি দিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করছে। ত্রিপুরা রাজ্যে শ্রম দপ্তরের যে আইন আছে সেই আইনকে মানা হচ্ছে না। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের এই গ্রীফ কোম্পানী ত্রিপুরাতে একটা সংস্থা আছে যে সংস্থা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তাঘাট নির্মাণ করছে এবং এই রাস্তাগুলি মেরামত করার ব্যবস্থা করেন তারাই। আজকে বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিক আন্দোলন চলছে। কমরেড বিমল সিংহা বলেছেন যে কি অত্যাচার সেখানে চলছে। অত্যাচার আজকে এই গ্রীফ কোম্পানী করে যাচ্ছে তা ভাষায় বর্ণণা করা যায় না, যদি কেহ নিজের চোখে না দেখেন তাহলে বিশ্বাস করা যাবে না। আমরা জানি কেন্দ্রীয় সরকারের একটা আইন আছে কিন্তু সে আইনকে মানা হচ্ছে না। আইনটা হচ্ছে গ্রীফ কোম্পানী যখনই যে রাজ্যে কাজ করতে যাবে তখন সে রাজের শ্রম আইন যা থাকবে সেই শ্রম-আইনকে মেনে তাকে চলতে হবে। তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীমতো কাজ করছে। সেখানে ৬০ দিনের পেমেন্ট একসাথে করা যায়, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে যে আইন আছে সেই আইনে পরিস্কারভাবে লেখা আছে প্রতি সপ্তাহে শ্রমিকদের মজুরী দিয়ে দিতে হবে। যদি কোন শ্রমিক একনাগাড়ে ৯০ দিন কাজ করেন তাহলে তাকে কন্টিজেন্ট কর্মী হিসাবে নিয়োগ করতে হবে। যদি কোন কর্মচারী ৬ মাস কাজ করে থাকে তাহলে তাকে একস্গ্রেসীয়া দিতে হবে, কিন্তু বার বার সেখানে বলা সাত্বও গ্রীফ কোম্পানী ত্রিপুরার লেবার দপ্তরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একস্গ্রেসীয়া দিচ্ছে না, কোন আইনই সেখানে কার্যকর করা হচ্ছে না। আমরা দেখেছি শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের প্রশাসনেই নয়, বিভিন্ন জায়গায় গ্রীফ কোম্পানী সারা পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন সংস্থা সমস্ত জায়গাতেই একই নীতি পালন করছে। কোন সুযোগ-সুবিধাই শ্রমিকরা পাচ্ছে না সেই জন্যই আজকে এটা আলোচনা করার বিষয়বস্তু হয়ে পড়েছে। এই আইন গ্রীফ কোম্পানীর নয় এটা কেন্দ্রীয় সরকারের আইন। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার একটা নূতন এসমো আইন তৈরী করেছেন, এই আইন প্রনয়ণের ফলে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য মজুরী

বৃদ্ধির জন্য কোন আন্দোলন করতে পারবে না। এই আইন করার ফলে গ্রীফ কোম্পানী আরও শক্তিশালী হয়েছে কারণ এই গ্রীফ কোম্পানী শ্রমিকদের উপর যে অন্যায় অবিচার এবং অত্যাচার করে চলেছে তার আর বিচার করা যাবে না। আজকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জ য়গায় শ্রমিক বিরোধী কাজকর্ম চলছে কাজেই যে সর্ট ডিসকাশন মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিনহা এই হাউসে এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আ'মি সমর্থ'ন করছি। আমি সমর্থ'ন করছি এই কারণে যে, আজকে শ্রমিক নিপীড়িত, বঞ্চিত এবং লাঞ্ছিত হচ্ছে, কিন্তু সেখানে শ্রমিকরা কোন প্রতিবাদ করতে পারছে না। কারণ শ্রীমতী গান্ধীর সরকার দিনের পর দিন একটা একটা করে নূতন আইন সৃষ্টি করে চলেছেন। অপরদিকে বামফ্রন্ট সরকার আমরা বলছি যে আমরা শ্রমিকদের জন্য চেষ্টা করে যাবে, আমরা অন্যায়ের প্রতিবাদ করবো, আমাংদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে আমরা শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার দেবার চেষ্টা করবো। আমরা ত্রিপুরায় শ্রমিকদের জন্য যে শ্রম আইন তৈরী করেছি সে আইন যাতে লংঘন করা না হয় তারজন্য আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব। আমরা তো প্রত্যেক শ্রম দপ্তরে জানিয়ে দিয়েছি ৮'৩৩'/. হারে বোনাস দিতে হবে। আমরা বর্ডার শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদ করবো। বর্ডার ইউনিয়নের সঙ্গে আমরা এই আইন নিয়ে আলোচনা করেছি এবং তারজন্য আমরা সবাইকে ওয়াকিবহাল করবো যে হেতু সে প্রশ্ন আজকে মাননীয় সদস্য এই হাউসে এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার ঃ—এই সভা আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার, ১৯৮১ ইং বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রইলো।

Papers Laid on the Table

ANNEXURE—"A"

Ref : Admitted Starred Question No. 57

(Iten No. 1) to which oral answer was given in the House.

মহকুমা ভিত্তিক নামের তালিকা

"উদয়পুর মহকুমার কিল্লা থানার অধীন"

১। শ্রীবিশ্বজিৎ জমাতিয়া, পিতা—গয়ারাম জমাতিয়া ইষ্ট কুপিলং।

২। শ্রীকিরীট মোহন জমাতিয়া, বৈষ্ণব জমাতিয়ার জামাতা, ইষ্ট কুপিলং।

৩। শ্রীআনন্দ কিশোর জমাতিয়া, পিতা—ডুম্বুর ওরফে বীর কিশোর জমাতিয়া, ইষ্ট কুপিলং।

৪। শ্রীবীরকুমার জমাতিয়া, পিতা—শ্যামাচরন জমাতিয়া, ইষ্ট কুপিলং।

৫। শ্রীসুকুমার জমাতিয়া, পিতা—বিজয়কুমার জমাতিয়া।

৬। শ্রীবিপ্রকুমার জমাতিয়া, পিতা—অজ্ঞাত, ইষ্ট কুপিলং।

৭। শ্রীগোকুল জমাতিয়া, ওরফে ভুবন কিশোর জমাতিয়া, পিতা—ফকুচন্দ্র জমাতিয়া, ইষ্ট কুপিলং।

৮। পূর্বচন্দ্র জমাতিয়া ওরফে মোরং জমাতিয়া পিতা—ভক্তি মোহন জমাতিয়া, ইষ্ট কুপিলং।

৯। শ্রীইচ্ছা জমাতিয়া, পিতা—রমনীমোহন জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
১০। শ্রীরবীন্দ্র জমাতিয়া, পিতা—নরেশ জমাতিয়া ইণ্ট কুপিলং।
১১। শ্রীলেংধন জমাতিয়া, পিতা—অজ্ঞাত, ইণ্ট কুপিলং।
১২। শ্রীঈশ্বরচন্দ্র জমাতিয়া, পিতা—রমনীকুমার জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
১৩। শ্রীদোনা জমাতিয়া, ওরফে অমূল্য সাধন জমাতিয়া, পিতা—বিশ্বম্বর জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
১৪। শ্রীসেঙ্গাসন জমাতিয়া, পিতা—কিরীট মোহন জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
১৫। শ্রীগয়ারাম জমাতিয়া, রমনীমোহন জমাতিয়ার জামাতা। ইণ্ট কুপিলং।
১৬। শ্রীচিক্লী জমাতিয়া ওরফে বীরলাল জমাতিয়া, পিতা—বরলাল জমাতিয়া ইণ্ট কুপিলং।
১৭। শ্রীরমেশচন্দ্র জমাতিয়া, পিতা—মতিলাল জমাতিয়া ইণ্ট কুপিলং।
১৮। শ্রীটেংগ্রা জমাতিয়া, পিতা—নগেন্দ্র জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
১৯। শ্রীদুখ্‌মা মনি জমাতিয়া, পিতা—কুসুম জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
২০। শ্রীকুসুম জমাতিয়া, পিতা—বিশ্বমোহন জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
২১। শ্রীফুলোরী জমাতিয়া, পিতা—সুপেন্দ্র জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
২২। শ্রীভূষণ জমাতিয়া, পিতা—যদুকিশোর জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
২৩। শ্রীগণ জমাতিয়া. পিতা—অমূল্য জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
২৪। শ্রীনৃপেন্দ্র জমাতিয়া, পিতা—মৃত বৈষ্ণব জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
২৫। শ্রীরমা মোহন জমাতিয়া, পিতা—কিরীট মোহন জমাতিয়া ইণ্ট কুপিলং।
২৬। শ্রীকৃষ্ণকুমার জমাতিয়া, পিতা—শিবু জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
২৭। শ্রীপূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়া, পিতা—ভক্ত কুমার জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
২৮। শ্রী ঈশ্বর জমাতিয়া, পিতা—রমনীকান্ত জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
২৯। ডং ওরফে শ্রী অমূল্য জমাতিয়া, পিতা—বৈষ্ণব জমাতিয়া ইণ্ট কুপিলং।
৩০। শ্রী সিঙ্গাসন জমাতিয়া, পিতা—কিরীট মোহন জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
৩১। শ্রী ননী বিজয় জমাতিয়া, পিতা—বিপেন্দ্র জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
৩২। শ্রী ত্রিপুরা জমাতিয়া, পিতা—অজ্ঞাত, ইণ্ট কুপিলং।
৩৩। শ্রী গয়ারাম জমাতিয়া, রমনীমোহন জমাতিয়ার জামাতা, ইণ্ট কুপিলং।
৩৪। শ্রী পূর্ণলাল জমাতিয়া, পিতা—মৃত সেপ্‌না চন্দ্র জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
৩৫। শ্রী জাকুল জমাতিয়া, পিতা—সুধীর জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
৩৬। শ্রী আকুই জমাতিয়া, মৃত ব্রিজসাধন জমাতিয়ার জামাতা, ইণ্ট কুপিলং।
৩৭। শ্রী বিশ্বজিৎ জমাতিয়া, পিতা—গয়ারাম জমাতিয়া।
৩৮। শ্রী শম্ভুহরি জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
৩৯। শ্রী বিজয় রাম জমাতিয়া, পিতা—পদ জমাতিয়া ইণ্ট কুপিলং।
৪০। শ্রী বীরেন্দ্র কিশোর জমাতিয়া, পিতা—নৃপেন জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
৪১। কিনা ওরফে শ্রী কিরীট মোহন জমাতিয়া, বৈষ্ণব জমাতিয়ার জামাতা, ইণ্ট কুপিলং।

৪২। শ্রী মনি রঞ্জন জমাতিয়া, পিতা—অমূল্য জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
৪৩। শ্রী বিনয় কিশোর জমাতিয়া, পিতা---কিরীট মোহন জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
৪৪। শ্রী বেনী জমাতিয়া, পিতা---শ্যামাচরন জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
৪৫। শ্রী থিয়েরাই জমাতিয়া, পিতা---বিক্রম জমাতিরা, ইণ্ট কুপিলং।
৪৬। শ্রী মনিন্দ্র জমাতিয়া, পিতা---চাকন জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।
৪৭। শ্রী দুকা জমাতিয়া, বিশ্বম্বর জমাতিয়ার জামাতা, ইণ্ট কুপিলং।
৪৮। শ্রী প্রভু নন্দন জমাতিয়া, পিতা---কৃষ্ণ কুমার জমাতিয়া, ইণ্ট কুপিলং।

অমরপুর মহকুমার বীরগঞ্জ থানার অধীন

১। শ্রী চৈতন্য জমাতিয়া, পিতা---মৃত ধান্য কুমার জমাতিয়া, চাচুয়া।
২। শ্রী দেব সাধন জমাতিয়া, পিতা---নিত্য জমাতিয়া, চাচুয়া।
৩। শ্রী রঞ্জন কুমার জমাতিয়া, পিতা---ধন কবরা জমাতিয়া, চাচুয়া।
৪। শ্রীকর্ণ পদ জমাতিয়া, পিতা রঞ্জন কুমার জমাতিয়া, চাচুয়া।
৫। শ্রীজগদীশ জগা তয়া, পিতা শ্রীসুরেন্দ্র জমাতিয়া চাচুয়া।
৬। শ্রীলেপা সাধন জমাতিয়া, পিতা অধর চন্দ্র জমাতিয়া, চাচুয়া।
৭। শ্রীকার্তিক পদ জমাতিয়া, পিতা রাধাশিং জমাতিয়া চাচুয়া।
৮। শ্রীবিশ্বম্বর জমাতিয়া, পিতা অবনী কুমার জমাতিয়া, চাচুয়া।
৯। শ্রীবিশ্বকুমার জমাতিয়া, পিতা কোদুনী কুমার জমাতিয়া, চাচুয়া।
১০। শ্রীব্রিশ্ব কুমার জমাতিয়া, পিতা বিপদ কুমার জমাতিয়া, চাচুয়া।
১১। শ্রীজয়হরি জমাতিয়া, পিতা হরিশ জমাতিয়া, চাচুয়া।
১২। শ্রীলক্ষ্মী সাধন জমাতিয়া, পিতা অনুজ কুমার জমাতিয়া, চাচুয়া।
১৩। শ্রীগৌর মোহন জমাতিয়া, পিতা গোপীহরি জমাতিয়া, চাচুয়া।
১৪। শ্রীবিপদ কুমার জমাতিয়া, পিতা সুরজকুমার জমাতিয়া, চাচুয়া।
১৫। শ্রীব্রজেন্দ্র জমাতিয়া, পিতা সুরজ কুমার জমাতিয়া, চাচুয়া।
১৬। শ্রীবিরাজ জমাতিয়া, পিতা রাধাসিং জমাতিয়া, চাচুয়া।
১৭। শ্রীধরনী মোহন জমাতিয়া, পিতা ব্রিহ জমাতিয়া, গর্জন বাড়ী।
১৮। শ্রীদুবচন্দ্র জমাতিয়া, পিতা ব্রজহরি জমাতিয়া, গর্জন বাড়ী।
১৯। শ্রীগোবিন্দ হরি জমাতিয়া, পিতা রুপ পদ জমাতিয়া, গর্জন বাড়ী।
২০। শ্রীদরিন্ত কুমার জমাতিয়া, পিতা নীলপদ জমাতিয়া, ততই বাড়ী।
২১। শ্রীসাধু গোসাই জমাতিয়া, পিতা বীরেন্দ্র কুমার জমাতিয়া, ততই বাড়ী।
২২। শ্রীব্রিগুপদ জমাতিয়া, পিতা পদ্ম মনি জমাতিয়া, ততই বাড়ী।
২৩। শ্রীহৃদয়পদ জমাতিয়া, পিতা চুনিদাস জমাতিয়া, গর্জন বাড়ী।
২৪। শ্রীবীজ কুমার জমাতিয়া, পিতা থাকুরাম জমাতিয়া, গর্জন বাড়ী।
২৫। শ্রীছাউনা কুমার জমাতিয়া, পিতা দুক্তিরাম জমাতিয়া, গর্জন বাড়ী।
২৬। ইন্দ্র সাধন জমাতিয়া, পিতা বীরেন্দ্র কুমার জমাতিয়া, ততই বাড়ী।
২৭। শ্রীআনন্দ পদ জমাতিয়া, পিতা জামরায় জমাতিয়া।

২৮। শ্রীকিশোরী কলুই, পিতা প্রকাশ কলুই, পলকু।
২৯। শ্রীবিবক সিং জমাতিয়া, পিতা রাধাকুমার জমাতিয়া, খুকুবাড়ী।
৩০। শ্রীবিরাতন মারসুম, পিতা মৃত হনুরাম মারসুম, তইদু।
৩১। শ্রীজয়পদ কলুই, পিতা ধনচন্দ্র কলুই, পুইখা।
৩২। শ্রীদর্পহরি জমাতিয়া, পিতা সুবর্ণদাস বৈষ্ণব, তইদুবাড়ী।
৩৩। শ্রীগহের চাঁদ জমাতিয়া, পিতা ওফরবাঁ রায় জমাতিয়া, ধলাছড়া।
৩৪। শ্রীজবেন্দ্র জমাতিয়া, পিতা ফাল্গুনি মোহন জমাতিয়া, গর্জন বাড়ী।
৩৫। শ্রীঅতীন্দ্র জমাতিয়া, পিতা অনন্ত জমাতিয়া, ওরফে-শচীন্দ্র জমাতিয়া, বুরবুরিয়া।

ANNEXURE—"B"

Ref : Admitted Started Question No. 156 (Item No. 1) to which oral answer was given in the House.

STATEMENT SHOWING DEPARTMENT-WISE AND CLASS WISE TAKE-UP OF VACANT POST UNDER VARIOUS AS ON 31-7-81.

Name of Departments/Offices	No of vacant posts as on 31-7-81					Post reserved for S T./S. C.	Remarks
	Class I	Class II	Class III	Class IV	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. L. S. G. Department	—	—	—	1	1	—	—
2. Dte. of Fire Service	—	1	29	7	37	8+6	6
3. D. M. Collector, North	-	—	36	13	49	26	8
4. Directorate of Civil Defence	—	1	3	6	1	1	
5. Dte. Social Welfare for Social Education	1	6	65	67	139	39	17
6. Enforcement & Anti Corruption	—	2	2	—	4	-	—
7. Law Deptt. Civil Sectt.	7	20	1	—	28	1	1
8. Controller of Weight & Measures.	—	2	4	—	6	3	—
9. Dte. of Small Savings & State Lotteries	—	—	1	–	1	1	—
10. Transport Commissioner	—	1	3	2	6	4	—
11. Prisions Directorate	—	5	32	24	61	14	9
12. Rajya Sanik Board	—	–	1	—	1	1	—
13. Adm. Reforms Department	—	—	1	—	1	1	—
14. D. M. & Collector, South	—	—	52	4	56	32	4
15. Forest Department	3	3	171	111	288	84	84
16. D. M. & Collector, West	—	—	42	6	48	28	7
17. Secretariat Administration	—	—	22	29	51	6	2
18. Directorate of Research	—	1	4	—	5	—	—
19. Directorate of Food & Civil Supplies	—	—	23	12	35	21	2

20.	Directorate of School Education					2682	1134	345
21.	Enquiry Authority	—	3	1	—	4	1	—
22.	Directorate of Fisheries	—	4	82	23	109	12	47
23.	Employment Service & Manpower	—	2	27	—	29	7	4
24.	State Planning Machinery	—	4	9	1	14	4	1
25.	Department of Welfare for S. T & S. C.	—	—	—	—	163	48	23
26.	Directorate of Statistics & Evaluation	—	4	25	2	32	16	6
27.	Animal Husbandry Deptt.					249	41	119
28.	Printing & Stationery	—	—	63	26	89	50	11
29.	Appointment & Service	—	151	10	—	161	47	25
30.	I. G. of Police, Tripura					955	326	137
31.	Directorate of Health Service					480	137	65
32.	Directorate of Cooperation					93	34	17
33.	Directorate of Industries					349	122	46
34.	Directorate of Land Records & Settlement					300	101	44
35.	District & Session Judge, West					3	1	1
						6,433	2.262	993

N. B. : Information from Agriculture, P. W. D., Panchayat, Higher Education, Information, Cultural Affairs & Tourism Deptt. etc. is under collection.

ANNEXURE—'C'

Admitted Starred Question No. 18 By—Shri Umesh Chandra Nath. M.L.A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য কদমতলা ও চুরাইবাড়ীতে ২টা পুলিশ আউট পোষ্টকে পুলিশ ষ্টেশন করা হচ্ছে ;

২। যদি সত্য হয় তবে কবে পর্যন্ত করা হবে ;

৩। আর না করা হলে তার কারণ কি ?

ANSWER

Name of the Minister :—Shri Nripen Chakraborty, Chief Minister. Tripura.

১। না মহাশয় শুধু চুরাইবাড়ী পুলিশ আউট পোষ্টকেই পুলিশ ষ্টেশনে পরিণত করা হইতেছে।

২। প্রশাসনিক ও বিধিগত ব্যাবস্থাপনা সম্পূর্ণ হওয়ার পরই যথাশীঘ্র সম্ভব স্থাপন করা হইবে।

৩। চুরাইবাড়ী হইতে কদমতলার দূরত্ব মাত্র ৬ কিঃ মিঃ চুরাইবাড়ীতে একটি থানা হওয়ার পর কদমতলাতে আর কোন থানা স্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হয়না।

Admitted Starred Question No. 35 By—Shri Tarani Mohan Singh,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরাতে এ পর্যন্ত কতজন বামফ্রন্ট কর্মীও সমর্থক দুস্কৃতকারীদের হাতে আহত ও নিহত হয়েছেন;

২। এ পর্য্যন্ত কতজন দুস্কৃতকারী ধরা পড়িয়াছে এবং কতজনকে দোষী প্রমাণিত করে শাস্তি দেওয়া হইয়াছে;

৩। কয়টি ঘটনার সঙ্গে জড়িত মোট কতজন দুস্কৃতকারী এখনো ধরা পড়ে নাই।

ANSWER

১। ২১৫ জন আহত হইয়াছেন এবং ৩৮ জন খুন হইয়াছেন।

২। ৭০১ জন গ্রেপ্তার হইয়াছে এবং ৬ জন শাস্তি পাইয়াছে।

৩। ২০টি ঘটনায় ২০৭ জন দুস্কৃতকারী এখনও ধরা পড়ে নাই।

Admitted Starred Question No. 44. By—Shri Badal Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে এ রাজ্যে কিছু উদ্বাস্তুর আগমন ঘটেছে;

২। সত্য হইলে সীমান্তে উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

ANSWER

১। হ্যাঁ মহাশয়।

২। বাংলাদেশ হইতে ত্রিপুরাতে উদ্বাস্তু আগমন বন্ধ করিতে বি, এস, এফ কে উপযুক্ত নির্দেশ দিতে ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 50 By—Shri Umesh Chandra Nath

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। ইহা কি সত্য চুরাইবাড়ীতে পুলিশ ষ্টেশন স্থাপন করা হচ্ছে;

২। ইহাও কি সত্য চুরাইবাড়ীর চেয়ে কদমতলা জনবহুল এবং কদমতলায় বার্ষিক গড় ক্রিমিন্যাল কেইসের সংখ্যা চুরাইবাড়ী চেয়ে বেশী,

৩। সত্য হইলে কদমতলায় পুলিশ স্টেশন স্থাপন না করিয়া চুরাইবাড়ীতে স্থাপন করার কারণ কি ; এবং

৪। বর্তমান আর্থিক বৎসরে কদমতলায় পুলিশ স্টেশন স্থাপন করা হইবে কি ?

ANSWER

১। হ্যাঁ মহাশয়।

২। হ্যাঁ মহাশয়।

৩। অবস্থান গত ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক দিক বিবেচনা করিলে চুরাইবাড়ী কদমতলা হইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান। চুরাইবাড়ীতে একটি সেইল ট্যাক্স চেকপোষ্ট আছে। তাহাছাড়া চুরাইবাড়ী অন্তরাজ্য বাণিজ্য চলাচলের মূল রাস্তায় অবস্থিত।

৪। প্রাথমিক প্রসাশনিক ও অন্যান্য বিধিগত ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করার উপর ইহা নির্ভর করে।

Admitted Starred Question No. 56 By—Shri Fayzur Rahaman, MLA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। ১৯৭৯ ইং হইতে ১৯৮১ সনের ৩০শে জুন পর্যন্ত ধমনগর মহকুমায় নকশালপন্থী কর্তৃক কতটি ডাকাতি ও বলৎকার হয়েছে তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব।

ANSWER

১। বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল।

ডাকাতি

১৯৭৮,	১৯৭৯,	১৯৮০,	১৯৮১ (৩০শে জুন পর্যন্ত)
১	৩	২	১

বলাৎকার :—নকশালপন্থী কর্তৃক বলৎকারের কোন ঘটনা তদন্তে প্রকাশ পায় নাই।

Admitted Starred Question No. 80 By—Shri Keshab Majumder.

প্রশ্ন

১। ১৯৮১ ইং সনের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে মোট কয়টি মামলা আছে ?

উত্তর

মোট ২০,৬৫৭টি মামলা আছে।

প্রশ্ন

২। এই সব মামলায় জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে কতজন লিগ্যাল এইড্ পাচ্ছেন (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ?

উত্তর

মোট ৭৪৪ জন লিগ্যাল এইড পেয়েছেন বা পাচ্ছেন। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সংগ্রহাধীন আছে।

প্রশ্ন

৩। এই লিগ্যাল এইড কবে থেকে পাচ্ছেন বা পেয়েছেন?

উত্তর

ক) দি ত্রিপুরা সিডিউল্ড কাস্ট এণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবস্ (লিগ্যাল এসিস্টেন্ট) রুলস্ ১৯৭৮ শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে জুন, ১৯৭৮ হইতে।

খ) ত্রিপুরা বর্গাদারস এনড মার্জিনেল ফার্মাস (পেমেন্ট অব এক্সপেনসেস) মার্চ, ১৯৭৯ হইতে।

গ) দি ত্রিপুরা লিগ্যাল এইড এণ্ড লিগ্যাল এডভাইস টু দি পোয়র রুলস, ১৯৮০ শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে জুন ১৯৮০ হইতে।

ঘ) দি লিগ্যাল এসিসটেন্ট টু দি পোয়র প্রিজনার্স (প্রি ট্রায়াল) অর্ডার ১৯৮০-এর অধীনে নভেম্বর ১৯৮০ হইতে।

প্রশ্ন

৪। এই বাবদ এ পর্যন্ত সরকারের কত টাকা ব্যয় হইয়াছে?

উত্তর

১৯৮১ সনের মার্চ পর্যন্ত এ বাবদ সর্বমোট ১,২৪,৯০০ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 84 By—Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকে ত্রিপুরা সরকারের শেয়ার কেপিটেল-এর হার কত?

২। এই ব্যাংকে ত্রিপুরা সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ আছে কিনা?

৩। যদি থাকে তাহলে এই ব্যাংকে কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের নিয়োগনীতি মানা হচ্ছে কিনা?

৪। উক্ত ব্যাংকের শাখাগুলোতে এ পর্যন্ত কতজন কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে?

উত্তর

১। মং ৩·৭৫ লক্ষ টাকা।

২। হ্যাঁ, মহাশয়।

৩। প্রশ্ন উঠে না—কারণ সর্বভারতীয় গ্রামীণ ব্যাংক-এর নিয়মানুসারে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থা রয়েছে।

৪। নিয়মিত কর্মী—২৬৫
অনিয়মিত কর্মী—৫০

Admitted Starred Question No. 113 By—Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত ১৮ই জুন, ১৯৮১ ইং অম্পিবাজার থেকে নগরাই গ্রামের শ্রীরাধামোহন জমাতিয়া ও শ্রীপূর্ব কুমার জমাতিয়াকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ;

২। যদি সত্য হয় তবে তাদের গ্রেপ্তারের কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যা মহাশয়।

২। তাহাদের সন্দেহজনক আচরণ ও কথাবার্তা ও চলাচল দেখিয়া পুলিশের সন্দেহের কারণ ঘটে যে হয়তঃ তাহারা কোন অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত আছে।

Admitted Starred Question No. 114 By—Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত ৯ই জুলাই ১৯৮২ ইং তৈদু খামার বাড়ীর শ্রীদেবেন্দ্র জমাতিয়াকে তৈদু বাজার থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে ;

২। যদি সত্য হয়, তবে গ্রেপ্তারের কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ মহাশয়।

২। শ্রীদেবেন্দ্র জমাতিয়াকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯,৩০৭/৪৫৬ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫(খ) ধারায় অমরপুর থানার মোকদ্দমা নং ২৬(৩)৮০ এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৯/৩০৩/৪৩৫ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫(খ) ধারায় অমরপুর থানার মোকদ্দমা নং ২২(৬)৮০ অনুসারে অভিযুক্ত থাকায় গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 130 By—Shri Drao Kumar Reang.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Political (Home) Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ সনের ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৮১ সনের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত টাস্ক ফোর্স (Task Force) ত্রিপুরা রাজ্যে কতজনকে বিদেশী বলে চিহ্নিত করিয়াছেন।

২। ইহাদের মধ্যে উপজাতি ও অ-উপজাতি লোকের সংখ্যা পৃথক পৃথক হিসাব।

উত্তর

১। ১৯৭৫ ইং সনের নভেম্বর মাস হইতে ১৯৮১ ইং সনের ৩১শে জুলাই পর্যন্ত "মোবাইল টাস্ক ফোর্স" ত্রিপুরায় ১১,৯১৬ জনকে বিদেশী হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছে। তাহারা সকলেই বাংলাদেশে নাগরিক।

২) মোট ১১,৯১৬ জন বাংলাদেশী নাগরিকের মধ্যে উপজাতির সংখ্যা ২,২১৫ জন। অ-উপজাতির সংখ্যা ৯,৭০১ জন; তম্মধ্যে হিন্দু ৭,৪৭৭ জন এবং মুসলমান ২,২২৪ জন।

Admitted Starred Question No. 143 By— Shri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Agriculture Department be pleased to state—

১। ১৯৭৮-৭৯, ১৯৭৯-৮০, ১৯৮০-৮১ এবং ১৯৮১ সালের আগষ্ট পর্য্যন্ত বিভিন্ন ব্লকে মোট কতজন কৃষককে ধান, গম, তিলসহ বিভিন্ন ধরনের বীজ সরবরাহ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৭৮-৭৯ সাল হইতে ১৯৮১ সালে ১৩ই আগষ্ট পর্য্যন্ত বিভিন্ন বৎসরে যতজন কৃষককে বিভিন্ন জাতের বীজ সরবরাহ করা হইয়াছে তাহা এইরূপ ঃ---

বৎসর	কৃষকের সংখ্যা
১৯৭৮-৭৯	৯১,৯৫৮ জন
১৯৭৯-৮০	১,৮৮,৯৮০ „
১৯৮০-৮১	১,৫৬,৫৭ „
১৯৮১-৮২	৪৮,৯ „
(১৫,৮,৮২ পর্য্যন্ত)	

Admitted starred Question No. 147 By—Shri Matilal Sarkar,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। এ বছরের জানুয়ারী হইতে আগষ্ট পর্য্যন্ত সীমান্ত এলাকায় কয়টি ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে;

২। এর মধ্যে কয়টি বি-এস-এফ ক্যাম্পের এক কিলোমিটারের মধ্যে ঘটেছে;

৩। সীমান্ত এলাকা হওয়া সত্বেও কয়টি ডাকাতির ঘটনা বি-এস-এফ ক্যাম্প থেকে দূরে সংঘটিত হয়েছে।

৪। সীমান্ত বাহিনী বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোন আশ্বাস দিয়েছেন কি ?

উত্তর

১। ৫১টি।
২। ২১টি।
৩। ৩০টি।
৪। সীমান্ত এলাকায় সীমান্ত বাহিনী বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে কোন আশ্বাস পাওয়া যায় নাই তবে আভ্যন্তরিন নিরাপত্তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আরও একটি অতিরিক্ত বি-এস-এফ বাহিনী প্রেরণ করিয়াছেন।

Admitted Starred Question No. 159 By—Sri Niranjan Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Agriculture Department be be pleased to state—

১। কৃষি দপ্তর হইতে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ কত পরিবারকে কি পরিমাণ বীজ ধান ও পাওয়ার টিলার দিয়ে সাহায্য করা হইয়াছে ; ব্লক ভিত্তিক তার হিসাব ?

উত্তর

১। কৃষি দপ্তর হইতে বিগত দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে বিনামূল্যে যে পরিমান বীজ ধানও পাওয়ার টিলার দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ব্লকের নাম	বিনা মূল্যে যে পরিমাণ সাহায্য করা হয়েছে			
	বীজধান (মঃ টন)	সাহায্য প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা	চাষের জন্য পাওয়ার টিলার বিনা ভাড়ায় (ঘণ্টায়)	সাহায্য প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা
জিরানীয়া	১৩৫.৫২৪	১০,১০৭	২৮৬১	৩০৩
বিশালগড়	৯৮.১৮৫	৭২৫৮	২১৩০	২৮৩
মোহনপুর	৮০.৪৬২	৩৪৯৩	১৩২	৩৫
খোয়াই	৩.৭৯০	২০২৮	—	—
তেলিয়ামুড়া	৭৭.৭৮৫	১১,৫৪৬	—	—
মেলাঘর	২.৫০০	২৪১	—	—
উদয়পুর	১০৯.৫৪০	৭৭৯৭	২৫৪০	৭১৫
অমরপুর	১০৩.২৬০	৭০৯০	২৮৩০	২৫০
সাতচাঁদ	০.৫০০	২৫	—	—
মোট- -	৬১১.৫৪৬	৪৯,৫০৫	১০,৪৯৩	১,৫৮৬

Admitted Starred Question No. 179 By—Shri Matilal Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কোন ব্যাঙ্ক প্যাকস বা ল্যাম্পস এর মাধ্যমে ঋণ দিতে অনীহা প্রকাশ করছেন এবং এরা ব্যক্তিগত ঋণ দানে উৎসাহ বোধ করেন।

২। যদি সত্য হয়, তার কারণ এবং সরকার উক্ত ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনাক্রমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি যাতে প্যাকস এবং ল্যাম্পস ব্যাঙ্ক থেকে প্রয়োজনমত ঋণ পেতে পারে।

৩। ব্যাঙ্ক গুলির বিনিয়োগের আনুমানিক শতকরা কত ভাগ প্যাকস বা ল্যামপস এর মাধ্যমে বিনিয়োগ করা হয়েছে।

উত্তর

১। এরকম কোন সুনির্দ্দিষ্ট তথ্য সরকারের কাছে নেই।

২। প্রশ্ন ওঠে না, তবে এ ব্যাপারে যাতে কোন অসুবিধা দেখা না দেয় সে জন্য মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট সকলের সংগে সময়ে সময়ে বৈঠক করেন। ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮১ ইং তারিখ তেমন একটি বৈঠক হয়েছে

৩। ল্যাম্পস, প্যাকস ইত্যাদির মাধ্যমে প্রদেয় ব্যাঙ্ক ঋনের পরিমান নিম্নরূপ।

১৯৭৮-৭৯	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১
(লক্ষ টাকার হিসবে)		
৫৬.১১	৯৬.৪৮	১৬৪.৫৮

Admitted Starred Question No. 185. By—Shri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Finance Department be pleased to state—

প্রশ্ন

২ ইহা কি সত্য বামফ্রন্ট সরকার সরকারী কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দেবার জন্য প্রতিশ্রুতি বদ্ধ।

২। সত্য হলে প্রতিশ্রুতি পালনে সরকার এ পর্য্যন্ত কি ধরণের কার্য্যকরী ব্যবস্থা নিয়েছেন।

৩। কর্মচারীদের বেতন ভাতা ইত্যাদি দেবার জন্য সপ্তম অর্থ কমিশন এই খাতে কত টাকা বরাদ্ধ করেছেন।

উত্তর

১। বামফ্রন্ট সরকার নীতিগতভাবে কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা প্রদানে পক্ষপাতী।

২। ত্রিপুরা বিধানসভা ২৩.৩.৭৯ ইং তারিখে এক প্রস্তাবে ত্রিপুরা কর্মচারীদের কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করতে অনুরোধ করেন। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে ২৯.৩.৭৯ থেকে ৩০.৩.৮১ ইং তারিখের মধ্যে অনেকগুলো চিঠি দেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার এখনো রাজী হননি। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার নিজস্ব সম্পদ থেকে মাসিক তিন শত টাকা বেতনভুক্ত নিয়মিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ১১।৫।৮১ তারিখ পর্য্যন্ত ঘোষিত পুরো কেন্দ্রীয় মহার্ঘভাতার হারে ভাতা ১.১০.৮১ তারিখ থেকে দেবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন, অন্যান্য নিয়মিত কর্মচারীদের ক্ষেত্রে ১.১০,৮১ তারিখ থেকে কেন্দ্রীয় মহার্ঘভাতার আংশিক পরিপূরনের *সিদ্ধান্তও সরকার ঘোষণা* করেছেন।

৩। সপ্তম অর্থ কমিশন কর্মচারীদের মাগগীভাতা বৃদ্ধিসহ বেতনক্রন উন্নীত করার জন্য নিম্নলিখিত বরাদ্ধ সুপারিশ করিয়াছেন ঃ—

ক) বেতনক্রম উন্নীত করার জন্য (১-১-১৯৭৭)	১৪'৯৩ কোটি
খ) ১-১-৭৭ এর পর হইতে মহার্ঘভাতা প্রদানের জন্য।	৫'৮২ কোটি
	২০'৭৫ কোটি

Admitted Starred Question No. 222 By—Shri Harinath Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা বিধান সভার তিনটি শূন্য আসনে উপ নির্ব্বাচন করার জন্য ত্রিপুরা সরকার নির্ব্বাচন কমিশনের সাথে পত্রালাপ করেছেন কিনা ; এবং

২। যদি করে থাকেন তবে তার ফলাফল ?

উত্তর

১। ত্রিপুরা বিধান সভার তিনটি শূন্য আসনে উপনির্ব্বাচন করার জন্য ত্রিপুরার মখ্য নির্ব্বাচন অধিকারিকের সহিত নির্ব্বাচন কমিশনারের যোগযোগা হয়েছিল।

২। ত্রিপুরার তিনটি বিধান সভার শূন্য আসন পূরণের জন্য নির্ব্বাচন কমিশন ২৯শে নভেম্বর, ১৯৮১ ইং উপ-নির্ব্বাচনের দিন ধার্য্য করেছেন।

Admitted Starred Question No. 260 By—Shri Tapan Kr. Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিভিন্ন দপ্তরে ঠিকাদারী গ্রহণের জন্য রাজ্যের ব্যাংকগুলি ১৯৭৮ এর জানুয়ারী থেকে ১৯৮১ এর মে মাস পর্য্যন্ত কতজন বেকার যুবককে মোট কত টাকা আর্থিক সহায়তা দিয়েছেন ?

উত্তর

১। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 274
By-Shri Subodh Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Agriculture Department be pleased) state—

১। রাজ্যের কোন বিভাগে কি পরিমান পাট ১৯৮০-৮১ ইং সনে উৎপন্ন হয়েছিল এবং ১৯৮১-৮২ ইং সনে উৎপাদিত পাটের পরিমান কত ; এবং

২। পাট চাষের উন্নতির জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। ১৯৮০-৮১ ইং সনে মহকুমা ভিত্তিক সুতি পাট ও মেস্তা পাট উৎপাদনের আনুমানিক পরিমাণ এইরূপ ঃ—

উত্তর --- মহকুমা	আনুমানিক পাট	উৎপাদন মেস্তা পাট	(কুইন্টল হিসাবে) মোট
ধর্ম্মনগর	২,৫৭১	৬,১৪০	৮,৭১১
কৈলাসহর	৭,৮৬৩	১১,৭১০	১৯,৫৭৩
কমলপুর	৪,৬৫০	১০,৭০৮	১৫,৩৫৮
খোয়াই	৬,২০১	৬,৩৭৫	১২,৫৭৬
সদর	৮,৬২২	২৪,৯২০	৩৩,৫৪১
সোনামুড়া	৩,৮২৫	১২,৩১২	১৬,১৩৭
উদয়পুর	৬,১৩৮	৬,৯৯৩	১৩,১৩১
অমরপুর	৭,৫৯৫	৪,২০৭	১১,৮০২
বিলোনিয়া	২,৬১০	১৪,৫৩১	১৭,১৪১
সাব্রুম	১,৪৯৫	৮,৫৭৭	১০,০৭২
সর্ব্ব মোট	৫১,৫৭০	১,০৬,৪৭৩	১,৫৮,০৪৩

সুতি পাট কাটা মাত্র আরম্ভ হইয়াছে এবং মেস্তা পাট কাটা এখনও আরম্ভ হয় নাই। কাজেই এখনই ১৯৮১-৮২ সনের পাট উৎপাদনের পরিমান নিরূপণ করা সম্ভব নয়। তবে ১৯৮১-৮২ সনে সুতি ও মেস্তা পাটের উৎপাদনের লক্ষমাত্রা যথাক্রমে ৬৮,৪০০ ও ১,৪৭,৬০০ কুইন্টল ধার্য্য করা হইয়াছে।

উত্তর ২। পাটের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি বিভাগ কর্তৃক নিম্নলিখিয ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হইয়াছে ঃ—

ক) শতকরা ২৫ ভাগ ভর্তুকিতে উন্নত মানের পাট বীজ বিতরণ।

খ) শতকরা ১০০ ভাগ ভর্তুকিতে প্রান্তিক ও উপজাতি চাষীদিগকে উন্নত মানের পাট বীজ বিতরণের মাধ্যমে পাট চাষের প্রসার।

গ) পাটে ইউরিয়া সার স্প্রে করার জন্য বিনামূল্যে ইউরিয়া বিতরণ।

ঘ) পাট ও মেস্তার ফলন বৃদ্ধির জন্য কলিকাতার জুট এগ্রিঃ রিসার্চ ইনস্টিটিউট হইতে বিভিন্ন ধরণের উন্নত জাতের বীজ আনিয়া ত্রিপুরার মাটিতে ফলানোর জন্য নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালান।

ঙ) কৃষি প্রশিক্ষনের (টি, এণ্ড, ভি) মাধ্যমে কৃষকগণকে পাট ও মেস্তার ফলন বৃদ্ধির সম্পর্কীত বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ও উন্নত ধরণের চাষাবাদের প্রশিক্ষণ।

চ) পাট ও মেস্তার অধিক উৎপাদনে উৎসাহিত করার জন্য শতকরা ১০০ ভাগ ভর্তুকিতে সার্বজনীন পাট ও মেস্তা পচানোর পুকুর খনন। ইহা ছাড়া শতকরা ৫০ ভাগ ভর্তুকিতেও পাট ও মেস্তা পচানোর নিজস্ব পুকুর খনন ও সংস্কার।

Admitted Starred Question No 278

By Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Finance Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীদের হাউস বিল্ডিং লোন এবং এল. টি. সি প্রদান করার চিন্তা সরকার করছেন কি ?

২। যদি করে থাকেন তবে এ বিষয়ে কি উদ্যোগ নিয়েছেন।

উত্তর

১ ও ২। ত্রিপুরার বে-সরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারীদের হাউস বিল্ডিং এবং এল টি. সি লোন দিতে সরকার নীতিগত ভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
শিক্ষা দপ্তরের হাউস বিল্ডিং লোনের জন্য দু লাখ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এল. টি সির মোট বরাদ্দ থেকে একটি অংশ এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করার জন্য শিক্ষা দপ্তরকে বলা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 279

Name of M. L. A.—Shri Rudreswar Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Finance Departmeat be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার দ্বিতীয় পে-কমিশনের রিপোর্ট অদ্যাবধি প্রকাশ না করার কারণ কি ?

২। উক্ত রিপোর্ট কবে পর্য্যন্ত প্রকাশ করা হবে আশা করা যায়।

উত্তর

১। দ্বিতীয় পে-কমিশনের রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নাই।

২। পে-কমিশনের রিপোর্ট পেলেই তা প্রকাশ করা হবে।

Admitted Starred Question No. 282

By Shri Sumanta Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state—

১। গত ৮০-৮১ সন ও ৮১-৮২ সনের আগষ্ট পর্য্যন্ত সারা রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কত গরু চুরি গেছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) ;

২। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর হাতে কোন গরু ধরা পরিয়াছে কি? যদি হ্যাঁ হয় তাহলে কত গরু ধরা পরিয়াছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব) এবং

৩। গরু চুরির হাত হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন?

উত্তর

১। ৮৪৬টি গরু চুরি গিয়াছে। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল):---

১।	সদর	মহকুমায়---	২৫৩টি
২।	সোনামুড়া	" ---	৩৪১টি
৩।	খোয়াই	" ---	২৮টি
৪।	ধর্মনগর	, ---	৭টি
৫।	কৈলাশহর	" ---	৫০টি
৬।	কমলপুর	" ---	৩৮টি
৭।	বিলোনীয়া	" ---	৬২টি
৮।	অমরপুর	" ---	৩২টি
৯।	সাব্রুম	" ---	৩৫টি
	সৰ্ব্বমোট	---	৮৪৬টি

২। ৭৪টি গরু বি-এস-এফ কর্তৃক ধরা পরিয়াছে। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত্ব হইল)

১।	সদর মহকুমায়	২টি
২।	সোনামুড়া "	১১টি
৩।	কৈলাশহর "	৫০টি
৪।	বিলোনীয়া, অমরপুর এবং সাব্রুম মহকুমায়	৪টি
	সর্ব্বমোট---	৭৪টি

৩। ত্রিপুরা নিরাপত্তা আইন, ১৯৮০ এর ২৪ ধারায় সীমান্তবর্তী অঞ্চলের এক মাইলের মধ্যে গবাদি পশু নিয়ে চলাচল নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। সীমান্ত নিকটবর্তী সমস্ত থানা এবং পুলিস ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণকে বাংলাদেশ দুষ্কৃতকারী-গণের সহায়তাকারী ভারতীয় সহযোগীদের নামের তালিকা প্রস্তুত করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যাহাতে আইন অনুসারে তাহাদেব গরু পাচারের অবৈধ কার্য্যকলাপ সহজে বন্ধ করা যায়। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পুলিশের টহলদারী জোরদার করা হইয়াছে। গ্রামরক্ষী বাহিনীদের শক্তি বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বি-এস-এফ বাহিনীকে সীমান্ত অঞ্চলে অপরাধ নিবারণের জন্য সতক প্রহরার ব্যবস্থা করার জন্য বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 288
By—Shri Ruderswar Das.

প্রশ্ন

১। সিটিজেনসিপ সারটিফিকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে কি কি নিয়ম মেনে চলা হয়?

২। ইহা কি সত্য যে এই সিটিজেনসিপ সারটিফিকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে জনসাধারণকে অযথা হয়রানী করা হচ্ছে?

উত্তর

১। কোন ব্যক্তিকে নাগরিকত্ব আইনের ৫ (১) (এ) অথবা ৫ (১) (ডি) ধারা মতে নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট প্রদানের পূর্বে কালেক্টারগণকে প্রাপ্ত দরখাস্তগুলির বিষয়ে নিম্নলিখিত অনুসন্ধান করিতে হয়ঃ—

ক) আবেদনকারী ভারতীয় বংশোদ্ভব কিনা এবং আবেদনকারী দরখাস্ত দাখিল করার পুর্ব্বে হইতে ছয় মাস কাল ভারতে বসবাস করিতেছে কিনা;

খ) আবেদনকারীর ভারতে নিবিড় সম্পর্কে আছে কিনা অর্থাৎ তাহার পিতা মাতা বা নিকট আত্মীয় স্বজন বা ভু-সম্পত্তি আছে কিনা;

গ) আবেদনকারী ভারতে স্থায়ী ভাবে বসবাসে ইচ্ছুক কিনা;

ঘ) আবেদনকারী ভারতের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করিয়া আইনের দ্বিতীয় তালিকাভুক্ত ফরমে প্রতিজ্ঞা পত্র স্বাক্ষর করিয়াছে কিনা;

গ) আবেদনকারী ভাল চরিত্রের লোক কিনা এবং ভারতীয় নাগরিক পত্র পাইবার যোগ্য ব্যক্তি কিনা অনুসন্ধানে নিঃসন্দেহ হইলে কালেক্টারগণ কর্তৃক আবেদনকারীগণকে নাগরিকত্ব সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

ভারত সরকারের নির্দেশ অনুসারে যাহারা তদানীন্তন পুর্ব্ব পাকিস্থান (অধুনা বাংলাদেশ) হইতে ১৯৭১ ইং সনের ২৫শে মার্চ্চের পর ভারতে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গণ্য হইবে না।

২। নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যাপারে আবেদনকারীগণকে অযথা হয়রানী করার সম্পর্কে কোন অভিযোগ পাওয়া যায় নাই।

ANNEXURE—"D"

Admitted Unstarted Question No. 18

By—Sri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় এ বছর কি পরিমান শস্য বীজ বিনা পয়সা কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে (শস্যের শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব)

২। ইহা কি সত্য যে যথা সময়ে এই বীজ এবং সার কৃষকদের কাছে পৌছে দেয়া প্রায়ই সম্ভব হচ্ছে না।

৩। এই বিলম্বের কারন সমূহ কি কি?

৪। এ বছর কখন কি কারণে, এই বিলম্ব ঘটেছে।

৫। ইহা কি সত্য যে সার ও বীজ ব্লক অফিসে পৌছানোর পরও তা পরিবহনের অসুবিধা থাকায় যথাসময়ে কৃষকদের কাছে পৌছে না।

৬। এসকল ত্রুটি দুর করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন।

উত্তর

১। সারা ত্রিপুরায় বর্তমান সনে যে পরিমান বিভিন্ন শস্যের বীজ বিনা মুল্যে কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে তাহার হিসাব এইরূপ ঃ—

		কুইন্টাল হিসাবে
১।	ধান	১৩১২.৫৯
২।	জুমধান বীজ	৩৩.৫৫
৩।	ভূট্টা	৬৪.৩২
৪।	অড়হড়	২৯.০৩
৫।	মাসকলই	২৫.৩৭
৬।	মেস্তাবীজ	৪.৪৯
৭।	পাট	৪০.৯২
৮।	আদা	২৩.৬২
৯।	বাদাম	১০০.০২
১০।	তিল	৩৯.৫০
১১।	রাগী	১২.৪১
১২।	ডালজাতীয় বীজ	১০.৩৫
১৩।	ভেলী ডাল	১৯৫.২৯
১৪।	কাজুবাদাম	২৬.০২

২। সত্য নহে তবে কৃষি বিভাগের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্বেও কোন কোন সময় কোন কোন স্থানে সরবরাহ অনিয়মিত হওয়া অসম্ভব নয়।

৩। রাজ্যের চাহিদার সম্যক সার, কীটনাশক ঔষুধ এবং বেশীর ভাগ বীজ বিশেষ করিয়া রবি শস্যের বীজ দূরবর্তী ভিন্ন রাজ্য হইতে আমদানী করিতে হয়। কৃষি বিভাগের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্বেও নিম্নলিখিত প্রধান কয়েকটি কারনে কখনো কখনো সরবরাহ বিঘ্নিত হইয়া থাকে।

ক) আমাদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জাতের এবং নির্দ্দিষ্ট মানের বীজের দুষ্প্রাপ্যতা।

খ) সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের শেষ মূহূর্ত্তে সরবরাহের ব্যর্থতা।

গ) বিভিন্ন সরবরাহ কেন্দ্র হইতে ত্রিপুরার দুরত্ব হেতু পরিবহনের অসুবিধা এবং পরিবহনের জন্য দীঘ সময়ের প্রয়োজনীতা।

ঘ) সার পরিবহনের জন্য রেল ওয়াগনের অপ্রতুলতা এবং রেলওয়ে পরিবহনে অর্ত্যধিক কালক্ষেপ।

৪। এ বছর এখন পর্য্যন্ত বিশেষ কোন বিলম্ব ঘটে নাই।

৫। সাধারণ ভাবে সত্য নহে। কৃষি বিভাগের ঐকান্তিক চেষ্টা সত্বেও দুরাগম্য

বিতরন কেন্দ্রগুলিতে রাস্তাঘাট এবং পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে বিশেষ করিয়া বর্ষাকালে সরবরাহ সময়মত না নৌছানোটা অসম্ভব নয়।

৬। এই সকল ত্রুটি দূর করিবার জন্য সরকার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন এবং ইতিমধ্যে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ ঃ—

ক) রাজ্যের বিভিন্ন বীজের চাহিদা যাহাতে সরকারী খামারে ও রেজিষ্টার্ড উৎপাদনকারীর উৎপাদিত বীজ দ্বারা পুরণ করা যায় তাহার প্রচেষ্টা।

খ) রাজ্য সরকারের চেষ্টায় বিভিন্ন সার-সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ত্রিপুরায় তাদের নিজস্ব মজুদভাণ্ডার গড়িয়া তুলিতে রাজী হইয়াছেন যাহাতে সারের সরবরাহ নিয়মিত হয়। প্রাথমিক ভাবে কৃষি বিভাগ গুদাম ঘরের ব্যবস্থা করিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

গ) কৃষি বিভাগের নিজস্ব ট্রাক ও ভ্যানের মাধ্যমে সার ও বীজ দ্রুত চলাচলের ব্যবস্থা করে ঠিকাদারের উপর নির্ভরশীলতা কমান।

Admitted un-Starred Question No. 19
Name of M. L. A.—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Appointment and Services Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কতজন কর্মচারী ১০ বৎসরের অধিক সময় ধরে একই মহকুমায় কাজ করছেন ?

২। ইহা কি সত্য যে, বদলী নীতি অনুসারে তাদের অনেককে বঞ্চিত করে কেহ কেহ বদলী হয়েছেন ?

৩। এটাও কি সত্য যে,, বদলী এড়িয়ে অনেকেই অযৌক্তিক ভাবে বাড়ীতে থাকার সুযোগ ভোগ করছেন ?

৪। এই বৈষম্য দূর করার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

উত্তর

১। মোট ১৯৯৮ জন কর্মচারী ১০ বৎসরের অধিক সময় ধরে একই মহকুমায় কাজ করছেন, এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী।

২। ইহা সত্য নয় যে এব্যাপারে ইচ্ছাকৃত কাহাকেও বঞ্চিত করা হইয়াছে।

৩। হ্যাঁ, অনেকে সরকারের বদলীর আদেশের বিরুদ্ধে আদালতে মামলাদায়ের করেছেন বদলী আদেশ রহিত করার জন্য। চিকিৎসার কারণে ও বার্দ্ধক্যের জন্য কিছু কিছু কর্মচারী বাড়ীতে থাকার সুযোগ পাচ্ছেন।

৪। সরকার যথাযথ চেষ্টা করছেন যাহাতে কোন বৈষম্য না থাকে।

Unstarred question No. 21.
By— Shri Keshab Majumder.

Will the Hoh'ble minister-in charge of the Finance Department be pleased to state :—

প্রশ্ন—

১। গত ১৯৮০-৮১ ইং আর্থিক বছরে বাজেট বরাদ্দের মোট কত টাকা অব্যয়িত রয়েছে ?

২। এই অব্যয়িত টাকা প্লেন খাতে এবং নন্‌প্লেন খাতে কত ?

৩। যদি অব্যয়িত থাকে তার কারণ ?

উত্তর

১৩২। গত ১৯৮০-৮১ ইং আর্থিক বছরে বাজেট বরাদ্দের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী পরিকল্পনা খাতে মোট ৩১.৩২ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে এবং পরিকল্পনা বহির্ভুত খাতে মোট ৯৩৩.০০ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়েছে।

৩। রাজ্যে বাজেটের মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ছয় শতাংশেরও কম রাজ্যের নিজস্ব সম্পদ থেকে পাওয়া যায়। পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ভারত সরকার থেকে অনুদান সাপেক্ষে বরাদ্দ রাখা হয়। অনুদানের উপর নির্ভর করে পরিকল্পনা বহির্ভূত খাখে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা হয় যাতে রির্জাভ ব্যাংকে ওভার-ড্রাফট মাত্র ছড়িয়ে না যায়।

প্রসংগতঃ ১৯৮০-৮১ সালে আমরা দাঙ্গা বিধ্বস্থ এলাকার জন্য ১৫.৬৮ কোটি টাকা দাবী করেছিলাম। সেভাবে বরাদ্দ ও করা হয়। আমরা কেন্দ্র থেকে পেয়েছিলাম মাত্র ১১.৫০ কোটি টাকা। এ টাকার ও একটি অংশ আমরা মার্চ মাসের শেষ দিকে পেয়েছিলাম। যার ফলে এই খাতে ১৯৮০-৮১ সালে খরচ হয় মাত্র ৮.২০ কোটি, টাকা। বর্তমান বছরে বাকী টাকা খরচ হয়েছে। এই একটি খাতেই পার্থক্যের পরিমান ৭.৪৮ কোটি টাকা। এমনি আরো অন্যান্য খাতে ও আছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 28

By— Sri Sumanta Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৮১-৮২ ইং সনে বন্যায় সারা রাজ্যে কত একর জমির বরো ফসল নষ্ট হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। এর জন্য রাজ্যে সরকার কৃষকদের আর্থিক কোন সাহায্য করিয়াছেন কিনা।

৩। যদি হাঁ হয় কত টাকা কৃষকদের ঐ ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছেন তার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ;

৪। ঐ আর্থিক ক্ষতি পুরণ এর জন্য কেন্দ্রের নিকট রাজ্য সরকার কর্তৃক কোন দাবী কয়া হয়েছে কি না।

৫। যদি হাঁ হয় তাহলে এ ব্যাপারে কেন্দ্রিয় সরকারের নিকট হতে রাজ্য সরকার কোন উত্তর পেয়েছেন কিনা।

উত্তর

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 31 By—Sri Sumanta Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to State--

প্রশ্ন

১। ১৯৮৯ সালের জুলাই পর্যন্ত সবর্ব ভারতীয় হারে বিভিন্ন কেমিকেল সারের মূল্য কত ছিল তার আইটেম ভিত্তিক হিসাব।

২। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সারের দাম বৃদ্ধির ফলে কোন সারের মূল্য কত বৃদ্ধি হয়েছে তার হিসাব।

৩। সারের মূল্য অন্যান্য রাজ্যের সহিত ত্রিপুরার কোন ব্যতীক্রম আছে কিনা ?

উত্তর

১। ১৯৮১ সালের জুলাই মাসের ১১ তারিখে সবর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে বিভিন্ন রাসায়নিক সারের দাম ছিল নিম্নরূপ (মেঃ টন টাকার হিসাবে)

১। ইউরিয়া---	২২৩৫'০০
২। মিউরিয়েট অব পটাশ---	১২১০'০০
৩। সুফলা ১৫ঃ ১৫ঃ ১৫---	২১০০'০০
৪। সুফলা ২০ঃ ২০ঃ ২০---	২৬০০'০০
৫। ডাইএমোনিয়াম ফসফেট---	৩৪৬০'০০
৬। সিঙ্গেল সুপার ফসফেট---	৭৬১'০০
৭। রক ফসফেট (১০০ মেশ)---	৩২২'৮৪

২। সম্প্রতি বিভিন্ন সারের দাম বৃদ্ধি নিম্নরূপ।

১১ই জুলাই হইতে বৃদ্ধি পাইয়াছে (মেঃ টন টাকায় হিসাবে)

(১) ইউরিয়া---	৩৫০'০০
(২) মিউরিয়েট অব পটাশ---	১৯০'০০
(৩) সুফলা ১৫ঃ ১৫ঃ ১৫---	৩০০'০০
(৪) সুফলা ২০ঃ ২০ঃ ২০---	৫৫০'০০
(৫) ডাই এমোনিয়াম ফসফেট---	৫৫০'০০

১লা আগস্ট ১৯৮১ হইতে শুধু সিঙ্গেল সুপার ফসফেটের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে মেঃ টন প্রতি ৩৮'০০ টাকা।

৩। জানা নাই।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Legislative Building, Agartala, on Tueasday, the 22nd September, 1981 at 11 A. M.

PRESENT.

Mr. Speaker, (The Hon'ble Speaker Sudhanwa Deb Barma) in the Chair, the Chief Minister, 10 Ministers, the Deputy Speaker and 38 Members.

QUESTIONS & ANSWERS

অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ—আজকের কার্য্য সূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্য-দিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করিবেন।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :—শ্রীমোহনলাল চাক্‌মা।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :—প্রশ্ন নং ৪।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রশ্ন নং ৪।

প্রশ্ন

১। উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ হইতে ১৯৮০-৮১ ইং সনে কতজন উপজাতি পারবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। চলতি আর্থিক বৎসরে কতজন উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইবে? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। উপজাতি কল্যাণ বিভাগ হইতে ১৯৮০-৮১ সনে মোট ৬৩৯ উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব যা দেওয়া হয়েছে ৬৩৯ জন, সেই ৬৩৯ জন নূতন। তার সংগে আগে যাদের একাংশ দেওয়া হয়েছে এবং কিছু অংশ বাকী আছে, তাদের বাকী অংশ দেওয়ার কাজও এক সংগে চলে। সেই হিসাবগুলি এখানে নাই। নতুন হিসাব দেওয়া আছে।

বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

খোয়াই মহকুমা	৩৬ পরিবার।
সদর মহকুমা	৪৭ পরিবার।
সাব্রুম মহকুমা	১৫২ পরিবার।
উদয়পুর মহকুমা	৫০ পরিবার।
ধর্মনগর মহকুমা	৭৬ পরিবার।
কমলপুর মহকুমা	৫৪ পরিবার।
[illegible]কুমা	২২৪ পরিবার।
মোট	৬৩৯ পরিবার

২। চলতি আর্থিক বৎসরে মোট ৫৪১ জন উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইবে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

সন-১৯৮১-৮২

বিলোনীয়া মহকুমা	৭১ পরিবার।
উদয়পুর মহকুমা	৫৪ পরিবার।
অমরপুর মহকুমা	৬৬ পরিবার।
সদর মহকুমা	৪৮ পরিবার।
খোয়াই মহকুমা	৬৯ পরিবার।
সোনামুড়া মহকুমা	৩০ পরিবার।
ধর্মনগর মহকুমা	১৩৩ পরিবার।
কমলপুর মহকুমা	৫০ পরিবার।
কৈলাশহর মহকুমা	৫০ পরিবার।
	মোট ৫৪১ পরিবার।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিভাগগুলি থেকে পুনর্বাসনের জন্য যে সমস্ত প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে সেই রকম প্রস্তাব কতগুলি এখনও বিবেচনাধীন রয়েছে, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—সেই তথ্য আমার কাছে এখন নাই। তবে সাধারণতঃ প্রত্যেক মহকুমা থেকে প্রতি বৎসর কত পরিবারকে পুনর্বাসন দিতে পারি তার একটা বাজেট বরাদ্দ আছে। মহকুমা থেকে যখন প্রস্তাব আসে সেই ভাবে আমরা টাকার পরিমাণ বুঝে, হিসাব করে পুনর্বাসন দেই। এখন কতগুলি বিবেচনাধীন আছে সেই তথ্য আমার কাছে এখন নাই। পরে আমি জানিয়ে দেব।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে হিসাব দিয়েছেন তাতে ৬৩৯ জন পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। এই যে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে সেটা কি ফরেষ্ট আর-এস-এর মধ্যে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে না কি আলাদা ?

শ্রীদশরথ দেব :—এইটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে করা হয়। সেটা কোনটির অন্তর্ভুক্ত তা বলতে পারছিনা।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :—না এইটা যদি অন্তর্ভুক্ত করা না হয়, ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তর কতটা এগিয়েছে নিজেরা। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের কর্মচারীরা অফিসাররা এই ক্ষেত্রে কতটুকু অগ্রণী হয়েছেন সেটা বুঝা যায় না। এখানে আপনার যে ৬৩৯ পরিবারের হিসাব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কমলপুরে ৫৪টি পরিবারের কথা বলা হয়েছে। আমি জানি যে ফরেষ্টের হরিণ ছড়াতে তার সংখ্যা আরও বেশী। তাহলে এমন যদি হয় অন্য কোন দপ্তর দ্বারা তার কোথায় পুনর্বাসন দেবেন তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—ফরেষ্টের কিছু স্কীম আছে। সেটাও ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তর থেকে অর্থ দেওয়া হয়। জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের কাজ ও ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তরের যে অফিসার আছেন বা এস. ডি. ও, বি. ডি. ওর সহযোগিতা নিয়ে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়। এখানে যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে গত ৮০-৮১ নতুন যাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে। এর আগের হিসাবগুলি এখানে দেওয়া হয় নাই। এখানে যেহেতু চাওয়া হয় নাই তাই তা উল্লেখ করা হয় নাই।

শ্রী তপন চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমি শুনেছি, কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্য সরকারের কাছে সংরক্ষিত বনাঞ্চল ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা সারকুলার জারী করা হয়েছে। সেই সারকুলার উপজাতি পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কোন বাধার সৃষ্টি করবে কিনা সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেব :—সেই রকম সারকুলার বন দপ্তরের থাকতে পারে, সেটা বন দপ্তর বলবে। যদি এই ধরণের কোন রেষ্ট্রিকশান হয় তাহলে স্বাভাবিক ভাবে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ :—শ্রী কামিনী দেববর্ম্মা।

শ্রীকামিনী দেববর্ম্মা :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১০।

শ্রীদশরথ দেব :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—১০।

প্রশ্ন

১। প্রত্যেক হাইস্কুলে একজন করে কক্-বরক্ শিক্ষক দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। থাকিলে কবে নাগাদ তাহা বাস্তবায়িত হইবে,

৩। কক্-বরক্ স্কুলগুলিকে সিনিয়ার বেসিক স্কুলে উত্তীর্ণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি, এবং

৪। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইবে?

উত্তর

১। বর্তমানে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। না, বর্তমানে সরকারের এরূপ পরিকল্পনা নাই।

৪। সেই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবিমল সিংহ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে, কক্বরক ভাষার শিক্ষক হিসাবে যারা চাকুরী পেয়েছেন তাদের মধ্যে, অনেকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়েছেন যারা কক্-বরক ভাষা জানেন না।

শ্রীদশরথ দেব :— অন্তত এই সরকারের আমলে যাদের চাকুরী দেয়া হয়েছে, তাদের এমন কেউ আছে বলে আমার মনে হয় না তবে আগের সরকারের আমলের কনটিজেণ্ট

কিছু শিক্ষক ছিল তাদেরকে এই সরকার রেগুলার করেছেন, তাদের মধ্যে কেউ আছে কিনা আমার জানা নাই।

শ্রী বিমল সিন্‌হা :— সাম দত্ত, সাম ঘাগরা, সাম দারলং প্রভৃতি ব্যক্তিগণ কক্‌বরকের শিক্ষক হিসাবে চাকুরী পেয়েছেন। এখানে আমি যাদের নাম বলছি তারা প্রত্যেকেই উপ-জাতি যুব সমিতির লোক।

শ্রী দশরথ দেব :— এইটা তো আমার জানা নাই, কারণ কক্‌বরক জানে বলে ইন্টার-ভিউ দিয়েছে, তবেই চাকুরী পেয়েছে। তা আমি কি করে জানব যে কক্‌বরক না জেনেও সে জানে বলে ইন্টারভিউ দিয়েছে। তাছাড়া, কক্‌বরক ভাষী না হলে যে সে কক্‌বরক জানবে না এমন কথা নেই কিন্তু ইচ্ছা করলে অন্য ভাষার লোকরাও কক্‌বরক জানতে পারে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? যে কক্‌বরক ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হবে বলে যে সবস্ত স্কুলে কক্‌বরক শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে, সেই সমস্ত স্কুলে কতজন ছাত্রকে কক্‌বরক ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

শ্রী দশরথ দেব :— যে সমস্ত স্কুলে কক্‌বরক শিক্ষার জন্য শিক্ষক দেওয়া হয়েছে, সে সমস্ত স্কুলে কতজন ছাত্র পড়াশোনা করছে, এই ধরণের কোন হিসাব আমার কাছে নাই। তবে আমি এইটা বলতে পারি যে, যে সব স্কুলে কক্‌বরক শিক্ষক দেওযা হয়েছে, সে সব স্কুলে কক্‌বরক ভাষা পড়ানো হচ্ছে।

শ্রী বিমল সিন্‌হা :— কক্‌বরক ভাষায় যেখানে পডানো হচ্ছে, সেখানে কক্‌বরক ভাষার বইকে রোমান ভাষায় লেখা হয়নি বলে কেউ আপত্তি করছে কি না? এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর জানা আছে কি?

শ্রী দশরথ দেব :— সরকার যে বইগুলি লিখেছেন, তার সবগুলিই বাংলাতে লেখা হয়েছে।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে কক্‌বরক ভাষাকে মাধ্যমিকের এডিশনাল সাবজেক্ট হিসাবে চালু করার কোন চিন্তা করা হচ্ছে কিনা?

শ্রী দশরথ দেব :— সরকারের সেই চিন্তা আছে, তবে তা কর্য্যাকরী করতে অনেক সময় লাগবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? যে, তৈছুর মত এমন কতগুলি স্কুল আছে যেখানে কক্‌বরকের শিক্ষক আছে, কিন্তু সেখানে কক্‌বরকের একটা বইও এখনও যায়নি।

শ্রী দশরথ দেব :— এইটা আমার জানা নাই। তবে স্কুলগুলির নাম আমার কাছে দিলে আমি এক সপ্তাহের মধ্যেই বই পাঠানোর ব্যবস্থা করব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রাম কুমার নাথ।

শ্রী রাম কুমার নাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বর—১৩।

শ্রী দশরথ দেব :— স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৩।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমার পদ্মবিল হাই স্কুলে এখনও একজন প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হয় নাই ?

২। সত্য হইলে কবে পর্য্যন্ত প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হইবে ?

৩। প্রয়োজন অনুপাতে শিক্ষক উক্ত স্কুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে কি ?

উত্তর

১। হাঁা।

২। প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই ঐ স্কুলে একজন প্রধান শিক্ষক দেওয়া হইবে।

৩। বর্ত্তমানে শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ১৬ জন।

৪। হ্যাঁ।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— স্যার, এখনও যে সমস্ত স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিযোগ করা হয় নাই সে সমস্ত স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করাব ব্যবস্থা সবকার কবেছেন কি এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয জানাবেন কি ?

শ্রী দশবথ দেব :— স্যার, নিযম হচ্ছে প্রমোশনের মাধ্যমে ঐ সকল পদ পূবণ করা। যে সমস্ত স্কুলে প্রধান শিক্ষক নাই সে সমস্ত স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগ কবাব পূবে আমাদের সিনিয়রিটি লিষ্ট তৈরী করতে হবে। এই সিনিয়রিটি লিষ্ট তৈরী করে তাবপর প্রধান শিক্ষক নিযোগ করতে হবে। তারপরেও আপত্তি আছে। এই নিযোগেব পরেও অনেকে কোর্টে মামলা করতে যাবেন। সুতরাং একটু সময লাগবে।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা:—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রধান শিক্ষক নেই এমন স্কুলের সংখ্যা কত তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাতে পারবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব:—স্যাব, এই ধরণেব আবেকটি প্রশ্ন আছে সুতরাং তাব জবাব তখন দেওয়া যাবে।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ:—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার-২১।

শ্রী দশরথ দেব:—স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার-২১।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুবাতে কতটি মাদ্রাসায় টিফিন চালু করা হয়েছে,

২। ত্রিপুরাতে হাই মাদ্রাসা আছে কি ?

৩। থাকিলে কতগুলি, এবং

৪। যদি না থাকে তবে হাই মাদ্রাসা করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। ত্রিপুরাতে সরকারী অনুদান প্রাপ্ত মোট ১৬টি মাদ্রাসা আছে এবং সেগুলিতে ১৯৮০-৮১ সাল হইতে টিফিন চালু করা হয়েছে।

২। ত্রিপুরাতে সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত কোন হাই মাদ্রাসা নাই।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

৪। এ রকম কোন পরিকল্পনা সরকারের হাতে নেই। তবে আমি বলতে পারি ফাইন্যাল মাদ্রাসা তিনটি জেলায় স্থাপনের বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথঃ—মাদ্রাসাগুলিতে সরকার কি কি ধরণের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন?

শ্রী দশরথ দেবঃ—সরকার প্রাইভেট স্কুলগুলিকে আইনানুযায়ী যে সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন ঠিক সেইরূপ সুযোগ সুবিধা মাদ্রাসাগুলিকে দিচ্ছেন।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথঃ—এই মাদ্রাসাগুলি ওয়াক অফ কমিটির আণ্ডারে না অন্য কোন কমিটির আণ্ডারে রয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী দশরথ দেবঃ—মাদ্রাসাগুলি কোন কমিটির আণ্ডারে তা দেখার দায়িত্ব সরকারের নয়। তবে অন্যান্য প্রাইভেট স্কুলে যেভাবে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে সেইভাবে মাদ্রাসা গুলিকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

মিঃ স্পীকারঃ—মাননীয় সদস্য শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া।

শ্রী রতি মোহন জমাতিয়াঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—২০৭।

শ্রী ব্রজগোপাল রায়ঃ—স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—২০৭।

প্রশ্ন

১। আদম সুমারী অনুযায়ী ১৯৮১ সালের লোক গননায় ত্রিপুরা রাজ্যে লোক সংখ্যা কত এবং পুরুষ ও স্ত্রী পৃথক পৃথক হিসাব?

২। তার মধ্যে কতজন উপজাতি এবং কতজন অ-উপজাতি, এবং

৩। অ-উপজাতির মধ্যে কতজন তপশীলি জাতি ও কতজন মনিপুরী; এবং

৪। উপজাতি শ্রেণীর মধ্যে সম্প্রদায়গত পৃথক পৃথক হিসাব?

উত্তর

১। ১৯৮১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী সাময়িক সংকলিত ত্রিপুরা রাজ্যের লোকসংখ্যা ২০,৪৭,৩৫১ জন। এর মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১০,৫১,২৪০ জন এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯,৯৬,১১১ জন।

২। ১৯৮১ সালের আদম সুমারী অনুসারে সংগৃহিত উপজাতি ও অ-উপজাতির সংখ্যা এখন পর্য্যন্ত পৃথকভাবে সংকলণ করা হয় নাই। সংকলণের জন্য আরও এক বৎসর সময় লাগিবে।

৩। ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রসঙ্গ আসে না।

৪। ২নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী নকুল দাসঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্যের যে বাজেট করা হয় তা জন সংখ্যার ভিত্তিতেই করা হয়। সুতরাং এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যা বলছেন তাতে সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবের কোন হিসাব না থাকিলে কি ভাবে বাজেট বরাদ্দ করা হয় তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী ব্রজগোপাল রায়—স্যার, বাজেট করার সময়ে কতগুলি রীতি নীতি আছে। সেনসাস থেকে রিপোর্ট আসে তা দেখে সে অনুসারে আমরা বাজেট তৈরী করি।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং:—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—২৮

শ্রী দশরথ দেব:—স্যার এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—২৮।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক নমিনেটেড কতজন ছাত্র ছাত্রী বহিরাজ্যে শিক্ষা লাভ করছে?

২। উহাদের মধ্যে কতজন তপশিলী ভুক্ত জাতি ও কতজন উপজাতি ভুক্ত ছাত্রছাত্রী আছে?

উত্তর

১। বর্তমানে ত্রিপুরা সরকারেব শিক্ষা বিভাগ কতৃক ৩৭ জন নমিনেটেড ছাত্র বহি বাজ্যে ভিক্ষা লাভ করেছে।

২। উহাদেব মধ্যে ৪ জন তপশিলী ভুক্ত জাতি ও ৩ জন উপজাতি ছাত্র আছে।

এ পয্যন্ত ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা বিভাগ কর্ত্তৃক কোন ছাত্রীকে বহি বাজ্যে শিক্ষা লাভের জন্য পাঠানো হয় নাই।

শ্রী মতিলাল সবকার—স্যার, এ বকম বহি রাজ্যে অর্থাৎ পাঞ্জাবে এগ্রি বি, এস, সি, পড়বার জন্য একজন ছাত্র তার নাম শ্রী প্রবোধ দেবনাথকে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু সে সেখানে ভর্তি হতে পারেনি। তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হযেছিল এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কিছু জানেন কি?

শ্রী দশরথ দেব—স্যার, শিক্ষা দপ্তব থেকে এগ্রি, বি. এস, সি, পড়াব জন্য কোন ছাত্রকে পাঠানো হয়নি। শিক্ষা দপ্তব থেকে কেবলমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি বিষয়ে পড়বার জন্য পাঠানো হয়ে থাকে। এগ্রি, বি, এস, সি পড়বাব জন্য আলাদা বিভাগ আছে তাবা পাঠিয়ে থাকেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—শিক্ষা দপ্তব থেকে যে সব ছাত্রকে বহি বাজ্যে পাঠানো হয়ে থাকে তাতে তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতিব জন্য কোন রিজার্ভ কোটা থাকে কি" তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি? এবং সে সকল কোটা পূবন করা হয় কি?

শ্রী দশরথ দেব—স্যার, তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতিদেব জন্য রিজার্ভ কোটা থাকে। তবে নিয়ম হচ্ছে যে প্রতিটি ছাত্রকে ইলিজিবিলিটি মার্কস্ পেতে হয়। তা না হলে কোন ছাত্রকে নমিনেটেড করে পাঠালেও তাদের ঐ ইনস্টিটিউট ভর্তি হতে দেয় না। যেমন জেনারেলদের ক্ষেত্রে এ ৫০ পারসেণ্ট পেতে হয় আর তপশিলি জাতি এবং উপজাতিদের ক্ষেত্রে ৪৫ পারসেণ্ট মার্কস্ পেতে হয়।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া:—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ইলিজিবিলিটি মার্কস্ না পেলেও যাতে তাদের কোটা পূবণ করা হয় তার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি না?

শ্রী দশরথ দেব:—স্যার, সব কিছুর ক্ষেত্রেই একটা নরমস্ আছে। সুতরাং সেই নরমস্ অনুযায়ীই চলতে হয়। এখানে জোর করেই কিছুই করা যায় না। এটা একটা টেকনিক্যাল ব্যাপার।

মি : স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৩১।

শ্রী দশরথ দেব : —স্যার, এডমিটেড কোশ্চান নাম্বার—৩১।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট কতজন অধ্যাপক আছেন ?

২। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা কত ?

৩। ঐ বিশ্ব বিদ্যালয়ের পরিচালনায় বাৎসরিক ব্যয় কত ?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় কোন সরকারী বিশ্ব বিদ্যালয় নাই, কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালযের একটি শাখা আগরতলায় আছে। ঐ শাখায় ৫৪ জন অধ্যাপক আছেন।

২। ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ১৫৪ জন।

৩। কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের আগরতলা শাখা পরিচালনার জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যয় সীমা নাই। তবে ১৯৮০-৮১ সালের ঐ শাখার পরিচালনার জন্য মোট খরচ ১০,০০,৭৯৯ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—এই ১৫৪ জনের মধ্যে কোন্ কোন্ বিষয়ে কত জন ছাত্র আছে।

শ্রী দশরথ দেব ঃ—এটা প্রশ্ন করলে আমি জবাব দিতে পারব। কিন্তু এখন সে তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—এই শাখা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য অ্যাকোমোডেশান কি আরও বেশী আছে?

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার, অ্যাকোমোডেশান আরও কম আছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—১৫৪ জন ছাত্রের জন্য ৫৪ জন অধ্যাপক আছে। আরও বেশী লাগবে কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব :—একটা বিশ্ববিদ্যালযের শিক্ষক সংখ্যা তার ছাত্রের উপর নির্ভর করে করে না। যদি একজন ছাত্র কেমিষ্ট্রি নেয় তাহলে শুধু একজনের জন্যই কেমিষ্ট্রির বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যাপক নিতে হয়। যে ষ্ট্রীমগুলি আমরা করেছি সেগুলির জন্য ঠিকমত অধ্যাপক পাওয়া যাচ্ছে না। তাই নূতন কোন ষ্ট্রিম খোলার মত পরিকল্পনা আপাততঃ আমাদের নেই।

শ্রী হরিনাথ দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে অনুমোদিত কোন্ কোন্ বিষয় নেওয়া হয়েছে ?

শ্রী দশরথ দেব :—এটা আমার কাছে রেডিমেড নেই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে একজন ছাত্রের পেছনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারেন, এর চাইতে সেই ছাত্রকে কলিকাতায় পাঠিয়ে পড়িয়ে আনাই আমাদের পক্ষে ব্যয় সংকোচন হত কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব ঃ—ব্যয় সংকোচনের কথা এখানে বলা হচ্ছে না। এখানে কয়েকটি বিষয় যেমন কেমিষ্ট্রি বেঙ্গলী, লাইফ সায়েন্স, ইকনমিকস্, হিস্ট্রি ইত্যাদি পড়ানো হয়।

মি: স্পীকার—শ্রী বাদল চৌধুরী, শ্রী কেশব মজুমদার, শ্রী রসিরাম দেববর্মা এবং শ্রী সুমন্ত দাস ব্র্যাকেটেড।

শ্রী বাদল চৌধুরী—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪০।

শ্রী দশরথ দেব —:মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্ন নং ৪০।

প্রশ্ন

১। রাজ্যে স্বশাসিত জেলাপরিষদ নির্বাচন কবে নাগাদ অনুষ্ঠীত হতে পারে?

২। রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রীর কোন সহযোগিতা চেয়েছেন কি এবং

৩। চেয়ে থাকলে প্রধানমন্ত্রী এ ব্যাপারে সাহায্যের কোন আশ্বাস দিয়েছেন কি?

উত্তর

১। স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন এ বছরের শেষের দিকে অনুষ্ঠিত করার প্রস্তাব আছে। নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলেই নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করা হবে।

২। রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেছেন।

৩। প্রধানমন্ত্রীর নিকট হইতে এখনও সাড়া মেলে নি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—১৯৮০ সালের ১৩ই জুলাই যে উপনির্ব্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছিল তখন শ্রীমতি গান্ধীর অশ্বাস পেয়ে এই ঘোষণাটা করা হয়েছিল?

শ্রী দশরথ দেব :—আশ্বাসের কোন প্রশ্ন উঠে না। যেহেতু আমরা নির্বাচন করছি সেজন্য প্রধানমন্ত্রীকে আমরা জানিয়ে রেখেছি।

শ্রী নিরঞ্জন দেব—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে স্বশাশিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য শ্রীমতি গান্ধীকে অবহিত করা হয়েছিল এবং তিনি কোন সাড়া দেন নি। কিন্তু আমরা পত্র পত্রিকায় দেখেছি উপজাতি যুব সমিতিও শ্রী মতি গান্ধীকে এই নির্বাচন সম্পর্কে জানিয়েছে। এটা সত্য কিনা?

শ্রীদশরথ দেব :—এটা শ্রীমতি গান্ধী এবং উপজাতি যুবসমিতির যারা দেখা করেছেন শ্রীমতি গান্ধীর সঙ্গে সেটা তাদের ঘরোয়া ব্যাপার। তাঁরা কিছু না বললে আমরা জানিনা।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—ডিস্ট্রিক কাউন্সিলের নির্ব্বাচন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে বাই ইলেকশনের পরেই ঘোষণা করা হবে। সেটা কি আগে ঘোষণা করলে অসুবিধা হতো?

শ্রী দশরথ দেব :—ডিস্‌টক্‌ট কাউন্সিলের নির্বাচনের জন্য ইলেক্টর‍্যাল রোল নুতন করে করতে হবে। যার ফলে সময় নেবে। তাহলেও আমরা আশা করছি যে এই বছরের শেষের দিকে নির্ব্বাচন করব।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রী রামকুমার নাথ, শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং ও শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস।

শ্রী রাম কুমার নাথ :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৭।

শ্রী দশরথ দেব ঃ—স্যার, স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৭।

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় মোট কয়টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে?

২) এর মধ্যে একজন শিক্ষক আছেন এই রকম স্কুলের সংখ্যা কত?
(মহকুমা ভিত্তিক হিসাব)

৩) ধর্মনগর মহকুমায় এক শিক্ষক বিশিষ্ট দেওছড়া নবীন নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে আরও একজন শিক্ষক কবে পর্য্যন্ত নিযুক্ত হইবে বলিয়া আশা করা যায়?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় মোট ১,৬৬৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে ১৯৮১ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত।

২) ঐ সময়ে মোট ৬৪৪টি এক শিক্ষক বিশিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল :- সদর—৬০, সোনামূড়াতে ৪১, খোয়াইতে ৫৫, কমলপুরে ৪৫, কৈলাসহরে ১০৬, ধর্ম্মনগরে ১১৮, উদয়পুর ৩৩, বিলোনীয়া ৬৭, অমরপুর ৮২, এবং সাব্রুম ৩৭।

৩) বর্ত্তমান আর্থিক বছরে আরও একজন শিক্ষক দেওয়া সম্ভব হবে। এছাড়া মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য আমি বলব যে ইতিমধ্যে আমাদের কিছু প্রাথমিক শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়ে গিয়েছে এবং এরই মধ্যে তারা কিছু কিছু জায়গায় চলে যাবে কারণ তাদের এ্যাপয়েন্টম্যান্ট এবং পোষ্টিং ও হয়ে গিয়েছে। তবুও আমাদের কিছু স্কুল বাকী থাকবে। কাজেই আগামীতে আমরা যখন আরও ১ হাজার প্রাইমারী শিক্ষক এবং ১ হাজার গ্র্যাজুয়েট এবং সাবজেক্ট টিচার্সের যে এ্যাডভার্টাইজম্যান্ট করা হয়েছে, যেখানে জব ফর্ম অলরেডি ফিল-আপ করা হয়ে গিয়েছে, তাদের সিলেক্শান হয়ে নিযুক্তি হয়ে গেলে এক শিক্ষক বিশিষ্ট স্কুলের যে সমস্যা, সেটা দূর হয়ে যাবে।

শ্রী রাম কুমার নাথ ঃ—দেওছড়া নবীন নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় এবং তার পাশে আর একটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে যাতে দুইজন শিক্ষক আছে, সেখানে আরও একজন শিক্ষক দেওয়া হয়েছে গত মাসে। অথচ দেওছড়া নবীন নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে মাত্র একজন শিক্ষক আছে, সেখানে আর একজন শিক্ষক দেওয়ার কথা, কিন্তু দেওয়া হয় নি, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার, এটা আমার জানা নাই। তবে মাননীয় সদস্য যখন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, সেটা আমি খুঁজে দেখব। এই ধরনের একজন শিক্ষক বিশিষ্ট যে সব বিদ্যালয় আছে, সেগুলিতে যাতে আর একজন শিক্ষক দেওয়া যায়, তারই চেষ্টা আমরা করছি।

শ্রী বিমল সিন্‌হা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে পারছেন না না কি বদলী করতে পারছেন না, কোনটা সঠিক আমরা জানতে পারি কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার, বদলীর কিছুটা সমস্যা আছে, কারণ কোর্ট থেকে বদলীর ব্যাপারে ইন্‌জেক্শান জারী আছে। তাছাড়া আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে ভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং তার জন্য যে পরিমাণ স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে সেই সব স্কুলের চাহিদা মতো শিক্ষক নিয়োগ করার আমাদের সরকারের আর্থিক সঙ্গতি নাই। কাজেই আর্থিক দিক দিয়ে আমাদের ক্ষমতা সীমিত, তাই আমরা প্রযোজনীয় শিক্ষক নিয়োগ করতে পারছি না। কাজেই যে ভাবে স্কুলের সংখ্যা বেড়েছে, সেই অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ না করতে পারলে, আমাদের কিছুটা সমস্যা এই দিক দিয়ে থেকেই যাবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বহু স্কুল আছে যেখানে একজন শিক্ষক আছেন, আবার এমন অনেক স্কুল আছে যেখানে দুইজন শিক্ষক আছেন। আবার এমন কতগুলি স্কুল আছে যেখানে কোন শিক্ষকই ২/৩ বছর ধরে স্কুলে যান না, এই ধরনের কোন ঘটনা আপনার জানা আছে কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—স্যার, এটা আমার জানা নাই। তবে উনাদের যে সমস্ত লোক শিক্ষকতার কাজ করেন, তাদের মধ্যে হয়তো এমন শিক্ষক আছেন যারা গত দুই তিন বছর যাবত

স্কুলে যান না, বাধ্য হযে রেজিগ্নেশান দিয়েছেন, তাদেব কথা যদি বলেন, তাহলে এখানে সেই প্রশ্ন উঠে না।

মি: স্পীকাব:—সব শ্রী বামকুমাব নাথ, উমেশ নাথ, গোপাল চন্দ্র দাস।

শ্রী উমেশ নাথ:— স্যাব, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বাব ৪৯।

শ্রী দশরথ দেব:—স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৯।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ছাত্র ছাত্রীদেব পাঠ্যপুস্তক রাজ্যেব বিভিন্ন জে, বি, স্কুলগুলিতে এনও পৌঁছায নি?

২) সত্য হইলে, তাহাব কাবণ কি?

৩) ইহা কি সত্য কোন কোন জে, বি, স্কুলে পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট সময়েব ৩/৪ মাস পর ছাত্র-ছাত্রীদেব মধ্যে বিলি বণ্টন কবা হযেছে?

৪) সত্য হইলে তাব কাবণ?

উত্তব

১) হ্যাঁ, আংশিক সত্য।

২) কারণ, পূর্ব নির্দ্ধাবিত ছাত্র ছাত্রীদেব সংখ্যা অনুযায়ী প্রাথমিক স্তবে জাতীয়কৃত পাঠ্যপুস্তক ছাপানো হইযাছিল এবং বিদ্যালয পরিদর্শকের অফিসগুলির মাধ্যমে এ বছর যথাসময়ে স্কুলে বিলি করাও হযেছিল কিন্তু মিড-ডে মিল সহ কিছু সুযোগ সুবিধা প্রদানে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধি পাওয়ায় অতঃপর অতিরিক্ত সংখ্যায় ১ম ও ২য় শ্রেণীব পাঠ্য পুস্তক ছাপাতে হয এবং স্কুলের অতিরিক্ত চাহিদা অনুযায়ী বিলি করাব জন্য বিদ্যালয় পরিদর্শকেব অফিসগুলিতে পাঠানো হয়। ইতিমধ্যে অধিকাংশ স্কুলেব ছাত্র ছাত্রীদেব মধ্যে পাঠ্য পুস্তক বিলির কাজ সম্পন্ন হইয়াছে এবং বাকী স্কুলগুলিব ছাত্র-ছাত্রীদেব পাঠ্যপুস্তক বিলির কাজ অবিলম্বে শেষ করার নির্দ্দেশ দেওযা হইযাছে। আশা কবা যায যে এই মাসের মধ্যেই তা সম্পন্ন হইবে। ৩য় এবং ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীব জাতীযকৃত পাঠ্য পুস্তক পূর্ব্বেই সরবরাহ করা হইয়াছে।

৩) হ্যাঁ।

৪) উপবেব ২নং প্রশ্নেব উত্তরে কাবণ বর্ণিত হযেছে।

এই হাউসেব অবগতিব জন্য আমি জানাচ্ছি যে ১৯৮১ সালের ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদা অনুযাযী আমবা প্রথমে ১ম শ্রেণীব জন্য ৫০ হাজাব কপি পাঠ্য পুস্তক এবং ২য় শ্রেণীর জন্য ৫০ হাজাব কপি পাঠ্য পুস্তক ছাপানো হয়েছিল। কিন্তু পববর্তী সময়ে মিড-ডে মিল এবং অন্য সুযোগ সুবিধা দানের জন্য আমাদেব স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদেব সংখ্যা আশানুরূপ ভাবে বেড়ে যায়, ফলে আমাদের আবও অতিরিক্ত ৪০ হাজাব করে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য মোট ৯০ হাজার পাঠ্য পুস্তক ছাপাতে হয। কাজেই আমবা আশা করছি যে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই ছাত্র ছাত্রী-দের কাছে বইগুলি পৌঁছে দিতে পাবব।

শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ:—মাননীয মন্ত্রী মহোদয এটা কি আশা কবা যায যে ছাত্র ছাত্রীরা সময় মতো তাদের পাঠ্য পুস্তকগুলি পেয়ে যাবে?

শ্রী দশরথ দেব ঃ—স্যার, বইগুলি ছাপানোর কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং আমরা চেষ্টা করছি যে ঠিক সময়ের মধ্যে সেগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পৌছে যাবে। তা ছাড়া ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য অঙ্ক বইটি পূর্ব্বে প্রাইভেট পাব্লিসাররা ছাপাতেন। কিন্তু সেই প্রাইভেট পাব্লিসারদের হাত থেকে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেই ঠিক করেছেন যে তারা নিজেরাই বইটা প্রিন্ট করবেন। আমরা সিদ্ধান্তটি প্রথমে জানতাম না। পরে জানতে পারি। তখন বই ছাপানো হয়ে গেছে '.।-৮৭-৭ঙ্গের চাহিদা অনুযায়ী। পরে আমরা পশ্চিম বঙ্গ সরকারের দৃষ্টিতে আনাতে, তারা আমাদের জন্য ৪০ হাজার কপি বই ছাপিয়ে পাঠান। তাতে বিলম্বিত হয়েছে। সেই বই ইতি-মধ্যে আমাদের কাছে পৌছে গিযেছে। কাজেই সময় মতো না হলে এখন আমরা ছাত্র-ছাত্রী-দের সেই বইগুলি দিতে পারছি।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয এই রকম পাঠ্য পুস্তকগুলি যথা সমযে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে পাঠাতে গোলমালের কারণ কি ? এখন সেপ্টেম্বর মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে আর মাত্র দুই মাস রযেছে পরীক্ষার বাকী কাজেই এতে ছাত্র-ছাত্রীদের যে অসুবিধা হচ্ছে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয চিন্তা করেছেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব: —স্যার, ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তক পেতে দেরী হওয়ার যে অসুবিধা হচ্ছে, সেই সম্পর্কে সরকার চিন্তা করেছেন। কারণ একটু আগেই স্পষ্ট করে বলেছি যে যেখানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা আগে ছিল ৬০ থেকে ৭০ হাজার এখন, তাদের সংখ্যা বেড়ে দাঁডিয়েছে প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। আমরা প্রথমে ৯০ হাজার কপি করে পাঠ্যপুস্তক ছাপাই। তারপর প্রতিটি বই ৪০ থেকে ৫০ হাজার কপি নুতন করে ছাপাতে হয়েছে। কারণ মিড-ডে মিল এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে গিযেছে। কম করে হলেও আমা-দের নুতন করে প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য ৪০ হাজার কপি অতিরিক্ত বই ছাপাতে হচ্ছে, তাই আমরা কিছুটা অসুবিধায় পডেছি।

মি: স্পীকার—শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৭২।

শ্রী দশরথ দেব—কোয়েশ্চান নং ২৭২।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা সরকার শব্দকর, কপালী ইত্যাদি সম্প্রদায়কে তপশীল জাতির অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন ?	১৪.৬.১৯৮১ ইং
২। বর্ত্তমানে এই বিষয়টি কি অবস্থায় রয়েছে ?	বর্ত্তমানে বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের জয়েণ্ট পার্লামেণ্টারী কমিটির বিবেচনাধীন আছে।
৩। এ সম্পর্কে রাজ্য সরকার কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন ?	এই সম্পর্কে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

শ্রী মতিলাল সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, রাজ্যসরকার গত ১৪.৬.১৯৭৯ইং এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এর পর প্রায় দুই বছরের উপর হয়েছে এখনও কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন না বা রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তের উপর কোন গুরুত্ব দিচ্ছেন না। কিন্তু এই অবস্থায় এই সম্প্রদায়ের লোকেরা গত ৩৪ বছর যাবত বঞ্চিত হয়ে আসছে তারা আর কতদিন বা কত বছর এই ভাবে বঞ্চিত থাকবে এই কথা ভেবে রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন কি না এবং করলে কেন্দ্রীয় সরকার সেই সম্পর্কে কি ধরনের দৃষ্টি ভংগী নিচ্ছেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্য সরকার তাদের বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই সিদ্ধান্ত নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট সুপারিশ করেছেন যাতে এই দুই সম্প্রদায়ের লোকদের তপশীলভুক্ত জাতি হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং যাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় সেজন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সময় সময় কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আদৌ এটা গ্রহণ করবেন কিনা কিম্বা কখন করবেন সেই প্রশ্নের জবাব রাজ্য সরকারেরপক্ষ থেকে দেওয়া সম্ভব নয়। তবে রাজ্য সরকার তাদের তপশীল ভুক্ত করার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি হচ্ছে না এবং আমি আশ্বাস দিতে পারি যে ভবিষ্যতেও আমরা চেষ্টার ত্রুটি করব না।

শ্রী মতিলাল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়, আমরা লক্ষ্য করেছি যে কংগ্রেস (আই) শাসিত বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে বিশেষ করে গুজরাটে তপশীল জাতি এবং তপশীল উপজাতির লোকদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করার জন্য বর্ণ হিন্দুদের লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেই ব্যাপারে উপেক্ষা করে আসছে। সেই অবস্থায় অন্ততঃ আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে রাজ্য সরকার এই দুই সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদের কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন কি না ?

শ্রী দশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে বক্তব্য রেখেছেন যে বিভিন্ন রাজ্যে তপশীল জাতি এবং তপশীল উপজাতিদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হচ্ছে বিশেষ করে গুজরাট প্রভৃতি রাজ্যে আন্দোলন চলছে এটা আমাদের সবার জানা আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল এই শব্দকর এবং কপালী তাদের তপশীল জাতির অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারই একমাত্র অধিকারী এবং প্রেসিডেন্সিয়েল অর্ডার যদি সংশোধন করতে হয় তাহলে পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করতে হবে এবং পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হলে পার্লামেন্ট সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কোন কোন সম্প্রদায় তপশীলভুক্ত হবে বা কোন কোন সম্প্রদায় বাদ পরবে এটা পার্লামেন্টের এক্তিয়ার। অথবা পার্লামেন্টে বিল এলে পার্লামেন্ট সেটাকে সিলেক্ট কমিটিতে বা বোথ হাউসের জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটিতে পাঠাতে পারেন। এবং সেই কমিটি ইচ্ছা করলে সেই ব্যাপারে পাবলিক ওপিনিয়ন নভাইট করতে পারেন। কাজেই এই সম্পর্কে রাজ্য সরকারের কিছু করার নাই। আমরা শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি। এখন বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির বিবেচনাধীন আছে।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা :—কপালী এবং শব্দকর এর বিষয়টি জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির বিবেচনাধীন আছে মাননীয় মন্ত্রী এই কথা বলেছেন। এখন যেহেতু এরা এখনও তপশীল জাতি হিসাবে চিহ্নিত হয় নাই সেই রাজ্য সরকার তাদের তপশীলভুক্ত জাতির লোকদের মত কিছু কিছু সুযোগ সম্প্রসারন করতে পারেন কিনা যেমন, হোষ্টেল ইত্যাদির বেলায় ?

শ্রী দশরথ দেব ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, যেহেতু তারা সংবিধান অনুযায়ী সিডিউল্ড কাষ্ট হিসাবে গণ্য হয় নাই সেজন্য তাদেব সিডিউল্ড কাষ্টের অনুরূপে সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারিত করা যায না। যদি আমবা সেটা করি তাহলে সেটার জন্য যদি কেউ আদালতের গোচরে নেয এবং কোর্ট থেকে নোটিশ জারী করে তখন গভর্ণমেণ্টের তবফ থেকে কোন জবাব দেওযার থাকবে না। সংবিধানের সর্ত্ত অনুযায়ী আমবা সেটা করতে পারি না।

মিঃ স্পীকাব ঃ—যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তব দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির লিখিত এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদযদের অনুরোধ করছি।

(ANNEXURES—"A" & "B")

মিঃ স্পীকাব ঃ—সভার পববর্তী কর্মসূচী হল, আমি মাননীয সদস্য শ্রী কেশব চন্দ্র মজুমদাবেব নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেযেছি। নোটিশটিব বিষয বস্তু হল "গত ১১ই সেপ্টেম্বর উদযপুবেব গকুলপুর বাজাবে ক্ষেতমজুব ইউনিযনেব কর্মী কার্ত্তিক দাসকে ছুবিকাহত করা সম্পর্কে।" আমি মাননীয সদস্য শ্রী কেশব চন্দ্র মজুমদাব কতৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটিব উত্থাপনেব সম্মতি দিযেছি। আমি মাননীয় স্ববাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটিব উপব বিবৃতি দেওয়াব জন্য আমি অনুবোধ কবছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপবাগ হন তাহলে তিনি আমাব পববর্ত্তী একটি তাবিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষযে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয স্পীকাব স্যাব, আমি আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বব এই সম্পর্কে হাউসেব সামনে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকাব ঃ—মাননীয মন্ত্রী আগামী ২৫ শে সেপ্টেম্বব এই সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকাব :—আমি আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী বসিবাম দেববর্মাব নিকট থেকে পেযেছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল "গত ১৬ ৯/৮১ ইং রাতে চম্পকনগব ত্রিপুবা লোকশিক্ষালয় হাইস্কুলে চুরি হওযা ও রেকর্ড পত্র আসবাবপত্র ভাংচুর এবং চতুর্থ শ্রেণী কর্মচাবী কোয়ার্টাব ভাংচুর করা সম্পর্কে।" আমি মাননীয সদস্য শ্রী বসিবাম দেববর্মা কতৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি অকর্ষণী নোটিশটিব উপর বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। যদি অপরাগ হন তাহলে তিনি আমাকে পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :- মাননীর স্পীকাব স্যার, আমি আগামী ২৫ শে সেপ্টেম্বর এই সম্পর্কে বিবৃতি হাউসের সামনে দেব।

মি: স্পীকার:—আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ মহোদয়েব নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটিব বিষয় বস্তু হল বিগত আগষ্ট মাসে একটি খেলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস (ই)- এর লোকেদেব যোগ সাজসে পুলিশেব একাংশ কতৃ'ক ডি এন, ভি, রোড এলাকায গনতান্ত্রিক মানুষেব উপর হামলা করা সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী উমেশ চন্দ্র নাথ কতৃক আনীত দৃষ্টী আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই নোটিশটির উপর বিবৃতি দিতে অনুরোধ করছি। যদি তিনি অপারগ হন তাহলে তিনি আমাকে পরবর্ত্তী একটি তারিখ জানাবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী – মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ২৫ শে সেপ্টেম্বর এই সম্পর্কে হাউসের সামনে বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী ২৫শে সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার—আমি আরেকটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরীর নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল –গত ১১ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস (ই) ও সমাজ দ্রোহী কর্তৃক হবিণা বাজারে তিনটি বামপন্থী সমর্থক দোকান ও প্রগতি প্যাকস লুট করা সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত নোটিশটি উত্থাপনের জন্য সম্মতি দিয়েছি। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য। যদি তিনি আজ অপারগ হন তাহলে আমাকে একটা পরবর্তী তারিখ জানাবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২৪শে সেপ্টেম্বর এই সম্পর্কে হাউসের সামনে একটা বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী আগামী ২৪ শে সেপ্টেম্বর এই সম্পর্কে বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার—আমি আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী নিরঞ্জন দেব বর্মা নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয় বস্তু হল "টাকার জলা থানার অধীনে সদস্য মধ্যঘনীয়ামারা গাঁওসভায় গত ২৪-৮-৮১ তারিখে গোপাল দেবনাথ নামে জনৈক দুস্কৃত-কারি দের দ্বারা খুন হওয়া সম্পর্কে।" আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত নোটিশটি উত্থাপনের জন্য অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী কর্তৃক আনীত নোটিসটির উত্থাপনের উপর বিবৃতি দিতে। যদি তিনি অপারগ হন তাহলে তিনি আমাকে পরবর্তী একটা তারিখ জানাবেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২৪শে সেপ্টম্বর এই সম্পর্কে হাউসের সামনে বিবৃতি দেব।

মি স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী আগামী ২৪শে সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেবেন।

মি স্পীকার—আজ একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী একটা বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন নোটিশটির বিষয় বস্তু হল—"বিগত ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৮১ ইং রাত্রে ত্রিপুরা বিধান সভা ভবনে অগ্নিকাণ্ডে ও প্রচুর ক্ষতি সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১১/১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৮১ ইং তারিখ শেষ রাতে এক অগ্নিকাণ্ডে ত্রিপুরা বিধান সভায় মন্ত্রীদের বসার ৪ টি কক্ষ আংশিক ভস্মিভূত হয়ে গেছে। রাত প্রায় ৪ টা নাগাদ বিধান সভার নাইট গার্ড শ্রীসঞ্জয় দেববর্মার নিকট হইতে ভোর ৪টা ৮ মিনিটে টেলিফোনে আগুনের খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর দুইটি গাড়ী ভোর প্রায় ৪টা ১০ মি: সময়ে বিধান সভায় এসে উপস্থিত হয় এবং ২০ মিনিটের ভিতর আগুন আয়ত্বে আনে ও প্রায় দেড় ঘণ্টার চেষ্টার পর আগুন নিভাতে সমর্থ হয়। দমকল বাহিনীর অধিকর্তা ফায়ার প্রিভেনশান অফিসার সহযোগে ১২ ই সেপ্টেম্বর সকাল ৫-৩০ মিঃ ঘটনাস্থলে পরিদর্শণ করিতে আসেন। প্রাথমিক তদন্তে দেখা যায় বিধান সভার দোতালার

তালাবন্ধ ছিল। রাত প্রায় ৪টা নাগাদ বিধান সভায় কর্মরত একজন কনষ্টবল বিধান সভার ভিতর হইতে পশ্চিম দিকে ধোঁয়া বের হতে দেখে বিধান সভার কর্মরত নাইট গার্ডকে খবর দেন। নাইট গার্ড খবর পেয়ে দোতালা প্রবেশ পথে দক্ষিণ পশ্চিম কোনের দরজা খুলে দেন এবং দমকলে খবর দেন। অগ্নিকাণ্ডে সমবায় ও কৃষি মন্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ সমেত ৪টি কক্ষ অগ্নিদগ্ধ হয়। দমকল বাহিনীর চেষ্টায় আগুন বেশীদূরে ছড়াতে পারে নাই। দমকল বাহিনীর মতে তাহাদের ঘটনাস্থলে পৌছার অন্তত: তিন ঘণ্টা পূর্বে আগুন লাগে। অগ্নিদগ্ধ ঘরগুলিতে রাখা ৬টি টাইপ রাইটার, আসবাব পত্র, কিছু কাগজ-পত্র ছাদের কিছু অংশ কাঠের প্রাচীর, ইলেকট্রিক পাখা, টিউব লাইট ইত্যাদি আগুনে পুড়ে যায়। প্রাথমিক হিসাবে স্থাবর সম্পত্তির আনুমানিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪০.০০০ হাজার টাকা। ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থার সম্পত্তির হিসাব করা হইতেছে। টাইপ রাইটার মেসিন ৬টি. ফ্যান ৪টি, সেক্রেটারিযেট টেবিল ৪টি, টেলিফোন ৩ টা, টাইপ টেবিল ৩ টা, চেয়ার কুশন ৪টা, ওডেন রেক ৪টা, ওডেন চেয়ার ১২টা, কার্পেট ৫ টুকরা, টেবিল লাইট ৪টা, হোয়াইট পেপার্স ৫ রিম, সটেনসিল ৬ পেকেটস্। চীফ ইঞ্জিনীয়ার ইলেকট্রিক গত ১২/৯/৮১ ইং তারিখ সকাল ৮-৩০ মিঃ সময় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। বৈদ্যুতিক গোলযোগে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় নাই বলিয়া তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। আগুন লাগার প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায় নাই। প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানের জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসকের উপর অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রকৃত কারণ জানা যাইবে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই যে বিধান সভায় আগুন লেগেছে, কি কি কারণে? আমরা এর আগে শুনেছি জম্মু ও কাশ্মীর বিধান সভায় আগুন লাগানো হয়েছে। কাজেই এই আগুনের পেছনে কি কি কারণ আছে বলে সরকার মনে করছেন? কারণ বিধান সভাতে এত নিরাপত্তার ব্যবস্থা যেখানে আছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই কথাটা ঠিক যে এই সময়ে বিধান সভায় কিছু বাড়ীঘরের কাজ মেরামত চলছিল বলে কিছু কাগজ পত্র নষ্ট হয়েছে। অবশ্য তার লিষ্ট আমার কাছে নেই। তবে পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটির কিছু কাগজ এবং প্রশ্ন ইত্যাদি সেই ঘরের মধ্যে রাখা হয়েছিল সেই গুলি নষ্ট হয়েছে। এসটিমেট কমিটির ড্রাফট রিপোর্ট এবং কাগজপত্র কিছু নষ্ট হয়েছে। এই আগুনের কারণ সম্বন্ধে অন্যান্য মহল থেকে বলা হচ্ছে যে বিদ্যুৎ থেকে হয়েছে, কিন্তু বিদ্যুৎ দপ্তর বলছে যে বিদ্যুত থেকে আগুন লাগার সম্ভাবনা কম। সমস্ত বিষয়ই তদন্ত করা হচ্ছে। এর পেছনে কোন দুষ্কৃতকারীর হাত ছিল কি না জানা নাই।

শ্রী নকুল দাস:—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাঝে মাঝে শোনা যায় যে বিধান সভার লাইটগুলি চুরি হয়ে যায়। এখানে যারা ডিউটিতে থাকেন তারা নাকি এটার দায়িত্ব নেন না। আবার পুলিশ বলেছে এটা তাদের দায়িত্ব না। বিধান সভায় প্রায়ই জিনিষ চুরি যায়। যারা এই সমস্ত জিনিষগুলি চুরি করে তারা এই আগুন লাগার ঘটনার সংগে জড়িত কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের রিপোর্টে এটা আছে কিনা?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী:—স্যার, সব জায়গাতেই কিছু কিছু জিনিষ চুরি যায় কিন্তু সব জায়গাতেই

আগুন লাগেনা। কাজেই চুরির সংগে এই ঘটনার কোন যোগাযোগ আছে কিনা সেটা যিনি তদন্ত করছেন, তিনি দেখবেন।

শ্রী বাদল চৌধুরীঃ—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, যেখানে আগুন লেগেছে সে ঘরে কোন জিনিষ পত্র থাকেনা। সেখানে যে ফাইল পত্র রাখা হয়েছে বিশেষ করে পাবলিক একাউন্টস কমিটির রিপোর্ট, এষ্টিমেট কমিটির রিপোর্ট, পাবলিক আণ্ডারটেকিংস কমিটির রিপোর্ট। আমরা দেখেছি তাতে বিশেষ করে ১৯৭৪ ইং সালে যে সমস্ত দুর্নীতি হয়েছে, সেই সমস্ত দুর্নীতি এই সব রিপোর্টে বেরিয়ে এসেছে যাতে অফিসাররাও প্রায় জড়িয়ে পড়েছেন। সেই দিক থেকে এই কাগজগুলিকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, এমন কোন হাত আছে কিনা, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের রিপোর্টে আছে কিনা।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, আমি আগেই বলেছি যে সব বিষয়গুলি যিনি তদন্ত করছেন তিনিই অনুসন্ধান করে দেখবেন।

মিঃ স্পীকারঃ—আজ আরেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী সুনিল কুমার চৌধুরী মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো—"সাম্প্রতিক কালে বাংলা-দেশ থেকে উপজাতি অংশের শরনার্থী আসায় উদ্ভুত পরিস্থিতি সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তীঃ—মিঃ—স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দিচ্ছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হচ্ছে। 'সাম্প্রতিক কালে বাংলা দেশ থেকে উপজাতি অংশের শরনার্থী আসায় উদ্ভুত পরিস্থিতি সম্পর্কে।"

বাংলা দেশ সেনাবাহিনী চিটাগাং হিল ট্রাকটস অঞ্চলে তৎপরতা আরম্ভ করার ফলে ঐ অঞ্চল হতে উপজাতি লোকেরা ত্রিপুরার সাব্রুম মহকুমায় জুন মাসের ২৭ তারিখ হতে আশ্রয় নিতে আরম্ভ করে। প্রথমত ১৩ জন উদ্বাস্তু বাগ্রাই বাড়ীর নিকটে ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। উদ্বাস্তুদের সংখ্যা দ্রুত বারতে থাকে। খবর পাওয়া যায় চিটাগাং হিল ট্রাকটস অঞ্চলের গ্রামগুলিতে আগুন লাগান হচ্ছে। উদ্বাস্তুদের শিবিরে থাকার ব্যাপারে রাজ্য সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নেন। তাদের জন্য খাদ্য এবং ঔষধ পত্রাদিও ব্যবস্থা করা হয়। দক্ষিন ত্রিপুরার জেলাশাসক এবং পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠানো হয়।

জুন মাসের ২৭ তারিখ বিকেলে গৃহ মন্ত্রালয় থেকে একটি বার্ত্তা পাওয়া যায়। তাতে উদ্বাস্তু আগমন সম্পর্কে তথ্য জানাবার জন্য বলা হয়। তাতে আরও বলা হয়, যে সমস্ত লোক সীমান্ত অতিক্রম করে এখানে আশ্রয় নিয়েছে, তাদেরকে ভারত সরকারের নির্দেশ ছাড়া বাংলা দেশ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যেন ফিরিয়ে দেওয়া না হয়।

বৈষ্ণব পুর, কাঁঠালছড়ি ও শিলাছড়ি এ তিনটি শিবিরে উদ্বাস্তুদের রাখা হয়। করবুকে আরো একটি শিবির খোলার ব্যবস্থা নেওয়াহচ্ছে। উপরি উক্ত তিনটি শিবিরে ১৯শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত সমস্ত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা এখানে দেওয়া হলো।

বৈষ্ণব পুর শিবির——	৮৭৪ জন।
কাঠালছড়ি শিবির——	১,৪৩৭ জন।
শিলাছরি শিবির——	১,৫৭২ জন।
সর্ব্ব মোট—	৩,৮৮৩ জন।

২০শে ও ২১শে সেপ্টেম্বর আরও ৫১৭ জন উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছে। রাজ্যে বিগত হাঙ্গামার সময় উদ্বাস্তুদের যে হারে দেওয়া হত, সে হারে এখন কাব উদ্বাস্তুদের খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হচ্ছে। ৮ই জুলাই থেকে প্রতি পূর্ণবয়স্ক উদ্বাস্তুকে প্রতিদিন ১.৮০ পয়সা হারে এবং প্রতি নাবালক উদ্বাস্তুকে প্রতিদিন ০.৯০ পয়সা হারে দেওয়া হচ্ছে। উদ্বাস্তুদের কাপড় চোপড় দেওয়া হচ্ছে এবং শিশুদের যতটুকু সম্ভব পোষাক দেওয়া হচ্ছে।

উদ্বাস্তুদের চিকিৎসার জন্য শিলাছড়ি ও সাব্রুম হাসপাতালের ডাক্তারগণ এবং অন্য জায়গা থেকে প্রেরীত ডাক্তারগণ নিয়োজিত আছেন। যথোপযুক্ত পরিমানে ঔষধ সরবরাহ করা ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিবির গুলিতে রোগে কয়েকজন উদ্বাস্তুর মৃত্যু হয়েছে। কিছু সংখ্যক শিশুর শিবিরে জন্ম হয়েছে। উদ্বাস্তুদের ত্রাণের জন্য এ পর্যান্ত ৬লক্ষ ২০হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

পঞ্চায়েত মন্ত্রী, পশু পালন মন্ত্রী এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী শিবিরগুলি পরিদর্শন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রীও বৈষ্ণবপুর এবং কাঠালছড়ি শিবির পরিদর্শন করেছেন। মন্ত্রী সভাতেও এই শরনার্থী সমস্যা সম্পর্কে অনেক বার আলোচিত হয়েছে।

ভারত সরকারকে অবস্থা সম্পর্কে সময় সময় অবহিত করা হয়েছে। ভারত সরকারের কাছ থেকে এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। যদিও ভারত সরকারের দুইজন অফিসার শিবির গুলো ২৬ শে এবং ২৭ শে আগষ্ট পরিদর্শন করে গিয়েছেন।

সীমান্ত রক্ষী বাহিনী এবং বি, ডি, আর এর মধ্যে ২৪শে আগষ্ট এই সম্পর্কে একটি বৈঠক হয়। বৈঠকটি সোহার্দ্যপূর্ণ আবহাওয়ায় অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় সীমান্ত বাহিনী ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশী উপজাতি উদ্বাস্তুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ায় বি,ডি,আর কর্তৃপক্ষ সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বলেন, উভয় দেশের অসামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উদ্বাস্তু চিহ্নিত করার পর বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ উদ্বাস্তুদের ফেরত নিতে রাজী আছে।

ইতিমধ্যে দিল্লীতে পররাষ্ট্র মন্ত্রী পর্যায়ে দুই দেশের জরুরী সমস্যাবলী নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ত্রিপুরায় বাংলাদেশী উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশর সমস্যাটি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে কিনা আমাদের জানা নাই। কিন্তু দুঃখ জনক ও উদ্বেগ জনক যে এই আলোচনার পরও ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্ত সংখ্যালঘু উপজাতি জনগনের উপর অত্যাচার বন্ধ হয় নাই। যার ফলে উদ্বাস্তু আগমন অব্যাহত আছে। বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে।

শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী ঃ-পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান, স্যার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর রিপোর্টে এ রকম কোন তথ্য আছে কিনা যে বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়েছে এবং আলোচনাও করা হয়েছে। আলোচনার পরও এখনো পরিবেশের কোন পরিবর্তন হয় নি, বরং আরও নুতন করে উদ্বাস্তু আসতে শুরু করেছে। যা আমাদের উপর একটা বোঝা স্বরূপ। কারন সেখানে এমনিতে ডাক্তার দেওয়া হয়েছে যেখানে রোগীর শুধু ঔষধ পত্রাদি দ্বারা চিকিৎসিত হতে পারে। কিন্তু তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হচ্ছে। তাদেরকে হাসপাতালে ভর্ত্তি করার ফলে সেখানকার সাধারণ মানুষের চিকিৎসার সুযোগ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালগুলিতে সীট প্রায় নেই বললেই চলে। সাব্রুমের হাসপাতাল গুলিতেও একই অবস্থা। সেখানে রোগীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। সীট প্রায় নেই বললেই চলে। এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারকে কিছু জানানো হয়েছে কিনা এবং রাজ্য সরকার

এ ব্যাপারে কিছু চিন্তা করছেন কিনা যে হাসপাতালগুলিতে সীট বাড়িয়ে কি ভাবে সমস্যা সমাধান করা যায়। তারপর রেশন দিতে গিয়েও মাঝে মাঝে কিছু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত চাউল বরাদ্দ করা হয়েছে কিনা যা বরাদ্দ করলে শরণার্থীরা রেশন পেতে পারে। অনেক সময় শরণার্থীদিগকে রেশন দেওয়ার ফলে দেখা যায় ঐ খানকার স্থানীয় লোকেরা কোন কোন সপ্তাহে রেশন পাননা। এ গুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের রিপোর্ট আছে কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী:—স্যার, অনেকগুলি প্রশ্ন এক সংগে করা হয়েছে। প্রথমতঃ হচ্ছে গত কয়েক দিনের মধ্যে বেশ কিছু শরণার্থী নতুন করে এসেছে এবং আরও আসার সম্ভাবনাকেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায়না। আমরা যেগুলি রিপোর্ট পেয়েছি তাতে দেখা যায় যে সবকটি ক্ষেত্রেই বি, ডি, আর, গুলি চালিয়েছে, কিছু কিছু ঘর বাড়ীতে আগুন লাগানো হয়েছে। যার ফলে নতুন করে আবার উদ্বাস্তু আসতে শুরু করেছে। তৃতীয়ত হলো এদের আসার ফলে স্বাভাবিক ভাবেই ত্রিপুরার মতো সমস্যা বহুল রাজ্য আরও অনেক বেশী বিব্রত হয়ে পড়েছে এবং এই সমস্ত শরণার্থীদের জন বিশেষ করে সাব্রুমের জনসাধারণের পক্ষে এটা একটা মস্ত বড় বোঝা হয়ে পড়েছে নিশ্চয় রাজ্য সরকারের এই সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। এই সমস্যার জন্য আমাদের শিলাছড়িতেও যেতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে আরও ২।১ টি জায়গা নিতে হবে। ডাক্তারের কথা যা বলেছেন সেটা সত্য। সেখানে ৪০।৫০ জন অতিরিক্ত রোগী আছেন কিন্তু সেখানে মাত্র ৪ ন ডাক্তার আছেন এবং নার্স ও প্রয়োজনের তুলনায় কম আছেন, সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চ ভাবছি শিলাছড়ি ও করবোগে যে প্রাইমারী হেলথ্ সেন্টার আছে সেই হেলথ সেন্টারগুলি উন্নত করা যায় কিনা তার জন্যও আমরা ভেবে দেখছি। মাননীয় সদস্য চাউলের কথা যটা বলেছেন সেটা ঠিক নয়। এটা সত্য যে আপনাদের পাওনা চাউল অনেক সময় নির্দ্দিষ্ট সময় মতো দেওয়া যায় না শিবিরর লোকদের জন্য ১০ হাজার মেট্রিক টন চাউল কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুরী করে দেন গত মাসে কিন্তু এফ-সি-আই সেই চাউল এখনও আমাদের দেন নি। এই সম্পর্কে আমরা কেন্দ্রীয় খাদ্য মন্ত্রীকে লিখেছি। আশা করছি এই চাউল তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে। আমাদের চাউলের এখন অসুবিধা হবে বলে আমার মনে হয় না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব্ ক্লারিফিকেশ্যান স্যার, এই শরণার্থীদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কত আর্থিক সাহায্য পাঠিয়েছেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, কোন আর্থিক সহায্য পাঠানো হয় নি।

শ্রী বাদল চৌধুরী :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এর আগেও বিধান সভায় বহুবার আলোচিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। পর্ব্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতি যুব সমিতির সমর্থিত লোকেরা ট্রেনিং নিচ্ছে এবং এখানে এসে বোমা ফাটাচ্ছে এবং লুট-তরাজ করেছে এবং খুনও করছে। এখন শুনা যাচ্ছে উপজাতি যুব সমিতির লোকেরা এখন বাংলাদেশে যাচ্ছে এবং ট্রেনিং নিচ্ছে এবং এখানে এসে বোমা ফাটাচ্ছে। এই রকম কোন তথ্য রাজ্যসরকারের হাতে আছে কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—স্যার, এই উদ্বাস্তু আগমনের সঙ্গে যারা বাংলাদেশে ট্রেনিং দিতে যাচ্ছেন তাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে আমরা জানি না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় সদস্য হাউসকে বিভ্রান্ত করছেন। উপজাতি যুব সমিতির কোন লোক বাংলাদেশে ট্রেনিং দিচ্ছেন না।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য সমস্যা বহুল রাজ্য, কাজেই এই সমস্যা বহুল রাজ্যে শরণার্থীদের জন্য কেন্দ্র থেকে কোন আর্থিক সাহায্য আসছে না। এই অবস্থা আরও দীর্ঘ দিন চলতে পারে। তার জন্য এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার কোন দায়িত্ব নেবেন কিনা ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এই কথা পরে ভাবা হবে। এখন আমাদের তহবিল থেকে খরচ করছি।

শ্রী বিমল সিনহা :—পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, বাংলাদেশ থেকে এখন পর্য্যন্ত অনেক লোক আশ্রয় নিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে। আমরা খবর পেয়েছি গত ১৬।১৭ ডিসেম্বর কিছু উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক লোক একটা মিটিং করে, সেই মিটিং-এ ৭৭জন ডেলিগেট ছিল। এই ৭৭ জন ডেলিগেটের মধ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে ত্রিপুরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে আরও কয়েকজন মন্ত্রীকে হত্যার ষড়যন্ত্র এবং সাথে সাথে ত্রিপুরার কয়েকজন বড় বড় অফিসারকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়। বাংলাদেশের গভর্ণমেণ্ট সেই সমস্ত ট্রাইবেলকে বাংলাদেশে অটোনমাস ডিষ্ট্রিক কাউন্সিলের জন্য ট্রেনিং দিচ্ছে। এই সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী সদস্যরা আপনার সঙ্গে বা রাজ্য সরকারের সঙ্গে কোন কনসাল্টিং করেছেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী : —মিঃ স্পীকার স্যার, এটা ঠিক এই ধরণের একটা সংগঠন তৈরী হয়েছে এবং তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় চিঠিপত্র দিচ্ছে এবং যারা সংগঠন করছেন তারা উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক। তবে তাদের সঙ্গে যারা শরণার্থী এসেছেন তাদের কোন সম্পর্ক আছে কিনা সেটার কোন তথ্য আমাদের সরকারের কাছে নেই। এই রকম একটা সংগঠন বাংলাদেশের মধ্যে গিয়ে যদি বাংলাদেশ বাহিনীর সঙ্গে অস্ত্রের ট্রেনিং দেয় তাহলে বাংলাদেশ বাহিনীর সঙ্গে তাদের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

যদি বাংলাদেশে তাদে[illegible] ট্রে[illegible] ওয়া হয় তাহলে বাংলাদেশ সরকার নিশ্চয় তাদের সহানুভূতির সংগে দেখেন। [illegible] রাজ্যের সংগে যোগাযোগ না থাকলে সটা ক[illegible] সম্ভব [illegible] না। অর্থাৎ বাংলাদে[illegible] য়ে ট্রেনিং দেওয়া কোন সময়ই সম্ভব হত না। [illegible] ননীয় বিরোধী [illegible] স[illegible] রছি যে তারা যেন [illegible] সমস্ত না করে [illegible] ফি[illegible] করেন।

[illegible] দ্র জমাতিয়া :—পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, আমি আগেও বলেছি য [illegible] ব্যাপারে উপজাতি যুব সমিতির সংগে কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখা ন সরাসরি যুবসমিতিকে দোষ দিয়েছেন। কাজেই আমি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ করছি, রাজ্যের স্বার্থে, সার্বিক স্বার্থে সেই নামগুলি তিনি যদি প্রকাশ করেন তাহলে আমরা উপজাতি যুব সমিতির তরফ থেকে তার একটা ব্যবস্থা নিতাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং শ্রী বিমল সিনহা, তিনি একজন অ্যাপোলোর এজেণ্ট হয়ে কাজ করছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি যেভাবে এটা করেছেন তাতে হাউসকে অবমাননা করা হয়েছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা হাউসের প্রসিডিংস্ থেকে একস্‌পানস্‌ড করা হোক।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঃ—স্যাব, এটা নিয়ে কোন পযেন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশাণ হতে পাবে না।

শ্রীনিবঞ্জন দেববর্মা ঃ—কিছুদিন আগে পত্রিকায় দেখেছি স্ববাষ্ট্র দপ্তবের প্রতিমন্ত্রী যোগেন্দ্র মাকোয়ানা লোকসভায় বলেছেন যে, ত্রিপুবা মনিপুরেব কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী দল বাংলাদেশ গিয়ে ট্রেনিং দিচ্ছে। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন এদেব সাথে তাদেব কোন যোগাযোগ নাই। গত ১১ ই এবং ১২ ই সেপ্টেম্বব তিনি অম্পিতে গিয়েছিলন। তিনি সেখানে গিয়ে বৈশামুনি কলহ পাডাতে মিটিং করেন। মিটিং কবে সবাইকে চাঁদা দেওযাব কথা বলেন এবং সেখানে সাবে বাবশ টাকা ধার্য্য কবা হয়েছে। কিন্তু মাননীয় সদস্য বলেছেন এই ব্যাপাবে তাদেব কোন যোগাযোগ নাই। মাননীয় স্ববাষ্ট্রমন্ত্রী এই ব্যাপাবে ওয়াকিবহাল আছেন কিনা তা আমি জানতে চাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—পযেন্ট অব ক্ল্যাবিফিকেশান স্যাব, মাননীয় সদস্য শ্রীনিবঞ্জন দেববর্মা যে ব্যাপাবটা এখানে উল্লেখ কবেছেন সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি ১১ ই সেপ্টেম্বব অম্পিতে গিযেছিলাম ইন্টাবভিউয়েব ব্যাপাবে। মাননীয় সদস্য এখানে একটা মিথ্যা প্রকাশ কবে হাউসকে অবমাননা কবছেন। এটা খুবই দুঃখজনক।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী —মাননীয় সদস্য শ্রীনিবঞ্জন দেববর্মা কেন্দ্রীয় সবকাবেব স্ববাষ্ট্র দপ্তবেব প্রতিমন্ত্রী যে বক্তব্যেব কথা উল্লেখ কবেছেন সেটা ঠিক, এই অঞ্চলেব মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদীবা কাজ কবছেন এবং কেন্দ্রীয় সবকাব জানেন যে এই ব্যাপাবে বিদেশী শক্তিব হাত বয়েছে। ত্রিপুবা বাজ্যে যে বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং বিদেশী শক্তি কাজ কবছে তা কেন্দ্রীয় সবকাব জানেন। কাজেই এই ব্যাপাবে ত্রিপুবা বাজ্যে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি বাখাব যথেষ্ট প্রয়োজন। আমাদেব ত্রিপুবা বাজ্য এমন একটা জায়গায় অবস্থিত যাব ৮৫০ কিলোমিটাব বাংলাদেশেব সংগে সীমান্ত। যাব ফলে শবণার্থীবা ত্রিপুবাতে এসে পডে বিচ্ছিন্নতাবাদীবা তাদেব নিজ নিজ এলাকাব মধ্যে অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে ঘোবাফেবা কবেন। এইভাবে অস্ত্র শস্ত্র নিযে বাজ্যেব মধ্যে ঘোবা ফেবা কবা খুবই বিপদের কথা। অস্ত্র শস্ত্র নিযে ঘোবাফেবা কবা কাবো অধিকাব নেই। একটা বাজ্যে কেউ যদি এইভাবে অস্ত্র শস্ত্র নিযে ঘোবাফেবা কবে তাহলে তা ভাল মনে হয় না। শ্রীমতী গান্ধীকে আমি অনুবোধ কবেছি আবও কিছু সীমান্ত বক্ষী বাহিনী পাঠানোব জন্য। এখানে এম এন এফ-কেও অস্ত্র শস্ত্র নিযে ঘোবাফেবা কবতে দেখা যায়। এই এম এন এফ-এব ঘোবাফেবা বন্ধ কবার জন্য এবং এই শবণার্থীদেব আসা বন্ধ কবাব জন্য আমি শ্রীমতী গান্ধীকে জানাব যাতে কবে বাংলাদেশ সবকাবেব সংগে এই ব্যাপাবে আলোচনা কবে শবণার্থী আসা অবিলম্বে বন্ধ কবা হয়। যাবা বাংলাদেশ থেকে এখানে উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন তাবা যাতে আবাব যত তাডাতাডি সম্ভব বাংলাদেশ ফিবে যেতে পাবেন সেদিকে আমাদেব বাজ্য সবকাবেব চেষ্টা অব্যাহত আছে এবং থাকবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ।—আজ আবেকটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশেব উপব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক আনীত

নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

গত ১৩ই সেপ্টেম্বর জোলাইবাড়ীতে কমঃ গৌরাঙ্গ নমঃ এবং কমঃ অজিত বৈদ্য-এর খুন হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে।"

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— গত ১৪ই সেপ্টেম্বর চার বামদল ২৪ ঘটার জন্য ত্রিপুরা বন্ধের ডাক দেন। এই বন্ধের বিপক্ষে এবং পক্ষে প্রচারের জন্য গত ১৩ই সেপ্টেম্বর জোলাইবাড়ী বাজার কংগ্রেস (ই) পরিচালিত ২রা অক্টোবর কমিটি এবং সি, পি, আই (এম) সমেত চার বামদলের সমর্থ করা দুইটি মিছিল বের করে। শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বাইখোরা থানায় ভারপ্রাপ্ত দারোগা তিনজন রাইফেলধারী দুইজন লাঠিধারী কনষ্টেবল ও দুইজন হোমগার্ড নিয়ে একটি পুলিশ ভ্যান বিকাল ৪টায় জুলাইবাড়ী উপস্থিত হন।

বেলা ৫-৩০ টার সময় ছিল পরস্পর মুখামুখী হয়ে বন্ধের সমর্থনে ও বিরুদ্ধে উত্তেজিতভাবে শ্লোগান দিতে থাকে। পুলিশের বাঁধা উপেক্ষা করে তারা পরস্পর পরস্পরকে এবং পরে পুলিশকে লাঠি সোটা পটকা নিয়ে আক্রমণ করে। ভারপ্রাপ্ত দারোগা জনতাকে বে-আইনী ঘোষণা করেন, পরে ফাঁকা আওয়াজ করেন। তাতেও কোন ফল না হলে পুলিশ গুলি চালনা করে, যার ফলে অন্যান্যদের মধ্যে গৌরাঙ্গ নমঃ এবং অজিত বৈদ্য গুরুতরভাবে আহত হন। আহত এই দুই ব্যাক্তিদের অন্যান্য আহতদের সহ আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে পাঠানো হলে তারা সেখানে প্রানত্যাগ করেন।

এই দুঃখ জনক ঘটনা সম্পর্কে সুষ্ঠ তদন্তের জন্য রাজ্য সরকার একজন জেলা জজ পর্যায়ের বিচারককে নিয়ে একটি তদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তাই তদন্ত, যাতে প্রভ বিত না হয় তার জন্য রাজ্য সরকার তাদের এই বিবৃতি সংক্ষিপ্ত করেছেন।

শ্রী নিরঞ্জন দেববর্মা :— এই যে ৪ বাম দল বন্ধ ডেকেছিল, সেই ৪ বামদল ৯ই সেপ্টেম্বর তারা জোলাইবাড়ীতে একটা মিটিং করেছিল। এই চার বামদলের সেখানে সংমিশ্রন ঘটেছিল। তারা ২ দিন আগে সেখানকার থানায় দরখাস্ত পাঠায় মিছিল হবে বলে। যে দিন মিছিল হওয়ার কথা সেইদিনও মিছিলকারীরা থানায় যোগাযোগ করে জেনে নেয় বন্ধ সমর্থকদের জন্য ৪-৩০ মিঃ হইতে ৫-৩০ মিঃ পর্য্যন্ত সময় ধার্য্য করা হয়েছে।

বাদল চৌধুরী :— আর সেই সময়ের মধ্যেই মিছিলটা সংগঠিত হয়েছিল। এই মিছিলটি বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বাজারে আসে, ততক্ষন পর্যন্ত তাদের পিছন পিছন পুলিশও ছিল। কিন্তু যেইনা মিছিলটা বাজারে প্রবেশ করল অমনি সমস্ত পুলিশগুলি একে একে সেখান থেকে সরে যায়। তখন একটা কিছু গণ্ডগোল হতে পারে আশংকা করেই বন্ধ সমর্থক মিছিলটি ধীর গতিতে এগিয়ে চলে। কিন্তু এই ভাবে তাদেরকে বেশী দুরে যেতে হয় নি, কিছুটা যাওয়ার পরই, পথের মধ্যে পুলিশ মিছিলটাকে দাঁড়িয়ে যেতে বলে, মিছিল দাঁড়িয়ে যায়। আর সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশসহ কংগ্রেস (ই)-র প্রায় ৫০-৬০ জন গুণ্ডা সসস্ত্র অবস্থায় মিছলের উপর ঝাপিয়ে পরে। পুলিশ তখন কয়েকটা গুলি করে, তাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গৌরাঙ্গ নমঃ মাটিতে লুটিয়ে পরে সঙ্গে সঙ্গেই পেছন থেকে তরুণ ভৌমিক, দেবব্রত মজুমদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী প্রমুখ কংগ্রেস (ই)-র কয়েক জন গুণ্ডা দৌড়ে এসে গৌরাঙ্গ নমঃকে টেনে হিচরে বাজারে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাকে রামদা দিয়ে কোপাতে শুরু

করে। কিছুক্ষণ এইভাবে কোপানোর পরে তারা তাকে মৃত ভেবে রাস্তায় ফেলে রেখে চলে যায়। এই ঘটনায় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে, আমি মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করব, সব তথ্য তদন্ত কমিশনের কাছে উপস্থিত করতে। তাহলে যে যে ঘটনাগুলি ঘটেছিল সেইটা সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে আসতে তার পক্ষে সুবিধা ও সহায্য হবে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয় এইটা পুলিশ ভ্যানের পেছনে কংগ্রেস (ই)-র সেখানকার স্থানীয় নেতা মানিক বৈদ্য এবং সেখানকার এস আই মাখন চক্রবর্তী এবং আরও কয়েক জন কনষ্টেবল সেখানে দাঁড়িয়া ছিল। মানিক বৈদ্যের নির্দেশেই সেখানে গুলি চালানো হয়। বন্ধ সমর্থক মিছিলের একজন অজিত বৈদ্য গুলি চালানো অবস্থায় সেখান থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তখন সেই পালিয়ে যাওয়া অবস্থায় তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়া হয়, ফলে তার পায়ের তালুতে গুলি লাগে। তেমনি ভাবে রতন পালকেও পুলিশ গুলি করেছে, তারও হাতে পায়ে গুলি লেগেছে, এইভাবে অসুস্থ হওয়ায় অজিত বৈদ্য ও রতন পালকে সেখানকার বন্ধ সমর্থক দলের কয়েকজন, যেমন মুকুল চৌধুরী, দিলীপ পাল ও মানিক পাল, এরা একটা পরিচিত রিক্সা করে তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু পথের মধ্যেই ঐ জোলাই বাড়ীর স্কুলের কাছে তারা কংগ্রেস (ই)র মানিক বৈদ্য, নৃপেন্দ্র ভৌমিক ও সুশীল মজুমদার প্রমুখ নেতাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তাতে রতন পাল সহ মুকুল চৌধুরীরা কোন মতে পালিয়ে গিয়ে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু পায়ে গুলিবিদ্ধ অজিত বৈদ্য পালাতে পারে না, ফলে কংগ্রেস(ই)র নেতাদের হাতের লাঠির প্রচণ্ড আঘাত তাকে ধরাশায়ী করে। এইভাবে কিছুক্ষন মেরে তাকে, মারা গেছে মনে করে রিক্সার মধ্যেই ফেলে রেখে চলে যায়। পরে কে বা কারা তাকে সেখান থেকে হাসপাতালে নিয়ে যায়, সেখান থেকে তাকে জি. বি. হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানেই তিনি মারা যান। আর একজন হলো কৃষ্ণ পাল। যখন গুলি চলছিল তখন সে পুলিশকে বলেছিল যে, এমন কি অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে গুলি চালাতে হবে। এই কথা বলার অপরাধে তার বুকের উপর গুলি চালানো হয়, বর্ত্তমানে সে মরনাপন্ন অবস্থায় জি, বি, হাসপাতালে আছে। এই কৃষ্ণ পালকে যখন আহত অবস্থায় জোলাহ বাড়ীর রাস্তার উপর পরে থাকতে দেখে সেখানকার সি, পি, এম, দলের নারায়ন কর তাকে রক্ষা করতে যাচ্ছে। ঠিক তখনই তাকে পেছন থেকে গুলি করা হয়। ফলে সে রাস্তায় পড়ে যায় কিন্তু তা তও তার রক্ষা নাই, মাটিতে লক্ষ্য করে আবার গুলি ছোড়া হয়। এই সব কাজের দ্বারা এটা স্পষ্টই প্রমানিত হয় যে, এই আক্রমন করাটা পূর্ব পরিকল্পিত। কারণ বন্ধ সমর্থকদের মিছিলে ছিল ৭০০ থেকে ৮০০ লোক তাতে শিশু মহিলা বৃদ্ধ, যুবক সবাই মিলে তারা শান্তিপূর্ণভাবেই মিছিলটা করছিল। আর কংগ্রেস (ই)র মিছিলে ছিল অনেক বয়স্ক লোক ও যুবক। অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বয়স্ক লো দের বাদ দেওয়া হয় ঠিক গণ্ডগোলের আগের মূহুর্ত্তে। ফলে তাদের মিছিলে বাকী থাকে আর মাত্র ৫০।৬ জন যুবক, আর এই ৫০-৬০ জন লোকই সশস্ত্র ছিল বলেই সাহস করেছিল এই ৭০০-৮০০ জন লোকের মিছিলের উপর আক্রমন করতে। সেখানকার লোকদের সঙ্গে আমি আলোচনা করে শুনেছি যে, গোলমালের আগের দিন রাত্র ১২টা পর্য্যন্ত সেখানকার স্থানীয় জমিদার সন্তোষ সিন্‌হার বাড়ীতে সেখানকার এস. আই. ও সেখানকার কয়েকজন কংগ্রেস (ই)র নেতা

সহ মিটিং করেছে, আর তাতে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে এই এলাকা থেকে সি. পি. এম. দের নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। বিশেষ করে কমরেড নারায়ন কর, শ্রীধাম সূত্রধর, পুলিন বৈদ্য ও দেবব্রত মজুমদার, এই চার জনকে খুন করা চাই। সেই দিক থেকে আমরা আরও দেখেছি যে, গোলমালের সময় পুলিশ যে ১৩টা গুলি করেছিল তার প্রত্যেকটাই সি. পি. এম. কর্মীদের উপর করা হয়েছে। কাজেই এইসব কার্য্যকলাপের মাধ্যমে এইটাই প্রমানিত হয় যে, পুলিশ ও কংগ্রেস-(ই)র লোকেরা সেদিন মিলিতভাবে শুধু সি. পি. এম. কর্মীদের উপরই আক্রমন করেছিল এবং সেটা ছিল পূর্ব্ব পরিকল্পিত। এই ব্যাপারে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কতটুকু জানেন ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা খুবই দুঃখজনক এবং বেদনাদায়ক ঘটনা। এই একই জায়গাতে ১৯৭৫ সালে আর একজন জুমিয়া যুবক নিহত হয়েছেন, তার নাম ছিল ধনঞ্জয় ত্রিপুরা। যারা তখন তাকে হত্যা করেছিল তাদের বিরুদ্ধে এখনও আদালতে মামলা চলছে। আমি হাউসের পক্ষ থেকে এই নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি,
এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি জানাচ্ছি সমবেদনা যে তারা আজকে গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে গিয়ে শহিদ হয়েছেন। আজকে যারা এই জোলাইবাড়িতে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করল, গণতন্ত্রকে হত্যা করতে উদ্যত হলো তাদের স্থান কোথায়, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত যে তথ্য মাননীয় সদস্য উপস্থাপিত করেছেন তার মধ্যে যাওয়া এখন ঠিক নয়। তবে এই ঘটনায় যারা ষড়যন্ত্র করেছিল যারা এই ষড়যন্ত্রের নায়ক তাদের মাননীয় সদস্যরা তো জানেন। এই জোলাই-বাড়ীতে কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের একটা বিরাট ঘাঠি আছে, মহাজনদের একটা বিরাট ঘাটি আছে। কংগ্রেস (আই) সমর্থক সেই সব মহাজনরা এবং কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা কংগ্রেস আমল থেকেই ঐসব অঞ্চলে গরীব উপজাতি লোকদের মধ্যে সুদে টাকা খাটাতো আর সেই টাকার পরিবর্ত্তে তাদের জমি তারা দখল করে নিত। কাজেই বামফ্রন্ট আসার পর ঐসব মহাজনরা আর উপজাতিদের শোষণ করতে পারছেনা, তাই তারা হিংসাত্মক কার্য্যে মেতে উঠেছে। এই ধরণের আরো কয়েকটি খুন ও রাহাজানি হয়েছে। বিশালগড়ের স্থানীয় বিধায়ক কম. গৌতম দত্তকে এরা খুন করেছে।

জোলাইবাড়ীর এই খুনের ঘটনার তদন্ত কার্য্য এবং বিচারের ভার একজন জেলা মেজিষ্ট্রেটের উপর দেওয়া হয়েছিল। এটা এখন নিরপেক্ষ বিচারকের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি সেই বিচার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত যাতে আইন শৃংখলা বজায় থাকে তার জন্য সকলের সাহায্যের প্রয়োজন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি এই জোলাইবাড়ীতে কংগ্রেসী গুণ্ডারা সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন জায়গায় তারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য হামলাও চালিয়েছে। গত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে তারা সেখানকার গ্রাম প্রধানের বাড়ি আক্রমণ করে লুপাট করেছে। সেখানকার একজন শিক্ষক শ্রীমনীন্দ্র চক্রবর্তী উনার বাড়ি গ্রহামলা করেছে, বাড়ির মেয়েছেলের উপরেও তারা অত্যাচার করেছে। বোমা ফাটিয়েছে। তেমনি তারা ১৪ তারিখে কয়েকটি দোকান ঘরও লুটপাট করেছে। শ্রীনেপাল বণিকের দোকান তারা লুটপাট করেছে। নারায়ণ মজুমদার এবং সুখেন্দু মজুমদারকে তারা ইট দিয়ে মেরে আহত

করেছে। টি, আর, টি, সির বাসের উপর হামলা করেছে। এইভাবে পুলিশ এবং কংগ্রেস (আই)-এর গুণ্ডারা একযোগে এইরূপ হামলা চালিয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ও এটা স্বীকার করেছেন যে, ১৯৭৫ সালেও ঠিক এই ধরণের হামলা পুলিশের সহায়তায় এই কংগ্রেসী গুণ্ডারা করেছিল। আমরা আরো দেখেছি এই দাঙ্গার সময় এই কংগ্রেসী (আই) গুণ্ডারা পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে দাঙ্গাকে জিইয়ে রাখার জন্য তারা কয়েকজন পাহাড়ীকে লোন দেওয়া হবে বলে ব্যাংকে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাদের খুন করে। এইভাবে এই গুণ্ডারা পাহাড়ী বাঙ্গালীদের মধ্যে দাঙ্গার সৃষ্টি করেছে। এইভাবে যে কংগ্রেস (আই)-এর গুণ্ডারা একের পর এক হামলা চালিয়ে যাচ্ছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গতকাল আমি বাইকুড়া গিয়েছিলাম। সেখানকার কংগ্রেস (আই) সমর্থকরা নাকি বাড়ী ঘর ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। তা তদন্ত করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানকার পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানালেন যে, বাড়ি ঘর ছেড়ে কংগ্রেস (আই)-এর লোকেরা অন্যত্র চলে যাচ্ছেন এ ধরণের কোন তথ্য তাদের কাছে নেই।

আমি আরও তথ্য পেলাম যে, সেখানে কয়েকজন সি, পি, আই, সমর্থক লোক আছেন যারা আমার কাছে এসে বললেন যে তারা জোলাইবাড়ীতে গিয়ে তাদের বাড়ী ঘরে ফিরে যেতে পারছেন না, তাদের দোকান খুলতে পারছেন না এইসব কংগ্রেসী গুণ্ডাদের হামলার ভয়ে। আমি পুলিশকে উহা জানিয়ে দিয়েছি যে তারা যেন ভালভাবে নজর রাখেন যেন এইরূপ কোন প্রকার হামলা কংগ্রেসী গুণ্ডারা না করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে আমি সেই কংগ্রেসীদের জানিয়ে দিচ্ছি যে, এটা কংগ্রেস শাসন নয়। কংগ্রেস আমলে তারা যা করেছে তা এখন আর তারা করতে পারবে না। গতকাল কয়েকজন উপজাতি আমাকে জানান যে তারা সেই কংগ্রেসী গুণ্ডাদের হামলার ভয়ে জোলাইবাড়ীতে থাকা তাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ছে। সুতরাং সেই সকল কংগ্রেসী গুণ্ডাদের দমন করার জন্য যেন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

মি: স্পীকার—সভা বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

AFTER RECESS AT 2 P.M.

মিঃ ডেঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :—"পাবলিক একাউন্টস কমিটির বত্রিশতম এবং তেত্রিশতম প্রতিবেদন উপস্থাপন।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅখিল দেবনাথ মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদন দুইটি সভায় পেশ করতে।

শ্রীঅখিল দেবনাথ—Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to present before the House the 32nd Report of the Public Accounts Committee.

Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to present before the House the 33rd Report of the Public Accounts Committee.

মিঃ ডেঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—" পিটিশান কমিটির দশম প্রতিবেদনটি উপস্থাপন"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পিটিশান কমিটির দশম প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো—"এস্‌টিমেট কমিটির উনচল্লিশতম এবং চল্লিশতম প্রতিবেদন উত্থাপন।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদন দুইটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী—Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to present before the House the 39th Report of the Estimate Committee.

Mr. Deputy Speaker, Sir, I beg to present before the House the 40th Report of the Estimate Committee.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—"গভর্ণমেণ্ট অ্যাসুরেন্স কমিটির দ্বাদশতম প্রতিবেদনটির উপস্থাপন"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরামকুমার নাথ মহাশয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীরামকুমার নাথ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি "গভর্ণমেণ্ট অ্যাসুরেন্স কমিটির" দ্বাদশতম প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—"ডেলিগেটেড লেজিলেশান কমিটির ষষ্ঠতম প্রতিবেদনটি উপস্থাপন"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী—Mr, Deputy Speaker, Sir, I beg to present before the House the 6th Report of the Delegated Legislation Committee.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—আমি মাননীয় সদ্যস্যদিগকে অনুরোধ করছি নোটিশ অফিস থেকে প্রতিবেদনগুলির প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য।

মোশান ফর একস্‌টেনশান অব টাইম ফর
প্রেজেন্‌টেশান অব কমিটি রিপোর্ট।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—"ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্ম অ্যাক্‌ট, ১৯৬০" কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক কমিটির রিপোর্ট পেশ করার জন্য আরও সময় চেয়ে প্রস্তাব উত্থাপন। আমি কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীবীরেন দত্ত মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি 'ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রেভিনিউ অ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্ম অ্যাক্‌ট, ১৯৬০' কমিটির রিপোর্ট পেশ করার জন্য আগামী সেসান পর্যন্ত সময় প্রার্থনা করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো. মাননীয় ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি—যাঁরা প্রস্তাবটির পক্ষে আছেন তাঁরা "হ্যাঁ" বলবেন—,(কণ্ঠ-হ্যাঁ)

যাঁরা প্রস্তাবটির বিপক্ষে আছেন তাঁরা "না" বলবেন (কোন কণ্ঠ নেই)।

প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহিত হলো। সভার পরবর্তী কার্যসূচি হলো—'দি ত্রিপুরা সিকিউরিটি অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ১৯৮১ (ত্রিপুরা বিল নং ৫ অব ১৯৮১)' এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Nripen Chakraborty—Mr. Deputy Speker, Sir, I beg to move that the Tripura Security Amendment Bill, 1981 (Tripura Bill No. 5 of 1981) be taken into consideration.

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই ত্রিপুরা সিকিউরিটি অ্যামেন্ডমেন্ট বিলটি রাখতে যেয়ে আমি একটু বক্তব্য রাখছি। এই রাজ্যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি অ্যাক্ট, ১৯৫০ যেটা অনেক আগেই চালু করা হয়েছিল সেটার লাইফ ১৯৮০ সালের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে শেষ হয়ে যায়। তারপর যাতে এই আইনে যে সমস্ত প্রভিশান ছিল সেগুলি আমরা কাজে লাগাতে পারি তার জন্য ত্রিপুরা সরকার এই সিকিউরিটি অ্যাক্ট করেন এবং সেটা ১৯৮০ ইং সনের ২৮শে জুন তারিখে প্রেসিডেন্টের অ্যাসেন্ট পায়। এটা ৩০শে জুন অফিসিয়াল গেজেটে প্রকাশ পায়। এই যে ২৬.শ জানুয়ারী থেকে ২৮ শে জুন পর্য্যন্ত একটা গ্যাপ সেই গ্যাপটা সেটাকে কাভার করার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। এখানে সেকশান ১এ 'কমেন্স মেন্ট' এই ওয়ার্ডটা ডিলিটেড হবে যেটা মার্জিন্যাল নোটে আছে। আর সাব--সেকশান (৩) টা ডিলিটেড হবে এবং হয়েই রয়েছে ধরতে হবে। এটা খুবই একটা সংক্ষিপ্ত অ্যামেণ্ডমেন্ট। এই সিকিউরিটি এক্টে বিধানগুলি যারা জানেন না তারাই এটার অপপ্রচার করেন। এখানে যে সিকিউরিটি এ্যাক্ট চালু রয়েছে, সেই এ্যাক্টের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক অধিকারকে হরণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, এটা মোটেই ঠিক নয়। এই সিকি-উরিটি এ্যাক্টটা এখানে বরাবর চালু ছিল। এর মধ্যে বিনা বিচারে কাউকে আটক করার ক্ষমতা দেওয়া হয়নি অথবা অন্যান্য ক্ষেত্রে এমন কতগুলি অন্যায় কাজ যদি কেউ করে থাকে, তাহলে তাকে এই আইন বলে আটক করা যায়, সেটারও আমরা প্রয়োগ করিনি। যেমন সমাজের মধ্যে এই ধরনের অনেক গুণ্ডা আছে, তাদের ধরে রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিয়ে যাওয়ার বিধান আছে, কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এই ক্ষেত্রে সেটাও প্রয়োগ করেনি এবং প্রযোগ করবেনা বলে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কাজেই যারা এই এ্যাক্ট সম্পর্কে জনমনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে, তারা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে সেটা করছে। এর মধ্যে বাস্তবতার কোন চিহ্ন মাত্র নেই। আর এখানে সিকিউরিটি এ্যাক্টটি কবে থেকে চালু হবে. তার একটা বিধান রয়েছে, সেটা হচ্ছে যখন থেকে এই বিলের উপর রাষ্ট্রপতির এ্যাসেন্ট পাওয়া যাবে, সে দিন থেকে এটা চালু হবে বলে বলা হয়েছে। আমাদের এ্যামেণ্ডমেন্টটা এই জন্যই। কাজেই আমি আশা করব যে হাউস এই সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত নেবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি ত্রিপুরা সিকিউরিটি এ্যাক্ট (এ্যামেন্ডমেন্ট) যেটা এই সভায় আনা হয়েছে, তার সম্পর্কে দুই একটি কথা বলতে চাই। কারণ ত্রিপুরা সিকিউরিটি এ্যাক্টকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় এই এ্যাক্টটাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এটাকে সেই ভাবেই কার্য্যকরী করা হচ্ছে বলেই আমি মনে করি। এখানে আমি কয়েকটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই, সেটা হচ্ছে গত ৪ঠা মার্চ্চ তারিখে তৈদুতে যখন ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির একটা জনসভা আয়োজন করা হয়েছিল, তখন সেই অঞ্চলের উপজাতি যুব সমিতির সেক্রেটারী, শ্রীদেবেন্দ্র জমাতিয়াকে গ্রেপ্তার করা হল। এই দেবেন্দ্র জমাতিয়া সারা বছর ধরে সেখানে উপজাতির সংগঠন নিয়ে কাজ করছে, তাকে এতদিন ধরে গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন পুলিশ মনে করলো না, কিন্তু যেই মাত্র ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির একটা জনসভার আয়োজন করা হল, এবং সেই সভায় দূর দুরান্তের উপজাতি জনসাধারণ আসবে বলে কথা আছে, ঠিক তখনই ঐ এলাকার মানুষের মনে একটা ভীতির সঞ্চার করবার জন্য অথবা ঐ জনসভায় এ্যাফেক্ট যাতে সাধারণ মানুষের ভিতর না পড়তে পারে, সেজন্য ঐ দিনই দেবেন্দ্র জমাতিয়াকে গ্রেপ্তার করা হল। মাননীয় স্পীকার, স্যার, শুধু তাই নয়, ঐ জনসভা করার জন্য সেখানে যে সমস্ত দলীয় পোসটারিং করা হয়েছিল, সেগুলি সেখানে সি, পি, এম, কর্মীরা পুলিসের উপস্থিতিতে নিজেদের হাতে ছিড়ে ফেলেছেন। কিন্তু এই পোষ্টারিং ছেড়ার জন্য আমরা যখন পুলিশের কাছে গিয়ে অভিযোগ করলাম, তখন তারা আমাদেরকে বললো যে তাদের কিছু করার নাই। কাজেই আমরা লক্ষ্য করেছি, যে এই অবস্থায় উপজাতি যুব সমিতির কার্যকলাপকে বাধা দেওয়ার জন্যই এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিরোধী দলের যে ভূমিকা আছে, সেটাকে কার্য্যত রূপদান করা থেকে বিরত করার জন্যই এই সিকিউরিটি এ্যাক্টের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। স্যার, এই ইনস্টেন্স আমি দিয়েছি, এই রকম আরও বহু ইনস্টেন্স দেওয়া যেতে পারে। যেমন শ্যামা পদ জমাতিয়া, তৈদু বাড়ী বাজারে গিয়েছিল, সেখানে ও.সি. সাদা পোষাকে ঘুরাফেরা করছিল সে ও, সিকে চিনতে পারেনি, যেমন করে হউক ও. সির গায়ে তার হাতটা লেগেছিল। তারপর, সেই আর কোথায় যায়? তাকে এরেষ্ট করে আনা হল এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হল যে সে একজন উগ্রপন্থী। কাজেই উপজাতি যুব সমিতির সদস্য হলেই উগ্র পন্থী হবে এবং তাকে সিকিউরিটি এ্যাক্টে গ্রেপ্তার করতে হবে, আর এর মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরা সিকিউরিটি এ্যাক্টের সাফল্য আসবে বলে আমি মনে করি না। আমার বিশ্বাস যে এটা গণতান্ত্রের প্রহসন ছাড়া আর কিছু নয়।

শ্রী বাদল চৌধুরী— পয়েন্ট অফ অর্ডার, স্যার। ত্রিপুরা সিকিউরিটি এ্যাক্ট সম্পর্কে উনি যে কথা বলছেন, সেই ভাবে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় না। সিকিউরিটি এ্যাক্টে গ্রেপ্তার হলে, আগে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা জারী করতে হয়। কাজেই মাননীয় সদস্য যে কথা এখানে বলছেন, সেটা যদি প্রমাণিত না করতে পারেন, তাহলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এটা তিনি রাজি আছেন কিনা, আমি জানতে চাই?

মিঃ ডিপুটি স্পীকার— মাননীয় সদস্য, এটা কোন পয়েন্ট অব অর্ডার হতে পারে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতীয়া— তারপর আছে, রাধা মোহন জমাতীয়া—

শ্রীঅমেরন্দ্র শর্মা— পযেণ্ট অব অর্ডার, স্যার। উনি শুধু এ্যাক্টের উপর যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট টা এসেছে, তার উপরই আলোচনা করতে পারেন। সমস্ত এ্যাক্টের উপর আলোচনা করার কোন এক্তিয়ার তাঁর নেই। কারণ সমস্ত এ্যাক্টার উপর এখানে কোন আলোচনা হতে পারে না।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার— মাননীয সদস্য, এটা কোন জেনারেল ডিস্কাশন নয়। আপনি শুধু এ্যামেণ্ডমেণ্টার উপর আলোচনা করুন ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—স্যার, আমি তাই করছি। রাধা মোহন জামতিয়া এবং পূর্ণ কুমার জমাতিয়া, পুলিশ তাদের দুই জনকে গ্রেপ্তাব করলো, তারপর তাদেরকে বললো যে তোমাদের রিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। কাজেই যদি তোমরা ২৫০ টাকা করে দাও, তবে তোমাকে জামীন দেওয়া হবে। তার জন্য কোন গত্যন্তর না দেখে, বাধ্য হয়ে ২৫০ টাকা দিয়ে জামিন পেল। কাজেই পুলিশ টাকার জন্য গ্রেপ্তার করতে পারে। বিশেষ করে উপজাতি যুব সমিতির সংগঠন যারা করছে, তাদেবকে দুর্বল করার জন্যও পুলিশ এটা করতে পারে। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার' স্যার, অথচ আমরা দেখছি যে সি, পি, এম, ক্যাডার যারা আছে, তাদের আমাদের উপজাতির লোকদেব উপর অত্যাচার কবছে, শুধু অত্যাচাব করছে একথা বলা ঠিক হবে না, তাদের উপর মাবপিট কবছে এবং তাদেব থেকে টাকা পয়সা সংগ্রহ করছে। এই সম্পর্কে পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ করলে তার কোন এ্যাকশান পুলিশ নেয় না। কাজেই এই হচ্ছে ত্রিপুরা পুলিশের কর্ম কাণ্ড। তাই আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে গণতন্ত্রের প্রতি যদি বিন্দু মাত্র আস্থা থাকে, অথবা গণতন্ত্রের প্রতি যদি সামান্য বিশ্বাসও থাকে, তাহলে বিরোধী দলের প্রতি পুলিশ দিয়ে এধরণের আক্রমণ কবা, বা অবিচার করা কোন মতেই সম্ভব নয়। মাননীয় ডিপুটি স্পীকাব, স্যার, গত ২৭শে জুন দুর্গাপদ জমাতিয়া—

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা তো জেনারেল ডিস্কাশন নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, এখানে আইনকে কিভাবে প্রযোগ করা হচ্ছে, সেটা তো এখানে আলোচনা কবার অপেক্ষা রাখে, কারণ এটাই তো একমাত্র জায়গা, যেখানে এই সম্পর্কে আলেচনা হতে পারে। কারণ এই রকম ঘটনাও ঘটেছে যে একবার বিনা বিচারে জেলে গিয়েছে, তাকে প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, ফিরার পথে তাকেই গ্রেপ্তার করা হযেছে। উপজাতি বলে তাকে উগ্রপন্থী আখ্যা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ থেকে ভয় দেখানো হচ্ছে, উপজাতি যুব সমিতি করবে না, সি, পি, এম, করবে, এই কথা বল্লেই তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। আর না বল্লে ছেড়ে দেওয়া হবে না। যারা উপজাতি যুব সমিতি করছে, তাদেরকে পুলিশ এভাবে মারপিট করে, ভীতি প্রদর্শন করে। কাজেই আমি জিজ্ঞাস করতে চাই, এটা কি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা না অন্য কিছু ? আপনাদের অনুকূলে না হলেই এই সমস্ত হচ্ছে না? মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, উনাদের কোন উত্তর আছে (ইণ্টারপোরশান)

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—উনি যে তথ্য পরিবেশন করছেন তা ঠিক নয়। বরং আমরা দেখেছি উনারা সকলে বাংলাদেশ যাচ্ছেন বিভিন্ন ভাবে (ইণ্টারাপশান) যে বক্তব্য রেখেছেন সেই বক্তব্য একসপাণ্ড করা হউক।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—গত ২৬শে মে ডলুমার শ্রী চন্দ্রমোহন জমাতিয়া মাত্র এক মাস আগে সে ১,৬৬০ টাকা জুমিয়া পুনর্বাসন পায়, এর পর সেই টাকা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি এমেণ্ডমেণ্টের উপর আলোচনা করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—এই হচ্ছে অবস্থা। এক দিকে ঋণ দিচ্ছে আবার অন্য পথ দিয়ে সেই টাকা ছিনিয়ে নিচ্ছে (ইণ্টারাপশান)

শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মা :—অন পয়েণ্ট অব অর্ডার স্যার, স্যার 'শালা' শব্দটা আনপার্লা-মেণ্টারী কি না বলুন—কারণ আমার ইচ্ছা হচ্ছে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিকে "শালা" বলতে......

মি: ডে: স্পীকার:—মাননীয় সদস্য এটা পয়েণ্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই এমেন্ডমেণ্টের সঙ্গে সাধারণ মানুষের স্বার্থ জড়িত। সাধারণ মানুষের উপর সিকিউবিটি এ্যাক্ট কিভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে এবং এই এমেন্ডমেণ্ট কি উদ্দেশ্যে আনা হয়েছে সেটাই বলছি। আমার একান্ত অনুরোধ বামফ্রন্ট সরকার গত তিন বছরে সাধারণ মানুষের উপর যে অত্যাচার অবিচার চালাচ্ছেন তারা যেন সেই পথ থেকে সরে আসেন এবং সিকিউরিটি এ্যাক্টের প্রয়োগ যেন সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার প্রয়োজনেই প্রয়োগ করা হয় এই অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া এই হাউসে ক'টি দৃষ্টান্তের কথা বলেছেন। শ্রী দেবেন্দ্র জমাতিয়ার কথা বলা হয়েছিল তার জবাব সরকার পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে যে কি কারণে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এ ছাড়া অন্যান্য কতকগুলি অভিযোগ বলার চেষ্টা করেছেন। পুলিশ যদি কোন জায়গায়—এক্সেস্ তারা করে না তা নয়, এক্সেস্ করে এবং করে বলেই এই হাউসের সব অংশের মানুষ থেকে এই সম্পর্কে অভি-যোগ আসে। এক্সেস্ করলে শুধু উপজাতি বা সি. পি. এম. নয় যে কোন মাননীয়, সদস্যই সেই অভিযোগ এখানে করতে পারেন। মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয় মহাশয়কে আমি জিজ্ঞাসা করছি যে এই সব কথা তিনি এখানে বলার আগে সেগুলি কি তিনি কোন সময় থানায় উপস্থিত করেছেন অথবা আমাদের দৃষ্টিগোচরে এনেছেন। এমন কোন চিঠি নাই বা শ্রী জমাতিয়া লিখেছেন যার জবাব আমি দেই নাই। আমি উনার সব চিঠির জবাব দিয়েছি। যখনই কোন মাননীয় সদস্য কোন নির্দ্দিষ্ট অভিযোগ আনেন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে সেই সম্পর্কে তদন্ত করে আসল তথ্য উপস্থিত করা। এই সম্পর্কে আমি অনুরোধ করব যদি কোন জায়গায় পুলিশের বিরুদ্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট অভিযোগ থাকে, সরকারের কাছে উপস্থিত করবেন, আমরা তদন্ত করে দেখব। ত্রিপুরা সিকিউরিটি এ্যাক্ট—এটা ওয়েষ্ট বেঙ্গল সিকিউরিটি অ্যাক্ট '৫০র যে সমস্ত প্রভিশান আছে সেগুলির এখানে প্রয়োগ করা হয় নি। আমাদের এই এ্যামেণ্ডমেণ্ট আনা হয়েছে এই জন্য যে

আইনের একটা ত্রুটি ছিল সেটা হচ্ছে প্রেসিডেন্টের এসেন্ট পাওয়ার তারিখ এখানে আপনারা দেখছেন সেটা হচ্ছে ২৮.৬. '৮০ইং এবং ২৬.১. '৮০ তারিখ এই আইনটার মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এই মাঝখানের সময়টাতে যদি কারও দ্বারা অপরাধ হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে এই আইন প্রয়োগ হবে না, সেজন্যই এই এ্যামেণ্ডমেণ্ট আনা হয়েছে। কাজেই এর মধ্যে কোন বিতর্কের সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি না আমি হাউসকে অনুরোধ করব এই সংশোধনী প্রস্তাব আপনারা সমর্থন করবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী আমার চিঠিগুলির শুধু একনলেজই করেছেন তদন্তের ফলাফল কিছুই জানান নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল "The Tripura Secι rity Amendment Bill, 1981 (Tripura Bill No. 5 of 1981)" বিবেচনা করা হউক।

(ধ্বনি ভোটে প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং, ২নং এব ৩নং ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো "The Tripura Security Amendment Bill, 1981 (Tripura Bill No. 5 of 1981)" টি পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করতে।

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Deputy, Speaker Sir, I beg to move that the Tripura Security Amendment Bill, 1981 (Tripura Bill No. 5 of 1981 be passed.

Mr. Deputy Speaker :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল "The Tripura Security Amendment Bill, 1981 (Tripura Bill No. 5 of 1981)" পাশ করা হউক।

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।)

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কর্মসূচী হল, "The Tripura Agricultural Produce Markets bill, 1980 (Tripura Bill No. 11 of 1980). বিবেচনা করার জন্য উত্থাপন।" আমি মাননীয় মুখমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করতে।

Shri Nripen Chakraborty :—Mr. Deputy speaker, Sir, I beg to move that the Tripura Agricultural Produce Markets bill, 1980 (Tripura Bill No. 11 of 1980) as reported by the Select Committee of the House be taken into consideration.

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— প্রস্তাবের উপর আলোচনা করবেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার এই ত্রিপুরা এগ্রিকালচারেল প্রোডিউস মার্কেটস বিল, এটা বামফ্রন্ট সরকারের একটা বলিষ্ঠ নীতিকে কার্য্যকর করার উদ্যোগ। সেই নীতি হচ্ছে যে গ্রামের কৃষকরা তারা শুধু ফসল উৎপাদন করলেই তাদের লাভ হবে তা নয়, সেই উৎপাদন ফসলের যে ন্যায্য মূল্য সেই মূল্য আসা দরকার। এ পর্য্যন্ত যা দেখেছি কংগ্রেসী রাজত্বে কৃষকদের ফসলের দাম তারা পেত না এবং সেটা ফড়িয়াদের হাতে চলে যেত। সরাসরি কৃষক সরকারের একটা নির্দ্দিষ্ট দরে সেই ফসল বিক্রী করতে পারবেন তাদের সেই সুযোগ সুবিধা কম ছিল। শুধু তাই নয় সেই ফসলের যাচাই যেমন তারা গুণাগুণ তার দর তার ওজন ঠিক করা যাতে কৃষকরা না ঠকে, এই সব ব্যবস্থা বাজারের মধ্যে আগে ছিল না। এই ব্যবস্থাগুলি আনার জন্য বাজারকে প্রথমে ঘোষণা করতে হবে যে এইটা একটা নিয়ন্ত্রিত বাজার সেখানে কমিটি গঠন করা হবে। সেই কমিটি এই সমস্ত কৃষিজাত ফসল বিক্রী করার জন্য কৃষককে সবরকমের সুযোগ সুবিধা দেবে। দর নির্দ্ধারণ করে দেবে, এই বাজারের মধ্যে কেউ কম দরে জিনিস বিক্রী করতে পারবে না যে দর বাজার কমিটি ঠিক করে দেবে। ওজন ইত্যাদিতে ফাঁকি দিতে পারবে না। ফসল যদি সেই দিন বিক্রী না হয় তাহলে সেই ফসল গোদামের মধ্যে রাখার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। যদি পচনশীল হয়, যেমন আলু, মাছ ইত্যাদির জন্য হিম ঘরের ব্যবস্থা করতে হবে। এই বিভিন্ন ধরণের ব্যবস্থা বাজার কমিটি করতে পারবে। আমরা বামফ্রন্ট সরকার বাহির থেকে জিনিস বাজারে আনার জন্য অসংখ্য রাস্তাঘাট করেছি এবং আরও উন্নয়ন করার সুযোগ আছে। বাজারে ফসল নিয়ে পূর্বে যে ব্যবস্থা ছিল। একটা লুঠের ব্যবস্থা ছিল। একজন এসে বলতো যে এটাতে আমার বাজার আমি এটা লীজ নিয়েছি তুলা দিন। একজন হয় তো একটা সামান্য ফসল নিয়ে এল বাজারে তার অর্ধেকটা নিয়ে গেল। আমি ঝাড়ু দেব। এই ঝাড়ুদার কিছু নিয়ে গেল আমি লীজ হোল্ডার আমি কিছু নিয়া গেলাম। একটা লুটের রাজত্ব চলছিল। সেইজন্য আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে এই লুঠের রাজত্ব শেষ করার জন্য। ইতিমধ্যে আমরা কিছু করিনি তা নয়। যেগুলি সরকারী বাজার আছে এগুলির উন্নয়নের জন্য কৃষি দপ্তরের হাতে বাজারগুলি দিয়েছি এবং কৃষি দপ্তর লক্ষ লক্ষ টাকা এই বাজারগুলির উন্নয়নের জন্য খরচ করেছে। গ্রামাঞ্চলে বাজারগুলিতে শেড নাই। বৃষ্টির মধ্যে ভিজে বাজার করতে হত এবং দুখানা করে শেড করে আমরা অন্ততঃ কিছু লোককে বাঁচাতে পেরেছি, তারা সেখানে বসে জিনিসপত্র বিক্রী করতে পারছেন। তাছাড়া পায়খানা প্রসাবের জায়গা আমরা করেছি। তার আগে এই সব ব্যবস্থা কেউ দেখেনি। ফুড-ফর--ওয়ার্কের মাধ্যমে আমাদের অনেক কাজ হয়েছে যেটা নিশ্চয়ই আমাদের উল্লেখ করার মত জিনিস। আমরা কৃষি দপ্তরকে বলেছি আরও এই কাজ হাতে নিতে। ইতিমধ্যে আমরা এই বাজারের আইনটা তৈরী করেছি। এই রকম আইন আগেও ছিল এবং এই আইনের সংগে পার্থক্য হল আগের আইনে সমস্ত ক্ষমতা আমলাদের হাতে দেওয়া হয়েছিল। আমরা এটাকে অনেকখানি গণতন্ত্রীকরন করেছি। এতে নির্বাচিত মানুষ, কৃষকদের স্তরের মানুষ যাতে এই বাজার কমিটিতে কর্তৃত্ব করতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা করছি। এখানেই অন্যান্য রাজ্যের বিলের সংগে এই

বিলের পার্থক্য। মাননীয় সদস্যরা দেখবেন কৃষিজাত জিনিস কি? সেইটা একটু উল্লেখ করছি, যেমন কার্পাস, পাট ইত্যাদি এক জাতের জিনিস। ধান, চাউল, চিড়া, মুড়ি এক জাতের জিনিস। ডাল ১২ রকমের আছে সেগুলি বাজারে এলে তারপর দর নিয়ন্ত্রণ করা হবে। তেলের বীজ, আমরা এইখানে ৪টা তেলের বীজের কথা বলেছি। তামাক, গুড়, আঁখ ইত্যাদি। ফল আমরা নিয়েছি ১৬টা, সবজী ২৩টা, ডিম ধরণের জিনিষ যেগুলি পশুপালন দপ্তর তার মধ্যে পশুর হাড়, চামড়া এই জিনিসগুলি এর মধ্যে নিয়েছি। তেমনি আমরা নিয়েছি মশলা ১২টা। ঘাস যা আমাদের গরু বাছুরের জন্য দরকার হয়। আমরা মধু রেখেছি এবং বনজ সম্পদেরও উল্লেখ করেছি। অন্যান্য কিছু জিনিস আমরা রেখেছি যেগুলি অন্যান্য রাজ্য থেকে আমদানী করতে হয়। কাজেই আমরা যে বাজার নিয়ন্ত্রন আইন করেছি তার দ্বারা আমরা আশা করছি যে কৃষকদের অনেক সুবিধা হবে এবং তারা তার মহাজন ও ফড়িয়াদের হাতে পড়তে হবে না। তাদেরকে রক্ষা করার জন্য তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার জন্য আশা করি আপনারা এই বিলটাকে গ্রহণ করে বামফ্রন্ট সরকারের নীতি রূপায়নে সরকারকে সাহায্য করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী মতিলাল সরকার মহোদয়কে আমি বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীমতিলাল সরকার :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আজকে হাউসে যে ত্রিপুরা এগ্রিকালচারাল প্রডিউস মার্কেট বিল, ১৯৮০ এনেছেন, যা সিলেক্ট কমিটির মধ্যে দিয়ে উত্থাপিত হয়েছে সেটাকে আমি সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন করছি। এই বিলের মধ্যে যা রয়েছে, তাতে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে কৃষক যাতে তার ন্যায্য দাম পেতে পারে এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের, ফরিয়াদের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই বিলটা বামফ্রন্ট সরকারের একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। মি: ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা যদি গোটা ভারতবর্ষের দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে স্বাধীনতার ৩৪ বৎসর ধরে কৃষক শুধু ফসলই উৎপাদন করে, কিন্তু তার ন্যায্য দাম পাওয়ার যে অধিকার, সে অধিকার থেকে বঞ্চিত। তাই সারা ভারতবর্ষের মধ্যে কৃষকদের মধ্যে ক্ষোভ জমে উঠেছে। সেই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ একটা সর্ব্বাত্মক আকার ধারণ করে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন—আঁখ চাষীরা আঁখের ন্যায্য দাম পায়না, কার্পাস চাষীরা কার্পাসের ন্যায্য দাম পায়না, পেঁয়াজ চাষীরা পেঁয়াজের ন্যায্য দাম পায় না, কিন্তু সমস্ত কাঁচা মালগুলি যখন শিল্পে যায় এবং সেই শিল্পজাত দ্রব্যাদি যখন আমাদের হাতে আসে তখন তা অগ্নিমূল্য। কৃষি পণ্যাদির দামের উপর নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা আমরা দেখছি না। সেই দিক থেকে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এই বিলের মধ্যে দিয়ে এই ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটা কৃষকদের মধ্যে একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বলে পরিগণিত হবে। বাজারগুলিতে আজকে কি হচ্ছে? বামফ্রন্ট সরকার আসার পর বাজারগুলিতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। বাজারগুলিতে শেড নির্মাণ করা হয়েছে যাতে কৃষকরা বসতে পারে তার উৎপাদিত পন্যাদি নিয়ে, বাজারগুলিকে সংস্কার করা হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বাজারগুলি পঞ্চায়েতের কর্তৃত্বে এসেছে। বাজারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন

ভাবে পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং সেই পদক্ষেপগুলির সাথে এই বিলটা হচ্ছে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। কৃষকদের যখন বাজারে ফসল তোলার সময় হয়, তখন কৃষকদিগকে অসহায় ভাবে মুনাফাখোরদের হাতে তার উৎপাদিত পণ্যাদি বিকিয়ে দিতে হয়। ত্রিপুরাতে যখন কংগ্রেস রাজত্ব ছিল তখন এই বাজারগুলি ফরিয়াদীদের স্বর্গ রাজ্য। তারা সস্তায় কৃষি পণ্যাদি নিয়ে মুজুত করে রাখত এবং বাজারগুলিতে একটা কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করে রাখত। যারা কনজিউমার তাদের হাতে এই কৃষি পণ্যাদি আসতে পারত না। কাজেই মজুতদারদেরকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে। এই বিলের মধ্যে যে ব্যবস্থাদি রাখা হয়েছে, তাতে দেখতে পাই যে, যারা কৃষি পণ্যের উপর ব্যবসা করবে তাদেরকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে এবং একটা বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষি পণ্যাদি যাতে বাজারে একটা নির্দিষ্ট স্থানে বিক্রী হতে পারে, আর নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা মার্কেট কমিটির হাতে রয়েছে। তার ফলে ফরিয়াদের তাদের খেয়াল খুশীমত কৃষি পণ্যাদি বাজার থেকে উধাও করে মজুত করার সুবিধাদি আর রইল না। ওজনে যাতে কৃষকদের ঠকানো না যায় তার ব্যবস্থাও রয়েছে। আমরা দেখেছি গ্রামাঞ্চলের মানুষ সরল, শিক্ষা দীক্ষায় তারা অনগ্রসর। তারা যখন বাজারে তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্যাদি নিয়ে আসে তখন তাদেরকে বিভিন্ন কায়দায় এই ফরিয়ারা মজুতদারেরা ফাটকা বাজীরা ওজনে ঠকিয়ে কৃষি পণ্যাদি লুকিয়ে রাখে। এখন যাতে তারা বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করতে না পারে, ওজনে কৃষকদিগকে ঠকাতে না পারে, তজ্জন্য বিভিন্ন বিধান এই বিলের মধ্যে রাখা হয়েছে। ওজন ঠিক করার জন্য মার্কেট কমিটি ব্যবস্থা নেবেন। কৃষক যাতে ন্যায্য দর পেতে পারে, তার জন্য রসিদের মাধ্যমে বেচা-বিক্রী হবে এবং এই রসিদে কি কি বিষয়ের উল্লেখ থাকবে সেটাও মার্কেট কমিটি ঠিক করে দেবেন। চিহ্নিত ব্যবসায়ী ছাড়া, কমিশনের এজেন্ট ছাড়া, প্রেসেসর ছাড়া, ভোক্তা কনজিউমার্স ছাড়া বাজারে এই সব কৃষি পণ্যাদির উপর আর কেউ হাত দিতে পারবে না। তার ফলে বাজারে একটা নির্দিষ্ট স্থানে সমস্ত কৃষি পণ্যাদি আসার সুযোগ এই বিলের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, স্বাধীনতার ৩৪ বৎসর পরেও আমরা দেখছি কৃষকরা যাতে তাদের উৎপাদিত পণ্যাদির ন্যায্য মূল্য পেতে পারে তার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে চেষ্টা করছে। কিন্তু তারা পাচ্ছে না। সেই ন্যায্য দাম প্রাপ্তিতে আজকে দেখছি কৃষকরা কোথাও সম্মিলিত ভাবে, কোথাও স্বতঃস্ফূর্ত লড়াই করছে। নাসিকের কৃষক আন্দোলন, তামাক চাষীদের আন্দোলন গোটা ভারতবর্ষের কৃষকদের আন্দোলনের চেহারাটা ফুটে উঠেছে, ন্যায্য দাম পাওয়ার জন্য তারা আন্দোলনে ব্রতী হয়েছে।

এই বিল যখন কার্য্যকরী হবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের কাছে যখন যাবে তার আনন্দের সীমা থাকবে না। এই সরকার কি কি উদ্যোগ নিতে পারে গোটা ভারতবর্ষের চেতনা সম্পূর্ণ মানুষ এই বিলের মধ্য দিয়ে তা বুঝতে পারবেন। এই বিলের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক যেটা সেটা হচ্ছে যে এখানে মার্কেট কমিটি গঠন করা হবে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। এই মার্কেট কমিটির মধ্যে যারা নির্ব্বাচিত হবে তারা এই কমিটির মধ্যে দিয়ে শিক্ষা নেবে এবং তার পণ্যের দাম কি হবে, কি ধরণের পণ্যে কি দাম পড়বে সেটাও বেঁধে দেওয়া হবে। কৃষকদের রক্ষার জন্য এই যে ১২ জনের একটি কমিটি হবে সেই কমিটিতে চাষীদের পক্ষ থেকেও ৬ জনকে নেওয়া হবে, তার মধ্যে কৃষি বিভাগের

বিভিন্ন কর্মচারী থাকবে এবং ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধিও থাকবে। এমন কি একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে এই ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব এই বিলের মধ্য দিয়ে আসছে। ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর আমরা দেখেছি গণতন্ত্রকে কিভাবে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। পঞ্চায়েতকে কিভাবে অধিকার দেওয়া হয়েছে, জনপ্রতিনিধিদের সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে কিভাবে তৈরী করা হচ্ছে। আজ তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই প্রতিটি গ্রামে পঞ্চায়েৎ এবং বামফ্রন্ট সরকারের কর্মসূচীর ফলে প্রতিটি মানুষকে আজকে যদি সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যায়, যদি জনগণের উপর অধিকার দেওয়া যায়. যদি জনগণের হাতে ক্ষমতা দেওয়া যায় তাহলে গ্রামের যারা বঞ্চনাকারী, গ্রামের যারা কায়েমী স্বার্থের লোক, যারা পুঁজিপতি তাদের সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। কারণ, তারা নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করতে পারবে না। যারা জোতদার. দীর্ঘ ৩০ বছরের কংগ্রেসের শাসনে আমরা দেখেছি তারা কি ভাবে গ্রামের কৃষককে শোষণ করছে, তারা কিভাবে বাজারের মধ্যে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেছে, যখন একটা নির্ব্বাচিত সংস্থার হাতে ক্ষমতা যাবে এক কথায় এই মার্কেট কমিটির মধ্যে দিয়ে কৃষক, ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা সবাই মিলে যখন ব্যবসা করবেন তখন যারা অসাধু ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি, জোতদার জমিদার এবং সবাই কোনঠাসা হয়ে পড়বে। কাজেই এই মার্কেট কমিটি বিল দ্বারা এটাই প্রমাণিত হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই বিল কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব হয়েছে। কারণ দীর্ঘ ৩০ বছরে কংগ্রেস সরকার কিছুই করতে পারে নি। যে সব ব্যবসায়ীরা সৎ পথে থেকে কাজ করতে পারেন তারাই ব্যবসার সুযোগ সুবিধা পাবে। যারা কৃষি পণ্য অন্যায়ভাবে কিনতে যায় এবং এগ্রিকালচার প্রডিউস মার্কেট বিলে যে আইন আছে সেই আইন যদি না মানতে চায় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা এই বিলের মধ্যে থাকবে এবং যদি কোন কর্মচারী এই এগ্রিকালচার প্রডিউস মার্কেট বিল না মানে তাহলেও তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে। যদি দেখা যায় কোন ব্যক্তি পণ্য নিয়ে বাজারে আসতে অন্যায়ভাবে যে জিনিসগুলি কিনে নিয়ে যায় তাহলেও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবার সুযোগ এই বিলের মধ্যে থাকবে। কৃষকদের বিভিন্ন দিক থেকে উন্নতির জন্য, তাদের পণ্যের জন্য, ন্যায্য দর পাওয়ার ক্ষেত্রে যাতে কৃষক বঞ্চিত না হয় তার জন্য লক্ষ্য রাখা হয়েছে। আমরা জানি যে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সবসময় গরীবের স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে দারিদ্র্য সীমার নীচে লোক বাস করে। এই অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারকে। এই অবস্থায় যদিও সমস্ত কিছু অসুবিধা দূর করা যাবে না তবুও কিছুটা দূর করা যাবে এই আশা নিয়েই বামফ্রন্ট সরকার সার্বিক স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। এই বিলের মধ্যে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে এই রাজ্যের সরকারের একটা গণমুখী চেতনা আছে, যে চেতনা সমগ্র অংশের মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রয়াস এই সরকারে রয়েছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই বিলের মধ্যে। কাজেই এই বিলকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি এবং সমস্ত সদস্যগণ এটাকে সমর্থন করবেন এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনক্লাব জিন্দাবাদ।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

কক্ বরক

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ;—মান গীনাং ডেপুটি স্পীকার স্যার—The Tripura Agricultural Produce Markets, Bill 1980. অমন ভারৗই আও কয়েকটা কক্ ছানা মুচুংগ' নরকার অমন ভারৗই ছামুং কাহাম তাওনা কক সরকার আ ছামুও খৗলাই থানি আনি কিছা সন্দেহ তংগ। কায়ন চাঙ পুইলা অ-ন অয়নি-অ নুগ' যে অরনি ছাইখা When a market Commitee is Constitued for the first time, all members thereof eucluding the President. shall be nominated by the state Govern. ment. অর্থাৎ পুইলা কক হানথে বেযাক এলাকা-ন' বরগ cover খৗলাই খিবিবাইনাই। মানৗই নারাকয়া থাছিনাই, আহাইকে বিনি অভাব অভিযোগ আব নারাকলিয়া থাচিনাই। অ-বাজার "বিনি মানৗই ফাগনানি সুযোগ হয়ত কাবাং থানাই। অমতাই খৗলাই অই দল, বেবাক ন বিনি নগ' দল ছুপুং ওই মাগারা নাই। ওল যাহাতে Election আংফান যাহাতে, বরগ জিতিঅই থাংওই মানাই জাত। আব আংখা পুইলা বরগনি উদ্দেশ্য কতর। হানথেন চাঙ ছুগ, বিশেষ করে কাথি কাথি যে বাজার তংমানি আরনি অ বাহাইকে মহাজনরগ এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরগ চাঙন' থককরৗওই তংগ। হাচালমা হাচালমানি ছুগ, তাংওই চানাইরগ হুগনি মানৗইরগ ভুইফাইকা হানখেই লামাঅন মহাজনরগ নারাকওই খিবিত, ছুগ নাইলা কিংবা খুলরগ আচাইয়া ছিনি ন' মহাজনরগ থাংগৗই দামনি কিংবা খুলরগ আচাইয়া ছিনি ন' মহাজনরগ থাংগৗই দামনি অর্ধেক অথবা শতকরা কুড়ি ভাগ জাক' রাঙ রৗওই আগেন বেবাক দখল খৗলাই তংগ। এই ভাবে চাঙ নুগতই তংগ। বাজারনি দাম কোন দিন' বরগ মাছে মারা. এই আংখা অবস্থা। এবং তিনি মন্ত্রী অজানা য ছাকা যে কাচার থানি ফড়িয়ারগ কাবং-ন' কম হান এবং কমন কাবাং হান। আপি ট্রাইবেল অঞ্চল' পাল্লি বাটখারা কাছে কারৗই। মহাজনরগ পাট পাইনানি থাংকা হানথে কিংবা খুল পাইনানি থাংকা হানথে কোন পাল্লি বাটখারা কারৗই, বরগনি যে ইচ্ছামত ভুবুতই কাই-অ। ছামনু বাজার অ এমন একটা ঘটনা ঘটিখা মনছা ছিপিং ভুইফাই মানিছে ১০ সের ছানৗই ছাই জাকখা। এবং রাতারাকবাই চুঅই ৩০ সের ভুবুমানি আবছে ১০ সেরনি দাম রাই বাজাকখা। আহাইপে চলিই তংগ, অম্পি,, পিত্রা জাগা অ তাবুককান' এই রকম অবস্থা চলিই তংখ, আগরতলা শহর' বটতলা বাজার' অ-ব অনেকেই দাবাইঅ ১ লিটার টঁগ ওয়ানগাই পাইখা হানথে আর' ২৫০ গ্রাম মত কম আংগ হানৗই হাবাই অ। দুই কাথাং রক এবং মাইরুঙ রগ ৫ কেজি নাখা হানথে আব' কমছে কম ৫০০ গ্রাম মত কছে কমিনাই অম তাই অবস্থা। বার বার পত্র পত্রিকা অ-ব কাছাখা। কিন্তু এইরকম অবস্থা যদিন উদ্দেশ্য তংখা হানথেলাই বামফ্রন্টনি আমল' তামথে বটতলা বাজার থেকে আরম্ভ খালাই গোল বাজার এবং প্রত্যেকটা দোকান' বরগ তামথেই ফালাই তংখা এবং আব কোন action নাজাকরা। অন্যান্য কাথি কাথি অঞ্চল' ত আশা খালাই মানয়া। আর' বামফ্রন্ট সরকার আবন চিন্তা খাদা খালাই আং ছাওই মানয়া। খালাই কাম চাঙ ছামুং অ ছুগয়া। গোলবাজার, বটতলা বাজার

রগ' কোন ছামুং মুগয়া কাজেই একটা বিল সরকার তুবুমানি যদি ন লাভবান' কাহাম অাংয়া হীনখে কোন ছামুং অাংয়া খানাই। সব চেয়ে ছামুং নাংগানো পার্টী রাগরোনানি, পার্টী অ বরগ তুবুনানি, পার্টী অ ভাই দুলুই তুবুনানি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তুবুকনি অ চাওমুগ ওই তংগ যে, জাগ জাগা অ এই যে চিনি যারা বরগ রগন চাওমুগ ওই তংগ, এবং বরগ ন যাবা direct শোষন খীলাই তংনাইরগ বরগানি বাগাই direct কোন action কীরাই এবং বরগ যদি আইননি বিরুদ্ধে অন্যভাবে ভুল-ফান খীলাই খা হীনখেলাই ববগনি বাগাই কোন action নাজাকয়া। এই সমস্ত খীলাই তংগ। এই যে, লাইসেন্স ছাডা ফানছে এই রকম খীলাই তংগ। লাইসেন্স Cancelled খীলাই রীয়ানো তারপরে ফান' ব খীলাইয়ানো অম্পিনি থানানি যে ও, সি, তংগ বছে আন ছাওই তংগ। যে অম্পি বাজার' পাট ফাল নাইরগ লামা, অ ১০ টাকা ১৫ টাকাখে কমখে নাজক ওই তংবাই ও। আও হীনখা ছাওই মানখে তামংগাই বরগ ন বময়া। ওল' ব আন' ছাকা তাম' হীনাই আইন' কীরাই এই অাংখা অবস্থা আর, দলনি বরগ হীনখে যারা কাচাক খীলাই তংনাইরগ যেছাফান' শয়তান খীলাই তংদি মহাজনগিরি রগন, মার্কেটিং কমিটিবগ বন Suspend খীলাইয়া এবং বিনি লাইসেন্স ন ছাকামই রীদি হীনাই State Government নি থানি কোন Information রীখা, যদি চিনি তবফ থেকে Chief Minister নি। থানি সুবিচার রীফান' আফুরু Chief Minister হীননানা যে, No, It is very bad আহাই হীনাইছে তংনাই। বিনি লাইসেন্স কিফিলাই মান-ফিনাই। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যাব,—চৌঙ নাহ অ Politically মত ভেদাভেদ অাংয়া ওই যাতে কাহাম হাময়া যাতে ছামুং হাময়া তাংগাই তংনাইরগ shelter রীয়া অাংয়া তাই। আবনি বাগাই আও মুইতু খীলাই বীনা নাইও যে অরনি অ যাবা ক্ষমতাসীন মেম্বারশীপ তংনাইকা বরগনি দায়িত্ব তংগ। যাতে এই সমস্ত চোন' মহাজন এবং চাওন কুসুবওই চাওই মানযাতাই। হীনখে আও হীনানো যে খীনান ও আপনে ছংনি পুলিশবাই মহাজন' রীমাই রীফাই নাই। যারা অম্পি বাজার' জুমিয়া রগনি মানই রগন মহাজন রগযে সমস্ত আহাই খীলাই-ওই মানাই পাই তংনাইরগন খীনান' পলিশ নি য়াগ' য়াকারওই রীদি। বরগ কাহামকাহাম ন উগ্রপন্থী হীনাই রংমনানি আরনি অ পুলিশ তংগঃ মান অ। বিন্তু অ আইন' violate খীলাই নানি আর' পুলিশ তংগাই মানখা। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, অরনি অ অম অাংখা সাধারণ বরগনি দুর্বলতা, একটা sentimant আবন' use খীলাই গীলাক। ব-ন' ছামুং-অ ফানাংনানি। তাবুকলে ঠিক থাংখা। মহাজন যাতে চাওন' ঠককরীওই মানলিয়া, বটতলা বাজার' মাইরুং ৫০০ গ্রাম কম মানযা অাংমানিছে আবন একটা আশ্বাস তুইফাইনানিছে। কিন্তু Execute অাংমানি সময়' ছে চাও মুগ আনো যে' মার্কেটিং কমিটি যতকিছু কমিটি তাই ফিসারী কমিটি, এই যে, মাননীয় সদস্য নবুল দাস তাইদু অঞ্চল' বাহাইকে ফিসারী ছাবাই রীইখা। যারা বিরোধী দল তংনাইরগন Co-operative society, মার্কেটিং কমিটি, Development কমিটি রগন ছাবাই রীইখা। কাতাল আরনি' নিশীথ দাস, ক্ষিতীশ দাস, রাখাল দাস, বরগ জালছে বুনা রীংয়াখ আ মাছাফান ছে রমাই মানয়া। তাইদু ফিসারী আ মাছা ফান' দা মান? তাবুক বাজাররুম আছে কাছা জিয়া? আহাঃছে অবস্থা। যারা কুবু--কুবুই আ রমাই তংনাই রগ বরগখাই বা তাবুক ফাউ। কাজেই এই মার্কেট কমিটি ন তাম নকুল বাবু ছামুং মান গীলাক। মার্কেট মিল ন ক্ষীরাই

মার্কেট কমিটি ন প্রচার খীলাইওই ও কীচাক খীলাই নাই রগন সুযোগ রীজাক নাই। যারা কীচাক খীলাইয়া হীনখে অমন সুযোগ মানগীলাক। কাজেই আনি ধারনা ম বরগনি আগিনি ছিমি সুপরিকল্পিত। আনি মতে Election যারা খীলাইদি অমহাই খীলাইখা হীনখে নকুল বাবু ছংনি য়াগ ছাডা আঁংগীই থাংনাই কাজেই বরগনি পার্টিনিস্বার্থ' তীয়ীই ন অমহাই অগনতান্ত্রিক খীলাই-ওই ভংগ। আও আশা খীলাইয়ানী যারা গনতন্ত্র বিশ্বাস খীলাই নাই রগ অমন নারাগআনী। এবং যারা এই সমস্ত আইন মানিয়া যদি Government নি বিরুদ্ধে ফান' বাজার কমিটিনি বিরুদ্ধে ফান, প্রেসিডেন্ট নি বিরুদ্ধে লাইসেন্স বাতিল মা থানীই। বা বিনি পদ অপসারন মা আঁওনাই। আও আছীক কক্ ছাওই ন আনি কক্ অরন' পাই বীথা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, "দি ত্রিপুরা এগ্রিকালচারেল প্রডিউস্ মার্কেটস বিল ১৯৮০ এটাকে নিয়ে আমি এই হাউসে কয়েকটা কথা বলতে চাই। বামফ্রন্ট সরকার এটাকে নিয়ে উন্নয়ন মূলক কাজ করার ছিল। কিন্তু এইসব কার্য্য-কলাপের পরিপ্রেক্ষিতে আমার কিছু সন্দেহ রয়েছে, কারণ আমরা প্রথমেই এখানে দেখতে পাচ্ছি, সেখানে লেখা আছে—

When a Market Committee, is constituted for the first time all members thereof including the President shall be nominated by the state Government. অর্থাৎ তাদের প্রথম উদ্দেশ্যে হল সব এলাকাতেই নিজের প্রভাব বিস্তার করা। পার্টির সমর্থক নয় এমন বিক্রেতারা তাদের বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য বিক্রয় করতে পারবে না। তাদের অভাব অভিযোগ গ্রাহ্য হবে না। সেই বাজারে কেউ কেউ হয়ত জিনিষ পত্র বিক্রয় করার সুযোগ পাবে না। এই রকম করেই সমস্ত দোকানদারকে নিজের দলে এনে পার্টিকে শক্ত করার চেষ্টা করবে। ইলেকশান হলে যাতে সহজে জিততে পারে, এটা হল তাদের প্রথম মূল উদ্দেশ্য। তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের বাজারে মহাজনরা এবং অন্যান্য ব্যবসায়ীরা আমাদের কিভাবে ঠকাচ্ছে। তারা দূর দূরান্ত থেকে জুমের তিল, পাট, বাজারের আনলে মহাজনেরা রাস্তায় তাদেরকে অটকিয়ে রেখে দেয়। জুমে পাট কিম্বা তুলা উৎপাদন না হওয়ার আগেই মহাজনরা গিয়ে কিনে ফেলে এবং তারা দামের অর্ধেক অথবা শতকরা কুড়ি ভাগ টাকা দিয়ে আগেই দখল করে রেখে দেয়। এরকম অবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তারা কোনো দিন বাজারের রচিত দাম পাচ্ছে না, এ হচ্ছে অবস্থা। আজকে এই বিধান-সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন—ফড়িয়ারা ভীষণ ভাবে ওজনের কারচুপি করে থাকে। আগে ট্রাইব্যাল অঞ্চলে কোনো পাল্লি বাটখারা ছিল না। মহাজনরা পাট কিনতে গেলে কিংবা তূলা কিনতে গেলে তাদের ইচ্ছামত এনেছে।" ছামনু বাজারে এমন একটা ঘটনা হয়ে গেছে যেখানে এক বিক্রেতা এক মন তিন বাজারে এনেছিল শেষ পর্য্যন্ত দশ সের বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এবং পাল্লা দিয়ে ত্রিশ সের তিল আনা হয়েছিল। সেক্ষেত্রে দশ সেরের দাম দেওয়া হয়। পিত্রা অম্পি, এ সমস্ত জায়গায় এখনো এরকম অবস্থা চলছে। আগরতলা শহরে বটতলা বাজারেও অনেকেই আমাকে বলেছে. এক লিটার সরিষার তৈল কিনলে সেখানে প্রায় ২৫০ গ্রাম কম হবেই। বারবার পত্রিকাতেও লেখালেখি হয়েছে কিন্তু এরকম অবস্থা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বটতলা বাজার থেকে আরম্ভ করে গোল বাজার এবং

প্রত্যেকটা দোকানে মহাজনরা বিক্রী করছে এবং তার কোনো এ্যাকশান্ নেওয়া হচ্ছে না এটা ভাবা যায় না। গ্রামাঞ্চলে তো আমরা আশাই করতে পারি না। সে ব্যাপারটা বামফ্রট সরকার চিন্তা করছেন কিনা আমি তাও জানি না। বামফ্রট সরকার যদিও এব্যাপারে চিন্তা করে থাকেন কার্য ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, গোল বাজার এবং বটতলা বাজার এসব বাজারে দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই একটা বিল সরকার আনলে তা যদি লাভজনক বা সৎ কাজে লাগানো না যায় তাহলে, কোনো লাভ হবে না। সবচেয়ে কাজে লাগবে পার্টিকে শক্ত করে তোলা। মোহ দেখিয়ে পার্টিতে লোক আনা, এ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এখন আমরা দেখনে পাচ্ছি যে, অনেক জায়গায় আমাদের উপজাতিদেরকে যারা direct শোষণ করছে, তাদের বিরুদ্ধে কোন direct এ্যাকশান্ নেয়া হচ্ছে না। এবং তারা যদি আইনের বিরোধিতা বা অন্যভাবে ভুল করে থাকলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো এ্যাকশান্ নেয়া হয় না। যাদের লাইসেন্স্ নেই তারাও এই রকম করছে। লাইসেন্স ক্যানসেলড করে দিলেও সে পরে আবার করে নেবে। অম্পি থানার ও, সি, স্বয়ং আমাকে বলছে যে, অম্পি বাজারে যারা পাট বিক্রয় করে তাদেরকে মহাজনরা রাস্তায় প্রতি মণে ১০ টাকা থেকে ১৫ টাকা করে কম দাম দিচ্ছে। তখন আমি ও,সি, কে বললাম, এসব জানা সত্বেও কেন আপনি তাদেরকে এ্যারেস্ট করছেন না ? তখন ও, সি, আমাকে বলেছেন, আইনে নেই। এই হচ্ছে অবস্থা। সেখানে তাদের যারা বামফ্রন্টের সমর্থক যতই শয়তানি করে থাকুক না, মহাজনগিরি করে থাকুক না কেন তাদের ক্ষেত্রে মার্কেট কমিটি তাদেরকে সাস্পেণ্ড করছেন না, এবং তাদের লাইসেনসকে বাতিল করার জন্য ষ্টেট গভার্ণমেণ্ট-এর কাছে কোনো রেকমেণ্ডেশন্ দেয়া হচ্ছে না। যদিও আমাদের তরফ থেকে চিফ্ মিনিষ্টার এর কাছে সুবিচারের জন্য প্রার্থনা করা হলে চিফ্ মিনিষ্টার বলবেন— '.না ইট ইজ ভেরি ব্যাড'। তাদের পুনরায় লাইসেনস্ দেয়া হবে। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়,— আমরা চাই পলিটিক্যালি ভেদাভেদ না করে যারা খারাপ কাজ করছেন যাতে তাদের যেন সেণ্টার না দেওয়া হয়। তার জন্যই এখানে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এখানকার যারা ক্ষমতাসীনের মার্কেট কমিটির মেম্বার রয়েছেন তাদের একটা দায়িত্ব আছে। যাতে এই সমস্ত মহাজনরা আমাদিগকে ঠকাতে না পারে। এ ব্যাপারে আপনাদের সহযোগিতা পেলে আমি কালকেই পুলিশ দিয়ে সেইসব শোষক মহাজনদের ধরে এনে দিতে পারি। তাই আমি বলছি, যারা অম্পি বাজারে জুমিয়াদের কাছ থেকে ঠকিয়ে জিনিষপত্র ক্রয় করছে কালকেই তাদের পুলিশের হাতে দেওয়া হউক। নির্দোষ ভাল মানুষদের উগ্রপন্থী বলে হয়রানি করার জন্য পুলিশ আছে, কিন্তু যারা দেশের আইন ভাঙ্গছে, মানুষকে ঠকাচ্ছে তাদের বেলায় পুলিশ নেই। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে সাধারণ মানুষের দুর্ব্বলতা এবং এই সেণ্টিমেণ্ট এর দিকে যেন দৃষ্টি দেওয়া হয়।

মহাজন যাতে আমাদের না ঠকাতে পারে, এখন এটাই হচ্ছে আসল কথা। বটতলা বাজারে চাল কিনতে গিয়ে ৫০০ গ্রাম চাউল কম না পাওয়া, এরকম একটা আশ্বাস নিয়ে এসেছে এই প্রস্তাবিত বিল। কিন্তু বিলটা এক্জিকিউট হওয়ার সময় আমরা দেখতে পেয়েছি মার্কেটিং কমিটি ফিসারী কমিটি, কত কমিটিতেই, এই ধরুন মাননীয় সদস্য নকুল দাস তৈদু অঞ্চলে কেমন করে,

ফিসারী কমিটি ভেঙ্গে দিলেন, যারা বিরোধী দল তাদের কো-অপারেটিভ সোসাইটি, মার্কেটিং ডেভেলেপমেণ্ট কমিটি, এইসব কমিটিতে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন যারা ফিসারী কমিটির সদস্য হয়েছেন, যেমন নিশীথ দাস, ক্ষিতীশ দাস, রাখাল দাস জাল দিয়ে মাছ ধরতে জানে না। এখন তৈদু ফিসারিতে একটি মাছও কি পাওয়া যায়? এখন বাজারে সরকারী (ফিসারী) মাছ পাওয়া যায় না, এই হচ্ছে ফিসারীর দুরবস্থা। যারা সত্যি সত্যিই জাল দিয়ে মাছ ধরতে জানে, জাত জেলে, তারা আজ উপেক্ষিত। কাজেই এই মার্কেট কমিটিকে দিয়ে নকুল বাবুর কাজ হবে। মার্কেট বিলকে নিয়ে মার্কেট কমিটির মাধ্যমে প্রচার করে যারা বামফ্রণ্টের সমর্থক তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে, আর যারা বামফ্রণ্টের সমর্থক নয়, তাদের সেইসব সুযোগ দেওয়া হবে না। কাজেই, আমার ধারণা, এটা পূর্ব পরিকল্পিত। আমার মতে ইলেক্শনের মাধ্যমে মার্কেটিং কমিটি গঠিত হউক, তাতে নকুল বাবুদের মত লোকদের প্রভাব থাকবে না। কারণ পার্টির স্বার্থে তারা অগণতান্ত্রিক কাজে লিপ্ত হন। আমি আশা করি, যারা গণতন্ত্র বিশ্বাস করেন তারা আমার এই প্রস্তাবটা গ্রহণ করবেন এবং যারা এইসব আইন মানবে না সে বাজার কমিটির প্রেসিডেণ্ট হউক আর যাই হউক, তাকে তার পদ থেকে অপসারণ করতে হবে, তার লাইসেন্স বাতিল করতে হবে। আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা অ্যাগ্রি-কালচারেল প্রডিউসার মার্কেট বিল ১৯৮০ কন্সিডারেশনের জন্য সভায় এনেছেন। আমি সেটাকে সমর্থন জানাচ্ছি। আমরা দেখছি যে, এই ব্যাপারে যে কমিটি গঠিত হবে তার ইলেক্শান আছে, ইলেক্টেড বডি আছে। যদিও মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন যে এই ব্যাপারে যে কমিটি হবে তা গভর্ণমেণ্ট নমিনেটেড কমিটি। সেটার আইনটা চালু করার ক্ষেত্রে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। এই বিলের মধ্যে কৃষকদের শোষণের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য ব্যবস্থা রয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে এই বিলটা আনা হয়েছে এবং সিলেক্ট কমিটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই রিপোর্টের মধ্যে দিয়ে বিধানসভায় এটাকে প্রেস করেছেন। মহাজনদের কৃষকদের উপর শোষণ নীতি চালিয়ে যাচ্ছে অনেক আগে থেকেই এই শোষণকে বন্ধ করার জন্য এই বিল আনা হয়েছে। পাহাড়ী অঞ্চলে এই শোষণ নীতি ভীষণভাবে চালিয়ে যাচ্ছে মহাজনরা।

মহাজনদেরকে দরিদ্র কৃষকরা বারে বারে ধন, পাট, তিল, প্রভৃতি তাদের উৎপাদিত জিনিষ নিয়েও মহাজনের ঋণ তারা শোধ করতে পারে না, সেই কৃষকদের, তার ছেলেদের, এই ভাবে মহাজনকে দিয়ে তারা সর্ব্বস্বান্ত হয়ে যায়, তবু মহাজনকে তারা তারা খুশি করতে পারে না। এই অবস্থা থেকে দরিদ্র কৃষকদেরকে মুক্ত করার জন্য বাম-ফ্রন্ট সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছেন। সরকার ন্যায্য মূল্য দিয়ে গ্রাম থেকে মানে কৃষকদের কাছ থেকে কি ভাবে পাট কিনে আনা যায় তার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। গত বছর জম্পুই থেকে কমলা লেবু কিনে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে কমলা লেবু মহাজনরা কিনে এনে বাজারে বেশী দামে বিক্রয় করে আজকে সরকার থেকে সেই কমলা লেবুকে উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে কিনে আনা হচ্ছে। তাতে করে উৎপাদনকারীরা ন্যায্য মূল্য পাবার সুযোগ পাচ্ছে

অথচ এতে করে দেখা গেছে যে সরকারের লাভের থেকে ক্ষতিই হয়েছে বেশী।' তবুও আমরা দেখেছি যে, দরিদ্র কৃষক যারা মহাজনদের দ্বারা শোষিত হয়েছে আজকে তারা বামফ্রন্ট সরকারের এই ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে কিছুটা উপকৃত হয়েছে মহাজনদের প্রচণ্ড শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্যই সরকার এই ভাবে এগিয়ে এসেছেন। তবু আমরা দেখেছি যে, তাতেও সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়নি। কারণ আমরা দেখেছি যে, কৃষকরা তাদের উৎপাদিত জিনিষ বাজারে বসে বিক্রয় করার সুযোগ পায় না। আমি ধর্মনগরে দেখেছি যে বিভিন্ন গ্রামের উপজাতি কৃষক ও অউপজাতি কৃষকগণ মাথায় করে তাদের উৎপাদিত জিনিষের নিয়ে বাজারে আসেন, কিন্তু ওদের বাজারে বসে বিক্রি করার মত জায়গা নাই। যার ফলে ঐ বড ব্যবসারীদের কাছে তাদের সেই জিনিষ কম দামে বিক্রি করে দিতে হয়। পরে সেই ব্যবসায়ীগণ সেই জিনিষগুলিকে বেশী দামে জনগণের কাছে বিক্রি করে। যারা জিনিষ উৎপাদন করেছেন তারাই তাদের সেই জিনিষকে বাজারে বসে বিক্রি করার সুযোগ পায় না। দরিদ্র কৃষকদের এই অবস্থা দেখেই বামফ্রন্ট সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, বাজারগুলিকে কোন একটা কমিটির আওতায় আনতে হবে। এই জন্যই তারা পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপালিটি গুলির হাতে বাজারগুলি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবুও তাতে এগ্রিকালচারের জিনিষ গুলির উপর বাজারের শোষণ করার ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করার খুব বেশী উপায় এর মধ্যে থাকল না। যার ফলে এই শোষণ থেকে জনসাধারণকে বাঁচানো সম্ভব হলো না। তার জন্য মার্কেট কমিটি আমরা গঠন করেছি। তাতে কি কি জিনিষ কি দামে বিক্রি করা হবে তা ঠিক করা থাকবে। তাতে এই কমিটি কিভাবে কাজ করবে তাও ঠিক করা থাকবে। সেই কমিটি ঠিক করে দেবে যে বাজারের জিনিষপত্র কোথায় রাখা হবে, দরিদ্র কৃষকরা যাতে বাজারে এসে তাদের উৎপাদিত জিনিষ বিক্রি করতে পারে তাও এই কমিটি ঠিক করে দেবে। এই মার্কেট কমিটি ঠিক করবে যে কে সত্যিই কৃষক এবং সেই সত্যিকারের কৃষককেই সেই লাইসেন্স দেবে। এই লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে যদি কোন অন্যায় এই কমিটি করে তাহলে তার শাস্তির ব্যবস্থাও এখানে থাকবে। কারণ মার্কেট কমিটিতে যারা নির্ব্বাচিত হবেন তাদেরকে ভোট দেবে জনগণ। কাজেই এই জনগণই তাকে আবার তার অন্যায় কাজের জন্য কমিটি থেকে বাদ দিতে পাববে। এই আইনের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারও তাকে কমিটির থেকে সরিয়ে দিতে পারবে। এই মার্কেট কমিটি একটি ফাণ্ড গড়ে তুলবেন, তাতে সরকার থেকে গ্রাণ্টস ও লোন দেওয়াব সমস্ত ব্যবস্থা থাকবে। এই যে মার্কেট এরিয়া সেখানে কৃষকরা তাদের এগ্রিকালচারাল প্রোডাক্টস্ বিক্রি করেন। কাজেই তার ডেভেলাপমেণ্ট করা দরকার। এই মার্কেটে যে শেড আছে তারও একটা নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এই বাজারগুলির উন্নয়ন যাতে সুষ্ঠুভাবে হতে পারে তার জন্য এই মার্কেট কমিটি গঠন করা হয়েছে। প্রশাসনিক স্তরে বিভিন্ন বাঁধার ফলে এক একটি বাজারের উন্নয়নের জন্য যে দুর্ভোগ ভোগতে হয়েছে তা ত্রিপুরাবাসীরা গত কংগ্রেসী শাসনের ত্রিশ বছরে বুঝতে পেরেছেন। সেই কংগ্রেসী শাসনের সময় দেখা গেছে যে, টাকার সেংসান ছিল কিন্তু সেই টাকা খরচ করা হয় নি। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পর এই সকল বাজারগুলির উন্নয়ন-মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এই বিলে যে মার্কেট কমিটি গঠন করা হবে সেই কমিটি কিভাবে বাজারগুলির ডেভেলাপমেণ্ট করা যায়, কিভাবে সেগুলির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা যায় তার উপ-যুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারবেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো যে কৃষকরা তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের ন্যায্য

দাম পান না তারা এখন যাতে করে নায্য দাম পেতে পারেন তার জন্য মার্কেট কমিটি ব্যবস্থা ফলে নেবে। আগে ফড়িয়া ব্যবসায়ীরা যেভাবে কৃষককে শোষন করত তা আর হতে পারবে না। সুতরাং কৃষকরা যাতে আর শোষিত হতে না পারেন তার ব্যবস্থা রয়েছে এই বিলের মধ্যে। বামফ্রন্ট সরকার এই শোষনের অবসান ঘটাবার জন্যই ব্যবস্থা রাখছেন এই বিলে। এই বলে আমি এই বিলটিকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এইখানেই শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী হরিনাথ দেববর্ম্মা।

শ্রী হরিনাথ দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, দ্যা ত্রিপুরা এগ্রিকালচারাল প্রোডিউস মার্কেটস্ বিল, ১৯৮০ (ত্রিপুরা বিল নং ১১ অব্ ১৯৮০) এজ রিপোর্টেড বাই দ্যা সিলেক্ট কমিটি, এই যে বিলটি এখানে উত্থাপন করা হয়েছে আমি সে সম্পর্কে কিছু বলছি।

এই বিলের একটা ক্লজ্ নাম্বার ৭, এই ধারাটিতে বলা হয়েছে যে ১২ জন সদস্য নিয়ে একটি মার্কেট কমিটি গঠিত হবে। তারমধ্যে বলা হয়েছে যে ৬জন মেম্বারস্ উইল বি ইলেক্টেড বাই দ্যা এগ্রিকালচারিস্টস্। অর্থাৎ ৬ জন সদস্য কৃষকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হবেন। বাকী সদস্যদের সরকার নমিনেট করবেন। কিন্তু এখানে আমি কতকগুলি দোষ ত্রুটি দেখতে পাচ্ছি। এই যে ৬ জন সদস্য কৃষকদের কর্তৃক নির্ব্বাচিত হবেন সেই কৃষক কারা তাদের কোন ডেফিনিশন দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ ভোটাধিকার তাদের আছে তা পরিষ্কারভাবে বলা হয়নি। কমিটি গঠন করার জন্য যারা আহ্বায়ক তারাইকি ভোটে নির্ব্বাচিত হবে তাও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি। কাজেই এই ধরনের যে ত্রুটিযুক্ত বিল এখানে আনা হয়েছে তা আমরা কখনও সমর্থন করতে পারি না।

তাছাড়া মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি, এই হাউসে বিগত দেড় বছর আগেও যে মার্কেট বিল পাশ হয়েছে সেই বিলটিও এমনি করে কৃষকদের নিকট ঐতিহাসিক বলে পাশ করা হয়েছিল, কিন্তু কৃষকরা তার কোন উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা আজও দেখেন নি। সেই বিলেও এই ধরণের নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছিল। মহাজনদের হাত থেকে কৃষকদের আর যাতে শোষিত হতে না হয় তার ব্যবস্থা ঐ বিলে রয়েছে বলে বলা হয়েছিল। কিন্তু তার কোন প্রত্যক্ষ ফল কৃষকরা দেখতে পাননি। আর সেই বিল পাশ হবার পর আবার দেড় বছর পরে আবার ঐ ধরণের আরেকটি বিল আনা হয়েছে। আগের যে বিল সেটি এখনও বাস্তবে রূপায়িত হয়নি, তার উপর আরেকটি একই ধরনের বিল আনার কোন যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যায়না। সেই জন্য আজকে এখানে যে এগ্রিকালচারাল মার্কেট বিল, ১৯৮০ আনা হয়েছে আমি তা সমর্থন করি না।

ত্রিপুরার অনেক বাজার আছে। কোন বাজার হয়ত সরকারের নিয়ন্ত্রণে, কোন বাজার হয়ত ব্যক্তিগত মালিকাধীন। সেই সমস্ত বাজারগুলি সরকারী তত্বাবধানে ক্ষমতা ব্যবহার করে মহাজনদের শাস্তি দেবার হয়ত কিছু উপায় আছে এই বিলে। কিন্তু সেই সমস্ত বাজারে যদি কোন অত্যাচার হয় কারো উপর তাহলে সেটা নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা নেই। আরও ব্যক্তিগত মালিকাধীনে যে সমস্ত বাজার রয়েছে সেই সমস্ত বাজারগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হবে বলে বলা হয়েছিল। কিন্তু কতগুলি বাজার এসেছে জানি না। তবে যতটুকু

জানি কোন বাজারকেই আনা হয়নি। আর একটা জিনিষ আমি উল্লেখ করতে চাই, সেটা হলো অনেকে বলেছেন যে সমস্ত কৃষক, উৎপাদনকারী, যারা বাজারে মাল নিয়ে আসছে তারা বাজারে যাবার আগে, পথ থেকেই কম দাম দিয়ে তাদের কাছ থেকে মাল নিয়ে নিচ্ছে ব্যবসায়ীরা। নগেন্দ্র বাবু বলেছেন যে যখন জমিতে ফসল হয় তখনি মহাজনেরা কৃষকদের দাদন দিয়ে তাদের ফসল আগাম কিনে নেয়। যার ফলে নিয়ন্ত্রিত বাজারে আসার আগেই কৃষকেরা ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সেই সমস্ত ব্যবস্থার কথা সরকার কতটুকু চিন্তা করেছেন জানি না। তবে আমার মতে এই সমস্ত কৃষক যাদের বাজারে আসতে অসুবিধা, যোগাযোগের অসুবিধা তাদের জিনিষ ক্রয় করার জন্য সরকার থেকে একটা কিছু ব্যবস্থা থাকলে ভাল হত। কিছু কিছু কৃষক আছে যাদের ফসল উঠার আগেই মহাজনের দ্বারস্থ হতে হয় ঋণের জন্য। সেই অবস্থায় ল্যাম্পস এবং কো-অপারেটিভের মাধ্যমে তাদের ঋণ দেবার সুবিধা থাকলে ভাল হয়। এতে তারা মহাজনদের হাত থেকে রক্ষা পাবে।

কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরাও চাই সত্যিকারের যারা উৎপাদনকারী তাদের যাতে সুবিধা হয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে এই সমস্ত ব্যবস্থাতে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি রয়ে গেছে। যেমন মার্কেট বিলে অনেক আইনের সুন্দর সুন্দর ধারা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই ধারাগুলির কোন সুবিধা তারা পায় নি। আর বামফ্রন্ট আসার পরে যে সমস্ত বিল পাশ হয়েছে সেই সমস্ত বিলের মধ্যে কোন্টা প্র্যাক্টিকেলী বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে সেটা আমরা জানি না। তবে দি ত্রিপুরা সিকিউরিটি এ্যাক্ট পাশ হওয়ার পরে আমরা দেখেছি যে সেটা বাস্তবের চেয়ে বেশী কার্যকরী করেছেন। অর্থাৎ বাস্তবে যা নেই তার চেয়েও বেশী হয়েছে এই ত্রিপুরায়। কিন্তু জনগনের কল্যাণের বেলায় কোন কিছুই রূপায়িত হয় নি। কিন্তু সিকিউরিটি অ্যাক্টের মধ্যে যে সমস্ত প্রভিশান আছে তার চেয়েও বেশী বিভিন্ন উপায়ে প্রয়োগ করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, জনগণের স্বার্থেই এই বিল কার্য্যকর করা হোক এবং বাস্তবে প্রয়োগ করা হোক। এই বলে আমি শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে মাননীয় চীফ মিনিস্টার যে মার্কেট প্রডিউস্ বিলটা এখানে এনেছেন এটাকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। কারণ আজকে আমাদের বহুদিনের আকাঙ্খিত যে কাজ বাকী ছিল সে কাজটা আজকে বাস্তবায়িত হওয়ার পথে চলেছে। আমরা জানি ত্রিপুরায় যে সমস্ত বাজার আছে, এই সমস্ত বাজারগুলিতে বেসরকারীভাবে বাজার কমিটি নেই, এই কথা বললে ভুল হবে। কি গ্রামে কি শহরে সব জায়গাতেই বাজার কমিটি আছে। তবে বাজার ডেভেলাপমেণ্টের জন্য সেই কমিটির হাতে সে রকম অর্থ নেই বলে বাজার ডেভেলাপমেণ্ট করতে পারে না। বাজারটা তারা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। বাজারের ভিতরে ঢুকে কোন বে-আইনী কাজ করার বা পুলিশের লোকেরা ঢুকে অত্যাচার করার কোন অধিকার নেই। বেসরকারী হলেও তাদের রুলস্ আছে, রেগুলেশান আছে। অথবা বাজারের পথে যদি কোন কৃষকের কাছ থেকে কম দরে জিনিষপত্র নিতে হয় তারও কতগুলি নিয়ম কানুন আছে এবং বাজারের ভিতরে যদি কোন লোক গণ্ডগোল করে,

কোন মারপিট করে তাহলে বাজার কমিটি সেটা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এমন কি মিলিটারীও যেখানে কোন গণ্ডগোল করতে পারে না। বাধ্য হয়ে বাজার কমিটির কাছে যেতে হয়। মিলিটারী বিভিন্ন জায়গায় মদ খেয়ে গণ্ডগোল করতে চায়। কিন্তু বাজার কমিটি গিয়ে বাধা দিলে তারা তাদের কথা শোনে।

আর কে কোথায় কোন জিনিষ নিয়ে বাজারে গিয়ে বসবে তাও নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। কোন জায়গায় তরকারী, কোন জায়গায় মাছ, কোন জায়গায় ফলমূল, ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া যাতে বাজারে গাড়ী ঢুকতে পারে তার জন্য রাস্তাটাও বড় করে রাখা হয়েছে। যাই হোক, বিলটা যেটা উঠেছে সেটাকে আমি সমর্থন করছি। কারণ গ্রামের কৃষকেরা যদি ফসল ন্যায্য দামে বিক্রি করতে পারে সেটা খুবই সুখের কথা। ওজনও যাতে কম না দেয় সেজন্য কমিটি থেকে সমস্ত কিছু ঠিক করে দেওয়া হয় আর যোগাযোগের ব্যবস্থা আমাদের এখন প্রচুর রয়ে গেছে। কিন্তু আমাদের বিভিন্ন দপ্তরকে যদি আমরা সজাগ করতে পারি তাহলে আরও বেশী ফসল উৎপাদন হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে আমরা মনে করি। জলসেচ, মাইনর ইরিগেশান এবং কৃষি দপ্তর ইত্যাদি, দপ্তরগুলিকে যদি আমরা আরও বেশী কাজে লাগাতে পারি তা হলে আরও বেশী ফসল উৎপাদন হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। আর একটা দেখা যায় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ৫০,০০০ টাকায় যে জিনিষটা করতে পারে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট ১ লক্ষ টাকায়ও সেই জিনিষটা উৎপাদন করতে পারে না। কারণ এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টকে মাটি সমান করতে হবে, সয়েল কনজারভেশান করতে হবে। তার জন্য তার অতিরিক্ত খরচ করতে হবে। কিন্তু ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বেলায় সেটা দরকার পড়ে না। ফসলটা শুধু লাগিয়ে যেতে হয়। সে রাবার বলুন, আর আম গাছ বলুন বা অন্য কিছুই বলুন, সবই লাগিয়ে যেতে হয়। আর সেজন্য আমাদের কৃষি দপ্তরটা রয়েছে কাজ করার জন্য এবং এই দপ্তরের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা খরচ হয়। জলসেচ কোথায় কোথায় করা যায়, তার জন্য একটা সার্ভে করা দরকার এবং সার্ভে করার পর যদি টিউব ওয়েল, সেলো-ওয়েল, নালা, বাঁধ, স্লুইস গেট ইত্যাদি করা যায়, তাহলেও নিশ্চয় বেশী বেশী ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এর সঙ্গে আরও একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে, সেটা হচ্ছে বিদ্যুতের সাহায্যে যদি ব্যাপক ভাবে লিফ্‌ট ইরিগেশানের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলেও উৎপাদন বাড়তে পারে। কৃষি উৎপাদন ছাড়াও আমাদের আরও অনেক জিনিস আছে, যেমন বনজ সম্পদ। একমাত্র আমার [illegible] জেলাতেই বৎসরে দুই লাখ টাকার বনজ সম্পদ আহরণ করা যায়; যার থেকে সরকারের রাজস্ব হিসাবে বেশ পরিমাণ টাকা রোজগার হতে পারে। কিন্তু এইক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যেখানে লাকড়ি কেটে বিক্রি করে, সেখানে মাত্র ২ টাকা তার প্রতি পাচ্ছে, আর আগরতলায় হচ্ছে তার প্রতি ১৬ টাকার কম নয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যারা গরীব লোক তারা তাদের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না, আর যারা ফড়িয়া তারা খুব কম দাম দিয়ে আগরতলায় এনে বেশী অনেক দামে বিক্রি করছে। অতএব এই লাকড়িটাকে যদি মার্কেট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আনা যায় তাহলে যারা কাঠ কেটে জীবিকা নির্বাহ করে তারা ন্যায্য দাম পেতে পারে। তারপর ধরুন মাছ, মাছ যেটা প্রত্যেক গাঙে এক কে, জি ওজনের মাছ মাত্র ৮/১০ টাকা, কিন্তু শহরে এসেই ১৬ টাকায়

ও পাওয়া যায় না। আর ছোট মাছ ৪/৫ টাকার বেশী কেজী বিক্রি হয় না কিন্তু শহরে এলেই সেগুলি ১০/১২ টাকা করে পাওয়া যায় না। শহরে মকা মাছও ৮ টাকা কেজিতে পাওয়া যায় না। কাজেই এই সমস্ত দিক দেখলে আমরা দেখি যে গ্রামের মানুষ যারা ফসল ফলায়, তারা তাদের উৎপাদিত জিনিষ পত্রের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। ফড়িয়ারা সেগুলি কমদামে কিনে নিয়ে এসে, বেশী দামে বিক্রি করে। তাই আমি বলি যে এই সমস্ত জিনিষ অতি সত্বর বাজার কমিটির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা দরকার। তারপরে আর একটা আছে, সেটা হল মধু, এর কোন রেট নেই, যেমন খুসী, তেমন দামে বিক্রি হচ্ছে। কাজেই আমি বলব যে এই সমস্ত জিনিসগুলি বাজার কমিটির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা দরকার। তারপরে আছে মশলা, এগুলিও খুব কম দামে বিক্রি হয়, অথচ শহরের বাজারে এলে এগুলির দামও চড়া হয়ে যায়। কাজেই এগুলির দামও বাজার কমিটির মাধ্যমে নির্দ্ধারণ করা দরকার, তাহলে পরে এই সমস্ত জিনিসগুলি যারা উৎপাদন করছে, বিশেষ করে কৃষকেরা, তারা তাদের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হবে না। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমরা যে কাজগুলি করতে চাইছি, সেগুলি বড আস্তে আস্তে হচ্ছে, সেগুলি যাতে আরও তাডাতাডি হয়, তার জন্য আমাদের সবারই সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার। এ কথাগুলি বলে এই বিলটাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এটা খুব ভাল কথা যে নীতিগতভাবে এই বিলের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলেন নি, তবে এই বিল সম্পর্কে কিছু সন্দেহ প্রকাশ করেছেন মাত্র। যেমন বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন যে এমন অনেকগুলি ভাল ভাল বিল পাশ হয়, কিন্তু সেগুলি ঠিকভাবে কার্য্যকরী হবে কিনা, সেই সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর এই রকম সন্দেহ হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়, কারণ গত ৩০ বছর ধরে এই রকম অনেকগুলি বিল পাশ করা হয়েছে, কিন্তু সেগুলি কতটা কার্য্যকরী করা গিয়েছে, তা লক্ষ্য করে তিনি এই সন্দেহ প্রকাশ করলে তা করতে পারেন। নানা রকমের প্রগতিবাদী বিল পাশ হয়ে গিয়েছে তার মধ্যে একটা আছে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ। বিল পাশ হয়ে গেলেই জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়ে গেল, এই রকম মনে করার কোন কারণ নাই, কারণ আজও দেখা যাচ্ছে যে কৃষকেরা বেশী বেশী করে জমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের বামফ্রন্ট সরকার যে আইন পাশ করেন বা কোন রকম সিদ্ধান্ত নেন, তারা শুধু পাশ করে বা সিদ্ধান্ত নিয়েই বসে থাকেন না, তারা জনগণের হাতেই আইনটা তুলে দিবে। কারণ সেটাকে কার্যকারী করার দায়িত্ব হল জনগণের। আগেও আমাদের এখানে পঞ্চায়েতী আইন ছিল, কিন্তু গত ৩০ বছরের মধ্যে সেই আইনের দ্বারা কি হয়েছে, আর বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সেই পঞ্চায়েতের আইনের দ্বারা কি হচ্ছে সেটা সহজেই গ্রামের মানুষেরা উপলব্ধি করতে পারছেন। আইনটা কিভাবে প্রয়োগ করা হবে, সেটা সার্থক হবে কিনা তা জনগণের উপরই নির্ভর করছে। কাজেই এখন যে আইনটা আমরা তৈরী করলাম সেটা সত্যি আমাদের কৃষকেরা ব্যবহার করেন, তাহলে পরে সেটাকে কৃষকদের স্বার্থে ব্যবহার করা যাবে। আর এটা আইনটা খরিদ্দারেরা বাবুরা

যাদের সঙ্গে মিশে বা চলাফেরা করেন, তাদের হাতে গিয়ে পড়ে, তাহলে এই আইনটার কোন ভবিষ্যতই থাকবে না। কারণ আমরা আইনটাকে জোতদারদের হাতে দিচ্ছি না, ফরিয়াদের হাতে দিচ্ছি না অথবা মহাজনদের হাতে দিচ্ছি না। আমরা এই আইনটাকে গরীব কৃষকদের হাতে তুলে দিতে চাই। এই আইনটা হচ্ছে শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে একটা অস্ত্র, এই অস্ত্র তারা কোথায়, কি ভাবে, কতখানি প্রয়োগ করতে পারবেন এবং গরীব কৃষকেরা এই আইন প্রয়োগে নিজেরা কতটুকু সংঘটিত হতে পারবেন এবং সংঘটিত হয়ে এই আইনটাকে ঐ শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কিভাবে প্রয়োগ করবেন, সেটা তারা নিজেরাই ঠিক করবেন, আর এটাই হচ্ছে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। আর হরিনাথ বাবু বলেছেন, মার্কেট ডেভেলাপমেণ্ট আইন তো একটা পাশ করেছিলেন, তাতে কতটুকু ফল পাওয়া গিয়েছে? আমি বলব, সেই আইনটা তো করা হয়েছিল টেকিং ওভার করার জন্য, যেগুলি প্রাইভেট বাজার ছিল, সেগুলি টেকিং ওভার করার জন্য।

অধিকাংশ বাজার পঞ্চায়েতের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই আইনের প্রয়োগ আমরা করেছি। কাজেই এটা ঠিক নয় সেই আইনের প্রয়োগ করা হয় নাই। তারপর তারা বলেছেন যে ল্যাম্পস এবং প্যাক্সের হাতে যদি ক্ষমতা দেওয়া হত আমরা খুশী হতাম। কিন্তু আমরা দেখছি যে ওদের শিষ্যরা সেই সব ল্যাম্পস এবং প্যাক্সের উপর হামলা করেছে এবং ওদের বন্ধুরা জোলাইবাড়ীতে দেখলাম যে ল্যাম্পস এবং প্যাক্সের দোকানগুলির উপর হামলা করেছে। কারণ ওদের এই ল্যাম্পস এবং প্যাক্স হচ্ছে ঐ কালোবাজারীদের কালো হাত ভেংগে দেওয়ার একমাত্র অস্ত্র। ল্যাম্পস এবং প্যাক্স যাতে ভাল ভাবে কাজ করতে পারেন আইনে সেই জন্য প্রভিশান রাখা হয়েছে। তারপর ওরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে কৃষকদের কোন প্রতিনিধি সেই সব কমিটিতে থাকতে পারবেন না। হ্যাঁ, আমরা আইনে সেই প্রভিশান রেখেছি যে কৃষকেরা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারবেন এবং ব্যবসায়ী যারা তারাও তাদের প্রতিনিধি দিতে পারবেন এবং কি ভাবে নির্ব্বাচন হবে তাও পরিষ্কার ভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে তার জন্য রুলস হবে। সর্ব্বশেষে আমি এই হাউসকে বলতে চাই যে গত ৩০ বছর যাবত ত্রিপুরার বাজার উন্নয়নের জন্য কিছুই করা হয় নাই। কোন বাজারে একটা জলের কল পর্য্যন্ত ছিল না। ধর্মনগরের মত এত বড় একটা বাজার সেখানে জলের কোন ব্যবস্থা ছিল না। কেউ পায়খানায় গেলে তার জন্য কোন জলের ব্যবস্থা ছিল না। কাজেই আমাদের যা করবার আমরা সেটা করছি এবং সেজন্য আমরা কোন ট্যাক্স নিচ্ছি একথা কেউ বলতে পারবে না। আগে বাজার থেকে "তোলাতে" ট্যাক্স নেওয়া হত। কিন্তু সেই টাকা বাজারের উন্নতির জন্য খরচা করা হত না। বকেয়া খাজনা আদায় করার জন্য সম্পত্তি ক্রোক করা হত। আমরা সেই পথ নেই নাই। আমরা আশা করব যে এই কমিটি গঠিত হলে সরকারের টাকায় সব কাজ হবে না, অনেক ব্যাঙ্ক আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে তারা বাজার কমিটিগুলিকে টাকা ধার দেবে-তারা গুদাম ঘর তৈরী করার জন্য টাকা ধার দেবে, বাজার কমিটিকে তারা হিমঘর তৈরী করার জন্য টাকা ধার দেবে যাতে কৃষকেরা [illegible] ফসলের উপযুক্ত মূল্য পাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করতে পারেন। সেজন্য আমরা আইনে

প্রভিশান রেখেছি। কাজেই এই সব দিকে চোখ রেখেই আমরা এটাকে হাউসের সামনে উপস্থিত করেছি। আশা করি হাউস এতে সম্মতি দেবেন।

মি : ডেপুটি স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো "The Tripura Agricultural Produce Markets Bill, 1980 (Tripura Bill No. 11 of 1980) as reported by the Select Committe" বিবেচনা করা হউক।"

(প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)।

আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৬১ নং পর্য্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।)

আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সিডিউল্ড) ভোটে দিচ্ছি। "বিলের অনুসূচীটি (সিডিউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(উক্ত অনুসূচীটি বিলেব অংশরূপে সভা কর্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।)

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো—"বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কতৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)।

PRESENTATION OF THE 29TH REPORT OF THE PRIVILEGE COMMITTEE

মি: ডেপুটি স্পীকার :—এখন সভাব পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হল "প্রিভিলেজ কমিটির ২৯তম প্রতিবেদন উত্থাপন।'

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভায় পেশ করার জন্য।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা :—Mr. Speaker Sir, I beg to present the 29th Report of the Committee on Privileges.

মি: ডে: স্পীকার—এখন সভাব পববর্তী কার্যসূচী হলো—That the 29th Report of the Committee on Previleges be taken into consideration." হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি মাননীয় সদস্য শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, প্রথমতো ইন্টেরপ্রিটেশন হবে তারপর কনসিডার্ড হবে।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা :— Mr. Speaker Sir, in persuance of the Rule 182 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I beg to move that to the 29th Report of the Committee on Privileges be taken into considaration."

মি: ডে: স্পীকার :— আমি এখন প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, এটার উপর আমরা আলোচনা করতে চাই।

মি: ডে: সস্পীকার :— আপনারা বলতে চান? বলুন...

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এখানে প্রিভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান (ইণ্টারাপশান)

শ্রী সমর চৌধুরী :—স্যার, প্রিভিলেজ কমিটির মাননীয় সদস্যগণ একমত হয়েই এই রিপোর্ট তৈরী করেছেন। মাননীয় সদস্য প্রিভিলেজ কমিটির একজন সদস্য হয়ে তিনি কি করে আবার এটার উপর আলোচনা করছেন—he is one of the Members of the Committee.

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি কমিটির একজন সদস্য অতএব আপনি আলোচনা করতে পারেন না।

শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া—স্যার, এটা আমরা এইমাত্র পেয়েছি এটা পড়ার জন্য আমাদের সময় দিন আমরা এটার উপর কাল আলোচনা করব।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—আপনারা আগামীকাল আলোচনা করতে চান—আচ্ছা।

Hon'ble Members,

Yesterday, while the ruling on the question of alleged breach of privilege by Shri Tapan Chakraborty, M. L. A. was being given by the Chair the opposition Members behaved in a disorderly and unparliamentary manner and wanted to know the reasons of such a ruling whereby notice of Privilege was rejected. The presiltding Officer intimated repeatedly that the ruling once geven should be taken as final ending and which cannot be ehallanged or question. But the opposition Members went on shouting defiantly utterning some Offiensive remarks.

The Hon'bl Revenue Minister at this stage tried to draw the attention of the Chair to these remarks pointing out that those remarks themselves amounted to breach of privilege of the House. He was assured by the Chair that it will get due consideration.

As a matter of fact, if a member protests against the ruling by the Chair or disregards his authority his action involves contempt of the House as a whole. Because the decision taken by the chair connot be challenged, as it is final.

A Member may make a submission to the Chair regarding the ruling, but he cannot criticise the decision of the Chair."

To require the Chair to answer questions and enter into a controversy is incompatible with the decorum and proceedings of the House and derogatory to the dignity of the Chair. Such and attitude is also beyond parliamentary etiqutte and must, therefore, be discouraged and deprecated.

মিঃ ডিপুটী স্পীকার :—গতকল্য মাননীয় সদস্য বিমল সিংহ কর্তৃক আনীত সর্ট ডিসকাশনের উপর আলোচনা চলছিল। নোটিশটি হল—গ্রেফ কর্তৃক রাজ্য শ্রমনীতি লঙ্ঘন এবং শ্রমিকদের নির্যাতন সম্পর্কে।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, কালকে মাননীয় সদস্য বিমল সিংহ এই ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। আলোচনার প্রথম দিক ছিল গ্রিফ কর্তৃপক্ষ এখানে যেভাবে কাজ করছেন তাতে করাপশন আছে ইট প্রভৃতি কেনার ব্যাপারে। শ্রম আইন লঙ্ঘন করছেন শ্রমিকদের ব্যাপারে। বর্ডার রোড কনষ্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন সড়কগুলি অধিগ্রহণ করার পর তারা সড়কগুলির কন্ট্রাকট দেন এবং এর মধ্যে গ্রেফ মিলিটারীর একটা উইং তারা কন্ট্রাকট নেন এবং তারা দুর্গম অঞ্চলগুলিতে সড়ক পরিবহনের যে ব্যবস্থা কনষ্ট্রাকশনের যে কাজ সেই কাজের দায়িত্ব তারা গ্রহণ করেন। যখন সারা ভারতবর্ষে এই পরিবহনের ক্ষেত্রে কনষ্ট্রাকশনের যে কাজ তাতে শ্রমিকদের শ্রমিক হিসাবে যে সব অধিকার থাকা দরকার সেটা তা থাকার দরুণ সারা ভারতে একটা ব্যাপক আন্দোলন চলছে। যেহেতু এইটা কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থার শ্রমিক আইনে পরে সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই সংস্থাগুলির জন্য একটা লেবার কমিশন নিযুক্ত করেন। সেই লেবার কমিশন গৌহাটীতে থাকেন এবং এই লেবার কমিশনারই শ্রমিকদের ব্যাপারে কমপিটেনট অথরিটি। তিনি সবকিছু দেখেন। কিন্তু ষ্ট্যাটের লেভার দপ্তরের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক হবে? কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারটা বিচার করতে চেষ্টা করেন নি। আগে প্রাদেশিক সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার একই রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারজন্য রাজ্য সরকারগুলির পক্ষ থেকে কখনও শ্রমিকদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন কানুনের সঙ্গে রাজ্য সরকারগুলির আইন কানুনের সম্পর্ক বিধানের চেষ্টা করেন নাই। ফলে সাধারণতঃ রাজ্য সরকারের আওতার বাহিরে হাজার হাজার শ্রমিক থেকে যায়। এই ব্যাপারে ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসার পর কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আমি একটা চিঠি কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম মন্ত্রীর কাছে দিয়েছিলাম। সেই চিঠিতে ত্রিপুরা রাজ্যের রেজিষ্ট্রীকৃত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত যে শ্রমিকরা এই বর্ডার রোডে কাজ করেন এবং তাদের উপর যে অত্যাচার চলছে সেই ব্যাপারে লিখেছি। সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম মন্ত্রী এই কথা বলেন যে আমরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনাদের জানাব। এই চিঠি আসার কিছু দিন পর আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে গ্রিফ কর্তৃপক্ষ সচিবালয়ে এসে দেখা করেন। তিনি মূলত: এটা বুঝাতে চাইছেন যে গ্রেফ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শ্রম দপ্তর বা বে-সরকারী যে রেজিষ্ট্রীকৃত যে শ্রমিক প্রতিনিধি আলোচনায় বসতে পারে না। এইটা তাদের আইনে আটকায়। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তাদেরকে পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে প্রশ্নটা ঠিক ঠিক সামরিক কর্মচারী যারা আছে তাদের সঙ্গে আপনাদের যে সম্পর্ক সেইটা আলাদা, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য থেকে যারা শ্রমিক হিসাবে কাজ করে তাদেরকে দেখার দায়িত্ব এই সরকারের আছে।

আমাদের কাছে বড় কথা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে যারা শ্রম করেন, তারা শ্রম আইনের সুযোগ সুবিধা সেটা তাদেরকে পেতে হবে। সেই বৈঠকে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বাস দেন যে ত্রিপুরা

রাজ্যে শ্রমিকদের স্বার্থে যে সব আইন কানুন রচিত হবে সেগুলি যাতে গ্রীফ কোম্পানী মেনে চলে আমি সে সম্পর্কে তাদেরকে নির্দেশ দেব। তারপর তারা কয়েকটা দফায় আমাদের সংগে আলোচনা করেন কিন্তু সই করেন নি। আপনারা বোধ হয় জানেন যে কিছু দিন আগে হিমাচল প্রদেশে বর্ডার রোড ইউনিয়ন-এর আণ্ডারে যে শ্রমিকরা কাজ করে তারা ইউনিয়ন করে-এর তরফ থেকে কয়েকটা দাবীর তালিকা পেশ করতে চান। তার ফলে সেখানে কয়েকজন শ্রমিককে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে কিন্তু সেটা হয়নি কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে গণআন্দোলনের চেহারাটা দেখে তারা এটা করতে সাহস পান না। মুজুরী সম্পর্কে তারা স্বীকার করে নেন যে মিনিমাম মুজুরী তারা দেবেন। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর প্রথম যখন মিনিমাম ওযেজ নির্দ্ধারন করেন ৭টাকা,সেই ৭টাকা তারা দেন। কেটাগরী শ্রমিকদের জন্য আমাদের আইন সংশোধন করে আমাদের ওয়েজ বোর্ড ডিসিশান নেন। সে ডিসিশান অনুযায়ী কমপক্ষে ৫ টাকা দৈনিক মুজুরী দিতে হবে। বিভিন্ন কেটাগরী শ্রমিক আছে এবং সেই কেটাগরী অনুযায়ী মুজুরী হারেরও তারতম্য আছে। সেই মজুরীর হারের তারতম্য থাকায় রিক্রুটমেণ্টের কোন নিয়ম শৃংখলা সেখানে ছিলনা। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সংগে আলোচনায় স্থির হয় যে কোন সেকটরে লোক নিয়োগ করলে সেখানে আমাদের লেবার দপ্তরের লোক থাকবে, এমন কি আমাদের ইউনিয়নের নেতারাও সেখানে থাকবেন। এবার কম পুর থেকে আরম্ভ করে তেলিয়া মুড়া পর্যন্ত ৩১৪ শত শ্রমিক রিক্রুটমেণ্টের জন্য আমাদের লেবার কমিশনার সেখানে যায়। আমরা ঠিক করি যে ডেইলী লেবার হিসাবেই ওদের কে এ এলাকাতে আহ্বান করা হবে এবং আমাদের অফিসাররাও সেখানে থাকবে। তাদের আমরা রেজিষ্ট্রি করে নেব, উদ্দেশ্য তাদের একটা রেকর্ড রাখা। কোন শ্রমিক ৩০ দিন কাজ করলে পরে বোনাসের অধিকারী হন। তারা প্রথম যখন রিক্রুটমেণ্ট করেন তখন তারা খুব সহযোগিতার মনোভাব দেখান। কিন্তু পরে তাদের এটিচিউড অনেকটা সামরিক দপ্তরের লোকের মত হয়ে যায়. আমরা যখন যাকে খুশী কাজে নিযুক্ত করব, আমাদের ইচ্ছামত তাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেব শ্রম আইনের সংগে কোন যোগাযোগ থাকবেনা। ত্রিপুরার এমপ্লয়মেন্টের সংগে কোন যোগাযোগ থাকবেনা। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে যখন শ্রমিকদের ভিতরে কিছুটা সচেতনতা হয়, আইনত: তারা যে যে সুযোগ সুবিধাগুলি পাবে সেগুলি নিয়ে যখন এজিটেশান হয় তখন নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত মনে করেন। শ্রমিকরা নিজস্ব অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য শ্রমিক ইউনিয়নগুলিরও চোখ খুলে দেন। মাননীয় সদস্য এখানে যা বলেছেন তিনি যদি গ্রীফ এর মত শ্রমিক ইউনিয়নের সংগে সংযুক্ত না থাকেন, তাহলে তার পক্ষে গ্রীফ এর কার্যকলাপগুলি তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সচেতন শ্রমিকরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেন, দুর্নীতির প্রচেষ্টা তারা করেন, জনগনের মধ্যে সেই দুর্নীতিগুলি তারা প্রচার করার চেষ্টা করেন। এই সমস্ত দুর্নিতিগুলি প্রচার হয়ে গেলে তখন কোম্পানির পক্ষে একটা অসুবিধা হয়ে যায়। তবে ভারতবর্ষের মধ্যে সেটা অসুবিধা হল বলে মনে হয়না। কারন আন্তুলে সাহেবের মত লোক যদি আজও মুখ্যমন্ত্রী থাকেন, তাহলে এই করপোরেশান তো কয়েক লক্ষ ইট আর কয়েক হাজার শ্রম দিবস চুরি করেছে, তার আর কি হবে। যে তিনটি লোক মারা গেছে. এবং আগেও কিছু কিছু

শ্রমিক মারা গেছে, তার জন্য কমপেনসেশান যে পাইনি তা নয়। আহতদের জন্যও কমপেনসেশান তাদের কাছ থেকে আমরা আদায় করতে পেরেছি। আমরা সরকারে আসার কয়েক দিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সংগে তাদের একটা ভদ্রলোকের চুক্তি হয়েছিল যে শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি তারা সহযোগিতার মনোভাব দেখাবেন। বর্ডার রোড ওয়ার্কাস একটা সর্ব্ব ভারতীয় সংগঠন, তারা দিল্লীতে একটা রিপ্রেজেনটেশান দিলেন এবং আই, এল, ওকে বর্ডার রোড ওয়ার্কসদের উপর অত্যাচারের কাহিনী জানানো হয় যা মাননীয় সদস্য বিমল সিনহা এখানে উপস্থিত করেছেন। আই, এল, ওর, কিছু কিছু কমেণ্টস এখানে আছে যে-এই কাজগুলি মানবতা বিরোধী। আই, এল, ওর কনভেনশনে ভারত সরকার যখন উপস্থিত হন, তখন সেখানে ভারতের প্রধানমন্ত্রীও বলেন যে এই কাজগুলি মানবতা বিরোধী। ভারত সরকারও স্বীকার করেন যে, এই কাজগুলি মানবতা বিরোধী, এইগুলি হওয়া উচিৎ নয়। আই, এল, ওর যে সব স্বীকৃত বিষয় সেগুলিকে এখানে অগ্রাহ্য করা হয়।

বর্ত্তমানে কিছু দিন আগে আমি আমাদের শ্রমমন্ত্রীকে কর্ম্মরত অবস্থায় তিনজন শ্রমিক যে মারা যায় সেটা জানিয়েছি। আমাদের রাজ্যে ছাঁটাই কিভাবে করা হয় সেটাও জানিয়েছি, আমাদের রাজ্যে কেজুয়াল লেবার আছে তাদের স্থায়ী করার জন্যও বলেছি। আইনের মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য যে শ্রম আইন করা হয়েছে গ্রীফ কর্তৃপক্ষ সেই শ্রম আইনকে মেনে নিচ্ছেন না। শ্রমিকদের যদি ছাঁটাই করতে হয় তাহলে একটা চলতি প্রথা আছে যে, সর্ব্বশেষে যে শ্রমিক কাজে যোগদান করবে তাকেই সর্ব্ব প্রথমে ছাটাই করতে হবে। যদি সর্বশেষ শ্রমিককে ছাঁটাই না করে প্রথম শ্রমিক বা মাঝের যে কোন একজন শ্রমিককে ছাঁটাই করেন তাহলে এই ছাঁটাই আইন বিরোধী হবে। অনেক ডিসকাশনের পর এই সিদ্ধান্ত আমরা শ্রমমন্ত্রীর কাছে পাঠাই এবং যাদের অধীনে এই শ্রমিকরা কাজ করেছে তাদের কাছেও পাঠাই। সেন্ট্রাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটির কাছেও পাঠাই। আমরা তাদের কাছ থেকে এই উত্তর পাই যে আমরা কনসিডার করবো, আমরা দেখবো। যখন 'এসমো' জারি হলো তখন থেকে গ্রীফ কোম্পানীর অনেক সুবিধা হলো। শুধু গ্রীফ কোম্পানী নয় এমন আরও অনেক কোম্পানী এবং প্রাইভেট ফার্ম আছে যারা শ্রমিকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করেন। শ্রম আইনের যে নীতি আছে অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রমিককে দিনে এত ঘন্টা কাজ করতে হবে, প্রত্যেককে দিনে এত টাকা করে মজুরী দিতে হবে এবং প্রত্যেক শ্রমিককে তাদের ন্যায্য পাওনা ছুটিও দিতে হবে, কিন্তু গ্রীফ কোম্পানির মত এমন অনেক কোম্পানি এবং প্রাইভেট ফার্ম্ম আছে তারা শ্রম-আইনকে মানেন না এবং এই "এসমো" হওয়ার ফলে তাদের আরও সুবিধা হয়ে গেল। এটা এসেনশিয়াল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যদি উনারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন, এই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার যতটুকু মনোভাব ছিল। কিন্তু যে ষ্টাফ এখানে কাজ করছে এবং যারা নাকি আইজলে কাজ করছে তাদের মধ্যে দু ধরনের লোক কাজ করছে আমরা শ্রমিকদের বোনাস অথবা একস্‌গ্রেসিয়ার দেবার কথা বলছি। তাঁরা বলেছেন তাদের একটা ফাণ্ড আছে সেই ফাণ্ড থেকে দেবার চেষ্টা করবেন। সেই যে মনোভাব আজকে সেই মনোভাব বাতিল হয়ে গেছে। এখানে আজকে আমাদের হাউসে এই প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিনহা, এটা একটা জরুরী

প্রস্তাব এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই প্রস্তাব সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, ত্রিপুরা রাজ্যের ২০ লক্ষ গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আমাদের গতকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত বর্ডার রোড নিয়ে বিভিন্ন যে সব আলোচনা হয়েছে সেই সব আলোচনা আমরা কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর কাছে পাঠাবো এবং আমরা তাদের অনুরোধ করবো ত্রিপুরা রাজ্যের দিকে তাঁরা যেন দৃষ্টি দেন। ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা একটি সেকটার দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো এই এফ, সি, আই শত্রু মনোভাবাপন্ন প্রতিষ্ঠান। গুদামে পচা চাউল ছাড়া ভাল চাউল থাকে না। একটা চোরের রাজত্ব চালাচ্ছে তারা। তাঁরা ত্রিপুরা রাজ্যের যে শ্রম আইন আছে সেই আইনকে অস্বীকার করছেন। আমরা কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছি এবং মুখ্যমন্ত্রী নিজেও প্রস্তাব রেখেছেন। আমরা যে সেন্ট্রাল লেবার কমিশন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যে দপ্তর তাদের মিলিত উদ্যোগ সেন্ট্রাল এসটাবলিশমেণ্টগুলিতে যে সব শ্রমিক আছে সেই সব শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য যে সব আইন ত্রিপুরায় আছে বিশেষভাবে ত্রিপুরা রাজ্যে বোনাস অথবা একসগ্রেসিয়ার সম্পর্কে যে আইন আছে সেই আইনকে তারা মানতে চাইছেন না। শ্রম আইনে শ্রমিকদের জন্য যে সমস্ত নিয়ম-কানুন করেছেন সেই সব বিধি-বিধান যাতে চালু করা হয় তার জন্য সেন্ট্রাল কমিশনকে আমরা অনুরোধ করেছি। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আমাদের সমস্ত কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি এবং এই ব্যাপারে আপনারা হস্তক্ষেপ করুন। যে অমানবিক অবস্থা বর্ত্তমানে চালু আছে এটার অবসান ঘটানো উচিত। এই সমস্ত কার্যকলাপের জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র যুবক সবাই বিক্ষুব্ধে ফেটে পড়ছে, তাই আমরা বার বার কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি এ ব্যাপারে আপনারা হস্তক্ষেপ করুন। তা নাহলে ত্রিপুরার ২০ লক্ষ মানুষ ক্ষেপে উঠবে যদি এই ২০ লক্ষ মানুষ ক্ষেপে উঠে তাহলে খারাপ ছাড়া ভাল হবে না। সেই দিক থেকে আমরা আবার অনুরোধ করবো এবং চিঠি লিখবো বিধান সভার পক্ষ থেকেও। শ্রম আইন যে রাজ্যে যে রকম আছে সে আইনকে যেন সেই ভাবেই মানা হয়। এই ব্যবস্থা যাতে অতি সত্বর করা হয় তার জন্যও চেষ্টা করতে হবে। এই হাউসে যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিন্‌হা এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সরকার পক্ষ মেনে নিচ্ছেন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় :—এখন সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো "ডিস্কাসন অন্‌মেটারস অব্‌ আর্জেণ্ট পাবলিক ইম্‌পটেন্স ফর সর্ট ডিসকাশান"· নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী মহাশয়। বিষয়বস্তু হল :—কুমার ঘাটে প্রস্তাবিত কাগজকল স্থাপনে অনিশ্চয়তা সম্পর্কে।

আমি মাননীয় বিধায়ক মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি এই সভায় একটি গুরুত্বপূন আলোচনা উত্থাপন করতে চাইছি। কুমারঘাটে একটি কাগজ কল স্থাপন, এই দাবী ত্রিপুরার জনগনের অনেক দিন আগে। এই দাবী ত্রিপুরার মানুষের মনে একটি অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিয়েছে। কারন এই দাবী নিয়ে ত্রিপুরার মানুষ অনেকদিন আগে থেকেই আন্দোলন

করে এসেছেন। আমরা জানি যে, দেশের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কেন্দ্রের বাজেটের মধ্য দিয়ে সারা দেশের মধ্যে অর্থকে বটন করা হয়েছে এবং বণ্টন হওয়ার কথা। বিশেষ করে ত্রিপুরার মত পিছিয়ে পড়া একটি রাজ্যের, যেখানে দারিদ্র্য সীমার নীচে লোক বেশী বাস করে, সেখানকার আর্থিক, সামাজিক, শিক্ষা, সংস্কৃতি সবদিক দিয়ে, বিশেষ করে রাজ্যের জনগনের মধ্যে যে ঐক্যে আরো দৃঢ় করার জন্য এবং শক্তিশালী করার জন্য দেশের সম্পদ সমহারে বণ্টন একান্ত প্রয়োজন। আমরা দেখেছি যেখানে যেখানে এইরকম ব্যবস্থা নেই সেই রাজ্যগুলির মানুষের মনে একটা অসন্তোষের ভাব জেগে উঠেছে যে অসন্তোষ মানুষের সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে, ঐক্যের ক্ষেত্রে একটা বিপদজনক ডাক ডেকে আনছে। যার ফলে দেখা যায় সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে বয়ে চলেছে একটা আন্দোলন, একটা সংগ্রাম। যার ফলে দেখা যায় সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলে একটি বিশৃংখলতার সৃষ্টি হয়েছে। শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চলে নয়, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যেও এই অসন্তোষের জনগনের মনে ফুটে উঠেছে। বিহারে, গুজরাটে দেশের বিভিন্ন স্থানে এক একটা দাবীর ভিত্তিতে এক এক স্থানে এক একরকম অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। তবে আমরা যদি ভালভাবে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে, মূলত যার জন্য এই সমস্ত রাজ্যে অসন্তোষ তার কারন হচ্ছে, এই রাজ্যগুলি অর্থনীতির দিক থেকে অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে। তারা সব দিক থেকে বঞ্চিত। যার ফলে তারা সামাজিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিকে যেদিকেই বলুন না কেন সবদিক দিয়েই তারা পিছিয়ে আছে। উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যগুলিতে যদি অসন্তোষ দূর করার চেষ্টা করা হয় তাহলে সেখানকার অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে হবে, শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে, শিক্ষার বিকাশ ঘটাতে হবে। যদি তা না করা হয় তাহলে সারা দেশে গণতান্ত্রিক মানুষের আন্দোলন আরও বেড়ে যাবে। সেই আন্দোলন হয়ত পুলিশ মিলিটারী দিয়ে ঠেকানো যাবে, কিন্তু সমস্যার প্রকৃত সমাধান হবে না। ত্রিপুরা রাজ্যের জনগন ১৮৪ বৎসর রাজতন্ত্র থেকে মুক্তি পাওয়ার পর স্বাধীনতা পেল, সেই স্বাধীনতার ৩৪ বৎসর পর তারা কি পেয়েছে? আমরা জানি আমাদের বামফ্রন্টের চারটি শরীক দল মিলে আজ ৩-৪ বৎসর হল ক্ষমতায় এসেছে। ক্ষমতায় আসার আগেও এই দাবী আমাদের ছিল। এই দাবী নিয়ে আমরা অনেক আন্দোলন করেছি। স্বাধীনতার পর এই ৩৪ বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যা চেয়েছিল তার কিছুই পায়নি। যে বুর্জোয়া নীতি কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করেছেন আজকে ৩৪ বৎসর পরে জনগন তা তিলে তিলে বুঝতে পেরেছেন। শ্রেনী স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য কেন্দ্রের কংগ্রেস (আই) সরকার বুর্জোয়া নীতি গ্রহন করে চলেছেন আমরা যদি পেছনের দিকে তাকাই, আমি এখন কাগজ কলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই কথাগুলি বলছি, কারন এই কথাগুলির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আজকে কর্ষন উপযোগী জমি বা চাষোপযোগী জমি আছে ৪৫ভাগ জোতদার জমিদারদের হাতে। একটা দেশের সম্পদের সিংহভাগই রয়েছে বুর্জোয়া শ্রেনী, জোতদার ও জমিদারদের হাতে কৃষকের হাতে কোন জমি নাই, জায়গা নাই সে ধরতে গেলে নিঃসম্বল। এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে। এই অবস্থায় মানুষের মনে অশিক্ষার, কুশিক্ষার জন্ম না নিয়ে পারেনা। এই অবস্থায় শিল্পের বিকাশ কোনদিনও হতে পারে না। এই যে একটা পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতির আরো ভয়াবহ পরিস্থিতি আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। আমরা জানি ভারতবর্ষের

মধ্যে প্রায় ৮১ জন লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। মাসে ২০টাকা খরচ করার তাদের ক্ষমতা নাই। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অবস্থা আরো খারাপ। ত্রিপুরা রাজ্যের ২৯ পারসেন্ট উপজাতি, যাদের সম্বল জুম। যারা জুমের উপর নির্ভর করে থাকে। জুমিয়া ভাইয়েরা এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে গিয়ে জুম চাষ করে। এখন ঠিক মত জুমও পাওয়া যাচ্ছেনা। এ-ও শোনা গেছে যে জুম চাষের অভাবে তারা রাজ্যান্তর হয়ে যাচ্ছে। ত্রিপুরা একটি পাহাড়ী রাজ্য। সেখানে কর্ষনযোগ্য জমি কোথায়? যার ৫০-৫৫ ভাগ হচ্ছে ফরেষ্টের। ৪০-৪৫ ভাগ কর্ষন যোগ্য জমি আছে। তার মধ্যে প্রকৃত কৃষক কয়জন আছে। বেশীরভাগ জমিই জোতদার, জমিদারদের হাতে। সরকারী পরিসংখ্যান মতে ত্রিপুরা রাজ্যে মাত্র ৪ লক্ষ ৩২ হাজার ৪৬৩ জন লোক আছে যাদের দুই হাত আছে, দুই পা আছে। তারা কিছু না কিছু কাজ করে দুইবেলা দুমুঠো অন্নের যোগাড় করছে। বাদ-বাকী ১৫-১৬ লক্ষ লোক? তাদের হাতে কোন কাজ নাই। তাদের হাত আছে, পা আছে, সবদিক থেকে স্বাবলম্বী, কিন্তু তাদের কিছু কাজ নাই। এই যে ৪ লক্ষ ৩২ হাজার লোক কাজ করছে তাদের মধ্যে সরকারী কর্মে নিযুক্ত আছেন ৫৫ থেকে ৬০ হাজার লোক। যাদের মাসের শেষে একটা টাকা পাওয়ার গ্যারান্টি আছে আর বাদ-বাকী যারা আছেন তাদের মাসের টাকা পাবার কোন গ্যারান্টি নাই। তারা টাকা পেতেও পারে নাও পারে। তারা অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকে। এই যে অবস্থা ত্রিপুরা রাজ্যে চলে আসছে, এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কাগজ কলের দাবী করে আসছে। এই দাবী নিয়ে অনেক সংগ্রাম হয়েছে। আজকে যারা সরকার পক্ষের মন্ত্রীগন আছেন বা সরকার পক্ষের প্রায় সমস্ত সদস্যগনই সেই সমস্ত আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তাদের অনেক নির্যাতন হতে হয়েছে। তাদের উপর অনেক অত্যাচার হয়েছে। তখনকার সরকারের ভূমিকা কি ছিল? তখনকার মুখ্যমন্ত্রী ১৯৭৫ সালে শ্রীমতী গান্ধীর জন্মদিনে এখানে কাগজ কলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোন কাজ হয়নি। এইভাবে তারা মানুষকে ভাওতা দিয়ে এসেছেন। এই কাগজ কলের জন্য ১ কোটি টাকা মঞ্জুরও হয়েছিল। সেই টাকা লুটেপুটে খাওয়া হয়েছে। আজকে যদি এই কল হত তাহলে অনেক বেকার আজ চাকুরী পেত।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যখনই আমরা দাবী করি যে, আমরা চটকল চাই, তখনই কেন্দ্রীয় সরকার বলেছেন যে ত্রিপুরাতে রেল লাইন নাই তো চটকল হবে কি করে। আবার আমরা যখন বলছি যে ত্রিপুরাতে কাগজ কল স্থাপন করতে হবে, তখনই কেন্দ্রীয় সরকার বলছেন যে, ত্রিপুরাতে রেল লাইন নাই তো কাগজ কল হবে কি করে। এদিকে আবার যখন রেল সম্প্রসারনের জন্য দাবী জানানো হলো তখন বলছেন যে, ত্রিপরাতে কোন শিল্প নাই তো রেল লাইন দিয়ে কি হবে। এই হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থা। অথচ আমরা শুনি যে ইন্দিরা গান্ধী নাকি শুধুমাত্র আসাম সহ সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কথাই চিন্তা করছেন। কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টি থেকে দেখলে দেখা যায় বা বিচার করলে দেখা যায় যে, তাঁর এইসব কথা শুধু জনগনকে ধোকা দেওয়ার উপকরন ছাড়া অন্য কিছু নয়। কারণ তাঁর কাছে রেল লাইন চাইলে বলেন যে, রাজ্যে শিল্প নাই তো রেল

লাইন দিয়ে কি হবে। আবার শিল্প প্রতিষ্ঠান চাইলে বলেন যে, রাজ্যে রেল লাইন নাই তো শিল্প প্রতিষ্ঠান হবে কি করে। তা এইভাবে ধোকা দিয়ে দিয়ে তিনি আর কত দিন মানুষের মুখ বন্ধ করে রাখবেন। তাই তো আজকে গণতান্ত্রিক মানুষ তার গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে দাবী তুলেছেন। এই গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করার কোন ক্ষমতা ইন্দিরা গান্ধীর নাই। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দাবীগুলি নিয়ে আজকে যে ঝড় উঠেছে জনগনের মধ্যে, দাবী পূরন না করে তাকে দমিয়ে রাখতে কোন শক্তিই পারবে না। যতদিন না ত্রিপুরাতে কাগজ কল স্থাপিত হবে এবং রেল সম্প্রসারন করা হবে ততদিন পর্যন্ত ত্রিপুরার মানুষ আন্দোলন করে যাবে।

তাইতো আজকে আমরা এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ময়দানে দাঁড়িয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে প্রশ্ন করতে চাই যে, বিশ্ব ব্যাংকের কাছ থেকে রেল দপ্তর কি করে এই ৮ দফা দাবীর শিকল গলায় পরে এই ঋণ নিয়েছে, কার স্বার্থে এই ঋণ নেওয়া হয়েছে। আমরা শুনেছি যে এইটা নিয়ে পার্লামেন্টে খুব হৈচৈ হয়েছে কারণ যে সব শর্তে বিশ্ব ব্যাংক ভারতবর্ষকে ঋণ দিতে চায় সেটা ভারতের পক্ষে খুব অপমানক। অথচ এই রেল লাইনের জন্য কেন্দ্র সরকারের কাছে আমরা দাবী করলে বলা হচ্ছে যে ত্রিপুরার এই রেল লাইন সম্প্রসারনের দাবীটা অনাহুত করা হচ্ছে, কারণ ত্রিপুরাতে কোন রেল লাইন দেওয়ার প্রয়োজন নাই। অথচ আমরা দেখছি যে ত্রিপুরাতে রেল লাইন না এলে ত্রিপুরাতে কাগজ কল স্থাপন করা সম্ভব হবে না। ত্রিপরার জন্য ইন্দিরা গান্ধীর কাছে যা-ই চাওয়া হয় তাকেই তিনি অনাহুত বলে উড়িয়ে দেন। কিন্তু কোন এই অনাহুত কথাটা ত্রিপুরার জন্য ব্যবহার করা হয়? অথচ অন্য দিকে বিশ্ব ব্যাংক থেকে ১৮ টা দাবী মানার হুকুম রেল দপ্তরকে দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ব ব্যাংক থেকে রেল দপ্তরকে বলা হয়েছে যে, একটি আই-বি-এম,. অথবা আই-বি-এম' এর মত কমপিউটার কিনতে হবে, তার সঙ্গে সফটওয়ার সবই বিদেশ থেকে আনতে হবে। তাছাড়া বিশ্ব ব্যাঙ্কের অন্য দাবীগুলি মিটাতে গিয়ে রেল দপ্তরকে জনগণের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে, গাডীর ভাডা বাড়িয়ে দিয়ে। ১৮ দফা দাবীর মধ্যে আছে যাত্রীদের ভাডা অনেকটা বাডাতে হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী সহ। অথচ দেখুন আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে প্রথম শ্রেণীর যাত্রীর সংখ্যা কত কম, শতকরা মাত্র ৫।৭ জন হবে, আর বাকী সবই হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী। তারপর দাবীগুলির মধ্যে আরও আছে যে, শহরতলী যাত্রীদের মান্থলী টিকেটের ভাডাও বাডাতে হবে। তারপর ৫ নম্বর হলো রেল ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত কাঠামোর রদ বদল করতে হবে।

৬ নম্বর হলো রেলওয়ে আঞ্চলিক ও বিভাগীয় কাঠামোর রদবদল করে, নূতন কাঠামোর নীতি ঘোষণা করতে হবে।

৭ নম্বর হলো রেল পথে কাজকর্মের বানিজ্যিক দিকটির উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

৮ নম্বর হলো (বাণিজ্যিক) রেল বোর্ড সদস্যর পদ সৃষ্টি করতে হবে।

৯ নম্বর হলো উচ্চপদস্থ রেল কর্মচারীদের এবং রেল বোর্ড সদস্যদের কার্যকালের মেয়াদ বাড়িয়ে দিতে হবে।

১০ নম্বর হলো রেল পথের প্রতিটি কাজের যাবতীয় ব্যয়ভার সেখান থেকেই তুলতে হবে, এমন কি ডিভিডেণ্ড দেবার খরচও।

১১ নম্বর হলো মালবহণের ভাড়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটাতে হবে।

১২। মালবহণের ভাড়া বাড়াবার ধারাটি এমন ভাবে রচনা করতে হবে যাতে সমস্ত উপ-করণও তারমধ্যে এসে যায়-বোঝাতে হবে যে রেলপথে মালবহণের ভাড়া অবশ্যই বাড়বে।

১৩। শুল্ক এমনভাবে চালু করতে হবে যাতে মূলধনের উপর অন্তত শতকরা ১০ ভাগ লাভ ফেরৎ আসে।

১৪। সমস্ত নূতন নির্মাণকাণ্ডের শতকরা ৪০ ভাগ ব্যয়ভার রেলওয়েকে বহন করতে নিজস্ব আয় থেকে।

১৫। রেলওযের সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ধরতে হবে শতকরা ৪৭ ভাগ।

১৬। উন্নয়নকাযের রিজার্ভ তহবিলের খাতে আরও অর্থ রাখতে হবে।

১৭। খরচের মূল্য হিসাব সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য আরও ভাল করে ব্যবহার করতে হবে, এবং

১৮। ১৯৭৬-৭৭ সালে রেলওয়ে যে দক্ষতা অর্জন করেছিল দক্ষতার স্তরকে আবার সেইখানে উন্নীত করতে হবে।

সুতরাং আমরা লক্ষ্য করেছি জরুরী অবস্থার সময়ে শ্রমিকদের যে অবস্থার মধ্যে রাখা হয়েছিল যা পাকলেব মধ্যে সেই অবস্থায় আবার তাদেয় নিয়ে যেতে চাইছে। এই রকম অপমান-জনক শর্তে ভারত বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিতে চলছে। আমরা আবও দেখেছি এই ত্রিপুরা রাজ্যে রেল হলনা কাগজ কল হয়না এখানে নাকি কাগজ কলের জন্য আগে ইন্‌ফ্রাকস্ট্রাক্‌চার করতে হবে, না হলে কাগজ কল হবে না। অথচ হাস্যকর ব্যাপার ১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থার সময়ে যখন দেশের মানুষ গণতন্ত্রের কথা বলতে পারত না মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে হত। তাদের সেই সুযোগে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিনে কুমার ঘাটে তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত আশ্রমপল্লীতে কাগজ কলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। উক্ত ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবার সময়ে সুখময় সেনগুপ্ত বলেছিলেন যে মহান নেত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিনে এই পিণ্ডি উৎসর্গ করা হল। এই যে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হল এটা কার জন্য রাজ্য বাসীর জন্য না কাক পক্ষীর জন্য স্থাপন করা হয়েছিল ?

এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে কাগজ কলের নামে প্লেনিং কমিশন থেকে এক কোটি আনা হয়েছিল। সেই এক কোটি টাকা যে কিভাবে খরচ হল তার আর হিসাব পাওয়া গেল না। শুধু মাটি কাটাতে এবং কতকগুলি টিনের ঘর তৈরী করতেই এই এক কোটি টাকা খরচ হয়েছিল। আর যে টিনের ঘরগুলি তৈরী করা হয়েছিল তার টিন জানালাগুলি সেই সুখময় আমলেই চুরি হয়ে যায়। এখন আর তার চিহ্নমাত্র নেই। কেউ যদি এখন দেখতে চায় যে কোথায় ত্রিপুরার কাগজ কল স্থাপন করা হবে তবে সে আর কিছুই দেখতে পাবে না।

বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই রেল লাইন এবং কাগজ কল স্থাপনের জন্য বার বার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭৮ সাল থেকেই ক্ষমতায় আসার পর থেকেই বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে বিভিন্ন পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার সময় এবং প্লেনিং

কমিশনের উপর বারবার প্রেসারাইজ করছে। আমাদের রাজ্যে যে র-ম্যাটেরিয়ালস্ আছে তা একটি মাঝারী আকারের, অর্থাৎ ২৫০ মে. টন কাগজ উৎপাদন করবার মত কাগজকলের পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং এখানে মাঝারী আকারে একটি কাগজ কল স্থাপন করলে পরে অনায়াসেই তা চলতে পারে। আর এই কাগজ কল হয়ে গেলে ত্রিপুরার চেহারাই পাল্টে যাবে। এই কাগজ কলে প্রায় ১৭ থেকে ২০ হাজার লোকের কর্ম সংস্থান হবে। ফলে ত্রিপরার যে ভয়াবহ বেকার সমস্যা রয়েছে সেই বেকার সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারবে। তাই আমি এখানে যারা বিরোধীরা আছেন এবং বাইরে যারা বিরোধীতা করছেন তাদের কাছে অনুরোধ করব, তারা যেন আগে যাই করুন না কেন এবার যেন তারা একটু ত্রিপুরার জনগনের কথা ত্রিপুরার উন্নতির কথা ভেবে এই ত্রিপুরায় যাতে করে একটি কাগজ কল স্থাপন করা যায় তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তার সমর্থনে এগিয়ে আসেন, দলগত বিভেদ ভুলে যেন তারা ত্রিপুরার স্বার্থে এগিয়ে আসেন।

এখানে একটি কাগজ কল স্থাপন করতে হলে ২৮৭ কোটি টাকার মত লাগবে। এই টাকা যাতে কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্ধ করেন তারজন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে চলছেন। কেন্দ্রীয় সরকার বারবার বলছেন যে ত্রিপুরায় কাগজ কল স্থাপন করতে হলে আগে তার ইনফ্রাকস্ট্রাকচার তৈরী করতে হবে। কিন্তু আমি বলব যে এই কাগজ কলের সেংকসান হলে পরে মেসিন ইত্যাদি আনা এবং স্থাপন করা ১৯৮৪ সালের আগে হবে না। আর এই সময়ের মধ্যেই কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেল এসে যাবে-এটা আমাদের এই হাউসে আগেই বলা হয়েছে। আর ২৫০ মে. টন কাগজ উৎপাদন করতে যে পরিমান কাঁচা মালের প্রয়োজন তার অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে এই ত্রিপুরায়। আর জ্বালানী বাবদ কেমিক্যালস্ বাইরে থেকে আনা সম্ভব হবে। কাজে কাজেই আমাদের কাগজ কলের এবং রেল-এর কাজকে যাতে ত্বরান্বিত করা হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

মিঃ ডে. স্পীকার : মাননীয় সদস্য আগামী কাল আবার আপনার বক্তব্য কনটিনিউ করতে পারবেন। আজকে পাঁচটা বাজে। সুতরাং হাউস এখন এডজরনড ঘোষণা করা হবে।

এই হাউস আগামী কাল বুধবার, ২৯.৯.১৯৮১ ইং তারিখ বেলা ১১ টা পর্য্যন্ত মুলতবী ঘোষণা করা হইল।

"ANNEXURE—A"

Admitted Starred Question No. 5
By—Shri Mohan Lal Chakma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Walfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ইং হইতে ১৯৮০-৮১ইং পর্য্যন্ত কতজন তপশিলী জাতি পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। চলতি আর্থিক বৎসরে কতজন তপশীল জাতি পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইবে? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩। নতুন প্রস্তাবিত পুনর্ব্বাসন স্কীম কবে নাগাদ চালু হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। ১৯৭৮ই হইতে ১৯৮০-৮১ইং পর্য্যন্ত মোট ৮২৩ তপশীল জাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল—

	১৯৭৮—৭৯	১৯৭৯—৮০	১৯৮০—৮১
কমলপুর	৮	৫০	১৭
ধর্মনগর	—	৫৩	—
কৈলাসহর	৬১	৩১	৫৫
সদর	২৯	১৮	৮
খোয়াই	—	—	২৬
সোনামুড়া	—	—	৫৫
উদয়পুর	—	—	১১
অমরপুর	—	—	৩৯
বিলোনীয়া	৭৫	১৬৭	১৪৮
সাব্রুম	১৮	৫৪	—
মোট—	১৯১	৩৭৩	২৫৯

২। চলতি আর্থিক বৎসরে মোট ৩৯৩ তপশীল উপজাতি পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইবে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল—

১৯৮১-৮২ইং	
কমলপুর	৩৫ পরিবার
ধর্মনগর	২৫ পরিবার
কৈলাসহর	২৫ পরিবার
খোয়াই	৫১ পরিবার
সদর	৫৯ পরিবার
সোনামুড়া	৭৭ পরিবার
উদয়পুর	৩০ পরিবার
অমরপুর	২০ পরিবার
বিলোনীয়া	২০ পরিবার
সাব্রুম	৫১ পরিবার
	৩৯৩ পরিবার

৩। নতুন প্রস্তাবিত পুনর্ব্বাসন স্কীম সরকারের অনুমোদন পাইলেই রূপায়নের কাজ চালু করা হবে।

Admitted Starred Question No. 11

By—Shri Bidhu Bhusan Malakar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। প্রতি বৎসর স্কাউট ও গাইডদের ক্যাম্প করার জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়, এবং

২। উক্ত বরাদ্দকৃত টাকা প্রয়োজন মেটাতে পারে কি ?

উত্তর

১। প্রতি বৎসর বরাদ্দ সমান থাকে না।

২। প্রয়োজন অনুযায়ীই বরাদ্দ করা হয়।

Admitted Starred Question No. 14

By—Shri Ram Kumar Nath,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত তিলথৈ এর দক্ষিণ সাইডে এবং রোয়া গ্রামের উত্তর সাইডে ও চন্দ্রপিনবন্দ গাঁওসভার পশ্চিম লাতু গাঁও এর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের সুবিধার্থে তিনটি প্রাইমারী অথবা জুনিয়র বেসিক স্কুল স্থাপন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তাবগুলি যথা সময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

Admitted Starred Question No 22

By—Shri Umesh Chandra Nath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কদমতলা ১২ ক্লাশ স্কুলের জন্য কোন ছাত্রাবাস তৈরীর পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। পরিকল্পনা না থাকিলে তার কারণ কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 24

By—Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। পিত্রা নোয়াবাড়ী হাই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত ?

২। উক্ত হাই স্কুলের উন্নয়নের ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থাদি নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। পিত্রা হাইস্কুলের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ১৩ ও ১০৮ এবং নোয়াবাড়ী হাই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ১০ ও ৩৮৭ জন।

২। পিত্রা হাই স্কুলের ঘর মেরামতের জন্য ৫,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ইতি-মধ্যে ২,৫৪৯ টাকা খরচ করা হয়েছে। নোয়াবাড়ী হাই স্কুলের গৃহ মেরামতির জন্যও ১০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং অতি সত্বর প্রয়োজনায় কাজ শুরু হবে।

বর্তমান আর্থিক বর্ষে উক্ত হাই স্কুলগুলিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষক দেওয়া সম্ভবপর হবে।

Admitted Starred Question No. 25

By—Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। বিগত জুনের দাঙ্গায় কয়টি বিদ্যালয় গৃহ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ?

২। এগুলির মধ্যে এ যাবৎ কয়টি বিদ্যালয়গৃহের মেরামত সম্পন্ন হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯০টি।

২। ১৩৪টি।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 30

By—Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। অমরপুর কৈন্দ্র হাইস্কুলে মোট কতজন শিক্ষক আছেন এবং কতজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনিয়মিত স্কুল করার অভিযোগ আছে ;

২। ঐ স্কুলের উন্নয়নে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। মোট ১২ জন শিক্ষক আছেন ; তন্মধ্যে একজনের বিরুদ্ধে অনিয়মিত স্কুলে আসার অভিযোগ আছে।

২। তিনটি গৃহ নির্ম্মাণ ও পুনর্নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হইয়াছে এবং বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র ও বিজ্ঞান শিক্ষার সামগ্রী ও খেলাধুলার সামগ্রী সরবরাহ করা হইয়াছে। পানীয় জলের জন্য একটি টিউব ওয়েল বসানো হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 34

By—Shri Tarani Mohan Singha

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ফটিকরায়ে বেসরকারী দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়কে সরকারীভাবে গ্রহণ করা ও কাঞ্চনবাড়ী দশমশ্রেণী বিদ্যালয়কে দ্বাদশ শ্রেণীতে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। থাকিলে কবে নাগাদ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হইবে বলে আশা করা যায়।

৩। না থাকিলে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে সরকার এমন কোন পরিকল্পনা হাতে নেবেন কি?

উত্তর

১। ফটিক রায় বে-সরকারী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়কে সরকারীভাবে গ্রহণ করার কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে নাই। কাঞ্চনবাড়ী দশমশ্রেণীর বিদ্যালয়কে এ বছর দ্বাদশ শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। না।

Admitted Starred Question No. 86

By—Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। ধর্ম্মনগর ও চোড়াইবাড়ীর এফ, সি, আই এর গুদাম থেকে নিয়মিত চাউল পাচার সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি?

২। ইহা কি সত্য যে চাউল পাচারের জন্য রাজ্যের কোটার একটা ভাল অংশ চাউল থেকে রাজ্য বঞ্চিত হচ্ছে;

৩। সত্য হলে এর বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে;

৪। ইহা কি সত্য যে, এই পাচার করা চাউল ধরা সত্ত্বেও পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 87.

By – Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Flood &Civil Supplies Department be pleased to state :—

১। ১৯৮০-৮১ ইং আথিক বছবে রাজ্যের আমদানীকৃত চালের কোটা কত ছিল ?

২। তাব মধ্যে কত পরিমাণ চাল এফ, সি, আই থেকে পাওয়া গেছে ;

৩। যদি পুরো কোটা পাওয়া না গিয়ে থাকে তবে তার কাবণ কি ?

৪। বর্তমান আর্থিক বছরের নির্দ্ধারিত কোটার মধ্যে এ পর্যান্ত কত পরিমাণ পাওয়া গেছে ?

উত্তর

প্রশ্ন নং ১, ২ ও ৩—খাদ্য ও জন সংভবণ বিভাগেব অধীনে রেশন সপের মাধ্যমে চাউল বিতবণ কবার উদ্দেশ্যে এবং কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পের জন্য ১৯৮০-৮১ ইং সনে যথাক্রমে ৯৯,০০০ (নিরানব্বই হাজার) মেঃ টন এবং ২৩,৫০০ (তেইশ হাজার পাচ শত) মেঃ টন চাউল বরাদ্দ করা হয়। মোট বরাদ্দেব পরিমাণ দাড়ায় ১,১২,৫০ মেঃ টন। এই বরাদ্দকৃত চাউল হইতে ভারতীয় খাদ্য নিগম ১৯৮০-৮১ সনে খাদ্য ও জন সংভরণ বিভাগের জন্য কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পের জন্য যথাক্রমে ৬৯ ০৫৯ মে: টন ও ১৩,৫০০ মে: টন মোট ৮২,৫৫ ৯ মে: টন চাউল সরবরাহ করেন ত্রিপুরায় নিকৃষ্ট মানের চাউল সরবরাহ করার দরুণ এবং খাদ্য নিগমের স্থানীয মজুত ভাণ্ডারে খাদ্য শস্যের অপ্রতুলতার দরুণ ১৯৮০-৮১ সনে বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ চাউল পাওযা যায় নাই এবং নিম্ন মাণের প্রেরিত চাউল গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্পের জন্য ১৯৮০-৮১ ইং সনে নিয়মিত ববাদ্দ ছিল ৩৫০০ মে: টন চাউল। তদুপরি "রাঘবন কমিটি" ২৫,০০০ মে: টন চাউল সরবরাহের জন্য সুপাবিশ কবেন। উক্ত সুপাবিশের ভিত্তিতে ২০,০০০ মেঃ টন চাউল বরাদ্দ করা হয়। সুতরাং কাজেব বদলে খাদ্য প্রকল্পেব জনা মোট ববাদ্দের পরিমাণ দাডায় ২৩৫০০ মেঃ টন চাউল। এই ২৩,৫০০ মে: টনেব মধ্যে নিয়মিত ববাদ্দের ৩,৫০০ মেঃ টন চাউল সম্পূর্ণ-টাই পাওয়া যায়। এ ছাডা বিশেষ বরাদ্দের ২০,০০০ মেঃ টন চাউলের মধ্যে মাত্র ১০ ০০০ মেঃ টন চাউল পাওয়া যায়। বাকী ১০,০০০ মেঃ টন চাউলের বরাদ্দের আদেশ যদিও ভারত সরকার ১৯৮১ ইং সনের মার্চ মাসে জারী করেন কিন্তু সেই আদেশ পরবর্ত্তী আর্থিক বৎসরে অর্থাৎ ৮১ সনের মে মাসে আসিয়া পৌছায়। ফলে খাদ্য নিগমের ভাষ্য অনুযায়ী পূর্ব্ববর্ত্তী আর্থিক বৎসরে জন্য বরাদ্দকৃত চাউল পরবর্ত্তী আর্থিক বৎসরে কার্য্যকরীহয় নাই এবং পাওয়া যায় নাই।

(১৯৮১ইং সনের এপ্রিল হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত)

	বরাদ্দকৃত চাউলের পরিমান মে: টন	সরবরাহকৃত চাউলের পরিমান মেঃ টন
খাদ্য ও জন সংভরণ বিভাগ	৪০,০০০	২৬,৫৭০
কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প ও জাতীয়গ্রামীন কর্ম্মসূচী	৫০০	৫০০

Admitted Starred Question No. 92

By :—Shri Keshab Ch. Majumdar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। Scheduled Tribes & Scheduled Castes Development Corporation

১। এর কাজ ত্রিপুরায় কখন থেকে শুরু করেছে ;

২। এই সংস্থাটি মোট কত টাকা নিয়ে কাজ শুরু করেছে ;

৩। এই সংস্থাটি গত আর্থিক বছর পর্যন্ত রাজ্য সরকারও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কত টাকা পেয়েছে ; আলাদা তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব ?

উত্তর

১। Scheduled Tribe Development Corporation এবং Schedul Castes Development Corporation এর কাজ ২৯.১০.৭৯ ইং থেকে শুরু হয়েছে।

২। এই সংস্থাটি মোট ১৫,১৭ ০৮৫ (পনের লক্ষ সতের হাজার পচাশি) টাকা নিয়ে কাজ শুরু করেছে। পৃথক পৃথক হিসাব নিম্নে দেওয়া হল :—

(ক) ত্রিপুরা তপশিলী উপজাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম লি :	১০,১২,০৬০ টাকা
(খ) ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম লি :	৫,০৫,০২৫ টাকা
মোট	১৫,১৭,০৮৫ টাকা

৩। গত আর্থিক বছর পর্য্যন্ত ত্রিপুরার উপজাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম লি : রাজ্যে সরকার থেকে ১৪·৫০ লক্ষ (চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা শেয়ার ক্যাপিট্যাল বাবদ পেয়েছে। তন্মধ্যে ষ্টেটপ্ল্যান থেকে ৭(সাত) লক্ষ টাকা এবং সাব্-প্ল্যান থেকে ৭.৫০ (সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা পেয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই নিগম সরাসরি কোন টাকা পায়নি।

ত্রিপুরা তপশিলীজাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেড গত আর্থিক বছর পর্যন্ত রাজ্য সরকার থেকে ৭ লক্ষ (সাত লক্ষ) টাকা এবং কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ৪·৯৫ (চার লক্ষ পঁচানব্বই হাজার) টাকা শেয়ার ক্যাপিটাল বাবত পেয়েছে।

বৎসর ভিত্তিক আর্থিক বরাদ্দের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

(ক) ত্রিপুরা উপজাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেড

প্রকল্প	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১	মন্তব্য
১। রাজ্য প্রকল্প	৫.০০ লক্ষ টাকা	২.০০ লক্ষ টাকা	শেয়ার ক্যাপিটাল ক্রয়ের জন্য
সাব-প্ল্যান	৫.০০ লক্ষ টাকা	২,৫০ লক্ষ টাকা	
	মোট—১০.০০ লক্ষ টাকা	৪.৫০ লক্ষ টাকা	

(খ) ত্রিপুরা তপশিলীজাতি সমবায় উন্নয়ন নিগম লিমিটেড

প্রকল্প	১৯৭৯-৮০	১৯৮০-৮১	
১। কেন্দ্র	৪.৯৫ লক্ষ টাকা	১.৯২ লক্ষ টাকা	শেয়ার ক্যাপিটাল ক্রয়ের জন্য
২। রাজ্য	৫.০০ লক্ষ টাকা	২.০০ লক্ষ টাকা	
	মোট—৯.৯৫ লক্ষ টাকা	৩.৯২ লক্ষ টাকা	

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 103

By—Shri Matahari Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় কতগুলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক (হেডমাষ্টার) নাই, (স্কুলগুলির নাম)

২। না থাকিলে কত দিনের মধ্যে নিয়োগ করা হইবে বলিয়া আশা করা যায়?

৩। সাব্রুম বিভাগের গার্দ্ধাং হাই স্কুলে ১৯৮১ সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ১লা এপ্রিল পর্য্যন্ত কতজন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল?

৪। উক্ত স্কুলে বর্ত্তমানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক আছেন কি?

উত্তর

১। ৫৭টিতে নেই, স্কুলগুলার নাম সম্বলীয় "ক" তালিকায় প্রদত্ত হইল।

২। প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণ করার জন্য সিনিয়রিটি লিষ্ট তৈরী করা হইতেছে। সিনিয়রিটি লিষ্ট হওয়ার অব্যবহিত পরেই প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণ করা হইবে।

৩। ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষক নিয়োগ করা হইয়াছিল। সম্প্রতি একজন বি, এস. সি. শিক্ষক দেওয়া হইয়াছে।

৪। নাই।

তালিকা—"ক"

সদর মহকুমা

১)	ত্রিপুরা লোক শিক্ষালয়		৭)	আমতলী	,,
২)	বড় কাঠালিয়া হাই স্কুল		৮)	পাথালিয়া ঘাট	,,
৩)	শ্রীনগর গাবোর্দী	,,	৯)	বড়জলা	,,
৪)	অফিস টীলা		১০)	মধ্যভুবনবন	,,
৫)	খলেশ্বর	,,	১১)	টাকারজলা দক্ষিণ	,,
৬)	ব্রজপুর	,,			

খোয়াই মহকুমা

১২)	ভারত চন্দ্র নগর	,,	১৮)	আম্পুরা	,,
১৩)	রতনপুর	,,	১৯)	কুঞ্জবন	,,
১৪)	তুইসিন্দ্রাইবাড়ী	,,	২০)	ব্রহ্মছড়া	,,
১৫)	মহারাণী	,,	২১)	বাচাইবাড়ী	,,
১৬)	বলরাম কোবরা	,,	২২)	ভারত সর্দ্দার পাড়া	,,
১৭)	বাইজলবাড়ী	,,	২৩)	সিঙ্গিছড়া	,,

সোনামূড়া মহকুমা

২৪)	নিদয়া	,,	২৫)	বড় নারায়ণ	,,

উদয়পুর মহকুমা

২৬) গর্জি হাইস্কুল
২৭) গামারিয়া ,,
২৮) পিত্রা ,,
২৯) গঙ্গাছড়া হাইস্কুল
৩০) নোয়াবাড়ী ,,

অমরপুর মহকুমা

৩১) জগবন্ধু পাড়া হাইস্কুল
৩২) তৈদুবাড়ী ,,
৩৩) রাঙ্গামাটী হাইস্কুল

বিলোনিয়া মহকুমা

৩৪) অভয়নগর হাইস্কুল
৩৫) সারাসীমা ,,
৩৬) আলয়ছড়া ,,
৩৭) নীহারনগর ,,
৩৮) পশ্চিম বগাফা হাইস্কুল
৩৯) দেবদারু ,,
৪০) পূর্ব্ব কালাবাড়িয়া
৪১) কুকিছড়া ,,

সাব্রুম মহকুমা

৪২) গার্দ্ধাং হাইস্কুল
৪৩) চাতকছড়ি ,,
৪৪) মনুবন্কুল ,,
৪৫) সাতচাঁদ হাইস্কুল
৪৬) করবুক পাঞ্জিহাম ,,

ধর্মনগর মহকুমা

৪৭) ব্রজেন্দ্রনগর হাইস্কুল
৪৮) জম্পুই ,,
৪৯) কৃষ্ণপুর ,,
৫০) পানিসাগর হাইস্কুল
৫১) পদ্মবিল ,,

কৈলাসহর মহকুমা

৫২) ছামনু হাইস্কুল
৫৩) ধুমাছড়া ,,
৫৪) ছৈলেংটা ,,
৫৫) মাছলিছড়ি হাইস্কুল
৫৬) জয়গস্তি ,,

কমলপুর মহকুমা

৫৭) বরলুৎমা হাইস্কুল

Admitted Starred Question No. 117
By—Shri Drao Kumar Reang

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের খরচে মেঘালয়, শিলংয়ের বিভিন্ন কলেজে পাঠরত ত্রিপুরার উপজাতি ছাত্রদের জন্য হোষ্টেলের ব্যবস্থা করা হয়েছে কি ?

উত্তর

১। হোষ্টেল খোলার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

Admitted Starred Question No. 119
By—Shri Drao Kumar Reang

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১ কাঞ্চনপুর এলাকার ভাণ্ডারীমা গ্রামে কোন স্কুল খোলার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। যদি থাকে তাহলে কবে পর্যন্ত স্কুল খোলা হইবে বলিয়া আশা যায় ?

উত্তর

১। গ্রামটির জন্য আগেই ১৯৭৮-৭৯ইং সনে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় মঞ্জুর করা হইয়াছে।

২। অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হইলেই

Admitted Starred Question No. 126
By—Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Ministr in-charge of the Education Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ ইলেকট্রনিক্স এবং ক্যামিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারীং কোর্স চালু করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকিলে, কবে নাগাদ কার্যকর করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 134

By - Shri Tarani Mohan Singh

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Dapartment be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। নাচ গান ও বাজনা শিক্ষার জন্য ত্রিপুরার কোথায় কোথায় সরকারী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আছে?

২। প্রশিক্ষণরত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত এবং কি কি ভাষায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হইতেছে?

৩। নাচ, গান ও বাজনার শিক্ষাকেন্দ্র গ্রামাঞ্চলে বাড়াবার সরকারী কোন পরিকল্পনা আছে কি?

উত্তর

১। শিক্ষা বিভাগের অধীনে নাচ গানের কোন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনায় ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমায় আগরতলা সঙ্গীত মহা বিদ্যালয়ের অধিনে আরও শাখা খোলার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Starred Question No— 135

By—Shri Tarani Mohan Sinha.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Educaion Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে অন্ধ ও বোবা ছেলেমেয়েদের কোথায় কোথায় কি কি শিক্ষা দেওয়া হইতেছে?

২। ত্রিপুরার শিক্ষা প্রাপ্ত অন্ধ ও বোবা ছেলেমেয়েদের যোগ্যতানুসারে কতজনকে কাজ বা চাকুরী দেওয়া হয়েছে?

৩। বর্ত্তমানে কতজন ছেলে ও মেয়ে শিক্ষা কেন্দ্রে আছে?

উত্তর

১। নডসিংগড ও বাধাব ঘাটে দৃষ্টিহীন ছেলেমেয়েদের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও অভয়নগরে মূক ও বধিরদের বাক্ পুনর্ব্বাসন প্রতিষ্ঠান আছে।

ক) দৃষ্টিহীন ছেলেমেয়েদেরকে ব্রেইল পদ্ধতির মাধ্যমে মাধ্যমিক মান পর্য্যন্ত শিক্ষা মূক দান করা হয়। সঙ্গীত ও বাদ্য যন্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়।

খ) মূক ও বধির ছেলেমেয়েদের বাক্ পুনর্ব্বাসন দেওয়ার শিক্ষণ দেওয়া হয়।

২। ত্রিপুরাতে শিক্ষা প্রাপ্ত অন্ধ মোট ১৫ জনের চাকুরী হয়েছে এবং শিক্ষা প্রাপ্ত মূক ও বধির মোট ২ জনের চাকুরী হয়েছে।

৩। ক) দৃষ্টিহীন শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে মোট ৩২ জন ছেলে ও ১৮ জন মেয়ে আছে।

খ) মূক ও বধিরদের বাক্ পুনর্ব্বাসন প্রতিষ্ঠানে মোট ২৯ জন ছেলে ও ১৬ জন মেয়ে আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 139.

By—Shri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে বার্ধক্য ভাতা কবে থেকে চালু হয়েছে ?

২। ১৯৮১ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত মোট কতজনকে সর্ব্বমোট কত টাকা ভাতা হিসাবে দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ১।৪।১৯৭৯ ইং হইতে ত্রিপুরাতে বার্ধক্য ভাতা চালু করা হয়েছে।

২। ১৯৮১ সালের জুলাই মাস পর্যান্ত ৫২৫২ জনকে সর্ব্বমোট ৩১,৫১,১০০ টাকা ভাতা হিসাবে দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 140,

By—Shri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে শারীরিক দিক থেকে পঙ্গু অন্ধদের জন্য ভাতা কবে থেকে চালু হয়েছে ?

২। ১৯৮ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত কতজনকে মোট কত টাকা ভাতা দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরাতে শারীরিক দিক থেকে পঙ্গু অন্ধদের জন্য ভাতা ১৯৮০ ইং সনের ডিসেম্বর মাস থেকে চালু হয়েছে।

২। ১৯৮১ সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ১১৪৫ জনকে মাসিক ৩০ টাকা হারে মোট ৩,১৯,৯৭০,২৫ টাকা দেওয়া হইয়াছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 146

By—Shri Matilal Sarker

Will the Hon'ble Minister in-charge of the educatin Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সারা ত্রিপুরায় কয়টি বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা কম রয়েছে এবং কয়টিতে বেশী রয়েছে (প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারীর পৃথক হিসাব)।

২। ইহা কি সত্য যে, নব নিযুক্ত শিক্ষকদের কেহ কেহ কর্মস্থলে যোগ দেয় নাই;

৩। যদি সত্য হয় তবে এর কারণ কি ?

উত্তর

১। ১০১৪ টি প্রাইমারী ও ২৮৫ টি সেকেণ্ডারী স্কুলে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকের অভাব আছে। প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক বেশী আছেন এমন বিদ্যালয় সমূহের তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।

২। এই মুহূর্তে এ ব্যাপারে কিছু বলা সম্ভবপর নয়, যেহেতু এখনো ত্রিপুরার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে নব নিযুক্ত শিক্ষকদের জয়েনিং রিপোর্ট আসছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 153.

By—Shri Khagen Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে মোট কয়টা স্কুলে "মিড-ডে-মিল" চালু আছে?

২। "মিড-ডে-মিল" চালু করার জন্য ১৯৭৯ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৮১ সালের ৩১ শে আগষ্ট পর্যন্ত মোট কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

উত্তর

১। ১৬১৪ টা

২। ১৯৭৯ সালের জানুয়ারী নয়, ১৯৮০ সালের মার্চ থেকে মিড ডে মিল চালু করা হয়েছে এবং উক্ত সময় থেকে ১৯৮১ সালের ৩১ শে আগষ্ট পর্য্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে মং ২,২৯,৩৯,৪১৩ টাকা।

ADMITTED STARRED QUESTION. 160

By—Niranjan Deb Barma

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য গাবদ্দী টেলর বন বিশাল গড়ের গকুলনগর ও অন্যান্য স্থানে দাঙ্গা গ্রস্ত অ-উপজাতি পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

উত্তর

১। হঁ্যা।

প্রশ্ন

২। যদি দেওয়া হয়ে থাকে তাহা হইলে কত পরিবারকে কোন স্থান থেকে এনে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

উত্তর

২। মোট ৫৮০ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে ইহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল

যে স্থান হইতে তাহাদিগকে আনা হইয়াছে	যে স্থানে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে	পরিবারের সংখ্যা
(ক) গুলিরায় অমরেন্দ্র নগর পাথালিয়া ঘাট এবং রামনগর	দক্ষিণ চড়িলাম	১৬৯
(খ) চাচু নরতলী	কলকলিয়া	৫৩
(গ) অমরেন্দ্রনগর এবং পাথালিয়া ঘাট	দক্ষিণ চড়িলাম	৫৪

১	২	৩
(ঘ) অমরেন্দ্র নগর এবং		
পাথালিয়া ঘাট	খাস মধুপুর	৫৩
(ঙ) কুপিলং	প্রভা পুর	৫৪
(চ) বুরাখা	টেলার বন (প্রভাপুর)	৩৯
(ছ) অমরেন্দ্র নগর এবং		
পাথালিয়া ঘাট	রাণীর খামার (মধুবন)	৩১
	১নং পৃষ্ঠা হইতে আগত—	৪৯৮
ঝ) বালুচড় মোহিনীপুর—		২৯
ঞ) প্রমোদ নগর পুরাথল রাজনগর—		৫৩
	মোট—	৫৮০

প্রশ্ন

৩। তাদেরকে সরকারী কি কি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। তার হিসাব।

উত্তর

৩। জুনের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার দিগকে যে যে বাবদ যে যে হারে সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। যথা :— গৃহনির্মাণ-এর জন্য পরিবার পিছু ২০০০, টাকা, স্থাবর সম্পত্তি নষ্টের জন্য পরিবার পিছু ২৫০, টাকা পরিবারের কেহ নিহত হইলে মাথা পিছু ৫০.০০ টাকা, কাপড় কম্বল পলিথিন ইত্যাদি ইহা ভিন্ন উল্লেখিত পরিবারকে মিনিমাম নীড প্রোগ্রামে পবিবার পিছু ৭৫০ টাকা হিসাবে দেওয়া হইয়াছে।

Admitted Starred Question No. 163

By—Shri Harinath Deb Brma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। উপজাতি জুমিয়া পুনর্বসতি এলাকায় মোট কি পরিমাণ জমিতে রাবার চাষ করা হইয়াছে ? এবং

২। এতে কতজন জুমিয়া পরিবার উপকৃত হয়েছে।

উত্তর

১) মোট—৮৮ ১৭ একর।

২) ২২৯ জুমিয়া পরিবার।

Admitted Starred Question No. 164

Shri Harinath Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরার কৈলাসহর মহকুমার উন্টাছড়া জুনিয়র বেসিক স্কুলটিকে সিনিয়র বেসিক স্কুলে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

২। না থাকিলে তাহার কারণ কি?

উত্তর

১। না।

২। বিদ্যালয়টি এখনও প্রচলিত মাপকাঠি অনুযায়ী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে নাই।

Admitted Starred Question No. 174

By—Shri Harinath Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্ম-চারীদের ছেলেমেয়েদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে চাকুরীতে নিয়োগের কোন ব্যবস্থা সরকারের আছে কি?

২। যদি থাকে তবে তার কারণ?

উত্তর

১। না

২। যে আইন দ্বারা বে-সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালিত হয় সেই আইনে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের ছেলেমেয়েদের নিয়োগের কোন বিধান নাই।

Admitted Starred Question No. 183

By—Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১। এ পর্যন্ত সারা ত্রিপুরায় কতজন বৃদ্ধকে এবং কতজন অন্ধ ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে ভাতা প্রদান করা হয়েছে?

২। এখনও সারা ত্রিপুরায় কয়টি গাঁও সভায় একজনও বার্দ্ধক্য ভাতা বা অন্ধ ও বিকলাঙ্গদের ভাতা পাচ্ছে না;

(উভয় প্রকার ভাতার পৃথক তথ্য অনুসারে)

৩। ঐ সব গাঁওসভায় এ সকল সাহায্য না যাওয়ার কারণ কি;

৪। অন্ধ ও বিকলাঙ্গদের পুর্নবাসনের জন্য রাজ্য সরকার কি কি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন?

উত্তর

১। এ পর্যন্ত সারা ত্রিপুরায় ৫,২৭১ জন বৃদ্ধকে এবং ১১৪৫ জন অন্ধ ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে পেনসন প্রদান করা হয়েছে।

২। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৬৮৯ টি গাঁওসভা আছে। তন্মধ্যে ৫৪৬ টি গাঁওসভা সম্পর্কে প্রাপ্ত সংবাদ অনুযায়ী ৪৪ টি গাঁওসভায় একজনও বার্দ্ধক্য পেনসন এবং ২৪৩ টি গাঁও-সভায় একজনও অন্ধ ও বিকলাঙ্গ ব্যক্তি পেনসন পান নাই। অবশিষ্ট ১৪৩ টি গাঁওসভা সম্পর্কে তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।

৩। যথা সময়ে আবেদন পত্র না আসায় এবং কিছু কিছু আবেদন পত্র ত্রুটি পূর্ণ থাকায় পেনসন মঞ্জুর করা সম্ভব হয় নাই।

৪। (ক) রাজ্য সরকার প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে শতকরা ২ ভাগ পদ সং-রক্ষিত রেখেছেন।

(খ) আগরতলা পুর এলাকা এবং রাজ্যের নোটিফায়েড এরিয়াতে নিজস্ব ব্যবসা চালাতে ইচ্ছুক এমন সব প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ষ্টল বিতরণ করার ব্যবস্থা। এজন্য ইতি-মধ্যে ৩ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ঘর তৈরীর জন্য দেওয়া হইয়াছে।

(গ) কৃষিকাজ, চা বা রাবার বাগিচায় অথবা পশু পালন কার্যসূচীতে নিয়োজিত গ্রামীণ এলাকার অশিক্ষিত প্রতিবন্ধীদের নিজ নিজ পেশার উন্নতিকল্পে অধিক সংখ্যায় ট্রাইসেম (Trysem) এবং আই, আর, ডি (IRD) কার্য্যসূচীতে আনয়ন করা।

ঘ) ত্রিপুরার বিশেষ কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে রেজেষ্ট্রিভুক্ত শিক্ষিত প্রার্থীদের মধ্য থেকে ১৯৮১ সালের মধ্যে সরকারী প্রতিটি বিভাগে এবং রাজ্য সরকারের অধীন বিভিন্ন সংস্থাতে কমপক্ষে ২ জন করে প্রার্থীকে তাদের যোগ্যতা অনুসারে বর্তমানে শূন্য পদ সমূহে নিযুক্ত করা। অনুমিত হয় এই পদক্ষেপে কমপক্ষে ১৫০ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অর্থকরী পুন-র্বাসন সম্ভব হবে।

(ঙ) ত্রিপুরার পাটকলে, ক্ষুদ্র শিল্প নিগম পরিচালিত ইটভাটা সমূহে কৃষি ও পশুপালন খামারে, চা এবং রাবার বাগিচায় এবং অন্যান্য সরকারী সংস্থায় অন্যূন ২০০ জন অশিক্ষিত কর্মক্ষম প্রতিবন্ধী ব্যক্তির কর্মসংস্থান করা।

(চ) ১৯৮১ সালের মধ্যে অন্তত ২০ জন ভূমিহীন ও গৃহহীন প্রতিবন্ধীকে গৃহ-নির্মাণের জমি ও ঘর তৈরীর অনুদান প্রদান। প্রতিটি পঞ্চায়েত থেকে গৃহীতব্য সমীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রার্থীদের নির্বাচন করা যেতে পারে।

ADMITTED -STARRED QUESTION NO. 188

By—Shri Makhanlal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কয়টি ব্লকে অনাবাদী (আই, সি, ডি, এস) স্কীম চালু হয়েছে; এবং কতগুলি সেন্টার করা হয়েছে তাহার ব্লক ভিত্তিক হিসাব,

২। এই স্কীম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সরকার আলাদা বিভাগ (ডিপার্টমেণ্ট) খোলার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন কিনা,

৩। সরকার কি মনে করেন যে শিশুদের খিচুরী খাওয়ার জন্য বর্তমানে যে বাজেট আছে, তাহা বর্তমান দ্রব্যমূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে যথেষ্ট নয়। যদি তাই হয় তবে বাজেট বৃদ্ধির জন্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন কিনা এবং

৪। ইহা কি সত্য যে তেলিয়ামুড়া ব্লকে এই স্কীমে প্রয়োজনীয় ডাক্তার নার্স ইত্যাদি নিয়োগ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। (ক) ত্রিপুরাতে মোট ৪ (চার) টি ব্লকে আঙ্গনাদী (আই, সি, ডি. এস) চালু হয়েছে।

(খ) ৩৬৭টি সেন্টার খোলা হয়েছে ; ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

ছামনু—১০৪

পানিসাগর—৯২

তেলিয়ামুড়া—১২১

ডুম্বুরনগর—৫০

২। না।

৩। বর্তমান বাজেট শিশুদের পুষ্টি সূচীতে খাদ্য সববরাহ করার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। এই পুষ্টি কার্য্যসূচীর বাজেট কেন্দ্রীয সরকাবের বার্ষিক আর্থিক বরাদ্দের উপব নিভর্রশীল। কেন্দ্রীয় সরকার প্ল্যান পরিকল্পনা খাতে বর্তমান আর্থিক বৎসরে এই কার্য্যসূচীর জন্য ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন এবং রাজ্য সরকারও আর্থিক সাধ্যানুসারে (ননপ্ল্যান) পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে ১৫.৮৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন।

৪। একজন ডাক্তার দেওয়া হইয়াছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মীর অভাবে নার্স, হেলথ ভিজিটার ইত্যাদি দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

Admittedn-starred Question No. 199

By—Tapan Kumer Chakraborty

Will the Hon'ble Minister- in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন উপজাতি সম্প্রদায়কে আদিম জাতি গোষ্ঠী হিসাবে ধরা হয় এবং

২। এই সব জাতি গোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য এবং তাদেরকে অন্যান্যদের সম পর্যায়ে আনার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। ত্রিপুরার "রিয়াং" সম্প্রদায়কে আদিম জাতি গোষ্ঠী হিসাবে ধরা হয়।

২। এই জাতি গোষ্ঠীর সাবিক উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হইয়াছে :—

(ক) ৮টি সমাজ-সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নির্মাণ।

(খ) ড্রেস ব্যাঙ্ক স্থাপন।

(গ) বাদ্য-যন্ত্র এবং সর্বসাধারণের প্রয়োজন মত ব্যবহার যোগ্য যন্ত্রাদি ক্রয়।

(ঘ) তীর্থমুখে গোমতী তীর্থ উন্নতিকরন এবং তীর্থ-যাত্রীদের জন্য তীর্থমুখ মেলা স্থানে স্থায়ী বিশ্রাম শিবির নির্মাণ।

(ঙ) অড়হর, ভুট্টা এবং জুম—বীজ বিতরন।

(চ) ভ্রাম্যমান চিকিৎসক—ইউনিটের মাধ্যমে চিকিৎসা।

(ছ) জনবসতিপূর্ণ উপজাতি এলাকায় সেমিনার, মেলা, প্রদর্শনী ইত্যাদি সংগঠন।

(জ) ল্যাম্পস এর মাধ্যমে শেয়ার ক্যাপিটাল ক্রয় এবং পন্য দ্রব্যাদি ঋণ।

(ঝ) সুতা বিতরন।

(ঞ) আদিম গোষ্ঠী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কুলের পোষাক সরবরাহ।

(ট) ৭টি নূতন উপজাতি বিশ্রামাগার নির্মাণ. ৯টি পুরাতন বিশ্রামাগার পুনঃ নির্মাণ এবং আসবাবপত্র ক্রয়।

(ঠ) আদিম গোষ্ঠী এলাকায় আশ্রম—টাইপ স্কুল নির্মাণ।

(ড) অমরপুর মহকুমার রামভদ্র প্রজেক্ট আদিম জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবারদের পুনর্বাসন।

Admitted Starred Question No. 203

By :—Shri Tapan Kumar Chakraborty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

এই বৎসর সরকার কোন কোন ক্লাশের কি কি বই সরাসরি স্কুলগুলোতে সরবরাহ করেছেন ;

২। এই সমস্ত বই সরকারী ছাপা খানায় ছাপাহয়েছে কি ;

৩। সাধারণত ; শিক্ষা বৎসরের কোন সময়ে এই বই সরবরাহ করার কথা ;

৪। এই সমস্ত বই বিলি বণ্টনের পদ্ধতি কি ?

উত্তর

১। এই বৎসর সরকার ১ম শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত নিম্ন তালিকাভুক্ত পাঠ্যপুস্তকগুলি সরবরাহ করেছেন :—

১ম শ্রেণীতে—গণিত ও বাংলা পাঠ্য-পুস্তক।

২য় শ্রেণীতে—গণিত ও বাংলা পাঠ্য পুস্তক।

৩য় শ্রেণীতে—গণিত ও ইংরেজী, ওয়ার্কবুক ও বিজ্ঞান পাঠ্য পুস্তক।

৪র্থ শ্রেণীতে—বিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তক।

৫ম শ্রেণীতে—বিজ্ঞান পাঠ্য-পুস্তক।

৬ষ্ঠ শ্রেণীতে—গণিত পাঠ্য-পুস্তক।

মাত্র কগ্‌বরক স্কুলগুলিতে কগ্‌বরক ভাষায়

১ম শ্রেণীতে—গণিত ও সাহিত্য পাঠ্য-পুস্তক।

২য় শ্রেণীতে—গণিত ও সাহিত্য পাঠ্য-পুস্তক।

২। উপরের উল্লিখিত পাঠ্য-পুস্তকগুলির মধ্যে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর গণিত ভিন্ন বাকী সমস্ত পাঠ্য-পুস্তক সরকারী ছাপাখানায় ছাপা হয়েছে।

৩। শিক্ষা বৎসরের প্রারম্ভ হইতে।

৪। বিত্যালয় পরিদর্শকগণের প্রয়োজন ভিত্তিক ১ম হইতে ৫ম শ্রেণীর জাতীয়কৃত পাঠ্য-পুস্তকগুলি ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর গণিত পাঠ্য-পুস্তক বিত্যালয় পরিদর্শকগণের অফিসে বিভাগীয় প্রকাশণ শাখা হইতে সরবরাহ করা হয়। বিত্যালয় পরিদর্শকগণের অফিস হতে উক্ত পাঠ্য-পুস্তকগুলি সংশ্লিষ্ট বিত্যালয়সমূহে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে চাহিদামত বণ্টন করা হয়। কতিপয় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিত্যালয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী ১ম শ্রেণী হইতে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত জাতীয়কৃত পাঠ্য-পুস্তকগুলি প্রকাশন শাখা হইতে সরাসরি সরবরাহ করা হয়।

Admitted Starred Question No. 205

By :—Shri Gopal Chandra Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। আরতলা সি.টি.টি. আই থেকে শিক্ষণ প্রাপ্ত দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ক্রাফ্‌ট ইন্সট্রাক্টর হিসাবে ডেজিগনেশান পাননি এমন কতজন শিক্ষক এখন পর্যন্ত রয়েছে;

২। ক্রাফ্‌ট টিচার হিসাবে ডেজিগনেশান দেওয়ার সুনির্দিষ্ট কোন নীতি নিয়ম আছে কি?

৩। যদি থাকে তবে তাহা কি?

৪। দ্বিতীয় বিভাগে উত্তর্ণ অথচ ক্রাফ্‌ট টিচার হিসাবে ডেজিগনেশান না পাবার ফলে ১৯৭৪ইং সন থেকে প্রবর্তিত বেতন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ৩২৫-৬৬৫/- বেতন ক্রম থেকে বঞ্চিত কতজন শিক্ষক রয়েছেন?

৫। বঞ্চিত শিক্ষকদের সম্পর্কে সরকার কোন ব্যবস্থা করবেন কি?

উত্তর

১। তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।

২। হ্যাঁ।

৩। ক্রাফ্‌ট ট্রেনিং প্রাপ্ত সহ শিক্ষকদের মধ্যে সিনিয়ারিটির ভিত্তিতে ক্রাফ্‌ট ইন্সিট্রাক্টর হিসাবে ডেজিগনেশান দেওয়া হয়।

৪। তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।

৫। সরকারের পরীক্ষাধীন আছে।

Starred Question No. 206

By—Shri Gopal Chandra Das

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। শিক্ষা বিভাগে সহ শিক্ষকদের বেতনক্রম নির্দ্ধারণের ক্ষেত্রে নিযুক্তির তারিখ এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে কোনটাকে বিবেচনা করা হয় ;

২। বি, কম (পুরাতন কোর্সে) দ্বিতীয় বা-তদুর্দ্ধ বিভাগে উত্তীর্ণ সহ-শিক্ষকদের সাম্মানিক স্নাতকদের সমান বেতনক্রম দেওয়া হয় কি ?

উত্তর

১। শিক্ষা বিভাগের অনুমোদিত স্কুলসমূহে তিন শ্রেণীর সহ শিক্ষকের পদ আছে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এই সকল পদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুযায়ী বিভিন্ন পদের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বেতন হার নির্দ্ধারণ করা হয়।

২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুরানো কোর্সে অন্তত: দ্বিতীয় শ্রেণীতে বি, কম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ২৩-৯-৬৮ ইং তারিখ পর্যন্ত যাঁরা এ রাজ্যে স্বীকৃত হাই, হায়ার সেকেণ্ডারী ও সিনিয়র বেসিক স্তরের স্কুলে সহ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হয়েছেন তাঁদের মাধ্যমিক পর্যায়ভুক্ত স্কুলের সাম্মানিক স্নাতক/স্নাতকোত্তর সহ শিক্ষকদের জন্য নির্দ্ধারিত বেতন হার দেওয়া হয়।

Admitted question No. 214

By—Shri Bidhya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Development be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বিটি ট্রেনিং কলেজ কুঞ্জবনে যে হোষ্টেলটি আছে উহাতে কতজন ট্রেইনিস থাকিতে পারে উহাতে কতটি রুম আছে।

২। উক্ত কলেজের হোষ্টেলটি পুরুষদের বা নারীদের ?

উত্তর

১। বিটি ট্রেনিং কলেজ বলিতেগভ: কলেজ অব এডুকেশন কুঞ্জবন বুঝায় তবে উক্ত কলেজের অধীনে কুঞ্জবন ক্যাম্পাসে ষাট জন বসবাস করিতে পারে এমন একটি হোষ্টেল গভ: কলেজ অব এডুকেশনের আছে। সেখানে রান্নাঘর, খাওয়ারঘর ষ্টোর ছাড়াও ত্রিশটি রুম আছে। বর্ত্তমানে হোষ্টেলটিতে সি, আর, পি. ক্যাম্প বসানো হইয়াছে। উক্ত হোষ্টেলটি পুরুষদের জন্য ছিল।

ইহা ছাড়াও গভ: কলেজ অব এডুকে·ন কুঞ্জবন (বুদ্ধমন্দিরের কাছে)। ক্যাম্পাসে কুড়ি জন বসবাস করিতে পারে এমন একটি হোষ্টল আছে। ওখানে সাতটি বড় রুম ও তিনটি ছোট রুম আছে। উক্ত হোষ্টেলটি মহিলাদের জন্য।

২। হোষ্টেলটি পুরুষদের জন্য ।

Admitted Starred Question No. 215

By—Sri Bidhya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। বি, টি ট্রেনিং কলেজ কুঞ্জবনে কোন কো-অপারেটিভ আছে কি ?

২। থাকিলে নাম কি এবং ট্রেনিং কলেজে কোন কো-অপারেটিভ থাকিতে পারে কি ?

৩। যদি কো-অপাটেভ থাকে তাহা হইলে লাকডী ও ইহার অন্তভূক্ত' কি না।

উত্তর

১। প্রশ্নটি গভ: কলেজ অব এডুকেশন কুঞ্জবন সংক্রান্ত নহে । তবে যদি বি, টি ট্রেনিং কলেজটিকে গভঃ কলেজ অব এডুকেশন হিসাবে বুঝায় তবে যেখানে একটি কো-অপারেটিও আছে।

২। গভ: কলেজ অব এডুকেশন কো-অপারেটি ও কন্‌জিওমাস' ষ্টোবস লিঃ করায় বাধা নাই ।

৩। জানা নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 216

By—Shri Akhil Debnath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ইং সন পর্য্যন্ত ত্রিপুরাতে কয়টি বালোয়ারী বিদ্যালয় ছিল ?

২। ১৯৭৮ইং সন হইতে ১৯৮১ইং সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত কয়টি বালোয়ারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে ?

৩। ১৯৮১-৮২ সনে কয়টি বালোয়ারী বিদ্যালয় স্থাপন করা হইবে ?

৪। বালোয়ারী বিদ্যালয় স্থাপনের ভিত্তি কি ?

৫। বর্ত্তমানে ত্রিপুরাতে কোন বিভাগে কতটি বালোয়ারী বিদ্যালয় আছে ?

৬। বালোয়ারী বিদ্যালয়গুলিতে টিফিনের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। ১৯৭৭ইং সন পর্য্যন্ত ত্রিপুরাতে মোট ৫৬৩টি বালোয়ারী বিদ্যালয় ছিল ।

২। ১৯৭৮ সন হইতে ১৯৮১ইং সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত মোট ৬০০টি বালোয়ারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে ।

৩। ১৯৮১-৮২ সনে ২০০টি নূতন বালোয়ারী কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।

৪। যে সব এলাকায় প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ নাই এবং যেখানে ৩ হইতে ৬ বছর বয়সের অন্ততঃ ৫০ জন শিশু আছে সেখানে বালোয়ারী বিদ্যালয় খোলার চেষ্টা নেওয়া হয়। এবং সেই প্রয়োজনে যে সব এলাকার জনসাধারণ উপযুক্ত পরিমাণ জমি দান ও ঘর তৈরীর জন্য আগাইয়া আসেন সেখানে বালোয়ারী কেন্দ্র চালু করার চেষ্টা হয়।

৫। ত্রিপুরা রাজ্যের বালোয়ারী বিদ্যালয়ের বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

(ক) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা :

সদর মহকুমা—	৩০১
খোয়াই ,,—	৬৩
সোনামুড়া ,,—	৫৭
	৪২১

(খ) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা :

উদয়পুর মহকুমা—	৯৪
অমরপুর ,,	৬২
বিলোনিয়া ,,	১১২
সাব্রুম ,,	৭২
	৩৪০

(গ) উত্তর ত্রিপুরা জেলা :

কমলপুর মহকুমা—	১২২
কৈলাশহর ,,	১২৩
ধর্মনগর ,,	১৫৭
	৪০২
সর্বমোট—	১১৬৩টি

৬। বর্তমানে সমস্ত বালোয়ারী কেন্দ্রগুলিতে টিফিন সরবরাহের কোন পরিকল্পনা নাই।

এডমিটেড ষ্টারড কোয়েশ্চান নং—২২৩

সদস্যের নাম—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় মোট কতটি ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস আছে।

২। ঐ সমস্ত রেষ্ট হাউসে ৮০-৮১ সনে কতজন উপজাতি ও অ-উপজাতি ছিল? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। ত্রিপুরায় মোট ১৯টি ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস আছে;

২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 234

By—Shri Rashiram Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য বোর্ডিং হাউসে থেকে পড়াশুনার ব্যবস্থা বর্তমানে আছে কি;

২। যদি না থাকে তবে তার কারণ; এবং

৩। এ ব্যাপারে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন কি?

উত্তর

১। না।

২। এ ধরণের সিদ্ধান্ত এখনও রাজ্য সরকার গ্রহণ করেন নাই।

৩। এ সম্বন্ধে সরকার চিন্তা করছেন।

Admitted Starred Question No. 235

By—Shri Rashiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কোন্ কোন্ হাইস্কুল ও এস, বি, স্কুলে কতজন শিক্ষকের অভাব আছে? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। ঐ সব এলাকায় শিক্ষকের অভাব পূরণে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে?

উত্তর

তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 236

By—Shri Rashiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যে কতগুলি হাইস্কুল (দশম শ্রেণী) এবং দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় আছে; (বিভাগ ভিত্তিক এদের নাম)

২। উক্ত বিদ্যালয়ের কয়টিতে বোর্ডিং হাউস আছে? (এদের নাম ও আসন সংখ্যা)

উত্তর

১। হাইস্কুল ১২৩টি এবং দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় ৭১টি। (বিভাগ ভিত্তিক নাম সম্বলিত "ক" তালিকায় দেওয়া হইল)

২। ৬০টিতে বোর্ডিং হাউস আছে (নামের বিপক্ষে আসন সংখ্যা সম্বলিত "খ" তালিকায় প্রদত্ত হইল)

"ক" তালিকা

ত্রিপুরা রাজ্যের হাই (দশম শ্রেণী) স্কুলের (বিভাগ ভিত্তিক) নাম :—

সদর মহকুমা

১। ইশানপুর হাই স্কুল
২। কামালঘাট ,, ,,
৩। নন্দন নগর ,, ,,
৪। বর কাঠালিয়া ,, ,,
৫। কলা গাছিয়া ,, ,,
৬। নব গ্রাম ,, ,,
৭। গামছা কোব্রা ,, ,,
৮। বড়জলা ,, ,,
৯। মধ্যভুবন বন ,, ,,
১০। কাতলা মারা ,, ,,
১১। হোলি ক্রস ,, ,,
১২। আনন্দ নগর ,, ,,
১৩। সুতার মুড়া ,, ,,
১৪। সিপাহী জলা ,, ,,
১৫। জম্পুই জলা ,, ,,
১৬। শঙ্করাচার্য্য ,, ,,
১৭। যোগেন্দ্র নগর ,, ,,
১৮। মধুবন কাঠাল-তলী ,, ,,
১৯। অফিস টিলা ,, ,,
২০। কোনাবন (পশ্চিম) ,, ,,
২১। শ্রীনগর গাবর্দি ,, ,,
২২। টাকারজলা ,, ,,
২৩। আমতলী ,, ,,
২৪। পাথালিয়া ঘাট ,, ,,
২৫। ব্রজপুর ,, ,,
২৬। কোবরা খামার ,, ,,
২৭। মান্দাই বাজার ,, ,,
২৮। আড়ালিয়া ,, ,,
২৯। রেশম বাগান ,, ,,
৩০। রানীর গাঁও ,, ,,
৩১। ত্রিপুরা লোক-শিক্ষালয় ,, ,,
৩২। কামান মুড়া ,, ,,
৩৩। জয় নগর ,, ,,
৩৪। রাম নগর ,, ,,
৩৫। রাম ঠাকুর (বালিকা) ,, ,,
৩৬। ধলেশ্বর (দুপুরের) ,, ,,

সোনামুড়া মহকুমা

৩৭। সোনামুড়া (বালিকা) ,, ,,
৩৮। রত্নানগর ,, ,,
৩৯। নিদয়া ,, ,,
৪০। খাস চৌমুহনী ,, ,,
৪১। কাঁঠালিয়া ,, ,,
৪২। নলছড় ,, ,,

খোয়াই মহকুমা

৪৩। সারদাময়ী (বালিকা) , ,
৪৪। বিবেকানন্দ , ,
৪৫। মেহারছড়া হাই স্কুল
৪৬। নর্থ ঘীলাতলী (রতিয়া) , ,
৪৭। বলরাম কোবরা , ,
৪৮। তুইসিন্দ্রাই বাড়ী , ,
৪৯। কুঞ্জবন , ,
৫০। ব্রহ্মছড়া , ,
৫১। বেহালা বাড়ী , ,
৫২। বাইজল বাড়ী , ,
৫৩। ভারত সর্দার বাড়ী , ,
৫৪। আমপুরা বাজার , ,
৫৫। সিঙ্গীছড়া , ,
৫৬। লালছড়া (বালিকা), ,
৫৭। রতন পুর , ,
৫৮। ভারতচন্দ্র নগর , ,
৫৯। বাছাই বাড়ী , ,

উদয়পুর মহকুমা

৬০। সাউথ বাগমা সমতল পাড়া-হাই স্কুল
৬১। জামজুরি , ,
৬২। গঙ্গাছড়া , ,
৬৩। চন্দ্রপুর , ,
৬৪। তুলামুড়া , ,
৬৫। সালগড়া , ,
৬৬। পিত্রা , ,
৬৭। হরিয়ানন্দ বালিকা , ,
৬৮। গর্জী , ,
৬৯। গামারিয়া , ,
৭০। নোয়াবাড়ী , ,

অমরপুর মহকুমা

৭১। অম্পিনগর , ,
৭২। অমর পুর(বালিকা) , ,
৭৩। নূতন বাজার , ,
৭৪। বৈদ্যু বাড়ী , ,
৭৫। কর বুক , ,
৭৬। রাঙ্গাবাড়ী , ,
৭৭। জগবন্ধু পাড়া , ,

বিলোনিয়া মহকুমা

৭৮। মোতাই হাই স্কুল
৭৯। নীহার নগর , ,
৮০। সারাসীমা , ,
৮১। অভয়নগর , ,
৮২। ইষ্ট কালাবাড়িয়া , ,
৮৩। কুকিছড়া , ,
৮৪। মহুরী ছড়া , ,
৮৫। বাই খোরা , ,
৮৬। শান্তির বাজার , ,
৮৭। আলয় ছড়া , ,
৮৮। পশ্চিম বগাফা , ,
৮৯। দেব দারু , ,

সাব্রুম মহকুমা

৯০। শ্রীনগর হাই স্কুল
৯১। ব্রজেন্দ্র নগর " "
৯২। ইরিনা " "
৯৩। সাব্রুম (বালিকা), "
৯৪। শিলাছড়ি " "
৯৫। মনু বকুল " "
৯৬। চাতক ছড়ি " "
৯৭। গার্দ্ধাং " "
৯৮। সাতচাঁদ " "

কমলপুর মহকুমা

৯৯। সালেমা " "
১০০। মরাছড়া " "
১০১। চন্দ্রাই পাড়া " "
১০২। বর লুৎমা " "

কৈলাশহর মহকুমা

১০৩। টীলা বাজার " "
১০৪। পাবিয়াছড়া " "
১০৫। ডলু গাঁও " "
১০৬। বিদ্যানগর " "
১০৭। জয় গয়াস্ত " "
১০৮। মই নামা " "
১০৯। ছৈলেংটা " "
১১০। মাছলী ছড়া হাইস্কুল
১১১। ছামনু " "
১১২। ধুমা ছড়া " "

ধর্মনগর মহকুমা

১১৩। চন্দ্রপুর হাই স্কুল
১১৪। পদ্ম বিল " "
১১৫। কৃষ্ণপুর " "
১১৬। কালাছড়া " "
১১৭। পানিসাগর, "
১১৮। ব্রজেন্দ্র নগর, "
১১৯। জম্পুই " "
১২০। পেচার থল " "
১২১। দুর্গারাম রিয়াং পাড়া " "
১২২। লেব্রাই দেওয়ান " "
১২৩। দামছড়া " "

ত্রিপুরা রাজ্যের দ্বাদশ শ্রেণীর
বিদ্যালয়ের (বিভাগ ভিত্তিক) নাম—

সদর মহকুমাঃ—

১। উমাকান্ত একাডেমী।
২। বোধজং দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
৩। নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন।

৪। মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়।
৫। বাণী বিদ্যাপীট (বালিকা) দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
৬। মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়েল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
৭। বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
৮। অরুনধুতী নগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
৯। অভয়নগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
১০। প্রগতি বিদ্যাভবন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
১১। বিজয় কুমার (বালিকা) দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
১২। সুখময় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
১৩। বীরেন্দ্র নগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
১৪। পল্লী মঙ্গল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
১৫। প্রাচ্য ভারতী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
১৬। বড়দোয়ালী দ্বাদশ শ্রেণী রিদ্যালয়।
১৭। রাণীর বাজার বিদ্যামন্দীর।
১৮। মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
১৯। ঈশান চন্দ্র নগর পরগনা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
২০। স্বামী দয়ানন্দ বিদ্যানিকেতন।
২১। রামঠাকুর পাঠশালা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
২২। বোধজং (বালিকা) দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
২৩। মধুপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
২৪। বিশ্রামগঞ্জ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
২৫। শিশু বিহার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
২৬। তালতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
২৭। করুইমুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
২৮। চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
২৯। চাড়িপাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
৩০। শেকের কোট দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।

খোয়াই মহকুমাঃ—

৩১। খোয়াই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
৩২। তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
৩৩। কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
৩৪। শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন।
৩৫। খোয়াই (বালিকা) দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।
৩৬। চেবরী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়।

উদয়পুর মহকুমা

৩৭। কে, বি, আই
৩৮। উদয়পুর (বালিকা) দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়
৩৯। কাকড়াবন ,, ,, ,,
৪০। রমেশ ,, ,, ,,
৪১। ত্রিপুরা সুন্দরী ,, ,, ,,
৪২। বগাফা আশ্রম ,, ,, ,,
৪৩। মিরজা ,, ,, ,,

ধর্মনগর মহকুমাঃ—

৪৪। বি, বি, আই ধর্মনগর
৪৫। কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়
৪৬। পদ্মপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়
৪৭। ডি, এন, বিদ্যামন্দির
৪৮। বিলথৈ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়
৪৯। কাঞ্চনপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়
৫০। ধর্মনগর (বালিকা) দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়

কৈলাশহর মহকুমাঃ—

৫১। আর, কে, ইনষ্টিটিউট
৫২। ফটিক রায় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়
৫৩। আর, কে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
৫৪। কাঞ্চন বাড়ী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়
৫৫। কৈলাশহর (বালিকা) দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়

কমলপুর মহকুমাঃ—

৫৬। হরচন্দ্র দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়
৫৭। কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়
৫৮। কে, সি, (বালিকা) দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়
৫৯। কুলাই দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়
৬০। হালাহালী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়

অমর পুর মহকুমা

৬১। অমরপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়

সাব্রুম মহকুমা

৬২। সাব্রুম দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়
৬৩। মনু দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়

বিলোনিয়া মহকুমা

৬৪। বি, কে, ইনষ্টিটিউট
৬৫। ঋষ্যমুখ দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়
৬৬। বিলোনিয়া (বালিকা) দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়
৬৭। জুলাই বাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যলয়
৬৮। বড়পাথহরী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়
৬৯। বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ

সোনামুড়া মহকুমা

৭০। এন' সি ইনস্টিটিউট সোনামুড়া
৭১। মেলাঘড় দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়

"খ" তালিকা

যে সমস্ত হাই ও দ্বাদশ শ্রেণী
বিদ্যালয়ের সঙ্গে বোর্ডিং
হাউস আছে তাহাদের নাম

বিদ্যালয়ের নাম	আসন সংখ্যা
১। উমাকান্ত একা ডেমি	৫৫
২। মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়	৯২
৩। বোধজং দ্বাদশ শ্রেণী	৫০
৪। ত্রিপুরা লোক শিক্ষালয়	৭৫
৫। চড়িলাম দ্বাদশ শ্রেণী	১৫
৬। কাঁভলামারা হাই	১৮
৭। বিশ্রামগঞ্জ হাইয়ার	৫0
৮। বিশালগড় দ্বাদশ শ্রেণী	৪
৯। কক্ষই মুড়া ,,	৩০
১০। চারি পাড়া ,,	৫০
১১। সিপাহী জলা হাই	২০
১২। বর কাঁঠালিয়া ,,	৩০
১৩। জম্পাই-জলা	৮

বিদ্যালয়ের নাম	ছাত্র সংখ্যা
১৪। নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন	৩২
১৫। খোয়াই সরকারী (বালক) দ্বাদশ শ্রেণী	৭৫
১৬। খোয়াই সরকারী (বালিকা) ,,	৩০
১৭। শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন	১২
১৮। তেলিয়ামুড়া	২০
১৯। চেব্রি	৩০
২০। কল্যাণ পুর	৫০
২১। এন সি. ইনষ্টিটিউশন	৩০
২২। মেলা ঘর	৬০
২৩। কে, বি, আই	৩০
২৪। উদয়পুর গার্লস	৪০
২৫। উদয়পুর রমেশ	৩৮
২৬। চন্দ্রপুর কলোনী হাই	২০
২৭। বি. কে. ইনষ্টিটিউশন	৩০
২৮। বিলোনীয়া গার্লস	১৫
২৯। বঁগাফা আশ্রম	১১
৩০। বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ	১০
৩১। বর পাথরি দ্বাদশ শ্রেণী	১৭
৩২। মুহুরীপুর	১৫
৩৩। সাব্রুম গার্লস	৮
৩৪। সাব্রুম দ্বাদশ শ্রেণী	৪০
৩৫। মনু	৪৮
৩৬। অমরপুর	৪৫
৩৭। নূতন বাজার	১৩
৩৮। কমলপুর দ্বাদশ শ্রেণী	২৫
৩৯। কে. সি. গার্লস	৩০
৪০। কুলাই	৩০
৪১। হয়চন্দ্র	২৪
৪২। মরাছড়া	১৫
৪৩। সালেমা	১০
৪৪। আর. কে. ইনষ্টিটিউশন	২৪

বিদ্যালয়ের নাম	আসন সংখ্যা
কৈলাসহর গার্লস	২০
৪৬। ফটিক রায় দ্বাদশ শ্রেণী	১৪
৪৭। কাঞ্চন বাড়ী	১০
৪৮। ছামনু	১৬
৪৯। পাবিয়া ছড়া	৬
৫০। মৈনামা	১৬
৫১। বি, বি, ইনষ্টিটিউশন	৩১
৫২। পদ্মপুর	৫০
৫৩। কাঞ্চন পুর	৫০
৫৪। জম্পুই	৫৬
৫৫। এল, ডি, হাই	৬
৫৬। দাম ছড়া	১১
৫৭। পেচারথল	৬
৫৮। দুর্গারাম রিয়াং পাড়া	১৮
৫৯। ছৈলেংটা	১২
৬০। শিলাছড়ি	২২

এড্মিটেড ষ্টারড কোয়েশ্চন নং ২৪১

সদস্যের নাম—শ্রী সমর চৌধুরী

প্রশ্ন

১। ১৯৭৯-৮০ এবং ১৯৮০-৮১ইং বৎসরে কোন্ ব্লক এলাকায় কত জুমিয়া পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য কি পরিমাণ বরাদ্দ ধরা হইয়াছিল ;

২। ১৯৮১—৮২ বৎসরের সংখ্যা ও বরাদ্দের পরিমাণ।

৩। ১৯৭৯—৮১ইং বৎসরের পুনর্বাসনের জন্য কত সংখ্যক জুমিয়া পরিবারকে জমি এলট-মেণ্ট দেওয়া হয়েছে এবং অন্যান্য কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ব্লক ভিত্তিক বা মহকুমা ভিত্তিক কোন বরাদ্দ করা হয় না তবে উক্ত সমাজের জন্য সারা ত্রিপুরার রাজ্যের জন্য মোট ২৪·১ পরিবারের পুনর্বাসনের নিমিত্ত মোট ৪৫,৭৯,৮০০ টাকা বারাদ্দ করা হইয়াছিল।

২। রিহেবিলিটেশন প্লেণ্টেশান কর-পোরেশনের মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়ার প্রস্তাব করার এখনও কোন সংখ্যা ও বরাদ্দ নির্দিষ্ট করা হয় নাই। প্রজেক্ট রিপোর্ট প্রস্তুতের সময় উহা গ্রহণ করা হইবে।

৩। মোট ২৪০১ পরিবারকে জমি এলট্মেণ্ট দেওয়া হয়েছে। উক্ত পরিবারগুলিকে ভূমি সংস্কার, গৃহ নির্মাণ, বীজ, সার ও বলদ ইত্যাদি কেনার বাবদ মোট ৪৫,৭৯,৮০০ টাকার আংশিক দেওয়া হয়েছে।

Admitted Question No. 242
By—Sri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। বদলীর আদেশ পেয়ে কতজন শিক্ষক ও শিক্ষিকা আদেশের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করছেন এবং বদলীর উপর কোর্টের স্থগিতাদেশ সংগ্রহ করেছেন ?

২। এই অবস্থায় কয়টি কোন্ গ্রেডের স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অধিক শিক্ষক নিযুক্ত রয়েছেন ?

৩। কোন্ ইনস্পেক্টরেটে কত সংখ্যক স্কুলে কতজন শিক্ষকের অভাব রয়েছে ?

উত্তর

১। ১১৪ জন মামলা দায়ের করেছেন ও তন্মধ্যে ১০টি মামলায় সাময়িক স্থগিতাদেশ সংগ্রহ করেছেন।

২। তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।

৩। ১৬টি ইন্সপেক্টরেটরে অধিনস্থ ১৬৯৯টি স্কুলে ২৬৬৭ জন শিক্ষকের অভাব আছে (ইন্সপেক্টরেটের নাম, স্কুলের সংখ্যা এবং শিক্ষকের সংখ্যা সঙ্গীয় 'ক' তালিকায় দেওয়া হইল)।

"ক" তালিকা

ক্রমিক নং	ইন্সপেক্টরেটের নাম	স্কুলের সংখ্যা	শিক্ষকের অভাব
১।	বিশালগড়	১২০	১৭৯
২।	জিরানীয়া	৯৪	১০০
৩।	মোহনপুর	১১৮	১৮১
৪।	খোয়াই	৯৪	২২২
৫।	তেলিয়া মুড়া	৮১	১৭৯
৬।	সোনামুড়া	৬৯	১২০
৭।	কমলপুর	১০০	১২৩
৮।	কৈলাসহর	৯০	৯৭
৯।	ছৈলেংটা	৬০	৬৬
১০।	ধর্মনগর	১৩৮	২৭৩
১১।	কাঞ্চনপুর	১৪২	১৯৮
১২।	উদয়পুর	১০০	১১১
১৩।	অমরপুর	১৭৪	৩০৮
১৪।	বিলোনীয়া	১০৩	১১৬
১৫।	শান্তির বাজার	৯৭	২১৬
১৬।	সাব্রুম	১১৯	১৭৮
		১,৬৯৯	২,৬৬৭

Admitted Starred Question No. 244

By Shri—Samar Choudhury

প্রশ্ন

১। ১৯৮০ ইং সনের জুনের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ উদ্বাস্তু পরিবার সমূহের পুনর্ব্বাসনের জন্য সরকার কি কি প্রকল্প নিয়েছেন?

উত্তর

গত ১৯৮০ জুনের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্থ উদ্বাস্তু পরিবার সমূহের পুনর্ব্বাসনের জন্য রাজ্য নিম্নলিখিত প্রকল্পগুলি নিয়েছেন এবং উপায়ন করছেন:—

(ক) পরিবার পিছু ২০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা অনুদান গৃহনির্মাণের জন্য। (খ) পরিবার পিছু একটি পলিথিন শীট (১২'X১৫' সাইজ) অথবা নগদ ১০০,০০ (একশত) টাকা গৃহনির্মান সাপেক্ষ। (গ) অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ বাবদ পরিবার পিছু ২৫০·০০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা অনুদান। (ঘ) পরিবার পিছু ২০০.০০ (দুইশত) টাকা অনুদান, দোকান ঘরের ক্ষতিপুরণ বাবদ। (ঙ) প্রতিটি নিহত ব্যক্তির জন্য ৫000,০০ (পাঁচ হাজার) টাকা করিয়া অনুদান মৃত ব্যাক্তির নিকট আত্মীয়কে এবং তৎসঙ্গে উক্ত পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারী চাকুরী দান। (চ) স্থায়ীভাবে আংশিক অথবা পুর্ণ শারীরিক ভাবে অক্ষম ব্যাক্তিদের মাথা পিছু ১০০০,0০ (এক হাজার) টাকা হইতে ২০০০,০০ (দুই হাজার) টাকা পর্য্যন্ত অনুদান। (ছ) যাদের গৃহ নষ্ট হয়েছে তাদের প্রতি-পরিবারকে ১৪ দিনের হাজিরার সমপরিমাণ চাউল দেওয়া হয় কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্পের মাধ্যমে। (জ) যাদের কৃষিজিবী পরিবারকে বিনামূল্যে উৰ্দ্ধে ২৫০,০০ (আড়াই শত) টাকা পর্য্যন্ত কৃষি সামগ্রি এবং বীজ সার ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। (ঝ) মৎস্যজিবী পরিবারদিগকে বিনা মুল্যে মাছের পোনা ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে এবং ছোট ছোট বাঁধ তৈরী করে দেওয়া হয়েছে। (ঞ) শিল্প দপ্তর থেকে তাঁতি কাঠ মিস্ত্রী, কর্মকাব, ও হস্তশিল্পী দিগকে স্ব স্ব পেশার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক অনুদান দেওয়া হইয়াছে। (ট) পিতৃ মাতৃহীন শিশু, অতিবৃদ্ধ স্ত্রী ও পুরুষ ব্যাক্তি দিগকে রাজ্য সরকারের সমাজকল্যান দপ্তরের হোমে ভর্ত্তি করা হইয়াছে। (ঠ) ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্র ছাত্রী দিগকে বিনা মুল্যে বই এবং স্কুলের পোষাক ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। (ড) প্রয়োজন ভিত্তিক পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার বর্গের কাজের জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প চালু করা হয়েছে। (ঢ) ক্ষতিগ্রস্থ ভুমিহীন দিগকে যাহাদের নিজ. নিজ গ্রামে কোন উপার্জনের সুযোগ নাই তাহাদিগকে অন্য ভিটার জন্য ভুমি দেওয়া হয়েছে। (ণ) পশুপালন দপ্তর হইতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার হাঁস, মুরগী শুয়োর ছানা ইত্যাদি ক্রয়ের ব্যাপারে সরকার থেকে ভর্ত্তুকি

প্রশ্ন

প্রকল্পের জন্য কি কি সাহায্য করিয়াছেন?

অতিরিক্ত তথ্য :—প্রাথমিক ভাবে জরিপ বিভাগের অফিসারগণ তদন্ত কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু তাহারা হয়তো একটা বড অংশের তদন্ত কার্য্য হাতে নিতে পারেন নাই। অথবা ক্ষতিগ্রস্ত লোক তাহাদের শিবিরে উপস্থিত হন নাই। যেখানে এই প্রকার বাদ পড়িয়াছে সেখানে মহকুমা শাসকদের নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল যে তাহাদের নিজস্ব লোক দ্বারা যেন তদন্ত করাইয়া টাকা দেওয়া হয়, এই কারণেই অনুসন্ধান প্রাপ্ত পরিবারের সংখ্যা প্রাথমিক তদন্তে বর্নিত সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী হয়।

(২) বর্ত্তমান সংখ্যা ২১,৩১৫। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল,—

সদর—১০,৩১৪
সোনামুড়া— ৬
খোয়াই—৪,২৮৯
উদয়পুর—৪,২১১
অমরপুর—২,৪৭৬
সাব্রুম— ১৯
———
মোট—২১,৩১৫

(৩) যে সমস্ত পরিবারকে টাকা দেওয়া এখনো বাকী আছে তাহার সংখ্যা নগন্য, প্রায় দুইশতের মত হইবে। সুতরাং ইহা ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে যে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সংখ্যা প্রায় ২১,৫০০ হইবে।

(৪) এই সমস্ত পরিবারের মধ্যে ৭,৪৫৩ পরিবারকে পরিবার পিছু ১৫০০ টাকার বিনিময়ে টিন দেওয়া হইয়াছে এবং ৫০০,০০ টাকা নগদ দেওয়া হইয়াছে। ৫৩৪টি পরিবারকে এখনো গৃহনির্মাণের দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়া বাকী আছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে গৃহনির্মানের টাকা দুইটি সমান কিস্তিতে দেওয়া হয়।

(৫) যে সমস্ত পরিবারের গৃহ পোড়া গিয়াছে তাহাদিগকেই এই প্রকার অনুদান দেওয়ার নির্দ্দেশ দেওয়া আছে। পরিবারের সংখ্যা দেওয়া হয় নাই কিন্তু এই প্রকার নির্দ্দেশ দেওয়া ছিল যে একাধিক পরিবারের ঐ বাড়িটির মালিক ছিল কিনা তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানক্রমে নির্ণয় করিতে হইবে যাহাতে একই পরিবার বিভক্ত দেখাইয়া দ্বিগুণ সাহায্য না নিতে পারে সেইজন্য সরকার হইতে কড়া নির্দ্দেশ পাঠানো হইয়াছে। এই জাতীয় ঘটনা প্রমাণিত হইলে সেখানে যথাসময় ব্যবস্থা নেওয়া হইবে এমন কি টাকা ফেরৎ নেওয়ারও ব্যবস্থা করা হইবে।

(৬) ৩০শে এপ্রিল ১৯৮১ইং অস্থাবর সম্পত্তি ও গৃহ সামগ্রির ক্ষতিপূরণের জন্য দরখাস্ত রাখার শেষ তারিখ ঘোষিত হইয়াছিল এবং এই ঘোষণায় ইহা উল্লিখিত ছিল না যে ঘর পোড়ার জন্যও দরখাস্ত করার ইহাই শেষ তারিখ এই কারণে সে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তগণ যাহাতে সাহায্য পাওয়া হইতে বঞ্চিত না হয়। সাধারণত: কোন দরখাস্ত সরজমিনে নেওয়া হয় না, এর জন্য কোন নির্দিষ্ট শেষ তারিখ ঘোষণা করা সমীচীন নয়।

Admitted Un-Starred Question No. 8

By —Shri Keshab Majumder,

Will the Hon'ble Minister in charge of the Home Department be pleased to State—

প্রশ্ন

১। ১৯৮১ইং সনের আদমসুমারী অনুযায়ী রাজ্যের লোক সংখ্যা কত ?

উত্তর

১। ১৯৮১ইং সনের আদমসুমারী অনুযায়ী সাময়িক সঙ্কলিত ত্রিপুরা রাজ্যের লোক সংখ্যা ২০,৪৭,৩৫১ জন।

প্রশ্ন

২। ১৯৭১ইং সনের তুলনায় বর্ত্তমানে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী না কম ?

উত্তর

২। ১৯৬১-৭১ সনে এই দশ বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৩৬·২৮। কিন্তু ১৯৭১-৮১ এই দশ বছরে জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার কমিয়ে হয়েছে শতকরা ৩১·৫৫।

প্রশ্ন

৩। বর্ত্তমান আদমসুমারী অনুসারে রাজ্যে তপশিলী জাতি ও উপজাতীর সংখ্যা কত ?

উত্তর

৩। বর্ত্তমান আদমসুমারী (১৯৮১ইং) অনুসারে সংগৃহীত তপশিলী জাতি ও উপজাতির সংখ্যা এখন পর্য্যন্ত সঙ্কলন (Compile) করা হয় নাই। সঙ্কলনের জন্য আরো এক বৎসর সময় লাগিবে।

প্রশ্ন

৪। বর্ত্তমানে রাজ্যে সাধারণ তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতীর হার কত ?

উত্তর

৪। তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতির সংখ্যা এখনও সঙ্কলন করা হয় নাই। কাজেই বর্ত্তমানে (১৯৮১ সনে) রাজ্যে সাধারণ তপশিলী উপজাতি ও তপশিলী জাতির হার বলা যাইতেছে না।

প্রশ্ন

৫। বর্ত্তমান ১৯৮১ইং আদমসুমারী অনুযায়ী হারের ফলে চাকুরী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ১৯৭১ইং আদমসুমারীর হারের কোন পরিবর্ত্তন হবে কিনা ?

উত্তর

৫। তপশিলী জাতি ও উপজাতির সংখ্যা এখনও সঙ্কলন করা হয় নাই। কাজেই ১৯৮১ইং আদমসুমারী অনুযায়ী হারের ফলে চাকুরী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ১৯৭১ইং আদমসুমারীর হারের কোন পরিবর্তন হবে কিনা এখনও বলা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন

৬। যদি হয় তবে সেটা কি হবে?

উত্তর

৬। প্রশ্ন উঠে না।

প্রশ্ন

৭। এই হার কবে থেকে কার্য্যকরী করা হবে।

উত্তর

৭। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-Stared Question No. 15

By—Shri Keshab Majumder (Shri Khagen Das)

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রাজ্যে কয়টি কোন ধরণের বিদ্যালয় ছিল? (উচ্চতর মাধ্যমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়, নিম্ন বুনিয়াদী, বালোয়ারী (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। কোন ধরণের বিদ্যালয়ের ছাত্র সংখ্যা কত ছিল (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

৩। ১৯৮১ইং সনের জুন পর্য্যন্ত ঐ ধরণের বিদ্যালয়ের বিভাগ ভিত্তিক সংখ্যা কত?

৪। ঐ তারিখে মোট ছাত্র সংখ্যা কত? (বিভাগ ভিত্তিক বিদ্যালয়ের স্তর ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর

১। প্রয়োজনীয় তথ্য ১নং টেবিলে দেওয়া হইল।

২। প্রয়োজনীয় তথ্য ১নং টেবিলে দেওয়া হইল।

৩। প্রয়োজনীয় তথ্য ২নং টেবিলে দেওয়া হইল।

৪। প্রয়োজনীয় তথ্য ২নং টেবিলে দেওয়া হইল।

১ নং টেবিল ১৯৭৭ ইং ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত হিসাব

মহকুমার নাম	প্রাথমিক নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়		সিনিয়ার বেসিক বিদ্যালয়		হাই স্কুল		উচ্চতর মাধ্যমিক		বালোয়াবী	
	সংখ্যা	মোট পড়ুয়া	সংখ্যা	মোট পড়ুয়া	সংখ্যা	মোট পড়ুয়া	সংখ্যা	মোট পড়ুয়া	সংখ্যা	মোট পড়ুয়া
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
সদর	৩৫২	৪৭,১৪৮	৭৮	২৩,১৫০	৩৬	১৯,১৫৮	১৪	১২ ০২৩	১০৪	১০,৩০৩
খোয়াই	১৬০	১৫,৯৯২	২৪	৭,১০৮	১০	৩,৩০৩	২	১,০৫৯	৩৮	১,৮২২
সোনামুড়া	৮৯	৬,৮৮০	২০	৪,৩০৩	৭	২,৭৫১	১	২৮৬	২৭	২,২৩৩
সাব্রুম	৮০	৫,৫২১	১৫	২,০৭৯	৫	৮৪০	২	৫০৭	২৫	৮৪৬
বিলোনিয়া	১৬৩	১৩,২২৭	৩০	৬,২৮২	৯	২,৪৩০	৩	১,২৫১	৫৪	২,৬৪২
উদয়পুর	৯৭	১০,১৮২	২২	৬,৭০১	৯	৩,১৩৯	২	১,৯৪৯	৬৪	৪০৭৮
অমরপুর	১০৮	৫,১৫৬	১৩	২,৫৪৭	৩	৭৬৪	১	৩৪০	২৩	৮৫০
কমলপুর	১১৭	৯,০৬২	১১	৩,৭৭০	৭	৩,০৭২	১	৬৫৮	৬৭	৩,৪৬৬
কৈলাশহর	১৬০	১০,৬৯৫	৩৪	৭,০২৪	৮	২,৮৮৯	২	১,০৭১	৫৫	২,৫৪৬
ধর্মনগর	১৯৫	১৪,৫৬৮	৩১	৭,৬৮৬	১১	৫,১৭৫	২	১,১৫২	৪৩	২,৩৫৫
মোট :—	১,৫২৮	১,৩৮,৪৩৬	২৮২	৭০,৬৫০	১০৫	৪৩,২৩১	৩০	২০,২৯৬	৫৯০	৩১,১৪১

২ নং টেবিল ঃ—১৯৮১ইং ৩১ শে জুন পর্যন্ত হিসাব

মহকুমার নাম	প্রাথমিক নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়		সিনিয়ার বেসিক বিদ্যালয়		হাই স্কুল		উচ্চতর মাধ্যমিক		বালোয়ারী	
	সংখ্যা	মোট পড়ুয়া	সংখ্যা	মোট পড়ুয়া	সংখ্যা	মোট পড়ুয়া	সংখ্যা	মোট পড়ুয়া	সংখ্যা	মোট পড়ুয়া
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
সদর	৩২২	৫১,৪৮৩	৭৮	২৩,৭৫৫	৪২	২১,৪৭৮	২৫	২৫,১৪০	৩৭৭	২০,৯৯০
খোয়াই	১৮০	২৬,৪৬৮	২৪	৭,৯৫১	১৭	৭,২১৫	৬	৪,০৯৪	৫৮	২,৭২২
সোনামুড়া	৯৯	১২,৭৬৮	২২	৫,৭৭২	৬	২,৯৫৯	২	২,০৬১	৪৭	৩,১৩৩
সাব্রুম	১০৮	৯,৯৬৬	১১	২,০৩১	৯	২,০২০	২	৭৩৭	৬৮	২,০৮২
বিলোনীয়া	১৭০	২০,১৭৭	৩৩	৭,১০৭	১৩	৪,০৩৭	৬	৩,৬৬৩	৮৩	৫,১১৫
উদয়পুর	৯৬	১৬,১৪৬	২১	৮,৩১১	১২	৩,৭২৮	৫	১৬,৮৯৪	৯৪	৫,০৫৪
অমরপুর	১১৮	৮,৮৯৩	১১	২,১৭২	৭	২,৩৩৩	১	৫১৬	৪৫	২,১৯২
কমলপুর	১১৫	১২,৭৯৭	১৯	৪,৬৬১	৬	৩,৯৮৬	৩	১,৩০১	১০১	৫,৫১৮
কৈলাশহর	১৭৮	২১,৬৫১	৩১	৮,৩১৯	১১	৫,৩৮৯	৪	২,৬৪৩	২১৩	১০,৩২৩
ধর্মনগর	২০৯	২১,৫৮৮	৪০	৯,৯৪৮	১২	৬,০৯৫	৬	৩,৯০২	১০৭	৪,৬৪৭
মোট :—	১,৬১৫	২,০১,৯৭৩	২৯০	৮০,০২৭	১৩৫	৫৯,২৪০	৬০	৬০,৯৫১	১,১৯৩	৬১,৭৭৭

STATEMENT—I

No. of Institutions & Enrolment as on 31. 12. 77.

Sl. No.	Name of Sub—Division	Pry./J. B. School No.	Pry./J. B. School Enrolment	Jr. High & S. B. School No.	Jr. High & S. B. School Enrolment	High School No.	High School Enrolment	Hr. Secondary No.	Hr. Secondary Enrolment	Balwadi No.	Balwadi Enrolment
(0)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sadar	352	47.148	78	23,150	36	19.158	14	12,023	184	10,303
2.	Khowai	160	15.992	24	7.108	10	3,313	2	1,059	38	1,822
3.	Sonamura	89	6,880	20	4.303	7	2,751	1	286	27	3,233
4.	Subroom.	87	5,521	15	2,079	5	840	2	507	25	846
5.	Belonia.	103	13,227	30	6,282	9	2,430	3	1,251	54	2,642
6.	Udaipur.	97	10,187	22	6,701	9	3,139	2	1,949	64	4,078
7.	Amarpur.	108	9,156	13	2,547	3	464	1	340	23	850
8.	Kamalpur.	117	9,062	15	3,770	7	3,072	1	658	67	3,466
9.	Kailashahar.	160	10,695	34	7,024	8	2,089	2	1,071	55	2,546
10.	Dharmanagar.	195	14,568	31	7,686	11	5,175	2	1,152	53	2,355
	Grand Total :—	1,528	1,38,436	283	70,650	105	43.231	30	20,296	590	31,141

STATEMENT—II

NO. of Institutions & enrolment as on 30. 6. 81.

Sl. No.	Name of Sub— Division.	Pry./ J. B. School No.	Pry./ J. B. School Enroimen	Jr. High & S. B. School No.	Jr. High & S. B. School Enrolment	High School No,	High School Enolment	Hr. Secondary No.	Hr. Secondary Enrolment	Balwadi No.	Balwadi Enrolment
(0)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sadar	322	51,483	78	23,755	42	21,408	25	25,140	377	20,990
2.	Khowai	180	26,468	24	7,951	17	7,215	6	4,094	58	2,723
3.	Sonamura	99	12,768	22	5,772	6	2,959	2	2,061	47	3,133
4.	Sabroom	108	9,966	11	2,031	9	2,020	2	737	68	2,083
5.	Belonia	170	20,177	33	7,107	13	4,037	6	3,663	83	5,115
6.	Udaipur	96	16,146	21	8,311	12	3,728	5	16,894	94	5,054
7.	Amarpur	118	8,893	11	2,172	7	2,333	1	516	45	2,192
8.	Kamalpur	115	12,797	19	4,661	6	3,986	3	1,301	101	5,518
9.	Kailashahar	198	21,651	31	8,319	11	5,389	4	2,643	213	10,323
10.	Dharmanagar	209	21,580	40	9,948	12	6,095	6	3,902	107	4,647
	Grand Total :—	1,615	2,01,937	290	80,027	135	59,240	60	60,951	1,193	61,777

Admitted Un-starred Question No. 17.
By -Shri Drao Kumar Reang

Will the Hon'ble Minister in charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। কোন কোন দপ্তরের কোন কোন শ্রেনীতে সিডিউলড ট্রাইব এবং সিডিউলড কাষ্ট সরকারী কর্মচারীদের সংরক্ষিত কোটা পূরন করা সম্ভব হইয়াছে তাহার বিবরণ, এবং

উত্তর

১। কোন কোন দপ্তরে চতুর্থ শ্রেনীর সংরক্ষিত কোটা সিডিউলড্ ট্রাইব ও সিডিউলড্ কাষ্ট ব্যাক্তির দ্বারা পূরন করা হইয়াছে আর অন্য কোন শ্রেনীতেই উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে পূরন করা সম্ভব হয় নাই। সংগৃহিত তথ্য অনুসারে গত বৎসরের ডিসেম্বর মস পর্য্যন্ত বিভিন্ন শ্রেনীর মোট পদের সংখ্যা ও কোটা পুরন ইত্যাদি নিম্ন বিবরণীতে দেওয়া হইল।

পদ	মোট পদের সংখ্যা	পদ পূরণ	সিডিউলড ট্রাইব	সিডিউলড কাষ্ট
১। প্রথম শ্রেনী (নন্-টেক্নিকেল)	১৪৬	১১৬	৩	—
২। ঐ (টেক্নিকেল)	২৮১	১৭৭	৭	৮
৩। ২য় শ্রেনী (নন্-টেক্নিকেল)	১৩৪৮	১০৪৬	৪১	৭৮
৪। ঐ (টেকনিকেল)	৯৯২	৬৮৭	৩৭	৩০
৫। ৩য় শ্রেণী (নন্ টেক্নিকেল	৩৩৩৫৭	২৭১৬৮	৪৩০৭	২৪৬২
৬। ঐ (টেকনিকেল)	৭৮৭২	৮১৫৮	৯৯৫	৫৮৩
৭। ৪র্থ শ্রেণী (নন্-টেকনিকেল	১০০৩০	৯২৫০	১৮০৬	১৫৩৩
৮। ঐ (টেকনিকেল)	২৭৪৫	২২৮১	৪৪৭	৩৪৯
মোট :—	৩৮৭৭১	৫৯৬৮০	৭৬৪৫	৫০৪৩

প্রশ্ন

২) যদি কোটা পূরন করা সম্ভব না হইয়া থাকে তবে ঐ কোটা পূরনের জন্য বর্তমান সরকার কি পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন।

উত্তর

৩। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে উপজাতি ও তপশিলী জাতি প্রার্থীদের জন্য সরাসরি নিয়োগ, পদোন্নতির ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞতা শিথিল করা হইয়াছে। এতদব্যতীত পদোন্নতির ক্ষেত্রে ভিন্ন দপ্তর হইতে ট্রেনিং পার্টিডেপুটেশন এবং প্রয়োজন বোধে সরাসরি নিয়োগ ব্যবস্থা চালু করা হইতেছে।

Admitted Un-starred Question No. 20
By—Shri Matilal Sarkar &
By—Shri Gopal Ch. Das.

প্রশ্ন

১। গত ১৯৮০ সনের দাঙ্গায় বিধ্বস্ত শরণার্থীদের মধ্যে মোট কতটি পরিবার নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে যাওয়ার অস্বীকৃতি জানিয়ে রাজ্যের পুনর্ব্বাসন দপ্তরে লিখিত আবেদন করেছেন তার সংখ্যা (অঞ্চল ভিত্তিক)

উত্তর

পুনর্ব্বাসন দপ্তরের কাছে সরাসরি কোন আবেদন আসেনি তবে স্ব স্ব মহকুমা শাসকের নিকট ৬২৮ পরিবার নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে যাওয়ার অস্বীকৃতি জানিয়ে আবেদন করেছেন এবং মৌখিক আলাপে ৭৫৮ জন নিজ নিজ বাসস্থানে ভিরে যাওয়ার অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। সর্বমোট ১৩৮৬ টি পরিবার। আঞ্চলিক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

ক) যারা লিখিত আবেদন করেছেন :

উদয়পুর মহকুমায় কুপিলং—১৫৪ পরিবার
পিত্রা—৭৪ ,,
ছয়গড়িয়া—৫৪ ,,

মোট—২৮২ পরিবার

অমরপুর মহকুমায় থামার বাড়ী—৩৫ ,,
ছইলাখলা—২২ ,,
ভগবানখলা—১৬ ,,
সোনাছড়া—২০ ,,
কসলাই— ১ ,,
রামপুর—৪৫ পরিবার
পুরান বাড়ী—৩৯ ,,
লালগিড়ি—১১ ,,
রাঙ্গামাটি—১৪ ,,
(ডাক্তার টিলা)
লোবাকছড়া—২৭ ,,
সোনাছড়া—৪৪ ,,
(নাগরাই)
একজানছড়া—১৫০ ,,
ছেচুলা—১১ ,,
সমপুর— ২ ,,
মালখাসা—১৩ ,,
বীরগঞ্জ—৩১ ,,

সর্ব্বমোট—৬৩৮ পরিবার

খ) আলাপ আলোচনান্তে যাহারা নিজ নিজ বাসস্থানে যাওয়ার অস্বীকৃতি জানাইয়াছে :

সদর মহকুমায়—গুলিরাই
অমরেন্দ্র নগর
পাথালিয়া ঘাট ও
রামনগর—৩০৭ পরিবার
প্রমোদ নগর— ৫৩ ,,
কুপিলং—২৪ ,,
চেচুয়া বরতলী ও
বালুচর—১২৭ ,,
বড়কাঁঠাল ১৮ কাট
ও শান্তিনগর—২১৭ ,,

মোট—৭৫৮ পরিবার

প্রশ্ন

২। ঐ সনে শবনার্থীদের মধ্যে কোন অঞ্চলের কত পরিবারকে কোথায় কোথায় পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ।

উত্তর

উদয়পুর মহকুমায়—

আদি বাসস্থানের নাম	পুনর্বসতি স্থানের নাম	পরিবারের সংখ্যা
কুপিলং	বারভুইয়া ও রাধাকিশোর পুর	৯৭
পিত্রা	পিত্রা ও রাজনগর	৭৪
ছয়খড়িয়া	হীরাপুর	৫১
	অমরপুর মহকুমায়—	
রামপুর	রামপুর মৌজায়	১৭৮
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি মৌজায়	১১
কাঁঠাল বাগান	রাঙ্গামাটি মৌজায়	৮৫
	সদর মহকুমায়—	
গুলিরাই অমরেন্দ্র নগর পাথালিয়া ঘাট ও রামনগর	দক্ষিণ চড়িলাম	১৬৯

১	২	৩
গকু ও মরতলী	কলকলিয়া	৫৩
অমরেন্দ্র নগর, ও		
পাথালিয়া	দক্ষিণ চাম্পামুড়া	৫৪
অমরেন্দ্রনগর ও		
পাথালিয়া ঘাট	খাস মধুপুর	৫৩
কুপিলং	প্রতাপপুর	৫৪
বুড়াখাঁ	তেলারবন (প্রতাপপুর)	৩৯
অমরেন্দ্র নগর ও		
পাথালিয়া ঘাট	রানীর খামার (মধুবন)	৩১
নরতলী	হরিনাথলা (তারা নগর)	৪৫
বালুছড়া	মোহিনীপুর	২৯
প্রমোদনগর	পুরাথল রাজনগর	৫৩
		মোট—১০৭৬

প্রশ্ন

৩। ইহা কি সত্য যে এই শরণার্থীগণ তাদের বর্তমান গাঁও সভার ফেমেলি রেজিস্টারে তাদের নাম লেখাইতেছে না।

উত্তর

৩। সরকারের কাছে এইরূপ কোন তথ্য নাই।

প্রশ্ন

৪। এবং ইহা কি সত্য যে তাহাদের অনেকেই পূর্ব্বতন বাসস্থানের ফসলাদি ভোগ করছেন এবং পুনর্ব্বাসনের পরিকল্পনায় সুযোগ নিচ্ছেন?

উত্তর

৪। সরকারের কাছে এই প্রকার কোন তথ্য নাই।

প্রশ্ন

৫। তাদের এই বিচ্ছিন্নতা বোধকে অতিক্রম করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন?

উত্তর

৫। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. 24

By—Shri Rasiram Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। কোন কোন হাই স্কুল, এস, বি ও দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে এখন পর্য্যন্ত (আগষ্ট, ১৯৮১) অঙ্ক ও ইংরাজীর শিক্ষক নেই। (বিভাগ ভিত্তিক)

২। কবে নাগাদ ঐ সকল স্কুলে অঙ্ক ও ইংরাজীর শিক্ষক নিয়োগ করা হবে ?

উত্তর

১ ও ২। তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।

Admitted Un-starred Question No. 29

by—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ সনে বি, ডি, সি, গুলি পুনর্গঠনের পর এবং নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি কমিটি সমূহ গঠনের পর কোন কোন বি, ডি, সি, এবং নোটিফায়েড এরিয়া কমিটির কয়টি মিটিংয়েএ ডুকেশন ডিরেক্টর, ডেপুটি ডিরেক্টর, ডিষ্ট্রিক অফিসার এবং স্কুল ইন্সপেক্টররা যোগদান করেছেন ;

২। স্কুলগুলির বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সরকারী সিদ্ধান্ত সমূহ কার্য্যকরী করতে বি, ডি, সি, এবং নোটিফায়েড এরিযা কমিটি সমূহ সহযোগিতার জন্য সচেষ্ট থাকলেও এলাকাতে সহযোগী ভূমিকা দেখা যাচ্ছে না এই সম্পর্কে সরকার অবহিত আছেন কি ?

উত্তর

১। তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।

২। এমন কোন অভিযোগ বা সংবাদ সরকারের কাছে নাই।

—::—

Printed by
The Superintendent of Press, Tripura Government Press,
Agartala.